সুব্রত চক্রবর্তী

সাহিত্য সংস্থা
১৪ এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
রণধীর পাল
১৪ এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬২

প্রচ্ছদ : সুশান্ত বিশ্বাস

মুদ্রাকর :
রবীন্দ্রনাথ ঘোষ
নিউ মানস প্রিণ্টিং
১/বি, গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রেরণার উৎস—
রণধীরদা'কে

ভূমিকা

রাসপুটিনকে নিয়ে বিদেশে কয়েকশ' পুস্তক লেখা হয়েছে। এবং একটি বইয়ের সঙ্গে অপর বইটির কোন মিল নেই। সত্য-মিথ্যে মিশিয়ে প্রতিটি লেখাই লেখকের ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট। কেউ তাকে অলৌকিক ক্ষমতার চূড়ান্তে পেঁাছে দিয়ে তাকে ভগবান বানিয়ে দিয়েছেন; কেউ মনে করেছেন ১৯১৭-এর অক্টোবর বিপ্লবের জন্য জারিনা ও রাসপুটিন উভয়েই দায়ী; কেউ কেউ মনে করেছেন রাসপুটিন রাশিয়ার উইলহেল্ম্ কাইজারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রাশিয়ার ধ্বংসের কারণ হয়েছেন; কারো মতে রাসপুটিনের মত লম্পট ও যৌন-ক্ষমতার অধিকারী পুরুষ এক বিরল ঘটনা মাত্র। যাই হোক না প্রত্যেকটি লেখাই পরস্পর-বিরোধী। এবং সেই সব লেখা থেকে কিছুতেই প্রকৃত রাসপুটিন-নামক ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্বটিকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয় না; অনেক ক্ষেত্রে তা হচ্ছে খড়ের গাদায় সুঁচ খোঁজারই সামিল।

অনেক লেখক নানাধরণের কল্পিত চরিত্র বা স্থানের নামের অবতারণা করেছেন, যার ফলে আসল বিষয় অনুসন্ধান করায় অসুবিধের সৃষ্টি হয়েছে।

রাসপুটিন সাইবেরিয়ার যে গ্রামে বাস করতেন তার নাম পোকরোভ্স্কোয়ে; কিন্তু T. Vogel-Jorgensen লিখিত, 'রাসপুটিন : প্রফেট, লিবারটাইন, প্লটার,' পুস্তকে বলা হয়েছে তার গ্রামের নাম পেত্রোনোভ্স্কোয়ে। শুধু তাই নয়, তিনি রাসপুটিন (Rasputin) নামের অর্থও খুঁজে বার করেছেন। তার মতে Rasputny বা রাসপুট্নি কথার অর্থঃ লম্পট, দুশ্চরিত্র বা ইন্দ্রিয় পরায়ন ব্যক্তি। রাসপুটিন নাম সেই শব্দ থেকেই উদ্ভুত।

এ শব্দের অর্থের সম্পূর্ণ প্রতিবাদ করেছেন রাসপুটিনের বড় মেয়ে মারিয়া রাসপুটিন। তিনি বলেছেন, 'রাসপুটিন' হচ্ছে তাদের গ্রামের অধিকাংশেরই পদবী-নাম Rasputin Rasputi (রাসপুটি) শব্দ থেকে এসেছে। রাসপুটি কথার অর্থ হচ্ছে চৌমাথা বা Cross-road। তাদের গ্রাম পোক্রোভ্স্কোয়ে তোবল্স্ক্ বা তুয়ামেনের Cross-road-এর ওপর অবস্থিত ছিল, তাই অধিকাংশ গ্রামবাসীই সেই নামে অভিহিত হত। অনেকে বলেন রাসপুটিন কথার অর্থ Staret (স্তারেত্) বা ভ্রাম্যমান সাধু।

রাসপুটিনের স্ত্রীর নাম হচ্ছে প্রাস্কোভিয়া ফেদোরভনা দুব্রোভিনা আর তার সন্তানাদির মধ্যে দুই কন্যা সন্তানের নাম ছিল মারিয়া ও ভারিয়া এবং পুত্র সন্তানের নাম হচ্ছে দিমিত্রি। কিন্তু Charles Omessa-র 'রাসপুটিন এ্যাণ্ড দি রাশিয়ান কোর্টে' লেখা হয়েছে রাসপুটিনের স্ত্রীর নাম ওল্গা শ্যানিগফ্। মেয়েদের নাম যথাক্রমে মারিশ্কা ও জেনিয়া এবং পুত্রের নাম মাইকেল গ্রেগোরেভিচ্।

এবং এ সব কিছুর মূলে হচ্ছে রাসপুটিন স্বয়ং। তিনি তার জীবনীকে গূঢ় ও রহস্যপূর্ণ করে তুলেছেন শুধুমাত্র তার আত্মজীবনী না লেখার জন্য। বেশীরভাগ মহৎ লোকেরাই তাদের আত্মজীবনী লিখে রেখে গেছেন ভবিষ্যৎ-প্রজন্মের জন্য। এমন কি

তার নেপথ্য খুনের নায়করা—ইলিয়ডর লিখেছেন 'দি হোলি ডেভিল'। মাইকেল রদ্‌ঝিআন্‌কো লিখেছেন 'দি রেইন অব্‌ রাসপুটিন ঃ এ্যান্‌ এম্পায়ারস্‌ কোলাপ্‌'স।' আর স্বয়ং হত্যাকারী ফেলিক্‌স্‌ ইয়ুসুপোভ নিজে তার আত্মজীবনী মূলক রচনা লিখেছেন। (লষ্ট স্পেল্‌ন্‌ডার)

এবং যেহেতু রাসপুটিন নিজে লেখার ব্যাপারে তেমন অভ্যস্ত ছিলেন না, তাই যারা তার সমসাময়িক তার সম্বন্ধে লেখনী ধরেছিলেন, তারা কেউই তাদের মনের বিষ উগরে দিতে মোটেই কার্পণ্য করেননি।

সবচেয়ে আশ্চর্যজনক লেখাটি লিখেছেন William Le queux তার 'দি মিনিস্টার অফ্‌ ইভিল-দি সিক্রেট হিস্ট্রি অফ্‌ রাসপুটিন্‌স্‌ বিট্রেয়াল অফ্‌ রুশিয়া' পুস্তকে (১৯১৮)। বইটি পড়তে পড়তে বারবারই মনে হবে বুঝি কোন আধুনিক রোমাঞ্চকর স্পাই-থ্রিলার পড়ছি। ঝুরি ঝুরি কত যে মিথ্যে কথা বলা যায় লেখক তার শিল্পী-সুলভ নিদর্শন পাতায় পাতায় রেখে গেছেন। রাসপুটিন কখনও জার্মানী যাননি, কিন্তু কাইজারের সঙ্গে রাসপুটিনের কথোপকথনের যা বিবরণ আছে, তা এক কথায় চমকপ্রদ। সুচতুরভাবে তিনি রাসপুটিনের ভাবমূর্তিকে কাটা-ছেঁড়া করে রীতিমত বিধ্বস্ত করেছেন। আর এ ব্যাপারে তিনি নিজের পক্ষে যথেষ্ট সাফাই গেয়েছেন। এখানেও এক কল্পিত ফেওদর্‌ রাজেভ্‌স্‌কিকে তিনি আনয়ন করেছেন। যে নাকি রাসপুটিনের সেক্রেটারি ও বডি-সারভেণ্ট ছিল। এবং তার কাছ থেকেই লেখক গোপন রিপোর্টে সমস্ত ঘটনা জানতে পেরেছেন।

যতক্ষণ না রাসপুটিনের বড় মেয়ে মারিয়া রাসপুটিন প্যাটি বেন্‌হামের সহযোগিতায় রাসপুটিন সম্পর্কে জানালেন, ততক্ষণ সমস্ত ব্যাপারটা ধোঁয়াশার আড়ালেই ছিল। রাসপুটিনের ছেলেবেলা সম্পর্কে কোথাও কিছু জানা যায় না; সব লেখকের লেখাই জারিনার সঙ্গে রাসপুটিনের পরিচয়-পর্ব ও জারিনার পুত্র আলেকসেই এর আরোগ্যলাভের পর্যায় থেকে শুরু, কিন্তু মারিয়ার 'রাসপুটিন'—দি ম্যান বিহাইণ্ড দ্য মিথ্‌' বইতে রাসপুটিনের ছেলেবেলা নিয়ে বিশদ লেখা আছে।

তবুও মারিয়ার লেখাতে আবার রাসপুটিনের রাজনৈতিক জীবনে তার বিরুদ্ধে যে চক্রান্ত হয়েছে সে বিষয়ে বিশদ জানা যায় না। কিন্তু Colin Wilson লিখিত 'রাসপুটিন এ্যাণ্ড দি ফল্‌ অব্‌ দি রোমানভ্‌' পুস্তকে এ ব্যাপারে মোটামুটি নিখুত 'আলোচনা আছে। এ বিষয়ে তার মুন্সিয়ানা যথেষ্ট। তিনিই বিস্তর গবেষণা করে জেনেছেন যে Khlysty-র মত Skoptzy নামেও ঠিক একই ধরনের আর একটি ধর্মীয় শাখা রাশিয়াতে বজায় ছিল।

জারিনার সঙ্গে রাসপুটিনের সম্পর্ক নিয়ে অনেক বইতে অনেক কুৎসা রটানো হয়েছে। জারিনা নাকি রাসপুটিনের শয্যাসঙ্গিনী ছিলেন। এবং রাসপুটিনের লিখিত জারিনার চিঠিগুলি পড়লে পাঠকের সেরকম ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক। জারিনা লিখিত অজস্র চিঠির বয়ান অনেকটা নিম্নোক্তরূপ চিঠির মতই।

'তুমি ব্যতীত কী ভীষণ ক্লান্তিই না আমার লাগে! যখন তোমার মত শিক্ষক আমার পাশে বসে থাকে তখনই শুধুমাত্র আমি বিশ্রাম করি, আমার আত্মা শান্তি পায়।

ওঃ, কতটাই না হাল্কা অনুভব করি তখন নিজেকে, যখন তোমার হাত দু'খানায় চুম্বন করি আর আমার মাথা রাখি তোমার কাঁধের ওপর ! আমি শুধুমাত্র একটা জিনিসই ইচ্ছা করি ঃ তোমার বাহু ও কাঁধের ওপর ঘুমিয়ে পড়তে চাই চিরদিন, চিরকালের জন্য। তোমার উপস্থিতিতে যে কী সুখ তা আমি তোমায় বলে বোঝাতে পারব না ! তুমি কোথায় ? তুমি কোথায় গেছ আমার প্রিয় ?···নিঃশব্দে এসো আমার কাছে, আমি তোমার জন্য অপেক্ষা করছি ; তোমার জন্য নিজের যন্ত্রণা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে আমার···আমি তোমাকে চিরকালের জন্য ভালবাসি।'

জারিনার মন খুব দুর্বল প্রকৃতির ছিল ; তিনি ছিলেন আবেগপ্রবণ। তার পুত্র-সন্তান ছিল না, তার জন্য তাকে অনেক গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে। এবং পরবর্তীকালে পুত্র হ'লেও তিনি নিস্তার পাননি সেই পুত্রের হেমোফিলিয়া নামে দু'রারোগ্য ব্যাধি থাকার দরুণ। রাসপুটিন সেই রোগ সারিয়েছিলেন। আর সে জন্যেই জারিনা তাকে ভগবানের মতই শ্রদ্ধা করতেন ও ভালবাসতেন। এই ভালবাসার শক্তি এতটাই ছিল যে যৌন-আবেদনের কথা ভাবলে তার সেই ভালবাসাকে দুর্বল করে তোলা হয়। সুতরাং নিঃসন্দেহ হওয়া যায় তাদের মধ্যে কোন অবৈধ সম্পর্ক ছিল না।

রাসপুটিন তার আত্মিক শক্তিতে অত্যন্ত বলিয়ান ছিলেন। সেই শক্তির জোরে তিনি যতদিন রোমানভ সাম্রাজ্যের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ততদিন কোন ইতিহাস ঘটতে দেননি। ইতিহাস বলতে আমরা কখনও সাদা-মাটা গল্প বুঝি না। ইতিহাস মানেই হচ্ছে যুদ্ধ, গণহত্যা, খুন, বিপ্লব। ইতিহাস মানেই রক্তক্ষয় ও সংগ্রাম। রাসপুটিন মানুষ হিসেবে ছিলেন ধার্মিক প্রকৃতির। আর ইতিহাস সর্বদাই ধর্মের বিপক্ষে থাকে। রাসপুটিনের চরমতম দুর্ভাগ্য যে তিনি ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। শেষ রোমানভ সাম্রাজ্যকে নিয়েই ইতিহাস তৈরি হয়েছে। হয়েছে যুদ্ধ, গণহত্যা, দুর্ভিক্ষ ও নির্যাতন। রাসপুটিন তার ধর্ম দিয়েই সবকিছুর সমাধান করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ইতিহাসে তা কখনও সম্ভব নয়। তাই তার অলৌকিক শক্তির প্রভাব থাকলেও এব্যাপারে তা যথেষ্ট ছিল না।

১৯১৪ থেকে ১৯১৬ পর্যন্ত প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হয়েছিল। আর ১৯১৪ সালে জারের পদে অধিষ্ঠিত হয়েই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন রোমানভ সাম্রাজ্যের জন্য তার আর কিছুই করার নেই ; তিনি এও বুঝতে পেরেছিলেন তার দিন সমাগত। একজন কৃষক হিসেবে রাজাকে তিনি ঈশ্বরের প্রতিভূ ভেবে এসেছিলেন এতদিন। কিন্তু একটু চোখ মেলে তাকাবার পরেই তিনি চতুর্দিকের জঘন্যতম অব্যবস্থার খবর জানতে পেরেছিলেন, কিন্তু তখন তার আর করার কিছু ছিল না।

রাসপুটিন জীবিত থাকাকালীন তাকে নিয়ে যতটা না নাড়াচাড়া করা হয়েছে, তার মৃত্যুর পরই যেন তাকে নিয়ে রটনা আর ঘটনা আরো বেশী ক'রে শুরু হোল। তার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে Charles Omessa অদ্ভুত একটি ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। একটি মহিলা রাসপুটিনের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়ীতে যায় ; রাসপুটিন মহিলাটির সামনেই টবে মন্ত্রের সাহায্যে বীজ থেকে গাছ গজিয়ে তাতে ফুল ফুটিয়ে দেন। অদ্ভুত এবং অবিশ্বাস্য এ ঘটনা। T. Vogel-Jorgensen অবশ্য স্বীকার করেছেন তার

লেখার মালমসলা তিনি তখনকার খবরের কাগজের কাটিং থেকে সংগ্রহ করেছেন। অপর দিকে George Sava তার 'রাসপুটিন স্পিকস্' বইতে মিউকা নামে এক মিডিয়ামকে নিয়ে এসেছেন। এই মিডিয়মকে নাকি রাসপুটিনের আত্মা ভর ক'রে তার মুখ দিয়ে সত্য কাহিনী বর্ণনা করেছে। আর সেই কাহিনীর উৎপাদন হচ্ছে একটি মোটা বই। রাসপুটিনের আত্মার ধৈর্য যথেষ্ট ছিল বলতে হবে।

রাসপুটিনের ছিল অসীম এক মানসিক ক্ষমতা। যাঁর সাহায্যে তিনি অনেক মুমূর্ষ রোগীকে মৃত্যুর মুখ থেকে অনায়াসে বাঁচিয়ে তুলতেন। ডঃ মেস্‌মার তার আবিষ্কৃত মেসমেরিজম্ (হিমনোটিজম) বা সম্মোহনবিদ্যার সাহায্যে রোগীদের সম্মোহিত করে সুস্থ করে তুলতেন। আজকাল সাইকিয়াট্রিষ্টরা সেই একই পদ্ধতি অর্থাৎ হাতের পাশ বা মৌখিক সাজেশনের সাহায্যে মানসিক রোগীদের সুস্থ করেন। কিন্তু রাসপুটিন শুধুমাত্র তার দৃষ্টিশক্তির সাহায্যে যে কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করতে পারতেন এবং তার প্রবল ইচ্ছাশক্তির পুঞ্জীভূত তেজকে সম্মোহনরূপ আরোগ্যকারী শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতেন। (রাসপুটিনের সমসাময়িক মাদাম্ ব্লাভাট্স্কি নাম্নী এক মহিলার সন্ধান পাওয়া যায়, যার ও অনুরূপ ক্ষমতা ছিল। কিন্তু সে বিষয় এখানে অপ্রাসঙ্গিক)।

এছাড়া তার দূরদৃষ্টি বা দূরেশ্রবণ জাতীয় অনেক প্রকার শক্তি ছিল। (যা যোগের উচ্চতর অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়।) তাকে হত্যার ব্যাপারে সবকিছু জানা সত্ত্বেও তিনি কেন সে ব্যাপারে একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে থেকেছিলেন তা খুবই রহস্যময়। তবে একটি আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যদি রাসপুটিন রোমানভ্ পরিবারের সঙ্গে জড়িয়ে না পড়তেন এবং ১৯১৬-র ডিসেম্বর পর্যন্ত জীবিত না থাকতেন, তাহলে বোধহয় রাশিয়ার বিপ্লব বা লেনিনের আগমন অঙ্কুরে বিনষ্ট হতে পারত। এ যেন মনে হয় রাসপুটিন লেনিনকে তৈরি হতে সময় দিয়েছিলেন এবং বিপ্লবকে দিয়েছেন দানা বাঁধবার সময়।

সত্যি কথা বলতে রাসপুটিনের জীবনী লিখতে গেলে এমন একজন উপযুক্ত ব্যক্তির দরকার যিনি হবেন রাশিয়ান এবং খুঁটিনাটি সমস্ত ঘটনার ছক্ যিনি খুঁজে বার করতে পারবেন। কারণ বর্তমানে রাসপুটিনের অদ্ভুত আরোগ্যকারী ক্ষমতা সম্পর্কে অনেকেই আগ্রহী হয়ে পড়েছেন।

রাসপুটিন মারা যাবার পরেই রাশিয়ার চতুর্দিকে বিশৃংখলা চরমে ওঠে। জার ও জারিনা কার্যতঃ নজরবন্দী হন। ১৯১৭ সালের শেষদিকে জনগণ ক্ষমতায় চলে আসে। ঘুণ ধরা সমাজের পতন রুখবার জন্য এবং দেশকে পুনর্গঠিত করবার জন্য অনেক আগেই আবির্ভাব হয়েছিল লেনিনের। তাঁর ১৯১০ সালের ইস্‌ক্রা বা স্ফুলিঙ্গ পত্রিকা এবং ১৯১২ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত প্রাভদার মাধ্যমে তিনি দেশের মেহনতী জনগণ বা শ্রমিক-কৃষককে একত্র ক'রে তাদের নবজাগরণের দীক্ষায় দীক্ষিত করেছিলেন। নানাভাবে শোষিত জনসাধারণ ক্রমাগতঃ উদ্বুদ্ধ হওয়ার ফলেই রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম সেই বিরাট মুক্তির বিপ্লব ঝড়ের বেগে এসে হাজির হ'ল। সৃষ্টি হ'ল নতুন এক রাশিয়ার। এবং রাজতন্ত্রের খোলস ছেড়ে জন্ম হোল সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র নামক নতুন এক অধ্যায়ের।

লেখক

॥ এক ॥

ডিসেম্বর ১৬, ১৯১৬। রাত তখন বারোটা। গোরোখোভায়া স্ট্রীটের ৬৪ নম্বরের বাড়ীর জানালায় একটা মূর্তি। নিশ্চল, নিস্পন্দ। সে একবার কালো চাঁদোয়ায় ঢাকা আকাশটার দিকে তাকাল। হীরার দ্যুতি নিয়ে নক্ষত্ররা আকাশে অতি উজ্জ্বল। নিঃশব্দ রাতের রহস্য চিরটাকাল একইরকম। সারা শহরটার ওপর একটা পাতলা বরফের আস্তরণ। মেরু প্রদেশের তীব্র ঠাণ্ডা-কন্‌কন্‌ করে হাড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকলে এই শান্ত পরিবেশে কোন রকম বিপর্যয়ের আশঙ্কাই করা যায় না। মূর্তিটার দুটো ঠোঁটের মাঝখানে এক চিলতে ফাটল ধরল। খুব মৃদু হাসল সে। সে জানে কি ঘটতে চলেছে। এবং সমস্ত ঘটনাটাই তাকে নিয়ে। গ্রীগরি এফিমোভিচ্‌ রাসপুটিনকে নিয়ে।

আজকের রাত প্রতিদিনকার মত একইভাবে শীতের চাদর মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু কেউ কেউ এই রাতে নিশাচর বন্য প্রাণীর মত শিকার ধরার আশায় ওঁৎ পেতে বসে আছে। তাদের শিকার হচ্ছে বিরাট শক্তিধর পুরুষ অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রাসপুটিন। এই ভয়ংকর ঘোর রাতের বিপর্যয় সে বুঝি ইচ্ছা করলেই ঠেকাতে পারত। কারণ সে মনে করে না তার ক্ষমতার সমান ক্ষমতা এই পৃথিবীর মাটিতে এই মুহূর্তে কারো আছে। দেহে মনে এখনও সে একটা পর্বতের মতনই কঠিন। তবু কেন সে এত চুপচাপ!

বাইরের দিকে চেয়ে কারো অপেক্ষায় সে চোখ থেকে ঘুম তাড়িয়ে রেখেছে দূরে। আজকেই তো তার শেষ ঘুম! সে কি পারত ইতিহাসের পাতায় যা লেখা হবে সে ঘটনাটাকে পুরোপুরি বদলে দিয়ে নতুন কোন ঘটনার সূত্রপাত করতে? তাহ'লে বলতে হয় যীশুখ্রীষ্ট কখনও ক্রুসবিদ্ধ হ'ত না। আর ক্রুসবিদ্ধ ঘটনাই তো ইতিহাস।

ঈশ্বর এই মহাবিশ্বের নিয়ন্তা। রাসপুটিন ভাবে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারি না। কারণ আমাকে তিনি তাঁর ক্ষমতার যৎসামান্য যেমন দিয়েছিলেন, তেমনি তার প্রয়োগও তো সীমিত। রাসপুটিনের প্রয়োজন যদি ফুরিয়ে থাকে এই ধরাতলে, তবে তা রুখবার সামর্থ তার থাকলেও তাকে নিশ্চুপ হয়ে যেতে হবে। সে জানে রাশিয়ার ইতিহাস এখন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ইতিহাস শুরু করতে চলেছে, সেখানে অনেককেই আত্মবলিদান দিতে হবে। যে সংগ্রামে তার কোন অংশ গ্রহণের অঙ্গীকার নেই। ঝড় আসছে উদ্দাম বেগে। আর তার প্রথম বলি হতে হবে তাকে। সে সব জানে বলেই গোপন চিঠিতে তা লিখে রেখে গেছে। সে কতদূর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল ইতিহাস তার বিচার করবে। বিরাট শক্তির কাছে সে নতজানু। সে জানতেই পারে শুধু।

দূরের রাস্তায় আওয়াজ শোনা গেল। রাসপুটিন ফিরে তাকাল রাস্তার দিকে। একটা কালো রঙের গাড়ী নিঃশব্দে তার বাড়ীর সামনে এসে থামল। গাড়ীর পেছনের দরজা খুলে একটা লম্বা মূর্তি নেমে এল। মূর্তিটির লম্বা ফারের গ্রেট কোটটা হাঁটু ছাড়িয়ে গেছে। কোটের কলারে প্রায় সম্পূর্ণ মুখমণ্ডলই ঢাকা পড়েছে। মাথার টুপিটা ঢেকে ফেলেছে মুখের সামনের দিক। লোকটার পায়ের তলায় বরফ ভাঙ্গার মচ্‌মচ্‌ আওয়াজ। সে অতি সন্তর্পনে রাসপুটিনের বাড়ীর পেছনের দরজায় এসে হাজির হ'ল। উদ্দেশ্যমূলকভাবে ঠক্‌ ঠক্‌ করে শব্দ করল।

রাসপুটিন দরজা খুলে দিল। আগন্তুককে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভেতরে এসো।' নৈশ আগন্তুকের সঙ্গে শন্‌শন্‌ করে তীরের ফলার মত তীক্ষ্ম ঠাণ্ডা বাতাসও ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। আগন্তুকের নাম প্রিন্স্‌ ফেলিক্‌স্‌ ফেলিক্‌সোভিচ্‌ ইয়ুসুপোভ।

'কি মনে করে ফেলিক্‌স্‌ ?' রাসপুটিন জিজ্ঞেস করল।

স্টাডিতে প্রচুর বই এখানে-ওখানে গাদাগাদি করে রাখা। আর টেবিলের উপর ফল ও বিবিধ উপহার সামগ্রী স্তূপাকৃত করে রাখা আছে। এ সবই সেইসব মানুষের তাকে ভালবাসার উপহার যারা রাসপুটিনের আরোগ্যকারী স্পর্শে নতুন করে জীবনের চেতনা লাভ করেছে।

ফেলিক্‌স্‌ অপাঙ্গে সেইসব জিনিসের দিকে একবার তাকাল। সে তখনও মাথার টুপিটা খোলেনি। তার মুখের দিকে তাকালে ভয় হয়। বাইরের বরফকে হার মানিয়ে তার অপলক চোখদুটি স্থির ও বরফের চেয়েও কঠিন ঠাণ্ডা।

রাসপুটিন জিজ্ঞেস করল ধীর কণ্ঠে, 'তুমি কেন এসেছো ফেলিক্‌স্‌ !'

'আপনি তো জানেন ফাদার গ্রীগরি'···ফেলিক্‌সের উত্তর।

'আমি তো অনেক কিছুই জানি।'

সে কি। আতঙ্কিত হয়ে পড়ে ফেলিক্‌স্‌ ফেলিক্‌সোভিচ্‌। ইতিমধ্যেই সবকিছু জেনে গেছেন তিনি। তাদের চক্রান্ত, তাদের অনেক সাধে লালিত দুরভিসন্ধি কি তবে ফাঁস হয়ে গেছে!

কাঁপতে কাঁপতে ফেলিক্‌স্‌ ইয়ুসুপোভ প্রায় মৃগী রোগীর মত ঘড় ঘড় করে ওঠে, 'আপনি সবকিছু জানেন ?'

'হাঁ, জানি। তুমিই তো বলেছিলে!' রাসপুটিন অত্যন্ত সরলভাবে বলল, 'তুমিই তো বলেছিলে তোমার স্ত্রীর ভয়ানক অসুখ, তাকে দেখতে।'

নিশ্চিন্ত হয় ফেলিক্‌স্‌। যাক্‌ শয়তানটা তাহলে কিছু জানে না। তবে বিশ্বাস নেই। রাসপুটিন জানতে পারবে না এমন কোন ঘটনাই বোধহয় থাকতে পারে না। রাসপুটিনের দু'চোখ ঘিরে নীলচে গাঢ় কালো ছাপের দিকে চেয়ে থাকে সে। উজ্জ্বল অর্ন্তভেদী সেই দৃষ্টি থেকে চোখ সরিয়ে নেয় সে সম্মোহিত হবার ভয়ে। তারপর বলে, 'তবে আর অপেক্ষা কেন, চলুন!'

রাসপুটিন বলে উঠল, 'দাঁড়াও ফেলিকস্‌! আজকে না গেলেই কি নয়! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত। বিশ্বাস কর, খুবই ক্লান্ত আমি। তাছাড়া অনেক রাত হয়ে গেছে। আজকের মত আমাকে কি ক্ষমা করা যায় না ?'

সব বুঝি ভেস্তে যায়। তার দুষ্কর্মের সহযোগীরা অপেক্ষা করছে। হয়ত এরকম সুযোগ জীবনে আর দ্বিতীয়বার আসবে না। তৎক্ষণাৎ বাধা দিয়ে ফেলিকস্ ইয়ুসুপোভ বলে উঠল, 'না, না এ কী বলছেন আপনি ফাদার গ্রীগরি! আমার স্ত্রী ভয়ংকর মাথা যন্ত্রণায় ভুগছে। জানিনা ঠিক কী হয়েছে। যদি আরো ভয়ংকর কিছু ঘটে যায়। আপনি শুধু একবার তাকে স্পর্শ করে সারিয়ে দিয়েই চলে আসবেন। আপনি তো আমাকে খুব ভালবাসেন ফাদার!'

'হ্যাঁ, ভালবাসি।' রাসপুটিন মনে মনে বলল, তোমার সুন্দরী স্ত্রী রাজকুমারী ইরিনা আলেক্জান্দ্রোভ্নাকেও আমি ভালবাসি। তাকেও আমার একবার দেখবার খুব ইচ্ছে। সুন্দরী মেয়েদের আমার খুব পছন্দ।

ভয়ংকর কামুক রাসপুটিন যে সুন্দরী মেয়েদের পছন্দ করে ফেলিক্স্ ইয়ুসুপোভ তা ভালভাবেই জানে। তাই তো সে এই ফাঁদ তার স্ত্রীর নাম দিয়েই পেতেছে। রাসপুটিনের এই দুর্বলতা না থাকলে হয়ত তাকে বাগে আনা খুব কঠিন হ'ত।

রাসপুটিন বলল, 'ঠিক আছে, তুমি যখন চাও যে আমি এত রাতেই তোমার সঙ্গে যাই তবে একটু দাঁড়াও। আমাকে পোশাকটা বদলাতে দাও।'

রাসপুটিন তার শ্রেষ্ঠ পোশাকটাই পরল যা তাকে জারিনা ভালবাসার দানস্বরূপ দিয়েছিলেন। সোনালী জড়ির কাজ করা জামা। সে আজকাল অত্যন্ত বিলাসী হয়ে উঠেছে। ভাল ভাল পোশাক পরা তার একটা রুচি। তারপর নীল রঙের সেই স্যুট্টা পরল যেটা ব্যাংকার ইগ্নাতি পোরকায়ারেভিচ্-এর ভাইঝিকে সুস্থ করার ফলে সে পেয়েছিল। সেণ্টপিটার্সবার্গের সব বড় ডাক্তার তাকে পরিত্যাগ করার পর রাসপুটিন তাকে সারিয়ে তুলেছিল। স্যুট্টা পরতে পরতে সে ইয়ুসুপোভের মইকা নদীর তীরে বিরাট রাজপ্রাসাদটার কথা ভাবছিল। সেখানেই এখন তাকে যেতে হবে।

আবার তাড়া দিল ফেলিক্স্, 'তাড়াতাড়ি করুন ফাদার!'

ফেলিক্সের ব্যস্ততায় তার দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল রাসপুটিন তার বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে। যে দৃষ্টির সম্মুখে যে কেউ সম্মোহিত হয়ে যেতে পারে। সিঁটিয়ে গেল ফেলিক্স্।

রাসপুটিন একবার কাজানের কুমারী মাতার সম্মুখে বুকে হাত ঠেকিয়ে ক্রুশ চিহ্ন আঁকল। তারপর বলল, 'চল'।

রাস্তায় বেরিয়ে ৬৪ নম্বর গোরোখোভায়া স্ট্রীটের বাড়ীটার দিকে ফিরে তাকাল সে। ভেবেছিল তার কন্যারা মারিয়া আর ভারিয়া বোধহয় ঘুমোচ্ছে। কিন্তু মনে হোল যেন তার সর্বক্ষণের সুখে-দুঃখে সদাজাগ্রত কন্যা মারিয়ার ছায়াময় শরীরটা দুঃখের গভীরতায় ডুবে আড়ালে লুকিয়ে পড়ল।

রাস্তায় ফাদারের হাত ধরে তাকে গাড়ীতে তুলে দিল ইয়ুসুপোভ। গাড়ীর চালকের আসনে আরো একটা সন্দেহজনক মূর্তি বসে আছে। সে হচ্ছে ডঃ লাজোভার্ট। রাসপুটিন অন্ধকার রাতে তাকে চিনতে পারলো না।

তারা গাড়ীতে ওঠামাত্র কালো রঙের লিমুসিন গাড়ীটা ছেড়ে দিল। গাড়ী অতি দ্রুত চলতে থাকল।

জিজ্ঞেস করল রাসপুটিন, 'অত তাড়াতাড়ি চালাচ্ছ কেন গাড়ীটা ?' একটু থেমে বলল, 'বল, তোমার স্ত্রী এখন ঠিক কেমন আছে ?'

আগামী ভয়ঙ্কর মুহূর্তগুলির কথা ভাবছিল ইয়ুসুপোভ। তাই বারবার জিজ্ঞেস করা সত্ত্বেও বেশ কিছুক্ষণ রাসপুটিনের কথার কোন জবাব দিল না। অবশেষে বলল, 'ইরিনার প্রচণ্ড মাথা যন্ত্রণা। কিন্তু ওর সহ্য করার ক্ষমতা অসাধারণ। না হ'লে দেখুন না, বাড়ীতে কিছু অতিথি এসেছে। ও তাদের সৎকার করছে। হয়ত এখুনি তারা চলে যাবে। তার মাথা যন্ত্রণা এত ভীষণ যে সে আমাকে আপনার কাছে না পাঠিয়ে থাকতে পারল না।'

রাসপুটিন বাঁ হাত ঘুরিয়ে জারিনার দেওয়া সোনার ছোট্ট হাত ঘড়িটা দেখল। রাত সাড়ে বারোটা। এত রাতে! বলল, 'আমি যাচ্ছি তুমি বললে বলে। কিন্তু এত রাতে তোমাদের যে কিসের পার্টি আমি তা বুঝিনা।'

শন্ শন্ ক'রে তীব্র ঠাণ্ডা হাওয়া আর গাড়ীর গতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাসপুটিনের মনও দুরন্ত বেগে ছুটছিল। আজ এই মুহূর্তে যেন জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে তার অতীতের কত কথাই মনে পড়ে গেল। তার স্ত্রী, প্রাস্কোভিয়া ফেদোরভ্নার সঙ্গে সুখের সেই দিনগুলির কথা; ইরিনা দানিলোভার কথা, যে তাকে জীবনের প্রথম যৌনাভিজ্ঞতার মুহূর্তে তীব্র আঘাত করেছে; নাতালিয়া পেত্রোভ্না, গ্রামবাসীরা যাকে উলঙ্গ করে অত্যাচার করেছে, তার কথা; ইরিনার পরিচারিকা দুনিয়ার কথা, যে তার জীবনসঙ্গিনীর আসন অলংকৃত করেছে পরবর্তী জীবনে কিংবা জারিনা, যে তার জীবনের অনেকটা অংশজুড়ে ছিল, তার সুন্দর মুখাবয়বের ছবি মুহূর্তের জন্য তার মানসপটে ভেসে উঠল। কত কাটা কাটা দৃশ্য ছবির মত ভেসে আসতে থাকল তার মনে। হ্যাঁ, সত্যি বলতে একটি মানুষ জীবনে যা যা চায় তার চেয়ে অনেক বেশী সে পেয়েছে। ভোগের চূড়ান্তে সে পৌঁছেছে। মানুষের কাছে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা পেয়েছে সে দেবতার মত। ঘৃণা ও শত্রুতাও তাকে কম দংশায়নি। যার পরিণতি আজকে হতে চলেছে। রাশিয়ার সমস্ত মানুষ জেনেছে রাসপুটিন কত শক্তিশালী! শারীরিক বা মানসিক ক্ষমতায় তার জুড়ি তো এই রাশিয়ায় কেউ ছিল না! সুতরাং কোন কিছুতেই তার ক্ষোভ নেই। এর বেশী সে আর কিছু আশাও করে না। সবকিছুরই চূড়ান্তে সে পৌঁছেছিল। কারণ সাধারণ এক কৃষকের ছেলে হয়ে সে বিরাট রাশিয়ার শাসনের হালটা নিজের হাতে ধরেছিল।

'হ্যাঁ, এক সাধারণ কৃষকের ঘরে ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী অ্যানা ইগোরভ্নার কোল আলো করে এফিম্ আকোভ্লেভিচের দ্বিতীয় পুত্র হিসেবে জন্ম হল রাসপুটিন নামে এক দুর্ধর্ষ মানসিক শক্তির অধিকারী পুরুষের।

খুব অল্প বয়সেই রাসপুটিনের মধ্যে খুব অদ্ভুত অদ্ভুত সব ক্ষমতা দেখা দেয়।! যা সে বয়সের ছেলের পক্ষে কেন ভগবদ্দত্ত কোন প্রতিভা না থাকলে অনেক শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানদেরও তা থাকার কথা নয়। খামারের কোন ঘোড়া হয়ত কোন কারণে চঞ্চল এবং উত্তেজিত হয়ে পড়ল। রাসপুটিন ঘোড়াটার পাশে গিয়ে চুপটি করে দাঁড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে কিছু বলল। বলা মাত্র ঘোড়াটা শান্ত হয়ে

দাঁড়িয়ে পড়ল। যেন রাসপুটিন ঘোড়াটার ভাষায় ঘোড়াটাকে ধমক দিল। সত্যি বলতে যে কোন গৃহপালিত জানোয়ারের উপর তার অসাধারণ প্রভাব ছিল। মাত্র সাত-আট বছর বয়সেই তার এ ধরনের ক্ষমতা দেখা দিয়েছিল।

'দেখেছো', এভিম্ আকোভ্লেভিচ, রাসপুটিনের বাবা তার মাকে হয়ত বলেছে, 'গরুটা আজকেও দেখছি কিছুতে দুধ দুইতে দেবে না।'

'কেন, কি হ'ল আবার?' আনা ইগোরভনা ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

'কি হ'ল আবার? গরুটা পা ছুঁড়ছে।'

মা তখনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গ্রীস্‌কা ও গ্রীস্‌কা দেখে যা একবার।'

রাসপুটিন বাড়ীর পেছনে ক্ষেতের কাছে চুপটি করে বসেছিল। মায়ের ডাকে দৌড়ে এল। 'কি হ'ল মা?

'দেখ তো বাবা গরুটাকে। ওটার যে মাঝে মাঝে কি হয়?'

একথার পরেই গ্রীস্‌কা গরুটার সামনে দাঁড়িয়ে তার কানে কানে কিছু যেন বলল, সঙ্গে সঙ্গে রাগী গরুটা শান্ত হয়ে আবার দুধ দুইতে দিল।

বালক বয়সেই তার ইচ্ছা শক্তির এই বিশেষ ক্ষমতার কথা সবাই জেনে যাচ্ছিল। বিশেষ করে জন্তু-জানোয়ারের তার প্রতি বাধ্যতা। বলতে গেলে সমগ্র পোক্‌রোভ্‌সকয়ে সে অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী এক পশু চিকিৎসক হয়ে দাঁড়াল যে বিনা ঔষধেই চিকিৎসা করে।

সে কি করে এটা করে তা সে কাউকে বলেনি। আসলে মনে মনে যখন সে কোন পশুকে বলে তোমাকে এটা করতেই হবে, তৎক্ষণাৎই সেটা পালিত হয়। কি করে জানি না। পশুগুলো তার বাধ্য হয়ে পড়ে।

সেদিন দুপুরে তারা সবাই এক টেবিলে খাওয়া-দাওয়া করছে। বাবা খেতে খেতে বললেন, 'ঘোড়াটার পা'টা বোধ হয় একেবারে খোঁড়া হয়ে গেছে। খুব সম্ভবত কোন শিরায় টান পড়েছে।'

গ্রীস্‌কা খেতে খেতে শুনছিল। চুপচাপ খাওয়া থেকে উঠে পড়ল। জানেও না কোন্ ঘোড়াটা, আর শিরায় টান লাগা সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতা নেই। সে গোলাবাড়ীতে তখুনি চলে গেল। পেছনে মা চেঁচাচ্ছে 'ওরে ও গ্রীস্‌কা খাওয়া ফেলে উঠলি কেন রে?' কে কার কথা শোনে!

সুতরাং বাবাও পেছন পেছন গেলেন। গিয়ে দেখলেন পায়ে চোট্ খাওয়া ঘোড়াটার সামনেই সে দাঁড়িয়ে। প্রথমে ঘোড়াটার পায়ে হাত বুলিয়ে দিল সে তারপর কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'যাও, তুমি একদম সেরে গেছ।' বলে পিঠ চাপড়ে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখল বাবা!

বাবা ধমকে উঠলেন, 'কি, ঘোড়াটা কি একদম সুস্থ হয়ে গেল নাকি? যে খাওয়া ছেড়ে এক্ষুণি না এলেই চলছিল না!' তিনি কিন্তু মনে মনে বিস্মিত হলেন কারণ এতগুলো ঘোড়ার মধ্যে কোন্ ঘোড়াটার পায়ে চোট লেগেছে এটা সে বুঝল কি করে।

গ্রীস্‌কা বাবার বকুনিতে চুপ করে অধোবদন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পরে আকোভ্‌লেভিচ্‌ দেখেছেন ঘোড়াটা চিরদিনের মত সুস্থ হয়ে গেছে।

সেদিন পরে একসময় আকোভ্‌লেভিচ্‌ ছেলেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুই কি করে জানলি যে ঘোড়াটার পায়ে চোট? আর ঘোড়াটাকে সারিয়ে তুললি কি ভাবে?'

'আমি জানিনা বাবা।' রাসপুটিন বলল আর তার বাবা এ ধরনের উত্তর পেয়ে মনে মনে রেগে উঠলেন।

আর একদিন—রাসপুটিনের বাবা সেদিন খুব অসুস্থ, বিছানায় শুয়ে আছেন। সেই সময় প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে এল। তা গ্রাম বাসিদের মধ্যে কার একজনের ঘোড়া সম্প্রতি চুরি হয়েছে কথায় কথায় সে বিষয়ে কথা উঠল। তারা বলল চোরকে এখনও ধরা সম্ভব হয়নি। রাসপুটিন বাবার বিছানার পাশেই বসেছিল। তৎক্ষণাৎ ভিড় হয়ে দাঁড়ান গ্রামবাসীদের মধ্যে সে আঙ্গুল দেখিয়ে দিল একজনের দিকে, বলল, 'এই যে তোমাদের চোর!

সবাই প্রত্যেকের দিকে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করতে থাকল। সবাই ভাবছে ছেলেটা বলছেটা কি? এবং যার দিকে আঙ্গুল দেখানো হয়েছিল সে তৎক্ষণাৎ অস্বীকার করল। কিন্তু যেহেতু রাসপুটিন বলেছে তাই সেই অভিযুক্ত লোকটির বাড়ীতে রাসপুটিনের বাবা খোঁজ নিতে বললেন। এবং আশ্চর্য, দেখা গেল লোকটি তথাকথিত ঘোড়াটি চুরি করেছে।

এ ঘটনার পর রাসপুটিন গ্রামবাসীদের মধ্যে অল্প বয়সী বালক হলেও বেশ প্রভাব ফেলল।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়। ধীরে ধীরে অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকল। এবং সেসব ঘটনায় তার বাবা-মা ও আত্মীয়-স্বজনেরা তার সম্বন্ধে একটা ছোটখাট ধারণা তৈরি করে নিল। তারা ভাবল রাসপুটিনের কাঁধে নিশ্চয়ই শয়তান ভর করেছে।

রাসপুটিন অন্যান্য ছেলেদের মত ছিল না। ছেলেবেলার অধিকাংশ সময়ই সে একাকী সময় কাটিয়ে দিত। কোন নির্জনতা খুঁজে নিয়ে চুপচাপ বসে থাকত। যেন সে গভীর কোন চিন্তায় ধ্যানমগ্ন। আকাশের দিকে চেয়ে থেকে সে যেন কিসের অর্থ খুঁজে পেত। একটা জিনিস খুব সহজেই বোঝা যেত যে সে অন্যান্য তার বয়সী ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশী মেধাবী, বুদ্ধিমান ও উন্নত। কিন্তু চাষীর ছেলে বলেই তার অক্ষর জ্ঞানের পরিচয় নিয়ে কেউ মাথায় ঘামায়নি। সে তাই নিরক্ষর ছিল। বাড়ীতে কোন অতিথি আসবার আগেই সে টের পেয়ে যেত। মাকে হয়ত বলল, 'দেখে নিও, আজকে বাড়ীতে কেউ না কেউ আসবে।'

আর সত্যি সত্যিই কেউ এসে হাজির। হয়ত পথশ্রান্ত কোন অতিথি দুপুরটা সেখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে যেত। অবশ্যই রাসপুটিনের বাবা-মা কাউকেই ফিরিয়ে দিতেন না। কারণ ওদের গোলাভরা সর্বদাই শস্য মজুত থাকত।

রাসপুটিনের সবচেয়ে বিস্ময়কর ক্ষমতা ছিল কোন ভবিষ্যৎ ঘটনা পূর্বে থেকেই বলে দেওয়া। তার স্বচ্ছ মনের আয়নায় সবকিছু অনায়াসে ভেসে উঠত। গ্রামের কেউ মারা যাবে সে আগে থেকেই জানতে পারত। পারতপক্ষে এসব দুঃখজনক ঘটনা সে কাউকে না বললেও তার হাবভাবে প্রায়ই প্রকাশ পেয়ে যেত।

তার সামনে মিথ্যে কথা বলাও কষ্টকর ছিল। একবার তার বাবা এক পশু বিক্রেতার কাছ থেকে একটা ঘোড়া কিনবার জন্য দর কষাকষি করছিলেন। রাসপুটিন চুপ করে পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিল। লোকটা বলছিল, 'এ ঘোড়াটার মত ঘোড়া আপনি পাবেন না, আমি বাজি রেখে বলতে পারি। এর খাটবার ক্ষমতা অসাধারণ, খুব ভাল জাতের ঘোড়া। আমি আপনাকেই বলে খুব শস্তায় দিয়ে দিচ্ছি।'

কিন্তু রাসপুটিন আর সইতে না পেরে বলল, 'বাবা, লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে।'

রাসপুটিনের বাবা খুব অপ্রস্তুতে পড়ে গেলেন। বললেন, 'তুমি একটা ডেঁপো ছোকরা, ভাগ্ এখান থেকে। দিমিত্রি সারগেয়েভিচ কখনো মিথ্যে কথা বলতেই পারে না।' ঘোড়া বিক্রেতার দিকে চেয়ে, 'ওর কথায় যেন মনে কিছু কোরো না ও একটা ফাজিল ছেলে।'

এবং যা হবার তাই হ'ল। এফিম্ আকোভ্লেভিচ্ ঠকলেন। কারণ কিছুদিন পরেই ঘোড়াটা একেবারে অকেজো হয়ে পড়ল।

গ্রীস্কা বা রাসপুটিনের দাদার নাম ছিল মিশ্কা। রাসপুটিনের থেকে দু'বছরের বড়। মিশ্কার বয়স দশ বছর আর গ্রীস্কার আট। রাসপুটিনের দৈহিক গঠন ও স্বাস্থ্য মিশ্কার তুলনায় অনেক ভাল। দু'ভাইয়ে খুব বন্ধুত্ব। অন্য কোন বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে না ঘুরে তারা দুজনেই খেলা করে বেড়াত বন থেকে বনে। তুরা নদীতে মাছ ধরত বা সাঁতার কাটত গরমকালে। দু'জনেই ছেলেমানুষী গল্পে বিভোর থাকত। সেদিন দু'জনে বনের মধ্যে তাদের নির্দিষ্ট স্থানটিতে বসে গল্প করতে গেছে। কিন্তু সেখানে সেদিন একদল ছেলেমেয়ে বনভোজন করতে এসেছে। মন খারাপ করে দু'জনেই আরো কোন নির্জন ভাল যায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখবার জন্য নদীর ধারে ধারে বনের ভেতরে ঢুকে গেল।

একটা যায়গা তাদের পছন্দ হ'ল। এখানে নদী বাঁক নিয়েছে। জলে খুব স্রোত আর ছোট ছোট ঘূর্ণি জলের স্রোতে জেগে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। জলের চরিত্র বাচ্চা ছেলেরা আর কি বুঝবে! মিশ্কা জামা-কাপড় খুলে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই স্রোতের টানে ঘূর্ণির মধ্যে পড়েই হাবুডুবু খেতে লাগলো বেচারা। এবং স্রোতের দুরন্ত বেগে অনেক দূরে ভেসে গেল। চীৎকার করে ডাকতেও পারছে না সে। গ্রীস্কা পাড় ধরে উন্মত্তের মত ছুটতে থাকল। কি করবে দিশেহারা হয়ে অবশেষে খরস্রোতা নদীতে আর তিলমাত্র দেরি না করে ঝাঁপিয়ে পড়ল দাদাকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু দু'জনেই শিশু! দুটি বাচ্চা ছেলে পরস্পরে জড়াজড়ি করে আতঙ্কে প্রায় মরমর হয়ে গেল। এই সময়ে এক জেলে তাদের দেখতে পেয়ে উদ্ধার করে বাড়ীতে পেঁছে দেয়। এবং সে রাত্রেই দু'জনের জ্বর এল, ঠাণ্ডা লেগে দু'জনেরই নিউমোনিয়া হয়েছে। পোক্রোভ্সকয়ে গ্রাম থেকে নিকটবর্তী শহর তুয়ামেন প্রায় আশি মাইল দূরে গিয়ে ডাক্তার ডেকে আনা অসম্ভব। সুতরাং গ্রামের হাতুরে ডাক্তার যা পারে অর্থাৎ জাড়িবুটি দিয়ে চিকিৎসা করল।

নিজস্ব দৈহিক প্রতিরোধ ক্ষমতা অনুসারে রাসপুটিন সেরে উঠল। কিন্তু

মিশ্‌কা কয়েকদিন রোগে ভুগে মারা গেল। এবং মিশ্‌কার মৃত্যু রাসপুটিনের মনের মধ্যে এক গভীর পরিবর্তন নিয়ে এল। পুরনো স্মৃতির কথা তার মনে পড়ে আর সে অত্যন্ত দুঃখ বোধ করে। একা একা ঘুরে বেড়ায় আর নিজেকে নিঃসহায় বলে মনে করে। দাদাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালবাসত। দিনরাত শুধু 'মিশ্‌কা, মিশ্‌কা' এই আদরের নাম তার মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হতে থাকল। মৃত্যু যে মানুষের কাছ থেকে কতটুকু কেড়ে নিয়ে নিতে পারে তা সে হাড়ে হাড়ে টের পেল। যেহেতু সে মনের দিক থেকে আবেগপ্রবণ ও অতি উন্নতস্তরের ছিল তাই এই অল্পবয়সেই তার একমাত্র খেলার সঙ্গীকে হারিয়ে তার কিছুই ভাল লাগত না।

এমতাবস্থায় সে বড় হ'তে থাকল। কাজকর্মে তার কোন মন নেই। সে ভেবে পেল না তার করণীয় কি থাকতে পারে। কাকে সে বোঝাবে মনের মত কেউ জীবন থেকে বিদায় নিলে সেই শূন্যতা, সেই আঘাত কোন ভাবেই পূর্ণ হতে পারে না। এদিকে রাসপুটিনের বয়স যত বাড়ছিল তার দূর-ভবিষ্যতের ঘটনা বলতে পারা বা কারো মনের কথা জানতে পারার ক্ষমতার ক্রমশঃ অবলুপ্তি ঘটছিল। হয়ত মনে আঘাত পাওয়াটাই তার একটা বড় কারণ। তা সত্ত্বেও তার চিন্তাধারার অতি দ্রুত পরিবর্তন ঘটছিল এই সময়টাতে।

সে দেখত তার মা-বাবা রবিবারে চার্চে যান যীশুর কাছে প্রার্থনা জানাতে। ফাদার পাভেল ধর্মগ্রন্থ পাঠ করতেন আর সবাই তা মন দিয়ে শুনত। কারণ নিত্যদিনের কাজের মত চার্চে যাওয়াও ধার্মিক লোকের একটা কর্তব্য।

চার্চের প্রতি সেও আগ্রহ অনুভব করত। সেখানে ফাদার ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে যা বলতেন সে তা মন দিয়ে শুনত। এবং প্রত্যেকটি কথাই তার কাছে বিস্ময়কর মনে হ'ত। সে পড়াশুনা জানত না, কিন্তু স্মৃতিশক্তি ছিল খুব তীক্ষ্ণ। সেইহেতু সমস্ত কিছুই তার মস্তিষ্কে লেখা হয়ে যেত। ফাদার পাভেল পড়ছেন, 'ভগবানকে তুমি কোথায় খুঁজছ? তিনি সর্বস্থানেই বিরাজ করছেন। তিনি জানেন না বা বোঝেন না এমন কিছুই নেই। তাকে খুঁজবার জন্য তোমাকে দূর-দুরান্তে ভ্রমণ করতে হবে না। তিনি তোমার হৃদয়ের মধ্যেই বিরাজ করছেন। তিনি তোমার মধ্যেই আছেন।'

'তিনি তোমার মধ্যেই আছেন। এই কথাটার মানে কি? তবে তার বাবা-মা রবিবারে চার্চে যান কেন। সবাই সেখানে কি পেতে চায়? ভগবান যদি আমার মধ্যেই থাকেন আর তিনি যদি সর্ব চরাচরব্যাপি বিরাজ করেন, তবে আমায় তাকে খুঁজে বের করতেই হবে।

নিজের মধ্যে তাঁকে খুঁজবে বলে রাসপুটিন নিবিড় বনের মধ্যে একটা নির্জন স্থান পছন্দ ক'রে বার করল যেখানে তাকে কেউ বিরক্ত করবে না।

যখন তার ছুটোছুটি করে খেলাধুলো করার সময় তখন তারমত একটা চোদ্দবছরের বালক আসন হয়ে চোখ বুজে ধ্যান করতে বসল। মুদিত নেত্রে সে শুধু দেখল অন্ধকার। কিছুক্ষণ পর সেই অন্ধকারকে তার আকাশের মতই বিশাল এবং পরিব্যাপ্ত মনে হোল। মনে হোল এ অন্ধকারের কোন আদিঅন্ত নেই। নির্জন বনপ্রান্তের ঝিম্‌ঝিম্‌ শব্দ তার কানে ঝিঁ ঝিঁ পোকার মত বাজতে থাকল। হঠাৎ সেই শব্দকেও

তার বিশ্বচরাচর ব্যপ্ত মনে হোল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার দেহবোধ হ'ল বিলুপ্ত। এবং তার দু'চোখের অখণ্ড মনোযোগ কপালের মাঝখানে স্থির হতে থাকল। রাস-পুটিনের নিশ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কি বইছে না সে খেয়াল তার ছিল না। হঠাৎই সে দু'চোখের মধ্যিখানে একটা আলোক বিন্দু প্রত্যক্ষ করল। সে আলো ক্রমে বড় হতে হতে দীপ্তিমান ও ভাস্বর হয়ে উঠল। যেন কোটি সূর্যের প্রভা দিক্‌বিদিক্‌ ছড়িয়ে পড়ছে। একটু আগেই যেখানে ছিল ঘন অন্ধকার এখন সেখানেই হলুদ রঙের শীতল জ্যোতি ছড়িয়ে পড়তে থাকল। সে যেন অত্যন্ত দ্রুতবেগে অনেক উঁচু থেকে নীচে আছড়ে পড়বার মত সেই আলোকে ডুবে যেতে থাকল। সে কে ও কি করছে সে খেয়ালই তার রইল না। আলোর এত রূপ সে জীবনে দেখেনি। গভীর আনন্দে সে ক্রমশঃ বিভোর হয়ে যেতে লাগল। হঠাৎ যেন আত্মজ্ঞান ফিরে এল তার। সে ভাবল এটা কি হতে যাচ্ছে? ভয় পেয়ে নিজেকে ঝাঁকানি দিয়ে চোখ খুলতেই কোথায় সেই পূর্বের অন্ধকার ও জ্যোতির্ময় আলোক! এ তো সেই জঙ্গল ও পাখ-পাখালির কিচিরমিচিরে তা মুখরিত! এরপর যতবারই সে চোখ বুজল কিছুই সে দেখতে পেল না। এবং সেই অনন্ত আনন্দও তার মন থেকে উধাও হয়েছে। অনেক চেষ্টা করেও যখন সে সফল হ'ল না, তখন নিজের ওপর রাগ ক'রে বন থেকে বেরিয়ে এল। বুঝতে পারল যদি সে ভয় না পেত তাহ'লে বোধহয় সে অনুভব করতে পারত ভগবানের অস্তিত্ব। এই ভয় হ'ল তার নিজেকে সম্পূর্ণ অবলুপ্তির গহ্বরে ডুবিয়ে দেবার ভয়! তার যেন মনে হয়েছিল তাহ'লে হয়ত 'আমি' ব'লে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না। ধ্যানের সময় একমুহূর্তের জন্য তার মনে হয়েছিল এই মহাবিশ্ব এক অবিরত অনন্ত আলোর ঝরণা আর সেখানে আমি তুমি বলে কিছু নেই।

কিন্তু যে অল্প-মুহূর্তটুকু সে বুঝতে পেরেছিল যে সেও 'আলোর' অংশ ছাড়া কিছু নয় অর্থাৎ সেও আলো তখন সেই আলোর গভীরে ডুবতে ডুবতে পৃথিবীর সবকিছু ভুলে যে আনন্দ সে পেয়েছিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু 'আমার তাহ'লে কি হবে? আমি তো এখনও আছি'! এই ধরণের সূক্ষ্ম চিন্তাই তাকে মুহূর্তে পুনরায় আমিত্বে রূপান্তরিত করল। আর নিজের অযোগ্যতায়, ব্যথায়, রাগে কোন দামী জিনিস হতে ফস্‌কে গেলে যেমন হয় সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

দুঃখের কথা, তার পারিপার্শ্বিক, তার সবচেয়ে নিকটের লোক, তার মা বাবাই তাদের অসাধারণ ছেলেটিকে বুঝে উঠতে পারল না। কারণ এরপর থেকে তার পাগলের মত আচরণ দেখে কখনও তার বাবা 'ছেলে গোল্লায় যাবে' বলে আর অতিরিক্ত স্নেহের বশে তার ভাল করবার জন্য উঠে পড়ে লাগলেন তার নিজস্ব স্বাধীনতায় বাধা দিয়ে। বস্তুতঃ রাসপুটিনের অন্যমনস্কতা, ভাবুক হয়ে বসে থাকা, যেখানে সেখানে চলে যাওয়া, ঠিক সময়মত নাওয়া-খাওয়া না করা, নির্জনতা পিয়াস এবং উদ্ভট উদ্ভট আচরণ তার পিতা-মাতাকে খুবই চিন্তিত করে তুলল। আর রাসপুটিনের উদ্ভট আচরণের মূলে হচ্ছে তার 'আলো দেখতে পাওয়া', 'বিচিত্র ধরণের আনন্দ অনুভব করা' এবং 'পুনরায় বারবার ধ্যান করা সত্ত্বেও সেই আলো দেখতে না পাওয়া' ও 'নিজের অদ্ভুত ও শোচনীয় অবস্থার কথা কাউকে বলতে না পারা।'

এবং এসবের উপর 'বোঝার ওপর শাকের আঁটির মত' তার অবস্থা আরো সঙ্গীন হয়ে উঠল মা-বাবার পাল্লায় পড়ে।

ছেলে উপযুক্ত হয়েছে এবং তাকে কৃষির কাজে লাগাতে হবে এই চিন্তা এফিম আকোভ্লেভিচের মাথায় এসেছে. কিন্তু বাউণ্ডুলে ভুতুড়ে ছেলের আচরণ তার কাছে অত্যন্ত দুর্বোধ্য ঠেকতে থাকল। বুঝলেন ছেলেকে এখন উপযুক্ত শাসন করা দরকার। তাকে ডেকে আচ্ছা করে বকলেন। বললেন, 'ভেবেছ কি তুমি? শুধু শুধু আড্ডা দিয়ে বেড়ালেই হবে? একটু গতর না খাটলে ভবিষ্যৎ যে একেবারে অন্ধকার! আমি তো বুড়ো হচ্ছি, দয়া করে আমায় একটু সাহায্য কর। দু'বেলা দু'মুঠো খেয়ে যদি বাঁচতে হয় তবে এখন থেকে হাতে হাতে কাজ না শিখলে কি করে চলবে?'

এরপর থেকে ফার্মের যেমন যেমন কাজ রাসপুটিনের হাতে এসেছে সে তা সম্পন্ন করেছে। শারীরিক বল তার যথেষ্টই ছিল এবং তা কাজে লাগাতে সে কার্পণ্য করল না।

সে আবার এত বেশী কেজো হয়ে উঠল যে তার মা আবার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'ব্যাপারটা কি বল্ত তোর? বন্ধু-বান্ধব কি একটাও নেই তোর? এভাবে সবসময় বোকার মত বসে থাকিস কেন?'

রাসপুটিন জানে ছেলেদের সঙ্গে ছোটাছুটি করে তার কোন লাভ নেই। সে তাই বলল, 'আমার খেলতে একদম ভাল লাগে না'।

'কেন, সবাই খেলছে, আর তোর খেলা ভাল লাগছে না কেন? তা একেবারে গো-মুখ্যু না হয়ে থেকে ওদের সঙ্গে তো একটু মেলামেশাও করা যায় নাকি?'

মায়ের জোরাজুরিতে তার বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার ব্যাপারে কোন আপত্তি দেখা গেল না। এবং একগাদা তার বয়েসী ছেলেদের সঙ্গে মিশতে গিয়ে বা খেলতে গিয়ে রাসপুটিনের শান্ত মন ধীরে ধীরে চঞ্চল হতে থাকল। চঞ্চল সে এতদিন বন্ধুদের অভাবেই হতে পারেনি। তা' না হ'লে যেদিন থেকে তার মনে সেই আলো উধাও হয়েছে আর সহস্রবার ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করা সত্ত্বেও তার কোন লাভ হয়নি, তখন থেকে সে সেদিনকার সেই অনির্বচনীয় আনন্দের স্বাদ ভুলতে বসেছে। উপরন্তু তার মনে ক্রোধ ও দৈহিক শক্তি পুনরায় ফিরে এসেছে চঞ্চলতার আকারে। আসলে সে জানতই না এ 'আলো' পুনরায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কোন সাধন-পদ্ধতি আছে। তাই তার সার্বিক উন্নতির বাধা হয়ে অজ্ঞানতা চঞ্চলতার আকার ধারণ করল। তার বয়সের ছেলে হয়ে সে জানত না তাকে কে সাহায্য করবে! আর তার গোপনতা একান্ত নিজস্ব হওয়ার জন্য সে বুঝেছিল সে যা বোঝে তাদের গ্রামের আর কেউ তা বোঝে না। প্রধানতঃ যারা চার্চে যায় তাদের অজ্ঞানতায় তার হাসি পেত। তাদের অবজ্ঞা করত এই ভেবে যে তারা কেন চার্চে যায় তারা জানে না। আর তার সমবয়সী বালকদের তার কাছে তার তুলনায় শিশুমনে হোত ব'লে সে তাদের আমলই দিত না। সে বুঝতে পেরেছিল 'আমি ওদের সবার তুলনায় উঁচুতে আছি।' এবং সেই বয়স থেকেই তার মধ্যে অপরের ওপর আধিপত্য বিস্তার করার ইচ্ছা জাগছিল অতি সন্তর্পণে। আর ফলস্বরূপ তার শত্রুরা তখনই তার চারপাশে তৈরি হয়ে গিয়েছিল।

বন্ধুদের সে বিচিত্র বিচিত্র কথা ব'লে অবাক করে দিত প্রায়শঃই। সেদিন খেলতে খেলতে বলল, 'মিখাইল আজ তার বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছে।'

মিখাইল অত্যন্ত রেগে গেল। 'মিথ্যে কথা, তুই জানলি কি করে?' সে সত্যিই বাবার পকেট থেকে পয়সা চুরি করেছে। এতগুলো ছেলের সামনে যে অপদস্থ হয়ে যায়।

'আমি জানি।' রাসপুটিনের উত্তর।

'তুই জানিস? ব্যাটা মিথ্যুক কোথাকার।'

'বেশ, আমি যদি মিথ্যে কথা বলি তবে তা প্রমাণ হোক।' অন্যান্য ছেলেদের দিকে তাকিয়ে রাসপুটিন বলল, 'তোরা ওর পকেট সার্চ কর।'

সবাই মিলে পকেট ঘাঁটতেই পয়সা বেরিয়ে পড়ল। প্রত্যেকেই বিস্মিত হ'ল। তখন রাসপুটিনের প্রস্তাবে সবাই রাজী হ'ল এই শর্তে যে সে যদি তাদের খাইয়ে দেয় তবে তারা তার বাবাকে বলবে না।

তারপর হয়ত একদিন সে ব'লে দিল পাভেলোভিচ্ কোন্ মেয়ের সঙ্গে প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এবং দেখা গেল সত্যিই সে প্রেম করছে।

এভাবে দলের ভেতর পুরনো নেতারা ক্রমশঃ হটে গিয়ে রাসপুটিন তার অলৌকিক ক্ষমতার জোরে নেতা হয়ে বসতে থাকল। এবং স্বভাবতঃই দলের পুরনো নেতারা সেটা সহ্য করল না। রাসপুটিনকে তারা বলল, 'তোমাকে আমরা চাই না।'

'কারণটা কি জানতে পারি?'

'কারণটা হচ্ছে তোমার দাদাগিরি আমাদের ভাল লাগছে না।'

'কিন্তু আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি যে দল থেকে চলে যেতে হবে?' রাসপুটিনের স্বভাব উত্তর, 'আমি তোমাদের সঙ্গে তো ভালই খেলাধুলা করছি।'

'তোমার সঙ্গে খেলবার কোন ইচ্ছে নেই আমাদের' ঐ তিনটে ভারি গোছের ছেলের জবাব। দলের আর সবাই চুপচাপ।

তখন রাসপুটিন বলল, "তোমাদের তিনজনের ছাড়া আর সবারই তো দেখছি আমাকে খেলতে নেবার ইচ্ছে আছে।'

"তোমাকে দল ছেড়ে যেতেই হবে।' বলে তারা। রাসপুটিনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

রাসপুটিনের দৈহিক বল সম্বন্ধে তাদের কোন ধারণাই ছিল না। অত্যন্ত বলশালী রাসপুটিন একজনকে খুব জোরে আঘাত করতেই সে মাটিতে পড়ে গেল। বন্ধুর এই দশা দেখে বাকী দু'জন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু মুহূর্তেই রাসপুটিন তাদের কাত্ করে ফেলল।

রাসপুটিনের এই জয়ে ছেলেরা তাকে অত্যন্ত সমীহ করতে থাকল ও ভয় পেতে থাকল। কিন্তু তাঁর বয়সের ছেলেদের তার আর ভাল লাগত না। কারণ কারো সঙ্গেই তার বনত না। সবচেয়ে বড় কথা রাসপুটিন তখনও তার নিজের শক্তি সম্বন্ধে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। ক্রমশঃ সে এত দুরন্ত হয়ে উঠল যে গ্রামবাসীরা তার জ্বালায় আতঙ্কিত হয়ে উঠল। তার দুষ্কর্মের দু'জন বন্ধুও জুটে গেল।

বন্ধু দু'জন হ'ল প্রিয়াপ্‌সেফ্‌ ও ভারনাবি। পরবর্তী জীবনে রাসপুটিনের ছোটবেলার এই সঙ্গী দু'জন তার পেছু পেছু ওপর তলায় উঠে এসেছিল। যাই হোক্‌ এই তিনজনে মিলে বেশ উৎপাত শুরু করে দিল। সত্যি বলতে, তারা উৎপাতগুলো খেলাচ্ছলেই করত। কিন্তু অপরের চোখে তা গুণ্ডামির আকার ধারণ করেছিল।

হয়ত কারো শস্য বইবার গাড়ী তারা চুরি করে বনের মধ্যে লুকিয়ে রাখল। খোঁজ খোঁজ, অবশেষে গাড়ীর সন্ধান মিলল; কিন্তু চোরের পাত্তা নেই। কিংবা কোন গ্রামবাসীর একটা গরু চুরি করে তারা বেচে দিয়ে এল অন্য গ্রামে। সবাই বুঝল কে, কিন্তু ধরবার কোন উপায় রইল না।

কিন্তু রাসপুটিনের বাবার কানে খবর যেতে তিনি অত্যন্ত রাগ ক'রে ছেলেকে ডেকে পাঠাতেন। এবং অবশেষে তাকে দিয়ে স্বীকার করাতে পারতেন যে কাজটা কে করেছে। জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চুরি করেছো?'

'না তো বাবা।'

'সত্যি বলবে কিনা বল।' আরো রেগে যেতেন তিনি।

'সত্যিই তো বলছি আমি।'

'না, তুমি সত্যি বলছ না। তোমার মত ছেলের কাছে আমি এটা আশা করি না।'

অধোবদন রাসপুটিন পরিশেষে বলত হয়ত, 'হ্যাঁ আমিই করেছি।' দোষ যে স্বীকার করে তাকে আর শাস্তি দেওয়া যায় না।

ছেলের উপর রাগ তিনি করতে পারতেন না, কারণ বুঝতে পারতেন তাকে আরো ভারী কোন কাজ দিতে হবে। ক্ষেতের কাজ সে ভালই সামাল দেয়, কিন্তু তাকে আরো বড় বড় কাজ না দিলে ছেলেটা খুব শিগ্গির অপদার্থ হয়ে যাবে। তাই মাঝে মাঝে কাজ প্রসঙ্গে ছেলের ওপর তিনি রাগ দেখাতে লাগলেন।

দিনের পর দিন তাদের দুরন্তপনায় তাদের অভিভাবকেরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। আর তারাও কাজ না করলে খাওয়া জুটবে না আর এদিকে নিজেদের ভবিষ্যৎ, এই উভয় সংকটে পড়ে আড্ডা বাদ দিয়ে কিছু করবার কথা ভাবতে থাকল।

ভারনাবি একদিন বলল, 'দেখ্‌ গ্রীস্‌কা, আমার বাড়ী থেকে যা খোঁচাচ্ছে আমাকে হয়ত গ্রাম ছেড়ে শিগ্গির চলে যেতে হবে। ওরা তোবোল্‌স্‌কে একটা মালীর কাজ খুঁজেছে, আমি হয়ত কাল-পরশুই চলে যাব।'

'তুই চলে গেলে আমি কি করব?' রাসপুটিনের উত্তর।

'তবে আমি কি করব বল্‌? তা'ছাড়া কাজ তো কিছু একটা করতেই হবে।' ভারনাবির চিন্তিত বক্তব্য।

রাসপুটিন জিজ্ঞাসা করে, 'দেখ্‌, তুই কি মালী থাকতে চাস চিরজীবন?'

'তো আর কি হতে বলিস্‌ আমাকে?' ভারনাবি অবাক হয় এই ভেবে যে এর থেকে বেশী সে আর কি আশা করতে পারে।

'আর প্রিয়াপ্‌সেফ্‌ তুই?

'আমি ঘোড়ার গাড়ী চালাব। গ্রাম থেকে গ্রামে মাল বয়ে নিয়ে যাব। ভাড়া খাটাব।'

'হুম্ !' একটু থমকে যায় রাসপুটিন। তারপর একটা অদ্ভুত ও অতি অস্পষ্ট কথা বলে, 'তোদের কাছে তাহলে এটাই জীবন ?'

'মানে ?' যুগপৎ দু'বন্ধুই বিস্মিত।

'মানে হচ্ছে তোরা দু'জনেই হচ্ছিস বোকার হাদ্দি। আমি এটাকে জানোয়ারের জীবন বলে মনে করি। তার প্রধান কারণ আমি এত অল্পতে সন্তুষ্ট হতে পারব না। আমার আরো চাহিদা আছে। আমি ধনী হতে চাই আর শহরে যেতে চাই। আর এমনই চাই যে প্রত্যেকটা লোক আমার কথা শুনুক।'

'তুই কে যে তোর কথা লোকে শুনবে ?'

'দেখতে পাবি। সোজা কথা আমি এভাবে থাকতে পারছি না। আর তোদের নিশ্চয়ই ভুলব না। তখন আমি তোদের দেখাব আমি কি চেয়েছিলাম।'

এবং সত্যি সত্যিই দূর-ভবিষ্যতে রাসপুটিনের প্রত্যেকটা কথাই ফলে গিয়েছিল।

॥ দুই ॥

দু'বন্ধুকে ছেড়ে দিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল রাসপুটিনের। সে সর্বক্ষণ এবারে কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ক্ষেত-খামারে আবার উদয়াস্ত পরিশ্রম করতে শুরু করল। এফিম্ আকোভ্লেভিচ্ ছেলের কাজ-কর্মে আবার মন বসেছে দেখে খুশী হলেন। তিনি এবারে রাসপুটিনকে সংসারের দায়িত্ব কিভাবে তার ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় ভাবতে থাকলেন।

তিনি তার পোক্রভ্স্কয়ের বিরাট ক্ষেত-খামার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করতেন। এবং শস্যসামগ্রী স্থানীয় বাজারে বিক্রী করে দিতেন। বাকী অবিক্রীত শস্য গোলাঘরে রেখে দেওয়া হাত। তিনি এ ব্যাপারে কিছুদিন চিন্তা করলেন, তারপর ঠিক করলেন বাকী শস্য তুয়ামেনে বিক্রীর বন্দোবস্ত করবেন।

অবশেষে তিনি রাসপুটিনকে তুয়ামেনে যেতে বললেন। ছেলে এককথায় রাজী হয়ে গেল। মাসে একবার তার প্রিয় ঘোড়া ইভানকে নিয়ে আশি মাইল দূরবর্তী তুয়ামেন ভ্রমণ তার কাছে অত্যন্ত আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। মাঠের পর মাঠ পেরোতে পেরোতে রাসপুটিন কর্মরত কৃষকদের উদ্দেশ্যে হাত নাড়ত, মুচকি হাসত। সাইবেরিয়ার দিগন্ত বিস্তৃত স্তেপের দিকে তাকিয়ে সময়ে সময়ে বিপুল অন্তহীন বিশ্বকে সে যেন অনুভব করতে পারত। কখনও কখনও নির্জন প্রান্তরে ঘোড়া বেঁধে একাকী ধ্যান করতে বসে যেত সে।

রাসপুটিনের বাবা ঠিকই বলতেন যে ওর দ্বারা ব্যবসা-ট্যাবসা কিস্যু হবে না, তাই তাকে মোটামুটি একটা দামে শস্য বিক্রী করতে বলা হোত। এই শস্য বিক্রীর ব্যাপারে তারা লাভের কথা মোটেই ভাবতেন না রাসপুটিনের দর কষাকষির অক্ষমতার কথা ভেবে। তবু সে বিক্রিবাট্টা মোটামুটি ভালই করতে থাকল আর ফলস্বরূপ তার মাসে একবার তুয়ামেন যাওয়া প্রায় নিয়মিত হয়ে দাঁড়াল।

এইরকম একদিন তুয়ামেন থেকে ফেরবার পথে এক সুন্দরী মেয়েকে একটি পোশাক-

নির্মাতার দোকানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার ঘোড়াটাকে সে রাস্তার ধারে দাঁড় করাল। রাসপুটিনের বয়স তখন ষোল। সবে যৌবনের গণ্ডীতে পা রেখেছে সে। বাড়ী থেকে দূরে নিজেকে বড় স্বাধীন মনে হোল তার। এই প্রথম সুন্দরী মেয়ে দেখে তার ভাব করবার ইচ্ছে জাগল। হয়ত সে চলেই যেত, কিন্তু তার হাতে সময় অজস্র। তাই গাড়ীতে বসে মেয়েটিকে আড়চোখে দেখতে থাকল। প্রেম-ভালবাসার 'প' ও সে জানত না। কিন্তু বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়ে তার রক্তের অনুপরমাণুতে অজ্ঞাতসারেই হানা দিয়ে বসে আছে নারী সৌন্দর্যের প্রতি আসক্তি অনুভব করা। ভগবানকে জানবার পথে আছে অসংখ্য বাধা। রাসপুটিন তার কতটুকু জানে। প্রথম বাধা হচ্ছে নারীদেহের প্রতি আসক্তি অনুভব করা। আর সেই আসক্তি তো অনেকক্ষেত্রেই কাঁটা হয়ে বেঁধে। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয় মন। মানুষ যায় হেরে। তবে ভবিষ্যতের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রাসপুটিন যদি এখনই তার পরবর্তী পদক্ষেপগুলির বিন্দু-বিসর্গও টের পেত তবে প্রেম-ভালবাসা নিয়ে প্রথমেই কোন ভুল করে বসত না।

এই নির্জন স্থানে ঘোড়া দাঁড় করিয়ে হতবাক্ রাসপুটিন দু'চোখ ভরে পরিপূর্ণ নারী সৌন্দর্য পান করতে থাকল। কি সুন্দর গঠন মেয়েটির। সিল্ক গাউনটা তার গায়ে এঁটে বসে গেছে একেবারে। খাঁজে খাঁজে ফুটে উঠেছে অপরূপ শোভা। তার জামায় হাতায় গলায় লেসের ঝালড় তার কোমল সৌন্দর্য যেন দ্বিগুণ বাড়িয়ে তুলেছে। মেয়েটির সুন্দর সোনালী কোঁকড়ানো চুল তার মুখের আংশিক ঢেকে ফেলে তাকে রহস্যময়ী করে তুলেছে। রাসপুটিন ভাবছে কি ভাবে তার সঙ্গে সে আলাপ জমাবে।

এর মধ্যেই মেয়েটিকে নিয়ে সে ভাবতে শুরু করেছিল। মনে মনে তাকে পুজো করতে শুরু করেছে, ভাবছে এরকম অপরূপ দেবী মূর্তি তার জন্য কিছুতেই হতে পারে না। পুনরায় ভাবছে একে যদি সম্পূর্ণ রূপে নিজের করে পাওয়া যেত তবে বুঝি তার সবকিছুই পাওয়া হয়ে যেত। মুহূর্তেই উদগ্র কামনা-বাসনা তার মধ্যে দলা পাকাতে থাকল।

রাসপুটিন যার শ্রদ্ধায় ক্রমশঃ আপ্লুত হচ্ছিল সে হচ্ছে মিসেস কুবাসোভা, জারের গোলন্দাজ বাহিনীর এক উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসার, দানিলোভ দানিসোভিচ শাখারভের পাঁচ মেয়ের এক মেয়ে। দানিলোভ শাখারভ মোটামুটি বড় বংশের ছেলে। কিছু ধন-সম্পত্তি তার ছিল এবং মস্কোর জুয়ার টেবিলে সমস্ত টাকাকড়ি উড়িয়ে দিয়ে সর্বস্বহীন হয়ে বসেছিল। এরফলে চতুর্দিকে ধার দেনা করতে করতে দুর্নাম তার সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল। এ কান সে কান হয়ে তার ঊর্ধ্বতন জেনারেল কুবাসোভা তাকে শাসাতে এল, বলল যে তার বাঁচবার একটিই মাত্র পথ খোলা আছে। চাকরী করতে হ'লে দেনা শুধতে হবে আর তা না হলে চাকরী ছেড়ে দিতে হবে। দেনা শোধ করতে বলা আর আত্মহত্যা করতে বলা দু'টোই শাখারভের কাছে প্রায় সমান।

এই আলোচনার মাঝখানে শাখারভের মেয়ে এসে হাজির হ'ল। জেনারেলের বয়স প্রায় আটান্ন, আর বছর পাঁচেক হ'ল তিনি বিপত্নীক হয়েছেন। শাখারভের মেয়ের বয়স মাত্র আঠারো। সে সবে স্কুলের পাঠ শেষ করে বাড়ীতে আছে। জেনারেল সবে

শাখারভকে ধমক দিতে শুরু করেছেন। সেই সময় আচমকা যৌবনের পসরা সাজিয়ে এক যুবতী মেয়ের প্রবেশে তিনি সবকিছু গুলিয়ে বসলেন। বলে উঠলেন, 'এই মেয়েটি কে শাখারভ? একেবারে ফুলের মত সুন্দর।' ইরিনা দানিলোভা, শাখারভের কন্যা জড়সড় হয়ে উঠল।

শাখারভ বলে উঠল, 'ও হচ্ছে আমার বড় মেয়ে ইরিনা।' তারপর জেনারেলের সঙ্গে পরিচয়-পর্ব সাঙ্গ হ'ল। আর শাখারভ তার মুক্তির পথ খোলা পেয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

জেনারেল ইরিনার নরম হাতটি যেন আঘাত লেগে যেতে পারে এইভাবে আস্তে হাতে তুলে নিয়ে চুম্বন করলেন। তারপর অপলকে ইরিনার চোখের দিকে চেয়ে বেশ কিছুক্ষণ ভাবে বিভোর হয়ে প্রয়োজনাতিরিক্ত সময় মেয়েটির হাত ধরে রাখলেন। কেতাদুরস্ত মেয়ে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল, কিন্তু হাত সরিয়ে নেবার কোন চেষ্টা করল না। জেনারেলের অসভ্যের মত আচরণকে সে আমল দিল না বাবার দুরবস্থার কথা ভেবে।

এবার জেনারেল শাখারভকে বললেন, 'আমার মনে হয় শাখারভ, তোমার সৌভাগ্যের উদয় আমি দেখতে পাচ্ছি।' বলে নিজের রসিকতায় নিজেই হাসলেন, 'তোমার দুরবস্থা থেকে উদ্ধার পাবার পথ সম্ভবতঃ আবিষ্কার করা গেছে।' স্রোত কোন্‌দিকে প্রবাহিত হচ্ছে উপলব্ধি করে শাখারভও জেনারেলের সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল। কারণ তার জীবিকা-নির্বাহ ও সম্মান বাঁচানোর এর থেকে সুবিধাজনক পথ কোনদিনই পাওয়া যেত না। ছোটখাট একটা চুক্তি হ'ল। জেনারেল ইরিনা দানিলোভাকে মিসেস্‌ কুবাসোভায় পরিবর্তিত করবার শর্তে শাখারভকে তার সমস্ত দেনা শুধবার কথা দিলেন।

শুরু হ'ল ইরিনার বড়লোকী জীবন। একটা বৃদ্ধের সঙ্গ তার বেশীদিন ভাল লাগল না। জেনারেলের সঙ্গে মুহূর্তগুলি তার খুব ক্লান্তিকর ঠেকতে লাগল, বিশেষ করে বৃদ্ধের ভালোবাসার আপ্রাণ চেষ্টাগুলিকে সে ঘৃণা করতে থাকল। অত্যন্ত বিরক্তিকর মনের অবস্থায় বড় বড় বল নাচের আসরে বা পার্টি গুলোতে সে সেনা-বাহিনীর সুন্দর অফিসারদের গা ঘেঁষার ব্যাপারে প্রশ্রয় দিতে থাকল।

অবশেষে জেনারেলের অবসর গ্রহণ এবং ইরিনার রুদ্ধ কক্ষে জীবন-যাপন প্রায় একই সঙ্গে শুরু হ'ল। বেচারী ঘন ঘন পার্টিতে যুবক অফিসারদের সঙ্গে মধুর প্রনয়লীলার সঙ্গ থেকে বলতে গেলে চিরতরে বঞ্চিত হ'ল।

জেনারেল কুবাসোভার ছিল বিশাল ভূ-সম্পত্তি। সুতরাং অবসর জীবনটুকু শান্তিতে কাটাবার জন্য তিনি তার নির্জন জমিদারীতেই থাকতে লাগলেন। কখনো পোলাণ্ড, কখনও ক্রিমিয়া বা মস্কো। তুয়ামেনে গ্রীষ্মকালীন প্রাসাদে গ্রীষ্মকাল ও শরৎকালটুকু থাকেন আবার শীতে চলে যান অন্য স্থানে।

সুতরাং প্রত্যেক গ্রীষ্মকালে বেচারী ইরিনার একঘেয়েমি চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছয়। ছ'জন মেয়ে চাকরানী নিয়ে বলতে গেলে তার কিছুই করার থাকে না। যদিও বাড়ীতে একটা ভাল লাইব্রেরী আছে, ইরিনার বই-টই পড়া ধাতে নেই বলে তাও একঘেয়েমির

নামান্তর মাত্র। সুতরাং ক্লান্তি সহ্য করতে না পেরে সে তার ঘনিষ্ঠ পরিচারিকা ওল্‌গাকে নিয়ে কেনাকাটা করতে বেরিয়ে পড়ত। তার এই কেনাকাটা করা নিছক ছল ছাড়া আর কিছুই নয়। কেননা সে মস্কোর মত বিরাট শহরে দামী দামী জিনিস কেনায় অভ্যস্ত। তাই তুয়ামেন সে তুলনায় তার কাছে শিশু।

এরকম একদিন সে ওল্‌গাকে নিয়ে কেনাকাটায় বেরিয়েছে আর সেই সময় রাসপুটিন তাকে দেখতে পেল পোশাকের দোকানে। ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে অভিজাত সৌন্দর্য-সুধা সে যখন পান করছিল, ধুরন্ধর ইরিনার দৃষ্টি সে এড়াতে পারেনি। ইরিনা দেখেই বুঝেছিল ছেলেটা তার উদ্ধত যৌবনের হাতছানিতে আসক্ত হয়েছে। সামান্য একটা চাষীর ছেলেকে সে পাত্তা দিল না। কারণ পার্টিতে নাচবার সময় অনেক রকম অশ্লীল দৃষ্টিক্ষেপন দেখে দেখে সে অভ্যস্ত। কিন্তু এবারে সে অত্যন্ত আনন্দ পেল এই ভেবে যে তুয়ামেনের মত বিশ্রী জায়গাতেও তাহলে তার ভক্ত আছে। বাড়ী ফেরার পথে ওল্‌গার সঙ্গে কিছু ঠাট্টা-মস্করা করে ফেলল। ওল্‌গার কিছু বুঝতে বাকী রইল না। কিন্তু তাদের মনিবানী যে অনেকদিন পর একটু স্বাভাবিক হয়েছে এটা তার ভাল লাগল। কারণ ইরিনা মিছিমিছি তাদের ওপর অত্যাচার করত।

তারপরের দিন ইরিনা কেনাকাটা করতে এল ছেলেটিকে দেখবে বলে, কিন্তু সে তখন পোক্‌রোভস্কয়ের পথে পাড়ি জমিয়েছে। এই দীর্ঘ যাত্রাপথে ইরিণার কথা ছাড়া রাসপুটিনের ভাববার মত আর কিছুই ছিল না। স্বপ্নের মত সে শুধু এককথাই ভেবে চলেছিল। বাড়ী ফিরতে তার মোটেই ইচ্ছা করছিল না। হঠাৎই তার জীবনটা শূণ্যতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সে ধ্যান করা কাকে বলে ভুলে গেল। শুধু চোখের সামনে দেখল ইরিনার সুঠাম তনু পরীর মত উড়ে উড়ে যাচ্ছে দুষ্টু হাসি হাসতে হাসতে। বাড়ী ফিরল সে ঘোরের মধ্যে। চুপচাপ অবসর সময় কাটাতে থাকল তার কথা ভেবে। একেই বুঝি বলে প্রথম দর্শনেই প্রেম। কিন্তু প্রেমে এত জ্বালা! রাসপুটিন তাকে সহস্রবার ভুলবার চেষ্টা করেও কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার শুধু মনে হচ্ছিল সে এক্ষুণি ছুটে চলে যায় মেয়েটিকে আর একবার দেখতে এবং এক্ষুণি খোঁজ নিয়ে ফেলে সে কোথায় থাকে। বরং তার মনে হোল কেন সে বোকার মত ফিরে এল তার সঙ্গে কথা না বলে, তার সঙ্গে দেখা না করে।

মনে মনে সে ইরিনাকে ভালবেসে বসে আছে। নিজের মধ্যে কথা তৈরি করে সে, 'তোমায় আমি ভালবাসি।'

ইরিনা সুন্দর করে হাসে, 'আমিও তো তোমাকেই ভালবাসি গো।'

'তোমায় আমি যেদিন দেখি সেদিন থেকে আমি পাগলের মত হয়ে গেছি।'

'তুমি কি আমায় এতটাই নিষ্ঠুর মনে কর? তোমার কথা ভেবে আমারও বুক ফেটে যায়।' ইরিনার উত্তর।

অবশেষে আবার তুয়ামেন যাবার দিন উপস্থিত হোল। এ দিনটারই প্রতিক্ষা করছিল রাসপুটিন। তার যেন আর কিছুতেই তর সইছিল না। তুয়ামেনে হাজির হয়ে ফসল বেচবার কথা সে প্রায় ভুলেই গেল। সেই শৌখীন পোশাকের দোকান থেকে

নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে সে অপেক্ষা করতে থাকল তার প্রিয়তমার জন্য। আজকে একটা হেস্তনেস্ত করে তবে এখান থেকে সে নড়বে ঠিক করল।

যখন সে আশা প্রায় ছেড়ে দিয়েছে এমন সময়ে দেখতে পেল ইরিনার ঘোড়ার গাড়ী আসছে। ওল্‌গাকে নিয়ে দোকানে ঢুকে গেল সে। কেনাকাটা-সেরে বেরিয়ে এল কিছুক্ষণের মধ্যে এবং দেখতে পেল রাসপুটিনকে। দেখামাত্রই তার গাঢ় রক্তিম ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একটুকরো মৃদু হাসি ছুঁড়ে দিল সে রাসপুটিনের উদ্দেশ্যে। রাসপুটিন বধ হ'ল এই হাসিতে। আর ইরিনা যেন কিছুই হয়নি এভাবে ওল্‌গার সঙ্গে কথোপ-কথন চালিয়ে গেল। উত্তেজিত রাসপুটিন ভাবছিল এবার তাহলে কি করা যায়? সে তো ইঙ্গিতে বলেই দিয়েছে। কিন্তু এ হাসি যদি তার উদ্দেশ্যে না হয় তবে? কিন্তু তা তো হতে পারে না। সে ছাড়া আশেপাশে তো আর কেউ নেই।

ইরিনা গাড়ীতে উঠে পড়লে রাসপুটিন সচেতন দূরত্ব বজায় রেখে তাকে অনুসরণ করতে থাকল। কুবাসোভার প্রাচীর ঘেরা জমিদারীর প্রায় সিংহদরজা পর্যন্ত সে অনুসরণ করল। ইরিনা বিরাট দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতেই রাসপুটিন ফিরে এল তার দিনের কাজ শুরু করবার জন্য।

কিন্তু রাতের বেলায় কুবাসোভের বাড়ীতে পাঁচিলে উঠবার চেষ্টা করেছিল যে দুর্বৃত্ত সে রাসপুটিন ছাড়া আর কেউ নয়। কারণ দ্বাররক্ষীর কথায় চোরের আশঙ্কায় কুবাসোভা সব ঘরে তালা লাগাচ্ছিল যখন, তখন ইরিনা তার ছয় পরিচারিকাকে নিয়ে হাসাহাসি করে নতুন কোন মতলব ভাঁজছিল।

রাসপুটিনের কাছে তখন একটাই যুক্তি প্রবল হচ্ছিল ক্রমশঃ। তা হচ্ছে মেয়েটি যখন তাকে দেখে মৃদু হেসেছে তখন তা এমনি এমনি হতেই পারে না। সে নিশ্চয়ই তাকে ভালবাসে। সে যতই তার হাসির কথা ভাবতে থাকল, ততই অধীর হয়ে পড়ল মেয়েটিকে কাছে পাবার জন্য।

পরদিন একই স্থানে অর্থাৎ সেই পোষাকের দোকান থেকে কিছু দূরে রাসপুটিন অপেক্ষা করতে থাকল। তার ধারণা হয়েছে মেয়েটি হয়ত এখানে আসবে। এবং সত্যি সত্যিই সে এল। রাসপুটিনকে দেখতে পেয়ে সে মুচকি হাসল। রহস্যময় সে হাসি। ইরিনা ফিস্‌ফিস্‌ করে ওল্‌গাকে কিছু আদেশ দিল। ওল্‌গা রাসপুটিনের সামনে হেঁটে এল। তারপর একমুহূর্তও অপেক্ষা না করে কি একটা বলল। রাসপুটিন তার নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিল না। কারণ দমবন্ধ করে সে শুনতে পেল ওল্‌গা বলছে, 'মিসেস্‌ কুবাসোভা আমাকে হুকুম করেছেন আপনাকে বলতে যে এক ঘণ্টার মধ্যে আপনি সেই নির্দিষ্ট দেওয়ালটির ওপর বসে থাকবেন। আমার মনে হয় আপনি যায়গাটা চেনেন। দেরি করবেন না যেন।' এই বলে সে দ্রুত তার মনিবাণীর পেছনে দোকানের ভেতরে অন্তর্হিত হ'ল।

রাসপুটিনের নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছিল। বাক্‌হারা স্তব্ধ হয়ে সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। এরপরে কি করা উচিত তার বোধগম্য হ'ল না। এভাবে তার কাছে প্রস্তাব আসবে সে ভাবতে পারেনি। অথচ এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। এতটা সে আশা করেনি। সে মনে মনে ঠিক যা চেয়েছিল তাই যেন এখন ঘটতে চলেছে। এই

মুহূর্তে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাকে তার অগ্রগমন থেকে রুখতে পারত না। ঠিক নির্দিষ্ট সময়েই রাসপুটিন কুবাসোভার প্রাচীর ঘেরা প্রাসাদের দেয়ালের ওপর উঠে বসে রইল। যদিও ব্যাপারটা তার কাছে বিশ্রী লাগছিল, কিন্তু এছাড়া তো আর কোনই পথ ছিল না তার হাতে। ভেতর দিকে চেয়ে সে বুঝতে পারছিল তাদের পোক্-পোক্তসকয়ের কৃষিক্ষেত্র কুবাসোভার এই জমিদারীর কাছে নস্যি। তার ভাবনায় ছেদ পড়ল, দেখল দূরে বিরাট প্রাসাদ বাড়ীর সম্মুখে তার স্বপ্নের রানী দাঁড়িয়ে আছে। বিস্ময়ে অপলকে দেখল সে ইরিনার গোছা-গোছা কোঁকড়ানো সোনালী চুল তার কোমর পর্যন্ত নেমে এসেছে। সে একটা হাল্‌কা সবুজ রঙের লো-কাট পোশাক পরেছে। এই ভরন্ত যৌবনা নারী তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে সে লক্ষ্য করল। এখন সে কি করবে? যাবে, না যাবে না? কিন্তু না গিয়ে উপায় কি? ইরিনার জন্যই তো সে পাগল হয়ে গেছে। বাড়ী থেকে এতদূরে তাকে দেখবার বা রোধ করবার কেউ তো নেই। মেয়েটি তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। তবুও যেন বিশ্বাস হচ্ছিল না রাসপুটিনের। আপেলের মত রঙের মেয়েটি কি সত্যিই তাকে চায়? তাই যদি না হ'ত তবে তাকে এতদূরে নিশ্চয়ই সে ডেকে নিয়ে আসত না।

ইরিনা ইশারায় তার পেছু পেছু সেই বাড়ীতে ঢুকতে ব'লে নিজে ভেতরে ঢুকে পড়ল। কোন কোন মানুষের জীবনে তবে স্বপ্নও বুঝি সত্য হয়! রাসপুটিন লাফ দিয়ে নেমে পড়ল প্রাচীরের মাথা থেকে। নরম ঘাসের ওপর দাঁড়িয়ে সে ত্রস্ত ভয়ে এদিক-ওদিক তাকাল। ঘেরাও করা জমিদারীর অনেক দূরে একটা মালি কাজ করছিল শুধু। পাঁচিলের গা বরাবর একটা পায়ে চলা পথ। সেই পথ ধরে বিন্দুমাত্র দেরি না করে দ্রুত সে এসে সেই বাড়ীর দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে পা দিয়েই সে দেখল একটা বড় হল-ঘর। ঘরের মাঝখানে একটা পরী যেন রক্তমাংসের আকার নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে যেন কিছুতেই ধরা-ছোঁয়া যাবে না। আর আশ্চর্য হয়ে দেখল সে যে সেই নারী তার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসছে। গোপনে পরের বাড়ীতে চুরি করতে ঢুকে পড়লে যেমন হয় সেইরূপ উত্তেজনা ও লাবণ্যময়ী জলজ্যান্ত এক নারীমূর্তি এই উভয়ে মিলে তার মাথার মধ্যে সমস্ত রক্তস্রোত ঢুকে পড়ে যেন আর বেরোতে না পেরে দাপাদাপি শুরু করে দিল। মনে হচ্ছিল, মাথাটি বুঝি ফেটে পড়বে। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের অনবরত ধক্‌ধক্‌ শব্দ সে স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে রাসপুটিন এগোবে কি এগোবে না ঠিক বুঝে উঠতে পারছিল না। চলচ্ছক্তি তার অসার হয়ে গিয়েছিল। বোবার মত সে দাঁড়িয়েছিল, কারণ এর পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণাই ছিল না। ইরিনা রাসপুটিনের দুর্বলতার ব্যাপারটা সহজেই অনুধাবন করল। সে তার হাত দু'টো জড়িয়ে ধরল আহ্বানের ভঙ্গীতে। রাসপুটিন এবারে বুঝল এ তাকে আমন্ত্রণ ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। সে ধীরে ধীরে কাছে এগিয়ে এল। ইরিনার সুবিস্তৃত আলিঙ্গনে সহজেই ধরা দিল। সহসা সে বুঝল নারীর স্পর্শ ও সম্মোহনী শক্তি কি! ইরিনার নারী-দেহের একটা বিশেষ সুগন্ধ, পোশাকের মৃদু নরম ঘর্ষণ, মাথার চুলের পাগল করা আঘ্রাণ রাসপুটিনকে পাগল-প্রায় করে তুলল। সে ভুলে গেল নিজের অস্তিত্বের কথা। সে ধীরে ধীরে তার হাত দুটো দিয়ে তার সরু কোমর জড়িয়ে ধরল।

ইরিনা জিজ্ঞেস করল, 'তোমার নাম কি?'

'আমার নাম গ্রীস্‌কা।'

'আর আমার নাম ইরিনা। তুমি কি আগে থেকে আমার চিনতে?'

'না, চিনতাম না। আপনাকে হঠাৎ একদিন মোদিস্তকার (শৌখিন পোশাক নির্মাতা) দোকানের সামনে দেখতে পাই, আমার ভাল লেগে যায়। আপনার কথা আমি দিনরাত ভেবেছি, কিছুতেই আমি আপনাকে ভুলে যেতে পারছি না।'

অদ্ভুতভাবে হাসল ইরিনা। বলল, 'এরকমটাই হয়।'

তারপর একটু থেমে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তোমাকে ডাকবা মাত্র তুমি চলে এলে কেন? আমি কে ও কীজন্য তোমায় ডেকেছি তুমি কি জানতে?'

রাসপুটিন উত্তর খুঁজতে থাকল, বলল, 'না, আমি কিছুই জানতাম না, তবে মনে হয়েছিল আপনি মানে তুমি ডাকলে আমি সবকিছু করতে পারি। তুমি কিজন্য ডেকেছ সেটা আমার কাছে কোন ব্যাপার নয়।'

ভেতরে ভেতরে ইরিনা উত্তপ্ত হচ্ছিল। একটা চাষীর ছেলের আস্পর্ধা দেখে সে খুব অবাক হয়েছিল। অনায়াসে তাকে 'তুমি' ক'রে কথা বলল। আর ভাব দেখাচ্ছে যেন খুব ভালবাসে। ইরিনার জানতে বাকী থাকে না ছেলেটার সত্যিকারের ইচ্ছে কি? তাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দেবে ইরিনা। বুঝিয়ে দেবে বড়লোকের মেয়ের দিকে একটা চাষীর ছেলের এগিয়ে আসার অর্থ কি!

ইরিনা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি জানতে আমি জেনারেল কুবাসোভোর স্ত্রী?'

'না, তা জানতাম না। তবে তুমি যে বিবাহিতা এটা বুঝেছিলাম।'

'তা সত্ত্বেও তুমি আমার দিকে ঝুঁকলে কেন?

'আমি তোমায় ভালবেসেছি ইরিনা। মনের তাগিদের কী কোন অর্থ নেই?'

'হুঁ, সেটা আমি স্বীকার করি।' ইরিনা কি করে অস্বীকার করবে যে মস্কোর কত সেনাবাহিনীর অফিসার তার সৌন্দর্যে হাবুডুবু খেয়েছে। আর এইটুকু উঠ্‌তি ছেলে যে তাকে দেখে বিহ্বল হয়ে পড়বে তা তো বলাই বাহুল্য। আর সেও চায় যে পতঙ্গ তার আগুনে ঝাঁপ দিক।

রাসপুটিন তখন আবেগের বশবর্তী হয়ে বলছে, 'আমি তোমাকে ভালবাসি ইরিনা। আমার মনে হয়েছে তুমি ছাড়া আমার এ জীবন বৃথা। তোমাকে আমার মনে হয় তুমি যেন স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন দেবী। তোমার স্পর্শেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

ইরিনা জড়িয়ে ধরল রাসপুটিনকে। ভাবল, যৌবনের সন্ধিক্ষণে পুরুষরা নারীকে এ ভাবেই তোষামোদ করে। ভেতরে ভেতরে সে অধীর আনন্দে শিউরে শিউরে উঠল পরবর্তী ছকে বাধা ঘটনার কথা ভেবে।

রাসপুটিন অনভিজ্ঞের মত ইরিনাকে আলতো ক'রে ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কারণ সে সত্যিই জানত না তারপরে কি। ইরিনা জানে তার জালে যে ধরা দিয়েছিল সে হচ্ছে নিতান্তই আনাড়ী এক খেলোয়ার, যাকে নিয়ে তার নিজেকেই খেলা করাতে হবে। এর পূর্বে মস্কোর কোন অফিসারের সঙ্গে তাকে এ ধরনের কোন ঝামেলায়

পড়তে হয়নি। এই ছোট্ট নাটকে তাকেই যে প্রধান চরিত্রে অভিনয় করতে হবে সে ব্যাপারে কোনই সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ইরিনা তার হাত রাসপুটিনের টাউজার্সের সম্মুখভাগে নিয়ে এল। উন্মত্তের মত তাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে লাগল, যার ফলে রাসপুটিনের মধ্যে থমকে থাকা উত্তেজনা নড়াচড়া খেয়ে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে তার মধ্যে গলিত লাভা যেন পাহাড় ফেটে বেরিয়ে এল। রাসপুটিনের মুখের ওপর রঙ ফিরে এল, তা হচ্ছে কামনার রঙ। অভিজ্ঞ ইরিনা তারপরের টুকু খুব সুন্দরভাবে অভিনয় করল। সেও যেন কামাশক্তিতে দুর্বল হয়ে পড়েছে এইভাব দেখাতে থাকল। যেন এই বিরাট হলঘর সে কাজের উপযুক্ত পরিবেশ নয়। সে তাই পাশের একটা ঘরে প্রবেশ করল, রাসপুটিনকে বলল তার পোশাক খুলে ফেলে শোবার ঘরে চলে আসতে।

কামোত্তেজিত রাসপুটিন পরবর্তী ঘটনা সম্পর্কে কিছু ভাবল না। সমস্ত পোশাক খুলে নিরাবরণ হয়ে পড়ল। থরথর ক'রে সে কাঁপছে তখন। ইরিনার কথামত পাশের অন্ধকার ঘরে ঢুকে পড়ল। এ যেন সেই স্বর্গের দ্বার, যেখানে প্রবেশের জন্য সমস্ত মানবকুল চিরটা কাল অপেক্ষা ক'রে থাকে। ঢুকেই সে ঘাবড়ে গেল, একী ইরিনা তো পোশাক খোলেনি এখনও, সে সোফার ওপর অর্ধশায়িতাও মুদিত নেত্র। সে প্রথমে ভাবল হয়ত ইরিনা নারীসুলভ লজ্জা পেয়েছে যাতে রাসপুটিন পরবর্তী কাজ নিজেই সমাধা করে, কিংবা এও অভিজাতদের কোন প্রথা হতে পারে। তা সত্ত্বেও একজন নিখুঁত পোশাকে সজ্জিতা অপরিচিতা এক সুন্দরী নারীর সম্মুখে নিজের নগ্নতায় তার লজ্জা লাগল। কিন্তু ঘরের আধো অন্ধকার তাকে লজ্জা তাড়াতে সাহায্য করল। তার মস্তিষ্কের প্রজ্বলিত আগুনের শিখা তাকে যারপরনাই সাহসী ক'রে তুলল। সে অগ্রসর হয়ে ইরিনার পোশাক নিজের হাতে খুলে দেবে ভাবল এবং সে এগিয়ে গেল তাই করবার জন্য। সে সবে ইরিনার গায়ে হাত রেখেছে আর তৎক্ষণাৎ ইরিনা জোরে চেঁচিয়ে উঠে মাত্র একটা শব্দ উচ্চারণ করল, 'তেপার' অর্থাৎ 'এখন। আচমকা ভয়ে ছিটকে সরে গেল রাসপুটিন।

আর এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের বিরাট বিরাট চারটে জানালার মোটা মোটা পর্দাগুলো সরে গেল অকস্মাৎ। এবং দেখা গেল চার জানালায় চার মূর্তি দাঁড়িয়ে, ইরিনার পরিচারিকাবৃন্দ। হঠাৎ আলোর ঝলকানি এবং আরো চারজন পোশাক পরা সুসজ্জিত মহিলার উপস্থিতি দেখে সে ঘাবড়ে গেল। যেখানে এইমুহূর্তে এক নগ্ন নারী ও নিজেকে নিয়ে সে পরিবেশ রচনা করে বসেছিল, সেখানে এদের হঠাৎ উদয়ে তার কল্পনার জগৎ ভেঙ্গে খানখান হয়ে গেল। মুহূর্তে তার মাথা পরিষ্কার হয়ে ধীরে ধীরে তার কাছে সব দিনের আলোর মত স্বচ্ছ হ'য়ে গেল। সে বুঝতে পারল একটা সাজানো পরিকল্পনার অন্তর্গত সে একটা পুতুল ছাড়া আর কিছু নয়। তার নিজস্ব নগ্নতা তাকে তখন ভেঙচি কাটছে। ইতিমধ্যে ইরিনা তার দ্বিতীয় হুকুম দিয়ে বসে আছে, 'যাও, দু বালতি জল নিয়ে এসো।' দিনের পর দিন একটা বৃদ্ধের সঙ্গে নির্জনতায় পরিচারিকা সমভিব্যহারে কাটিয়ে তার নিজস্ব যৌন আকাঙ্ক্ষা এক বিকারগ্রস্ততার রূপ পরিগ্রহ করেছে। তার অবদমিত কামনা-বাসনার বিকৃতির

উৎকট প্রকাশ হতে চলেছে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাসপুটিন যখন ভাবছে কিভাবে পালাবে, সেইমুহূর্তে পঞ্চম পরিচারিকা এক বালতি ঠাণ্ডা জল এনে তার গায়ে ঢেলে দিল। সে কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল শীতে। যখন সে ছিটকে সরে যেতে গেল, তখন আর একজন পরিচারিকার ঘাড়ে গিয়ে পড়ল।

রাসপুটিন মেঝের ওপর পড়ে যেতেই চকিতে পাঁচজন তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল যেন নেকড়ে-বাঘ ছাগশিশুকে আক্রমণ করেছে। ষষ্ঠ জন কিছু দূরে দাঁড়িয়ে ছিল, সে কি করবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই অল্প বয়সী সদ্যনিযুক্ত পরিচারিকাটির নাম দুনিয়া বেকেয়েসোভা। তাঁর কাছে এসব ভাল লাগছিল না। তুয়ামেনেই তার বাস। তার কাছে এ ধরণের কুশ্রী অভিজ্ঞতা জীবনে এই প্রথম। ইরিনা দূরে সরে হাত তালি দিয়ে তার পরিচারিকাদের উৎসাহিত করতে করতে খিলখিল করে হাসতে থাকল। রাসপুটিনকে পেয়ে এরা যেন এতদিন পর হাতে একটা কাজ পেল। তাদের উদগ্র কামনার জ্বালা তারা নানাভাবে প্রয়োগ করতে থাকল। অনেকটা দীর্ঘদিন উপোস থাকবার পর কোন ভিখিরি যেমন বুভুক্ষু হয়ে ওঠে সেইরকম। বিশেষ ক'রে রাসপুটিনের উত্থিত পুরুষাঙ্গের প্রতি তাদের আসক্তি চূড়ান্ত হয়ে দাঁড়াল। এরকম শোনা যায় যে রাশিয়ায় ফসল তোলার সময় একঘেয়েমিতে ক্লান্ত মেয়েরা এরমকই কোন পুরুষকে নিয়ে খেলা করে। এবং কোন অভিজ্ঞ পুরুষ সহজেই অধিকসংখ্যক নারী পরিবেষ্টিত হয়ে আনন্দিত হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে রাসপুটিন ইরিনার প্রেমে পড়ে কল্পনার জাল বুনেছিল ও তার বিলুপ্ত ঘটল অতি অপমানজনক ও বীভৎসভাবে। দূরে দাঁড়িয়ে নিষ্ঠুর ইরিনা অত্যন্ত পুলকিত বোধ করতে থাকল। দীর্ঘদিনের একঘেয়েমি ও উপোসে ক্লান্ত নারীর দল খেলার ছলে তাকে প্রায় মাংস ছিঁড়ে খাবার যোগাড় ক'রে ফেলল। একদিকে দূরে দাঁড়িয়ে দুনিয়া এ জঘন্য অত্যাচার দেখতে দেখতে রাসপুটিনের প্রতি করুণা অনুভব করতে থাকল আর ভাবতে থাকল ইরিনার কথা। যে কতটা নৃশংস হ'তে পারে তার আচরণে। অন্যদিকে রাসপুটিন একবার ছিটকে পড়ল ইরিনার পায়ের কাছে আর ইরিনা প্রায় লাথি মেরে ঘৃণায় সরে গেল, বলল, 'নিয়ে যাও ওকে বাইরে। একটা চাষীর ছেলে, তার সাহস কত, বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াতে চায়।'

রাসপুটিন তখন অত্যাচারে অত্যাচারে মূর্চ্ছা যাবার যোগাড় হয়েছে। পরিচারিকারা তাদের লালসার আগুনে আহুতি দিয়েছে এক নির্বোধ যুবককে। সে তখন টলছে। ইরিনা আবার ফুঁসে উঠল, 'এই নোংরাটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে এসো এবার।'

তারপর তারা তাকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে এক বাণ্ডিল অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত বাইরে তার ঘোড়া ইভানের পাশে ঠাণ্ডার মধ্যে উলঙ্গ দেহে ফেলে রেখে এল। ততক্ষণে জ্ঞান হারিয়েছে সে।

কিছুক্ষণ পর চুপিচুপি দুনিয়া রাসপুটিনের জামা-কাপড়গুলো নিয়ে বাইরে এসে দেখল রাসপুটিনকে ঐ অবস্থায় পড়ে থাকতে। তার পাশে দুনিয়া বসল। আস্তে আস্তে অতি মমতায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকল রাসপুটিনের নগ্নদেহে। অশ্রুতে ভিজে উঠল তার চোখের দু'পাতা। ঝুঁকে পড়ে চুম্বন করল রাসপুটিনের ঠোঁটের ওপর।

তারপর যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল নিঃশব্দে, কারণ কেউ দেখতে পেয়ে যাবে এই আশঙ্কায়।

জ্ঞান ফিরে এলে রাসপুটিন আস্তে আস্তে চোখ খুলল। কিছুক্ষণ পরে ঘোর কাটলে সব তার চোখের সামনে দুঃস্বপ্নের মত ভেসে উঠল। আতঙ্কিত হয়ে ঘৃণায় শরীরে হাত বুলোতে গিয়ে দেখল কুঁচকীর কাছে খুব ব্যথা। সমস্ত দেহ অসাড় এবং সে নগ্ন হয়ে পড়ে আছে। পাশে হাত রাখতে গিয়ে কিসের স্পর্শ পেয়ে দেখল তার পরনের পোশাক তার পাশে পড়ে আছে।

॥ তিন ॥

নাতালিয়া পেত্রোভ্না স্তেপানোভা খুব অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিল। এবং এই বয়সের যুবতী নারীর পক্ষে নিরুত্তাপ থাকা খুব কঠিন। সঙ্গত কারণেই গ্রামের উঠ্তি বয়সী ছেলে-ছোক্রার দল তাকে নিয়ে কানাকানি করত। এবং তারা বলত যে নাতালিয়ার সঙ্গে প্রেম করবার লোকের কখনো অভাব হয় না। এ ধরনের কথাবার্তার যুক্তিযুক্ত কিছু কারণ ছিল। গ্রামের প্রায় সবাই তুরানদীতে স্নান করত। এবং নাতালিয়াও কিছু ব্যতিক্রম ছিল না। বেলাভূমিতে রোদ পোয়াবার সময় বা তুরাতে স্নান করবার সময় তার নিজের দেহের প্রতি কোন খেয়াল থাকত না। সত্যি বলতে তার নিয়ন্ত্রণবিহীন দৈহিক উত্তেজক অংশগুলো যে অপরের দেহ বা মনে প্রভাব ফেলতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না।

সেই সময়ের সাইবেরিয়ার এই অঞ্চলে উঠ্তি বয়সী ছেলেমেয়েদের মধ্যে যৌন অভিজ্ঞতা যে না ঘটত এমন নয়, তবে তা নিশ্চয়ই অপরের অজ্ঞাতসারেই ঘটত। এবং অনেক সময়েই তা জানাজানি হয়ে যেত। কিন্তু জানাজানি হয়ে গেলে বিষয়টা একটু অন্যরকম আকার ধারণ করত। হয়ত মেয়েটির গর্ভ সঞ্চার হ'ল ও ছেলেটি তাকে বিবাহ করতে অস্বীকার করছে, সেক্ষেত্রে ছেলেটির শাস্তি হ'ল তাকে খোজা বানিয়ে দেওয়া। আর কোন মেয়ে যদি একের পর এক প্রেমের নাটকীয় খেলা খেলত বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে তবে সেই মেয়েটিকে বেশ্যা নামে আখ্যা দিয়ে তাকে একঘরে করে ফেলা হত। সুতরাং এই ধরনের শাস্তি প্রচলিত থাকার জন্য একমাত্র যারা পরস্পরে বিবাহ করবে ভাবত তারাই শুধুমাত্র যৌন অভিজ্ঞতা অর্জন করত।

নাতালিয়া পেত্রোভ্নাকে অনেকেই সন্দেহ করত। এবং সুযোগ খুঁজত তাকে কিভাবে বিপদে ফেলা যায়। একা একজন যুবতী মেয়ে কতদিন চুপচাপ থাকতে পারে! তার স্বাভাবিক ক্ষুধাবোধ যথেষ্টই ছিল। তা সে গোপনেই পূর্ণ করত। তার এক রুগ্ন্যান্বেষী প্রতিবেশী তাকে সর্বদা লক্ষ্য রাখত এবং তাকে হাতেনাতে ধরবার জন্য অপেক্ষা করত। একদিন রাতে নাকি একটা অচেনা লোক এসে নাতালিয়ার দরজায় ধাক্কা দিয়েছিল আশ্রয় চেয়ে। নাতালিয়া প্রথমে তাকে পেট ভ'রে খাওয়ালো তারপর শোবার জন্য তার নিজের বিছানায় আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল। নাতালিয়ার

প্রতিবেশী সমস্ত ব্যাপারটা নজরে রাখছিল। সে বুকফাটা চিৎকার কাঁদে পড়েছে। সুতরাং আর একমুহূর্তও অপেক্ষা না ক'রে আরো একজন সাক্ষী জোগাড় ক'রে রাসপুটিন ফার্মে ছুটল ঘটনাটার উত্তেজক বিবরণ গ্রামের মাতব্বর, রাসপুটিনের বাবাকে দেবার জন্য।

রাসপুটিনের বাবা সব ঘটনা মন দিয়ে শুনলেন। রাগে তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। তার গ্রামে এরকম অরাজকতা তিনি মোটেই সহ্য করবেন না। তারপর তিনি আরো দু'জন লোক সঙ্গে করে সেই বিধবা মেয়েছেলেটির বাড়ী দৌড়ে এলেন। তিনি গ্রামের মাতব্বর, তার মুখের ওপরে কথা বলবে এরকম লোক একজনও নেই। কোনরকম ভ্রুক্ষেপ না ক'রে তিনি নাতালিয়ার ঘরে ঢুকে পড়লেন। এবং নাতালিয়াকে কুকর্ম করতে চাক্ষুস দেখলেন। তার সঙ্গের লোক দু'জন নাতালিয়াকে টেনে-হিঁচড়ে বিছানা থেকে নামিয়ে আনল। আর যে লোকটা নাতালিয়ার সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে ছিল সে সুযোগ বুঝে দুরন্ত বেগে ছুটে পালাল। আর নাতালিয়াকে বন্দী করে ফাদার পাভেলের কাছে নিয়ে আসা হ'ল। ইতিমধ্যে সেই 'পরের ছিদ্র-খুঁজে বেড়ানো-ব্যক্তিটির' মাধ্যমে সারা গ্রামের সবাই জেনে গেল অনেকদিন পর নতুন ধরণের একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে। এবং যা হবার তাই হ'ল। পরদিন সকালে সবাই গির্জার সামনে এসে হাজির হ'ল মজা দেখবার জন্য।

নাতালিয়াকে হিড়্‌হিড়্‌ করে টেনে নিয়ে আসা হল গির্জার সামনে। চতুর্দিকে এই পাপিষ্ঠাকে ঘিরে খুব ভিড় আর উৎকট চিৎকার হচ্ছিল। কয়েকজন উচ্চপদস্থ ফাদার এই মেয়েটির পাপ ও তার গভীরতা নিয়ে দার্শনিক আলোচনা করছিল। আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে কিভাবে তাকে শাস্তি দেওয়া যাবে এবং অপরাধের পরিমাণ অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা কতটা বাড়ানো বা কমান যায়। শুধু তারা সিদ্ধান্তে আসতে দেরি করছিল।

একজন বলল, 'বেশ্যাকে শাস্তি বেশ্যার উপযুক্তই হওয়া উচিত।'

আর একজন বলল, 'কিন্তু শাস্তিটা কিভাবে দেবেন ভাবছেন?'

তখন আর একজন বলল, 'এত ঝামেলার চেয়ে গ্রামের মাতব্বরকেই জিজ্ঞেস করা হোক না কেন।'

রাসপুটিনের বাবা বললেন, 'দেখুন, এজাতীয় বিশ্রী ঘটনার কথা আমি তো ভাবতেই পারিনা, তবে চার্চের বিধান অনুযায়ী আপনারা যে সিদ্ধান্ত নেবেন সে ব্যাপারে কারো কোন আপত্তি থাকতে পারে বলে তো আমার মনে হয় না।'

ফাদার পাভেল বাকী দু'জনের সঙ্গে গভীরভাবে পরামর্শ করলেন। তারপর গ্রামবাসীদের উদ্দেশ্য বললেন, 'আপনারা জানেন পাপীকে ঈশ্বর কখনও ক্ষমা করেন না। কিন্তু সেটাই শেষকথা নয়। আসল কথা ভবিষ্যতে যাতে আর কোন অন্যায় না হয় তার জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে।'

তারপর নাতালিয়ার দিকে ঘুরে বললেন, 'নাতালিয়া পেত্রোভ্‌না, তুমি যে পাপ করেছ তার বিরুদ্ধে তোমার কিছু বলার থাকতে পারে না। তুমি পাপী তাই তোমার শাস্তি আমরা স্বাভাবিক নিয়মেই পালন করব। তোমাকে বেশী শাস্তি

আমরা দেব না, শুধু তোমাকে সাবধান ক'রে ছেড়ে দেওয়া হবে। প্রথমে তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে বেত মারা হবে আর তারপরে তোমাকে এই গ্রামের বাইরে দূর করে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।'

এ ঘোষণার পরেই গ্রামবাসীরা নড়েচড়ে উঠল। তাদের মধ্যে একটা গুঞ্জনধ্বনি শোনা গেল। রাসপুটিনের বাবা এফিম আকোভ্‌লেভিচ্‌ নাতালিয়ার সম্মুখে এগিয়ে এলেন এবং তার বলিষ্ঠ হাতের এক টানে নাতালিয়ার একমাত্র পোশাকটি ছিঁড়ে ফেললেন। জড় হওয়া গ্রামবাসীদের সামনে এভাবে বিবস্ত্র হয়ে লজ্জায় অপমানে সে ধুলোর সঙ্গে মিশিয়ে গেল যেন। তার হাত দুটো লোক ধরে আছে, তার ফলে তার ঊর্ধ্বাংশ উন্মুক্ত হয়ে পড়লে হাত দিয়ে তাও সে ঢাকতে পারল না। গ্রামের বয়স্করা তার চীৎকারে কোন কর্ণপাত করল না, উপরন্তু আকণ্ঠ এই নগ্ন-সৌন্দর্য পান করতে থাকল। একজন একটা কাঁচি নিয়ে এল, এফিম্‌ আকোভ্‌লেভিচ্‌ তার সুন্দর কেশরাশি কচ্‌কচ্‌ ক'রে কেটে ফেললেন।

তারপর শুরু হয়ে গেল এক নতুন অধ্যায়, যাকে নৃশংসতার এক বীভৎস দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায়। সত্যি কথা বলতে নাতালিয়া এমন কিছু করেনি যাকে অত্যন্ত গর্হিত বলা যায়, কারণ তার বয়স্ক বিচারকদের মধ্যে অনেকেই এধরনের কাজ নির্বিঘ্নে ও চুপিসারে প্রায়ই ক'রে থাকে। মানুষ অনেক সময়ে নিজের অপরাধ ঢাকবার জন্য অপরকে অত্যাচার ক'রে খুব স্নায়বিক আনন্দ লাভ করে, কিন্তু এই যুবতী মেয়েটির লঘু পাপে যে গুরুদণ্ড দেওয়া হল তা অতি বড় শত্রুও ভাবতে পারবে না।

গ্রামবাসীদের দু'সার করে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হ'ল। তাদের মাঝখানে একটা পথ তৈরি হ'ল। সারির সম্মুখভাগে একটা ঘোড়াকে নিয়ে আসা হ'ল। নাতালিয়াকে পিছমোড়া ক'রে দড়ি দিয়ে বাঁধা হ'ল। দড়ির আর এক প্রান্ত রইল সেই ঘোড়ার জিনে বাঁধা। এবার রাসপুটিনের বাবা ঘোড়ার পেছনে একটা থাপ্পড় মেরে 'হ্যাট্‌ হ্যাট্‌' ক'রে ঘোড়াটাকে একটু তাড়া দিলেন। ঘোড়াটা দুপাশে সার দিয়ে থাকা লোকগুলির মাঝ বরাবর রাস্তাটি দিয়ে চলতে শুরু করল। ঘোড়া চলতে শুরু করার ফলে দড়িতে টান পড়ল আর নাতালিয়া সেই টানে হাঁটতে শুরু করল। তাকে হাতের কাছে পেয়ে গ্রামবাসীরা যে যেমন পারল অত্যাচার শুরু করল। বিনা পয়সায় এমন মজা পাওয়া যায় না। নাতালিয়া উন্মত্তের মত প্রচণ্ড যন্ত্রনায় চীৎকার করতে থাকল। তার সারা দেহ ফেটে রক্ত বেরোতে দেখে জনতা উল্লসিত হয়ে উঠল। গ্রামবাসীদের চীৎকারে ভয় পেয়ে ঘোড়াটা ছুটতে থাকল। নাতালিয়া ঘোড়ার গতিবাড়ার সঙ্গে দৌড়ে তাল রাখতে পারল না, মাটিতে ছিট্‌কে পড়ল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত তার দেহ মাটিতে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলতে থাকল। হাত বাঁধা অবস্থায় নিজেকে বাঁচাবার কোনপ্রকার চেষ্টাই সে করতে পারল না। গতরাতে বৃষ্টি হওয়ার দরুন মাটি কাদা-জলে নরম ছিল, তাই নাতালিয়ার মৃত্যু হ'ল না। ভাগ্যক্রমে সে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল যন্ত্রণার তীব্রতায়, সুতরাং বাকী ঘটনা তার মনে ছিল না। ঘোড়াটা এইভাবে তাকে গ্রামের বাইরে নিয়ে গেল।

কয়েকদিন আগে রাসপুটিনের ওপর যে অত্যাচার হয়েছে তাতে তার মানুষের

ওপর ঘৃণা এসে গেছে। যতবারই ইরিনার কথা তার মাথায় আসে ততবারই নারী জাতির প্রতি ক্ষিপ্ত আক্রোশ তার মনে জমা হয়। কেন, কেন তাকে ইরিনা এভাবে যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত করল? কেন, ডেকে নিয়ে গিয়ে তাকে এভাবে অপমান করল? সে তো তার কোন ক্ষতি করেনি। কোন যুবকের কোন সুন্দরী মেয়েকে ভাল লাগতেই পারে তার জন্য তাকে এ ধরনের শাস্তি পেতে হবে কেন? যদি ইরিনা তার দিকে তাকিয়ে না হাসত, যদি তাকে ডেকে না পাঠাত তবেই তো ল্যাঠা চুকে যেত। নিশ্চয়ই তারপরেও রাসপুটিন তার পিছু পিছু ছুটত না। হয়ত মনে মনে তাকে ভালবাসত! ভালবাসা! যা হয়েছে ভালই হয়েছে। এ না হ'লে বুঝি তার শিক্ষা হ'ত না কখনো। তুমি অভিজাত, বড়লোক বলে গরীবকে এমনভাবে ঘৃণা করবে! মনে মনে ঠিক করল সে অভিজাত ও মেয়েছেলেদের এই গর্ব সে একদিন নিশ্চয়ই ভাঙবে। নারীকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে সে। সবচেয়ে বড় কথা লজ্জার আর কোন বোধ তার মধ্যে রইল না। যেভাবে অতগুলো মেয়ের সম্মুখে সে সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়েছে, তখনই সে বুঝেছে নারীর মধ্যে অনেক সময়ে কামনার স্ফুলিঙ্গ কেমন দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়তে পারে। রাসপুটিনের মধ্যে আছে তীব্র ইচ্ছাশক্তি ও প্রবল ঘৃণা। দু'টোকেই সে একদিন নিশ্চয়ই কাজে লাগাতে পারবে।

কিন্তু আজ তার থেকেও এই ভয়ংকর ঘটনা তাকে রীতিমত উত্তেজিত করে তুলল। সে ভেবে পেল না কেন এবং কিসের প্রেরণায় এই নিরীহ ও সরল গ্রামবাসীরা এভাবে নাতালিয়ার ওপর অত্যাচার করল, বিশেষ ক'রে তাদের মধ্যে অনেকেই তার নিকট প্রতিবেশী বা বন্ধু। সুতরাং কেন নাতালিয়ার ওপর এভাবে অত্যাচার ক'রে প্রতিশোধ নিল তারা? ভিড়ের মধ্যে দূর থেকে দাঁড়িয়ে সমস্ত ঘটনাটাই সে লক্ষ্য করেছে। লজ্জা ও ঘৃণা তাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল যখন সে দেখল এ সবকিছুর পুরোভাগে ছিলেন তার বাবা। সৌভাগ্যক্রমে তার মা এসবের মধ্যে ছিলেন না। মেয়েটির ওপর অত্যাচারের নমুনা দেখে তার অন্তঃকরণ কান্নায় ফেটে পড়ছিল। লোকগুলোর প্রতি বিদ্বেষে সে ভেবে পাচ্ছিল না এখন তার কি করা উচিত! সে কিছু করতে পারছিল না তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে সে নিতান্তই অল্পবয়সের এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি 'সম্মান' দেখিয়ে তারা যা বলেন বা করেন তা মান্য করা তার 'কর্তব্য'! সে ভাবছিল এই দলবদ্ধ গ্রামবাসীদের মধ্যে কি মানুষ নামের কোন প্রাণী ছিল না। তার কিছু করার ছিল না ব'লেই সেদিন দূর থেকে দাঁড়িয়ে এই নিরীহ মেয়েটির ওপর অপগণ্ড গ্রামবাসীদের এই তাণ্ডব উল্লাস তাকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল।

অসহায় মেয়েটিকে কি ভাবে সে বাঁচিয়ে তুলবে তখন তার ভগবানের কাছে এই ছিল একমাত্র প্রার্থনা। সে শুধু ভাবছিল, ভগবান্ অসহায়রা এত কষ্ট পায় কেন? আর এ কথাও যে সেদিন খুব ভাল করেই বুঝেছিল যে হাজার হাজার লোককে কোন ভাল বা খারাপের দিকে চালিত করা কোন ব্যাপার নয়। কারণ জনতা শুধু সম্মোহিত হতে জানে। তা না হ'লে শুধুমাত্র ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে তারা নিজেদের ঢেলে দিয়ে চার্চের কথা অনুযায়ী মেয়েটিকে ওভাবে অত্যাচার করত না। মানুষ শুধু সম্মোহিত হতে চায়।

নাতালিয়াকে ঘোড়াটা তখন অনেকদূরে টেনে নিয়ে গেছে। একটা মাঠের মধ্য দিয়ে ঘোড়াটা হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে আর রাসপুটিন তখন ছুটতে ছুটতে আসছে, কারণ সে ঘোড়ার হ্রেষারব শুনতে পাচ্ছিল। কাছাকাছি গিয়ে সে দেখল নাতালিয়ার সর্বাঙ্গ তালগোল পাকানো অদ্ভুত একটা পিণ্ডের মত হয়ে গেছে। তার দেহ দিয়ে তখনও রক্তের প্রবাহ অক্ষুণ্ন ছিল। দেখে শিউরে উঠল রাসপুটিনের কোমল মন। ছিঃ! ছিঃ! ছিঃ! তার মনের মধ্যে পুনরায় ধিক্কার ফিরে এল। রাসপুটিন তৎক্ষণাৎ ঘোড়ার জিন থেকে দড়িটা খুলে ফেলল, নাতালিয়ার পাশে হাঁটু গেড়ে বসে তার পিছমোড়া করে বাঁধা দড়ির বাঁধন খুলে দিল। তারপর তার ক্ষতস্থানগুলো পরীক্ষা করতে শুরু করল।

ততক্ষণে নাতালিয়ার জ্ঞান ফিরে এসেছে। তার পাশে মানুষের উপস্থিতি টের পেয়ে পুনরায় তার পূর্বস্মৃতি জাগরিত হ'ল এবং সে আতঙ্কিত হয়ে উঠল ভয়ংকর কিছু ঘটতে যাচ্ছে ভেবে। তার যন্ত্রণাসকল তখন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। মনের আতংক ও যন্ত্রণার তীব্রতায় সে বিকৃত আর্তনাদ করে উঠল, 'এত অত্যাচার করেও তোমরা ক্ষান্ত হও নি। আবার এসেছো আমাকে অত্যাচার করতে? মার, মেরে ফেল আমাকে। আমি আর বাঁচতে চাই না। হায় ভগবান!'

রাসপুটিন একটুও অস্থির হ'ল না। কোমল কণ্ঠে বলে উঠল, 'আমার দিকে তাকাও। দেখ, আমি তোমায় সাহায্য করতে এসেছি। আমি তোমার ক্ষতস্থানগুলো এক্ষুনি সারিয়ে দেব।'

নাতালিয়ার ভেতরে আশা তির তির ক'রে কাঁপতে থাকল। এরকম কথা তো একজনই বলতে পারে। সারা গ্রামের লোক তো এই গলার স্বরকে চেনে। তবু তার মনে হোল সে ভুল শুনেছে, কারণ পোক্রোভস্কয়ে গ্রামের পাষণ্ড লোকগুলির মধ্যে কেউ তাকে সাহায্য করতে আসবে সে কথা সে ভাবতেও পারে না। তাই সে উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কে তুমি? তোমার নাম কি?'

উত্তর এল গম্ভীরস্বরে, 'আমার নাম গ্রীগরি এফিমোভিচ রাসপুটিন।'

নাতালিয়া তক্ষুণি বুঝতে পারল কে তাকে সাহায্য করতে এসেছে, কারণ রাসপুটিন ইতিমধ্যেই গ্রামের মধ্যে দারুণ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার কিছু কিছু ক্ষমতার দরুণ। সে অনায়াসেই স্পর্শের সাহায্যে অনেক রকম দুরারোগ্য ব্যাধি বা ক্ষত আরোগ্য করতে পারত। রাসপুটিনের কথায় নাতালিয়া আশ্বস্ত হ'ল, কিন্তু পরক্ষণেই ভীত হ'য়ে উঠল এই কথা ভেবে যে রাসপুটিন হচ্ছে এফিম্ আকোভ্লেভিচের পুত্র। তাই সে ব'লে উঠল, 'তুমি যে আমায় সাহায্য করতে এসেছো এ কথা যদি তোমার বাবা জানতে পারেন, তাহ'লে?'

'আমি এ পৃথিবীর কাউকে ভয় পাইনা। বিশেষ ক'রে আমি যা ভাল বুঝি তা ভালই। তাছাড়া তোমাকে কোন অবস্থাতেই আমি মরতে দিতে পারি না।'

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল নাতালিয়া। যন্ত্রণায় তখন সে কাতরাচ্ছে, তা না হ'লে এই মুহূর্তেই সে ব'লে উঠত, তোমার মত উপযুক্ত পুরুষ জীবনে আমি একটাও দেখিনি।

সন্তানকে মা যেমন করে স্নেহ করেন সেইভাবে রাসপুটিন নাতালিয়ার প্রত্যেকটা

কাটা-ছেঁড়ার স্থানে হাত দিয়ে আলতো করে স্পর্শ করতে থাকল। এবং মুহূর্তের মধ্যে সেই অলৌকিক কাণ্ডটা ঘটে গেল। মেয়েটির আঘাতপ্রাপ্ত ক্ষতস্থান গুলি থেকে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তার গোঙানিও কমে এল। যন্ত্রণা হল প্রশমিত। নাতালিয়া যেন নতুন জীবন প্রাপ্ত হল। তার মনে হচ্ছিল কেউ কোন আঘাতই তাকে করেনি। সে ভেবে পেল না কি প্রকারে এমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটতে পারে। এটুকু সে বুঝতে পারল যে রাসপুটিন কোন সহজ সাধারণ লোক নয়, ঈশ্বর প্রেরিত কোন দেবদূত। কিভাবে সে রাসপুটিনকে তার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করবে তা ভেবে পেল না। ধন্যবাদের কোন ভাষা তার মুখে ফুটে উঠল না। শুধু এটুকু উচ্চারণ করতে পারল, 'তুমি না এলে আমার মত হতভাগিনী নিশ্চয়ই এতক্ষণে মারা যেত।'

নাতালিয়ার পিঠের উপর সমস্ত ক্ষত প্রায় সারিয়ে দিয়েছে রাসপুটিন। কিন্তু শুশ্রূষার এখনও অনেক বাকী। এখন মেয়েটির দেহের সম্মুখভাগে তার দৈবিক স্পর্শ না ছোঁয়ালে সে মোটেই সেরে উঠবে না। কিন্তু নাতালিয়া তো উপুড় হয়ে মাটিতে পড়ে আছে, তাকে কিভাবে সে সামনে ফিরতে বলবে; সত্যি বলতে রাসপুটিন জীবনে এখন পর্যন্ত কোনো নগ্ন যুবতীর দেহ স্পর্শ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করেনি। যদিও তার নাতালিয়াকে সম্মুখ ফিরতে বলতে যথেষ্ট সংকোচ বোধ হচ্ছিল, কিন্তু এমতাবস্থায় সে মনের সামান্য সংকোচ পরিত্যাগ করে কঠোর হয়ে উঠল তাকে বাঁচিয়ে তুলবার জন্য। তাই সহজেই নাতালিয়াকে বলতে পারল, 'চিৎ হয়ে শোও।'

নাতালিয়া এবারে ফাঁপরে পড়ল, 'না, না, এ কাজ আমায় করতে বোল না। এ আমি কিছুতেই পারব না।' জনতার সামনে তার পোশাক খুলে নেওয়া হয়েছিল, সেই বিবস্ত্র অবস্থার কথা ভেবে তার দুচোখ জলে ভরে গেল।

অত্যন্ত নরম হয়ে বলল রাসপুটিন, 'দেখ, তুমি বুঝতে পারছো না। এখন তো বিব্রত হবার সময় নয়। আমি তোমার শত্রু নই। তোমায় আমি সুস্থ করে তুলব। আমার সামনে তোমার লজ্জা থাকা উচিত নয়, কারণ আমি তোমার চিকিৎসকের কাজ করছি, তোমায় সারিয়ে তুলছি। তাছাড়া এখানে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ তো নেই। ক্ষতে তোমার কাদা ঢুকে আছে, সেগুলো হয়ত শিগ্গির বিষিয়ে উঠতে থাকবে।'

শেষ পর্যন্ত মেয়েটিকে রাসপুটিন সুস্থ করে তুলল।

ইতিমধ্যে ভোর হয়ে আসছে। পূর্বদিকে আলোর ইসারা। রাসপুটিন বলল, 'চল, চান করে নাও।'

এই ঠাণ্ডায় তুরা নদীর জলে এতগুলো ক্ষত নিয়ে স্নান করার কথা ভেবে আর একবার শিউরে উঠল নাতালিয়া। রাসপুটিন তার কোনো মানাই শুনল না। তাকে প্রায় জোর করেই নদীতে স্নান করিয়ে নিয়ে এলো। বলল, 'তোমার সারা দেহে শুধু কাদায় মাখামাখি আর ঠাণ্ডা জলে চান না করলে দেহের ময়লা কি কখনও ধুয়ে যেত। এখন অনেকটা আরাম পাচ্ছ নিশ্চয়ই।' তারপর রাসপুটিন নাতালিয়ার সমস্ত শরীর তার নিজের পরনের শুকনো জামা দিয়ে মুছিয়ে দিল যেন সে নিজের দেহই মুছছিল। তারপর তার একমাত্র কোটটা তার গায়ে পরিয়ে দিল।

কিছু দূরে একটা ঘন ঝোপের মধ্যে তার জন্য একটা নরম বিছানা বানিয়ে দিল ঘাস আর পাতা দিয়ে। শুকনো ডালপালা যোগাড় ক'রে একটা চালার মতও তৈরি করে দিল সে। সেই চালাঘরে ঘাসের বিছানায় নাতালিয়াকে শুইয়ে দিয়ে সে অনেকটা নিশ্চিন্ত হ'ল। কিন্তু তাকে একা রেখে যেতে রাসপুটিনের মন মানছিল না কিছুতেই, উপরন্তু নাতালিয়াও তাকে ছেড়ে দিতে চাইছিল না, কারণ একা একা এই নির্জন স্থানে বিগত দিনের ঘটনার পর সে কি ভাবে থাকবে।

কোনরকমভাবে তাকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওবেলা ফিরে আসবে কথা দিয়ে রাসপুটিন চলে গেল। সন্ধ্যার আঁধার ঘন হয়ে নেমে আসতেই সে নাতালিয়ার চালাঘরে এসে হাজির হ'ল। তার হাতে ছিল তার মৃত ঠাকুরমার কিছু পুরনো জামা-কাপড় আর একজোড়া জুতো। আর কিছু খাবারও সে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল।

দীর্ঘক্ষণের উপোসী ক্লান্ত ক্ষুধার্ত নাতালিয়া গোগ্রাসে খাবারটুকু খেয়ে ফেলল। তারপর তৃপ্তির হাসি হাসল। রাসপুটিনের দিকে চেয়ে তার মনে হচ্ছিল এরকম নিশ্চিন্ত আশ্রয় বোধহয় আর কোথাও পাওয়া যাবে না। এর কাছে আত্মাহুতি দিতে পারার মত তৃপ্তি আর কিছুতেই থাকতে পারে না।

আশ্চর্য ও অলৌকিকভাবে রাসপুটিনের স্পর্শে তার সমস্ত যন্ত্রণার প্রায় অবলুপ্তি ঘটেছে তখন। ধীরে ধীরে তার মনে সুপ্ত কামনা-বাসনা পুনরায় জেগে উঠছিল। অথচ নাতালিয়ার বয়স রাসপুটিনের প্রায় দ্বিগুন। কিন্তু কি ভালটাই যে লাগছে তার ছেলেটাকে। শুধু মনে হচ্ছে রাসপুটিন শুধু তার কেন অনেকের তুলনাতেই অনেক অনেক বড়। বয়স তো মানুষকে বড় করে না! বড় করে তার গুণ, তার মনুষ্যত্ব, তার ভালবাসা, তার ক্ষমতা। এখন যে সে তার সামনে বসে আছে মনে হচ্ছে আর তার কোন ভয় নেই। আর একটু কাছ ঘেঁষে বসল নাতালিয়া, বলল, 'আমি এ জীবনে তোমার ঋণ শোধ করতে পারব না।'

রাসপুটিন তার মুখে হাত চাপা দিয়ে ধরল, 'ছিঃ ছিঃ এ কি কথা বলছ তুমি? মানুষ হিসেবে এটুকু আমার কর্তব্য ছিল এবং আমার যা শক্তি তা তো তাঁরই দেওয়া। সুতরাং তোমার কারো কাছে ঋণ যদি সত্যিই থেকে থাকে সে হচ্ছে ভগবান।'

নাতালিয়া বলল, 'বুঝিনি তুমি কি বললে। কিন্তু, আমি মনে করি এ দেহ তোমারই দান। আমি নবজন্ম লাভ করেছি তোমারই স্পর্শে। সুতরাং এ দেহ সম্পূর্ণ তোমারই।' এভাবে সে কখনো কাউকে বলেনি। কারণ কোন নারী এভাবে বলতে পারে না। দেহ-সংক্রান্ত প্রশ্নে তাদের বরাবরই সংকোচ থাকে। কিন্তু নাতালিয়ার লজ্জা করল না এইজন্য যে এই পুরুষ মাতৃস্নেহে তার নগ্নদেহ পরিচর্যা করেছে। তার কাছে তার গোপন লজ্জা বলে তো কিছু থাকতে পারে না। তাই সে বলল, 'তোমাকে আমি তো শুধু আমার সর্বস্ব দিয়েই আনন্দ দিতে পারি। আর তাতেই আমার জীবন হবে সার্থক।'

ইরিনা দানিলোভার নিষ্ঠুরতার কথা মুহূর্তে রাসপুটিনের মানসপটে ভেসে উঠল। হ্যাঁ, সত্যি বলতে সে তো যৌন উন্মাদনায় পাগল হয়েই ইরিনার পাতা ফাঁদে পা দিয়ে বসেছিল। আর কতকগুলো নারীর একঘেয়েমি কাটাবার জন্য দম দেওয়া

জীবন্ত একটা পুতুলের মত তাদের চিত্তবিনোদনের জন্য তাদের বিকৃত কামনার শিকার হয়েছিল। আর এখন এইমুহূর্তে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন খাতে বইছে। নাতালিয়া পেত্রোভ্না তাঁকে বিলিয়ে দিতে চাইছে সেই কাম চরিতার্থ করবার এক অনায়াস সহজলভ্য পথ যার সাহায্যে সে এক্ষুণি ভুলে যেতে পারে তার পুরানো দগ্ধ ঘায়ের জ্বলুনি। নাতালিয়ার প্রস্তাবে তার মনে হোল এভাবেই বোধহয় মানুষের জীবনের চাকা ঘুরতে থাকে। রাসপুটিন জানে তার মধ্যে যে চুম্বক শক্তি অহরহ কাজ করছে তার সাহায্যে অনেককিছুই সে আকর্ষণ করতে পারবে। কিন্তু এত শীঘ্রই যে পতঙ্গ তার আগুনে ঝাঁপ দেবার জন্য তৈরি হবে সে তা ভাবতে পারেনি। তার ধিকি ধিকি আগুনের মত প্রজ্জ্বল্যমান যৌনেচ্ছা যেন সহসা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। চোখের সামনে ভেসে উঠল নাতালিয়ার নিরাবরণ দেহটা। স্নান ক'রে আসবার পর রাসপুটিনের মধ্যে প্রেমের শিখা জ্বলে উঠেছিল। কি সুন্দর সুডোল স্তনযুগল! নিটোল জানুপ্রদেশ। কিন্তু না, এ সে কি ভাবছে এখন! নাতালিয়ার নগ্নদেহের ওপর গতদিনের অমানুষিক অত্যাচারের ভয়াবহ স্মৃতি তার মন থেকে এখনও লুপ্ত হয়ে যায় নি। নাতালিয়ার সুন্দর সুগঠিত তনুর ওপর প্রত্যেকটি আঘাত তাকে মুহ্যমান ক'রে দিয়েছিল। তাই এখন সে চম্‌কে উঠল নাতালিয়ার কথায়। মেয়েটি এত ভাল যে কিভাবে তাকে সন্তুষ্ট করবে ভেবে পাচ্ছে না। কোথায় ইরিনা আর কোথায় নাতালিয়া! সে বলল, 'তোমার কি মাথাটা একেবারেই খারাপ হয়ে গেছে? আমি কি মানুষ, না কষাই? তোমার এ দুর্বল শরীরে তুমি কি ক'রে মনে কর যে তোমাকে নিয়ে আনন্দ উপভোগ করব?' ব'লে রাসপুটিন তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিল। মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল।

নাতালিয়া এই ছ'ফুট দু'তিন ইঞ্চি বিশাল চেহারার মানুষটিকে যেন নতুন ক'রে আবিষ্কার করছিল। আদর উপভোগ করতে করতে বলল, 'তবে তোমার যখনই ইচ্ছে হবে তুমি আমার কাছে চলে আসবে।'

এরপর থেকে প্রত্যেকদিন রাতেই রাসপুটিন নাতালিয়ার জন্য খাবার নিয়ে আসত। ধীরে ধীরে সে তখন সুস্থ হয়ে উঠছে। ফিরে আসছে তার আগের বল ও স্বাস্থ্য। কিন্তু নাতালিয়া তো আর কোনদিনই পোক্‌রোভ্‌স্‌কয়ের গ্রাম্য জীবনে ফিরে যেতে পারবে না। কারণ তাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আবার যদি সে ফিরে যায় গ্রামে, তবে এবার হয়ত তার শাস্তির অন্যরকম কোন বন্দোবস্ত হবে। সুতরাং তাকে জীবিকার জন্য, বাঁচবার জন্য অন্যত্র যেতে হবে। বিদায়ের পালা দ্রুত নিকটতর হয়ে এল।

নাতালিয়া তাই একদিন রাসপুটিনকে বলল, 'আমার তো আর এখানে থাকা ঠিক হবে না গ্রীস্‌কা। এখানে ওরা একদিন আমাকে খুঁজে বার করে আমার ওপর অত্যাচার করবে। তার চেয়ে আমি তোবল্‌সক্‌ প্রদেশে চুপি চুপি নৌকো ক'রে চলে যাব। কেউ জানতে পারবে না। আমি সেখানে গিয়ে নতুন ক'রে জীবন শুরু করতে পারব। তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে যাবে।'

রাসপুটিনের মন তার কথা শুনে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। যদিও তার কথা ঠিক,

কিন্তু এতদিনে খুব সামান্য হলেও নাতালিয়ার ওপর তার দুর্বলতা এসে গিয়েছিল। সে চলে যাবে শুনেই ও ব'লে উঠল, 'দয়া কর নাতালিয়া, তুমি এত তাড়াতাড়ি আমায় ছেড়ে চলে যেওনা। তুমি চলে গেলে আমি কাকে নিয়ে থাকব? এখানে মিশবার মত আমার কোন বন্ধু নেই, তোমাকেই এক'দিন বন্ধু ব'লে ভেবেছি।'

'কিন্তু, আমাকে তো যেতে হবেই। তা না হ'লে…'

দু'জনেই অধোবদন হয়ে থাকল কিছুক্ষণ। রাসপুটিন পরবর্তী ব্যাপারগুলো জানে ব'লেই নিশ্চুপ হয়ে থাকল।

এরপরের দিন নাতালিয়া রাসপুটিনকে বলল, 'আজ রাতে আমি চলে যাব। তুমি আসবে তো?'

এত তাড়াতাড়ি কেন চলে যাচ্ছে সে? আর কয়েকটা দিন কি সে থাকতে পারত না?

অভিমানে রাসপুটিনের অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলে উঠল, ''না, আজ রাতে আমি আসতে পারব না।'

'কেন, আসতে পারবে না গ্রীস্‌কা? তুমি এত অবুঝ কেন? আজ যদি আমি না যাই, তবে হয় কাল বা পরশু আমাকে তো যেতে হবেই। এবং যখনই যাই না কেন মনে হবে আরো কয়েকটা দিন থাকলে ভাল হ'ত। তাছাড়া এভাবে থাকাটা খুব একটা নিরাপদ নয়। আমি চাইনা তোমার দুর্বলতা আর আমার মায়া ক্রমশঃ বাড়তে থাকুক আর তুমি বিপদে পড়। তুমি ইচ্ছে করলে আমরা আবার হয়ত দেখা করতে পারব।' একটু থেমে বলল, 'আজ রাতে তাহ'লে আসছ তো?'

রাসপুটিন বলল, 'না, আজকে রাতে একটা বিয়ের নেমন্তন্ন আছে। আমাদের সবাইকেই যেতে হবে সেখানে। হয়ত আমি আসতে পারব না।' বলে সে দৌড়ে পালাল সেখান থেকে। পাছে নাতালিয়া আবার তাকে ডাকে।

নাতালিয়া চলে যাচ্ছে। মন খুব খারাপ হয়ে গেল রাসপুটিনের। অথচ এটা তো অবধারিত ছিল। সে কোন ভাবেই তো তা আটকাতে পারত না। সে ওখানে যাবে না, কারণ তার কাছে গিয়ে শুধু শুধু মনটাকে আরো চঞ্চল ক'রে তুলে লাভ কি? বিয়ে বাড়ীতে গেল সে। সেখানে নাচের আসরে খুব নাচল। বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে অত্যধিক মদ পান করল। রাসপুটিন এভাবে কখনো মদ খায়নি। বন্ধুরা ভাবল আজকে তাকে বাগে পাওয়া গেছে, সুতরাং তাকে আজ মাতাল বানিয়ে ছাড়বে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার রাসপুটিন তখনও মদ খুব একটা খায় না বা সে মদ্যপও নয়, সে জানত তার ইচ্ছা শক্তির জোরেই তাকে কেউ মাতাল করতে পারবে না। সে যে কোন চ্যালেঞ্জ সহজেই গ্রহণ করত। তার বেপরোয়া ধরণ-ধারণ বন্ধু-বান্ধবরা খুব একটা দেখেনি কখনো। কিন্তু আজ যেন তার কি হয়েছে। যে যা মদ দিচ্ছিল রাসপুটিন তা আকণ্ঠ পান করছিল। গলা জ্বলতে জ্বলতে ভদ্‌কা তার পেটে যাচ্ছে। কিন্তু তরল পদার্থ তার কাজ সেখানেই থামায়নি, তা দ্রুত রক্তে প্রবেশ ক'রে মস্তিষ্কের সুস্থ চিন্তাধারা অকেজো ক'রে দিচ্ছে। রাসপুটিন ভুলে যাচ্ছে ইরিনার নিষ্ঠুরতা আর অপমান, ভুলে যাচ্ছে নাতালিয়ার ভালোবাসা ও তার অস্তিত্ব। মদের বোতল

চুকচুক ক'রে শেষ করল সে, তারপর আবার নাচ শুরু করল। বন্ধুদের উদ্দেশ্যে বলল, 'কিরে পারলি আমাকে মাতাল করতে? ও ধরনের জোলো জিনিসে আমার কিছু হবে না।'

এবার বুঝল বন্ধুরা যে রাসপুটিনের নেশা হয়েছে। এবং তার বন্ধুরাও তখন যথেষ্ট মাতলামি শুরু করেছে। নাচের আসরে নানারকম রঙিন পোশাক পরা নতুন নতুন মুখের মেয়েদের দেখে রাসপুটিনের সঙ্গীদের তখন মাথা খারাপ হবার জোগাড়। পেটে কিছু লাল জল পড়ার পর তাদের মুখ্য চাহিদা হয়ে দাঁড়াল মেয়েছেলে। এবং সে বিষয়ে তারা নানারকম অশ্লীল আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করতে থাকল। তারা বলাবলি করছিল যে, 'মাইরি, একজনকে পেলে এখন খুব জমে যেত।'

একজন প্রত্যুত্তর করল, 'তা তো বুঝলুম, কিন্তু ওদের প্রত্যেককেই ওদের মায়েরা কড়া পাহারায় রেখেছে, পাছে মেয়ে তাদের হাতের বাইরে চলে যায়।'

আর এক বন্ধুর উত্তর, 'আচ্ছা, এই মেয়েগুলো কাদের হাতে গিয়ে পড়বে বল্‌তো?

ওরা এত ক্ষেপে উঠেছিল যে রাসপুটিনকেও উত্তেজিত করে তুলতে থাকল। হ্যাঁ, তার মনেও একই কথা খেলা করছিল। তাকে কথাবার্তায় যোগদান করতে না দেখে তাকে তারা উত্ত্যক্ত করতে থাকল। একজন বলল, 'একটা ভাল জিনিস যোগাড় করে দে না মাইরি গ্রীসকা।'

এখন এই নেশার ঘোরে কার না মেয়ে চাই! রাসপুটিন বলল, 'আমাকে রাগাস্ না বলে দিচ্ছি। একেবারেই ভাল লাগছে না আমার।'

'তা তো আমাদেরও লাগছে না। কেন, তা তুইতো জানিস।'

রাসপুটিন ভাবল, হ্যাঁ, মেয়ে পাওয়া এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ল। বলল, 'আচ্ছা, তোদের মেয়ে চাই বলছিলি না।'

'বলে কিরে শালা!' একজন বলে উঠল, 'তবে কি আমরা তোর সাথে ইয়ারকি মারছি? মনে হচ্ছে তোর হেপাজতে অনেক ভালো ভালো মেয়ে আছে? খুব জানা আছে আমাদের।'

এইবার অত্যন্ত রেগে উঠল রাসপুটিন। নেশার মুখে এ কথা তার অপমানজনক বলে মনে হল। সে বলল, 'বেশ, তবে চল তোদের দেখাই।' ওর মনে পড়ে গেছে যে, নাতালিয়াই হচ্ছে এখন সেই মেয়ে যাকে সে সহজেই পেতে পারে।

চার মাতাল নাতালিয়ার চালা ঘরে গিয়ে হাজির হল। প্রত্যেকটা মাতালের চোখে মুখে উদগ্র লালসা। হ্যাঁ, নাতালিয়া ছিল। এরকম জায়গায় একটা জলজ্যান্ত যুবতী মেয়েকে দেখে তারা অবাক হয়ে গেল। তখন এমন অবস্থা যে সবাই মিলে তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর কি! বিস্মিত ক্রুদ্ধ নাতালিয়া চিৎকার করে উঠল, 'গুন্ডা, বদমাইসের দল…' কিন্তু হঠাৎ থমকে গেল রাসপুটিনকে দেখে, 'তুমি… তুমি গ্রীস্‌কা!' থ হয়ে গেল নাতালিয়া। ব্যাপার কি ঘটতে চলেছে তার মাথায় এলো না।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মাথা পরিষ্কার হয়ে গেল রাসপুটিনের। নাতালিয়ার কাছে সে বন্ধুদের নিয়ে এসেছে স্বপ্নের ঘোরে। কিন্তু বাস্তবে তার গলার স্বর তাকে ধাতস্থ করে তুলেছে। সত্যি তো এ কী করতে চলেছে সে! এ তো পাপ! যাকে বলে

চারজন মিলে একটা মেয়েকে ধর্ষণ করতে এসেছে তারা। মুহূর্তেই তার চরিত্র বদলে গেল। তিন বন্ধুকে বাধা দিয়ে দাঁড়াল সে, 'যাও, চলে যাও এখান থেকে। আর এক পাও এগোবে না বলে দিচ্ছি।'

তার সঙ্গীরা একটু ঘাবড়ে গেল। বুঝতে পারলো না তাদের বন্ধু রাসপুটিন এরকম উল্টো গাইছে কেন। তাদের নেশা তখন তুঙ্গে, ধারণা করল রাসপুটিন অন্য কোন চাল চালছে। তারা আরও এক পা এগিয়ে এলো, বলল, 'বেইমানীর আর জায়গা পাও নি?'

মাথার মধ্যে যেন কেউ আগুন জ্বালিয়ে দিলো রাসপুটিনের। তিনটে বখাটে ছেলে তার মুখের উপরে কথা বলছে। বটে। সে রাগে ফেটে পড়ল একেবারে। বলল, 'খবরদার বলে দিচ্ছি, আর এক পাও যে এগোবে তার ঘাড় ভেঙ্গে দেবো।' রাসপুটিনের এমন মুখের চেহারা আগে কেউ কখনো দেখেনি। তার চোখের দিকে তাকিয়ে ছেলে-গুলো একটু থতমত খেয়ে গেল, ভয়ও পেয়ে গেল। মনে হল সে যা বলছে তার মধ্যে সত্যতার কিছু আছে। তাদের মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগের ঘটনা। রাসপুটিনকে দুর্বল ভেবে গ্রামের কিছু ছেলে একবার তাকে মারতে গিয়েছিলো। তাকে তারা খুব শান্ত দেমাকী এবং তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন বলে ভাবত। পরে গ্রামের ছেলে দলের পাণ্ডা ও তার দু'একজন ওস্তাদ দলের সঙ্গী বেদম মার খেয়েছিলো তার হাতে। সে ঘটনা অনেকেই ভোলেনি। তারপর থেকে তারা তাকে সমীহ করত। এখন এই তিন গুণ্ডা তার হুংকারে মন্ত্রমুগ্ধের মত আস্তে আস্তে পিছন ফিরে দৌড়ে পালাল।

এদিকে রাসপুটিন নাতালিয়ার সেই রাত্রের যাত্রাপথের দিকে ফিরে তাকাল না। অদম্য ক্ষোভে দুঃখে বনের মধ্যে ছুটে গেল সে। সেখানে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে নিজের কৃতকর্মের কথা ভেবে কাঁদল। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে বসল সে। ঈশ্বর, এ কি করতে চলেছিলাম আমি! আমার জীবনে এমন নোংরা ঘটনার কথা আমি তো কখনো ভাবিনি। কেন এমন অপরাধ করার স্পৃহা এসেছিলো আমার মধ্যে? আমাকে তুমি পথ দেখাও প্রভু, যেন আমার মতি এমন কখনো না হয়।

॥ চার ॥

মদের নেশায় জগৎ ভুলে থাকত রাসপুটিন। ধীরে ধীরে সে মদ্যপ হয়ে উঠল। স্থানীয় কোন মদের দোকানে ঢুকে প্রচুর পরিমানে মদ খেয়ে সে মাতাল হয়ে সেখানকার কোন মেয়েকে সঙ্গী জুটিয়ে নিয়ে নাচত। তখন নেশাগ্রস্ত মনে তার মনে হোত এই জীবন ও যৌবনই হচ্ছে সব। অদ্ভুত এক আনন্দে তার দিন অতিবাহিত হয়ে যেত।

এই মদের দোকানেই বসে একটা জিনিস আবিষ্কার করল সে যে তার প্রাণশক্তি অফুরন্ত আর তার যেন কোন শেষ নেই। সে দেখল নেচে তার সঙ্গে কেউ পেরে ওঠে না। একটির পর একটি পার্টনার সঙ্গীতের তালে তালে তার সঙ্গে এসে নাচে এবং বেশ কিছুক্ষণ পরেই ক্লান্ত হয়ে ফিরে যায়। সে তখন মুচকি হাসতে হাসতে অন্য আরো একজনকে সাথী জুটিয়ে নিয়ে নাচতে শুরু করেছে। সে বুঝতে পারল এ

ব্যাপারে তার প্রতিভা অসাধারণ। মদ এবং নাচ এ দু'টোই তার প্রধান সঙ্গী হয়ে দাঁড়াল।

তার কোন সমকক্ষ কোন নাচের সঙ্গী না খুঁজে পেয়ে সে ক্রমান্বয়ে হতাশ হয়ে পড়ল। এদিকে প্রত্যেকে জেনে গেছে যে সে নাচতে শুরু করলে তার মধ্যে ভূতে বাসা বাঁধে। নাচের পার্টনার অবশেষে সে যোগাড় করে ফেলল একদিন। এইসময় গ্রামে এক জিপ্‌সি দল এসে তাদের সাময়িক ডেরা বেঁধে বসল। আর তার মনে হোল এরাই হচ্ছে সেই দল যারা তার সঙ্গে সমানে সমানে তাল দেবে। জিপ্‌সিদের সদা-সর্বদা ফুর্তিবাজ মেজাজ আর জীবনকে তোয়াক্কা না রেখে আনন্দের জোয়ারে গা ভাসানো চরিত্র রাসপুটিনের ভাল লাগে। সে ভাবে সেও যদি জিপ্‌সি ব'নে যেত তো খুব ভাল হত। কি সুন্দর বৈচিত্রপূর্ণ জীবন। এক দেশ থেকে আর একদেশে তারা যখন ইচ্ছে চলে যাচ্ছে। কোন নিষেধের বেড়া নেই, কোন নিয়মমাফিক গণ্ডী কাটা নেই চলাফেরায়। দূর দূরান্তে তারা যাচ্ছে, নতুন নতুন মানুষ আর দেশ দেখছে, খুঁজে বার করছে জীবনের মানে। তাই গ্রামে জিপ্‌সির দল এলে তাদের মধ্যে সে নিজেকে খুঁজে পেল। ঠিক যেমনটি সে চাইছিল তারা তাই। জিপ্‌সিরা অত্যন্ত কর্মঠ ও কষ্টসহিষ্ণু এবং সারারাত হৈ-হুল্লোর ক'রে কাটাতে পারে; তাদের পেছুটান বা ভবিষ্যতের চিন্তা নেই। কোন বিষয়ে জোর ক'রে মনোনিবেশ করে না বলেই তারা কখনো ক্লান্তি অনুভব করে না। তারা নাচবার উপযুক্ত খুব ভাল সঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীত জানে আর সেই সঙ্গীতের আকর্ষণেই রাসপুটিন তাদের নাচের আসরে স্থান ক'রে নিল।

জিপ্‌সিরা মাঝে মাঝেই গ্রামবাসীদের একত্র ক'রে আনন্দোৎসব করত। তাতে প্রায় সবাই-ই যোগদান করত। যে যার সঙ্গী বা সঙ্গিণী বেছে নিয়ে নাচত। রাসপুটিনও তার পার্টনার বেছেছিল, যার সঙ্গে সে নাচ-গানে অংশ গ্রহণ করতে আনন্দ পেত। সে হচ্ছে জিপ্‌সিদেরই মেয়ে, প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্‌না দুব্‌রোভিনা। মেয়েটির দোহারা গড়ন। গায়ের রঙ বাদামী অথচ চুল তার সোনালী। সে লম্বায় প্রায় রাসপুটিনের মাথায় মাথায়। আর একটা ব্যাপার হচ্ছে এই সুন্দরী মেয়েটি ছিল রাসপুটিনের চেয়ে তিন বছরের বড়। তার সুন্দর সুগঠিত চেহারায় রাসপুটিন যতটা না আকর্ষণ অনুভব করেছিল তার থেকে বেশী আনন্দ পেয়েছিল মেয়েটি তার সঙ্গে নাচে পাল্লা দিত। কখনোই বলত না, 'না, আর পারছি না। তোমার মত একটা পুরুষ মানুষের সঙ্গে কি আমি নেচে পারি?' কিন্তু রাসপুটিন যখন দেখত মেয়েটির মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে আর সে শুক্‌নো হাসি হাসছে, তখন বলত, তাহ'লে এবার আমার ওয়াল্‌টজটা নাচব কি বল?'

প্রাসকোভিয়া হয়ত তার দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে মাথা নেড়েছে, তখন রাসপুটিন আবার তার দিকে আড় চোখে তাকিয়ে বলেছে, 'আমার কিন্তু খিদে পাচ্ছে আর ক্লান্ত লাগছে। তুমি কি আর নাচবে?'

'নাচব।' প্রাসকোভিয়ার উত্তর।

রাসপুটিন তখন নাচ থামিয়ে দিয়েছে। বলেছে, 'দুষ্টু কোথাকার! তবু কিছুতেই স্বীকার করবে না দেখ! তুমি তো আর একটু হলেই মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছিলে!'

এভাবেই দুজনের নাচ তাদের ক্রমশঃ ঘনিষ্ট করে তুলল। এদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ দিন দিন তীব্রতর রূপ ধারণ করতে থাকল। এতদিনে রাসপুটিন তার মনের মত লোক পেয়েছে তাই তাকে জীবনসঙ্গিনীরূপে ভাবতে তার ভাল লাগল।

একদিন রাসপুটিন তাকে বলল, 'আমি তোমাকে ভালবাসি প্রাসকোভিয়া।' যুগ-যুগান্ত ধরে প্রত্যেক পুরুষ প্রত্যেক নারীকে এই একই কথা বলে এসেছে।

'কিন্তু শুধু শুধু এই ভালোবাসা আমাদের আর কদিন চলবে? একদিন তো আমাদের দল এখান থেকে চলে যাবে, তখন?' প্রাসকোভিয়ার উত্তর।

প্রাসকোভিয়ার প্রথম বাক্যে রাসপুটিন বুঝতে পারল তার মন। বুঝল সেও তাকে চায়। এটাই তো আসল কথা। আর দ্বিতীয় বাক্য শুনে রাসপুটিন দুশ্চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। আবার যেন চোখের সামনে সে দেখতে পেল বিচ্ছেদ ও যন্ত্রণা। সে বলল, 'তাই তো! তাহ'লে কি করা যায়?'

খিলখিল করে হেসে ফেলল প্রাসকোভিয়া। কপট ভঙ্গী ক'রে ভেঙ্গচি কাটল রাসপুটিনকে, 'তাই তো?' তারপর বলল, 'কেন, তোমার মত সুপুরুষ জানে না আমার মত একজন যুবতী মেয়েকে নিয়ে কি করতে হবে?'

'জানি, তোমাকে আমার বাড়ীতে আমার ঘরে বন্দী ক'রে রাখব চিরটাকাল নিজের করে কিন্তু মাঝে মাঝে তোমায় বুঝতে পারিনা, তোমার রহস্যময়তা আমাকে ভয় দেখায়। ভাবি যদি তুমি বেঁকে বস।'

মুহূর্তে অভিমানী হয়ে উঠল মেয়েটি, 'তুমি এমন ক'রে বলতে পারলে আমায়?' চোখে জল ভরে আসতেই মুখ ঘুরিয়ে নিল সে।

বুঝতে পারল রাসপুটিন, এভাবে তার বলা উচিত হয়নি। বলল, 'রাগ কোরো না সোনামণি, আমার অন্যায় হয়ে গেছে।' বলে তার গলা আলতো করে জড়িয়ে ধরে চুমু খেল। তারপর খুব আস্তে আস্তে কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলল, 'তোমায় একটা গোপন কথা বলব?'

ক্ষণিক মুখ ঘুরিয়ে তাকাল প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্না। আর রাসপুটিন তাকে জড়িয়ে ধরে আগের থেকেও ফিস্‌ফিস্ ক'রে তার কানে কানে বলল, 'আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই প্রাসকোভিয়া।'

প্রাসকোভিয়া লজ্জায় মুহূর্তে মুখ লুকালো রাসপুটিনের বুকের মধ্যে।

বাবা-মাকে কিভাবে কথাটা পাড়বে ভেবে পাচ্ছিল না রাসপুটিন। এদিকে দিন দিন সে বাউণ্ডুলে স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে দেখে তারাও তার বিবাহ নিয়ে চিন্তা করছিলেন। সবসময়েই তার বাইরে বাইরে মন। সে মায়ের সামনে গিয়ে দোনামোনা করতে থাকল দেখে মা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে তুমি বিয়ে করতে চাইছ?'

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল সে, কারণ ঠিক কথাটাই মা জেনে ফেলেছেন। তাই সে বলল, 'ঐ যে জিপ্‌সিদের দলে একটা মেয়ে আছে। খুব ভাল নাচতে পারে।'

'খুব ভাল নাচতে পারে ? · নাচটাই তাহ'লে সব ? আর জিপ্সিদের মেয়ে ! জিপ্সির মেয়ে আমার দরকার নেই।'

রাসপুটিনের যেন বলার কিছু রইল না।

'আমি এমন মেয়ে ঘরে আনতে চাইনা যে ঘর-গেরস্থালীর সব কাজ ফেলে রেখে শুধু নেচে নেচে বেড়াবে।'

'না, মা, সে ঘরের কাজকম্ম' নিশ্চয়ই পারবে।'

'তুমি কি ক'রে জানলে যে সে পারবে ? একটা জিপ্সির মেয়ে কখনো ঘর-সংসার আগলাতে পারে ? তার মনই টি'কবে না।'

'মা !' রাসপুটিন বলল, 'বিশ্বাস কর, সে ভাল মেয়ে !'

'কিভাবে আমি তার প্রমাণ পাব শুনি ?' ছেলে একটা মেয়েকে ভালবেসেছে তিনি তাতে বাধা হয়ে দাঁড়াতে চান না। তাছাড়া তার এক ছেলে ; সে যাতে সুখে থাকে এই তার কামনা। ছেলে আবার একটা ধিঙ্গি মেয়ের পাল্লায় পড়ে যায় কিনা এই হয়েছে মায়ের দুশ্চিন্তা।

তখন রাসপুটিন মাকে জবাব দিতে না দেখে আবার বলেছে, 'আচ্ছা মা, ঠিক আছে। আমি আগে তাকে জিজ্ঞেস করে নিই ঘরের কাজকম্ম সে পারবে কিনা।'

'না, ঘরের কাজকম্ম বলে শুধু নয়, তাকে খেত-খামারের কাজও সামলাতে হবে।'

রাসপুটিন বুঝল মায়ের কোন আপত্তি নেই। কেননা তাহলে মা কখনো খেত-খামারের প্রশ্ন তুলতেন না। তাই সে একছুটে গিয়ে হাজির হ'ল প্রাসকোভিয়ায় কাছে। তার কাছে জিজ্ঞাস্য, 'তুমি ঘরের কাজ পারবে তো ?'

'সে আবার কি ! তুমি কি ক্ষেপে গেলে নাকি ? ঘরের মেয়ে ঘরের কাজ করব না তো কি করব ?'

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল রাসপুটিনের।

অবশেষে গ্রীগরি এফিমোভিচ্ রাসপুটিন আর প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্না দুব্রো-ভিনার বিবাহ পর্ব সাঙ্গ হয়ে গেল ধুমধাম করে। উভয়েই উভয়কে পেয়ে খুশী হ'ল। সুখের দিনগুলো অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাটতে থাকল। তার পরে খুব শীঘ্রই সন্তানের জন্ম হল। ভালবাসার প্রথম সন্তানের জনক হয়ে রাসপুটিন হ ল গর্বিত। আর দাদু নাতি কোলে পেয়ে আহলাদে আটখানা হলেন। কিন্তু অচিরেই প্রথম সন্তানটি মারা গেল। তাদের আনন্দের হাটে নেমে এল দুঃখের রাত্রি।

রাসপুটিন তার ভায়ের মৃত্যু তখনও পরিপূর্ণভাবে মুছে ফেলতে পারেনি মন থেকে আর তার আদরের ছোট্ট ধনটি তার হৃদয় জুড়ে আসন পাততে না পাততেই চিরতরে বিদায় নিল। এ দুঃখের কথা কাকে বলবে রাসপুটিন ! তার স্পর্শকাতর মন মৃত সন্তানের কথা ভেবে কিছুদিনের জন্য কেমন যেন হয়ে গেল। ভুলে গেল স্ত্রী[illegible]। সে কোন আঘাত ও মৃত্যু সইতে পারে না। ব্যথিত মনে সংসারকে মিথ্যে ভাবতে থাকল সে। এবং উদাসীনতা তাকে পুনরায় গ্রাস করল। আবার সাধনা ও ধ্যান নিয়ে দিবারাত্রি পড়ে রইল সে।

এরপরে পরেই এল তাদের দ্বিতীয় সন্তান দিমিত্রি। দিমিত্রির পর প্রাসকোভিয়া

আরো দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিল। একজনের নাম মারিয়া আর অপর জন ভারিয়া।

এতদিনে রাসপুটিন বেশ সংসারী হয়ে উঠেছে। বিরাট সংসারের দায়িত্ব সে উপযুক্তভাবেই পালন করতে থাকল। কিন্তু পাখীকে খাঁচায় বন্ধ রাখলেই কি সে ভুলে যায় তার পূর্ব স্বাধীনতার কথা! সুতরাং তার মন পুনরায় চঞ্চলতার আকার নিতে থাকল। রাসপুটিন সাধারণের পর্যায়ে পড়ে না। সে ছিল অলৌকিক ক্ষমতায় বলীয়ান। আর সে কোনদিনই সাধারণ জীবন যাপনে উৎসাহী ছিল না। তবু খেয়ে-পরে বাঁচবার তাগিদে প্রত্যেককেই তো নিত্যনৈমিত্তিক কাজের কথা মেনে নিতে হয়। যেন ভারবাহী পশুর মত অনেক কষ্টে সে সব করত। কখনো কখনো বিরাট বিস্তীর্ণ ক্ষেতের এক কোনে দাঁড়িয়ে দূর দিগন্তের দিকে চেয়ে থাকত অলসভাবে। তবে বুঝতে পারত এ জীবন তার জন্য নয়, তার আরো অনেক কিছু করবার আছে। কিন্তু অনেক কিছুটা কী? তাও সে ভালমত জানত না। তবে প্রশ্নের পর প্রশ্ন ক'রে নিজেকে ক্ষত-বিক্ষত করে তুলত। সে কী করেছে সারাটা জীবন? হ্যাঁ, বিয়ে সে করেছে, পিতা ও স্বামীর ভূমিকা পালন করেছে যথাযথ। তবুও তো কই সে নিশ্চিন্ত হতে পারছে না কিছুতেই। এভাবে তো সে একদিন সত্যি সত্যিই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। কেউ তাকে চিনবে না জানবে না। সব চেয়ে বড় কথা সে নিজেকে চিনতে পারবে না কোনদিন। এই যে প্রায়ই রাতে ঘুমের মধ্যে সে কিম্ভূত-কিমাকার স্বপ্ন দেখে সেগুলির অর্থ কি। ঈশ্বর তাকে ডেকে কিছু বলছেন বা কুমারী মাতা মেরী বারবার এসে তাকে দেখা দিয়ে যাচ্ছেন। এসবের সঠিক কোন ব্যাখ্যা তার কাছে ছিল না।

একদিন সে কৃষিক্ষেত্রের কিছু ফসল ভাঙানোর কলে দিয়ে চারচাকা ওয়াগনটা নিয়ে একা একা ফিরছিল; সে সময় রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা এক দূর গ্রামের পথিককে সে তার গাড়ীতে তুলে নিল তাকে সঠিক স্থানে পৌঁছে দেবে ব'লে।

রাসপুটিন জিজ্ঞেস করল, 'মহাশয়ের কোথায় যাওয়া হবে?'

'ভারখোতুরে!'

'ভারখোতুরে আপনি থাকেন নাকি? শুনেছি সেখানে একটা মঠ আছে।'

'ঠিকই শুনেছেন। আমি সেই মঠের একজন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাস ধর্ম নিয়েছি।'

উত্তেজিত হয়ে উঠল রাসপুটিন। বলল, 'সেখানে আপনারা কি করেন?'

'আমরা সেখানে ধ্যান করি। কিন্তু আপনি সংসারি লোক, সে সব কথা শুনে আপনারকি লাভ হবে? ভোগ-বাসনায় নিরাসক্তি ও ঈশ্বরকে জানবার পূর্ণ ইচ্ছা না থাকলে সেখানে গিয়ে লাভ নেই কোন।'

'কিন্তু আপনি আমার সম্বন্ধে ভুল ধারণা করেছেন।' ব'লে রাসপুটিন তার সংসারের প্রতি অনাসক্তি ও স্বপ্নে বারবার দেখা 'কুমারী মাতা'র কথা বলল। এ কথা শুনবার পর সেই যুবক সন্ন্যাসী বলল, 'মশাই, আধ্যাত্মিক জগতে আপনি তো

আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে আছেন। চলে আসুন আপনি ভারখোতুরে। সেখানে সাধুরা আপনাকে ঈশ্বরকে পাবার সঠিক পথটি নিশ্চয়ই বলতে পারবেন।'

রাসপুটিন জানে সংসারে থেকে কোন কাজ হবার নয়। ভারখোতুরেই হচ্ছে আপাততঃ সঠিক উত্তর। কিন্তু কিভাবে সে আত্মীয় পরিজনকে ত্যাগ করে যাবে? তার আদরের স্ত্রী প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্‌গা, তার পুত্র দিমিত্রি, মারিয় ও ভারিয়া; কন্যাদের কথা চিন্তা করে বুকের মধ্যে কান্না জমাট বেঁধে উঠল তার। কিন্তু পরিবার-পরিজন তো সত্য নয়। এরা আজ তার কাছে আছে, কাল থাকবে না। সে দেখেছে কাউকে নিজের করে ধরে রাখা যায় না। আর কেউ মারা গেলে যে কষ্ট হয় তার কোন তুলনা নেই। তখনই সমস্যা প্রবল হয়ে দাঁড়ায়। মনে হয় এই যে কষ্ট আমি পাচ্ছি তার তো কোন মূল্য নেই। কেউ তো বোঝে না আমার মনের তোলপাড়ের কথা। বাইরে থেকে তো রাসপুটিন রাসপুটিনই থাকে। এই মায়ার তাহলে কোন মূল্য নেই! তবে সত্য কোনটা? সে কেন জন্মাল? কোথা থেকে তার উদয় হল? মাতৃগর্ভ'ই তো সঠিক উত্তর নয়। তবে সে অনেক সময় যে ভবিষ্যৎ চোখের সম্মুখে দেখতে পায় সেটা তবে কি? সে যে অনেক রোগীকে সারিয়ে দেয় সেটা তবে কি? তা তো আর অন্য কেউ পারে না। আর এসবের অর্থ'ই বা কি? তার থেকেও বড় কথা মৃত্যু। মৃত্যু হ'লে সে কোথায় যাবে? মৃত্যুই কি জীবনের শেষ উত্তর? রাতে ঘুমের সময়ও তো এক প্রকার মৃত্যু হয়। তবে মৃত্যু মানে কি অন্ধকার? বেঁচে থাকা দুঃস্বপ্ন আর ধ্যানে যে আলো সে দেখেছিল সেই আলোর রাজ্যেই কি তাকে যেতে হবে! উত্তর চাই, উত্তর। সত্য কী তাকে ভাল ক'রে জানতে হবে।

তখন রাসপুটিন বলল, 'দেখুন একটা কথা জিজ্ঞেস করব মনে কিছু করবেন না। আমি হচ্ছি নিরক্ষর এক কৃষক। আমাকে কি আপনারা ভারখোতুরের মঠে স্থান দেবেন?'

'কেন নয়? আপনার প্রকৃত শিক্ষা হচ্ছে আপনার মন। সেই মন যখন প্রকৃত তথ্য জানতে চেয়েছে তখনই আপনি অনেক উচুঁতে উঠে গেছেন। নিশ্চয়ই আপনি সেখানে আসতে পারবেন।'

ঠিক কথা তো। সে নিশ্চয়ই মনের দিক থেকে কিছুটা এগিয়ে আছে। সত্য বলে নিশ্চয়ই কোথাও কিছু আছে। ঘুমকে যদি কিছুক্ষণের মৃত্যু বলে ভাবি, তবে ঘুমের পরেও আমাদের স্মৃতি পরিপূর্ণ বজায় থাকে। আর যথার্থ মৃত্যু বলে আমরা যা ভাবি তাও হচ্ছে একধরনের ঘুম। কেননা ঘুমের সময়ে আমি যখন কিছুই জানতে পারি না তখন জগৎ নেই, সুতরাং মৃত্যুও তো সেই ঘুম কেননা তারপর আমরা জানতে পারি না যে জগৎ আছে কি নেই এবং তারপরেও আবার যখন জন্ম হয় তখন মনে হয় আমার এটাই সব, আগেরটা আমি জানি না। ঘুমের পর পুরনো সব কথাই তো আমাদের মনে থাকে না, তাই জন্মাবার পর সেই দীর্ঘ ঘুমের অবসরে আমাদের স্মৃতি অনেকটাই নষ্ট হয়, আমরা তা জাগরুক করতে চেষ্টা করি না ব'লেই আমাদের মনে হয় আমরা এর আগে ছিলাম না। আর যত অল্প মাত্রায় স্মৃতি অবশিষ্ট থাকে তার সাহায্যেই তো আমরা আমার থেকে অন্যের তফাৎ বুঝতে পারি।

তাই রাসপুটিনের চিন্তাধারা অন্যের থেকে আলাদা। তার অবশিষ্ট স্মৃতিই তো তাকে খুঁচিয়ে মারছে।

এরপরেই রাসপুটিনের মনের মধ্যে ঢুকে গেল এই এক চিন্তা ভারখোতুরে যেতে হবে। কিন্তু প্রাস্কোভিয়াকে কি ভাবে বলবে যে, আমি তোমাদের ছেড়ে চলে যাব। সুতরাং যেহেতু সে তাকে এটা বলতে পারল না, তাই আবার মনঃকষ্টে দিন কাটতে থাকল। 'কাজানের কুমারী মাতার' সামনে বসে সে প্রার্থনা করে। মনের দুঃখ কাউকে জানাতে পারে না সে, শুধু গুমরে গুমরে মরে।

প্রায়ই রাতে আজকাল ঘুমোয় না রাসপুটিন। প্রাস্কোভিয়া ঘুমিয়ে পড়লেই সে উঠে পড়ে। তারপর কাজানের কুমারী মাতার সম্মুখে নিবিষ্ট মনে বসে ধ্যান করতে থাকে। ধ্যান করতে বসবার সময় তার কাছে কতকগুলো অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। প্রথমতঃ চোখ বুজবার পর তার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতির দিকে চোখ চলে যায়। বুঝতে পারে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস খুব ধীর গতিতে স্থির হ'তে থাকে আর একসময় একেবারেই স্তব্ধ হয়ে যায় যেন। যদি একটা বাটিকে এক চৌবাচ্চা জলের মধ্যে আস্তে আস্তে ডোবানো যায় তখন যেমন সেটা প্রথমে ভ'রে যেতে থাকে দ্রুত, তারপর একসময়ে ভরে গেলে চৌবাচ্চার জলের সঙ্গে একাকার হয়ে ডুবে যায় রাসপুটিনের ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম মনে হয়। তার এক এক সময়ে মনে হয় তার নাক দিয়ে শ্বাস প্রবেশ করছে তো করছেই এবং পরিশেষে সে আর শ্বাস নিতে পারে না, তা যেন ভেতরে বাইরে এক হয়ে যায়। তখন বাইরের বাতাস আর ভেতরের বাতাসে কোন প্রভেদ থাকে না, কিন্তু রাসপুটিনের অনুভূতির জগতে সেই মুহূর্তটুকুর জন্য যেন বিপ্লব ঘটে যায়। তার মনে হয় সে বিশ্বের যে কোন স্থানে ইচ্ছে করলেই যোগাযোগ করতে পারে। কারণ তার মন অত্যন্ত গতিশীল হয়ে পড়ে। ভাবনামাত্র যেন সব ঘটে যাবে ব'লে মনে হয়। যখন কেউ বলতে চায় এটা তো অলৌকিক ব্যাপার ; তুমি দূরের ঘটনা কি ভাবে জানবে ? চৌবাচ্চায় বাটিটা ডুবে গেলে বাটির জল আর চৌবাচ্চার জলে কোন তফাত থাকে না, তখন শুধু জলই থাকে আর বাটির সঙ্গে চৌবাচ্চার যেকোন প্রান্তের যোগাযোগ সমানভাবে বজায় থাকে। একটি সমান্তরাল রেখাকে লক্ষবার টুকরো করলেও সে সমান্তরাল রেখাই থাকে ও প্রথমের সঙ্গে শেষের যোগাযোগ প্রত্যেকটি টুকরো যুক্ত করলেই পাওয়া যায়। সুতরাং রাসপুটিনের ইচ্ছা শক্তি যে কোন দিকেই যেভাবে ইচ্ছা প্রধাবিত হতে পারত। এ হচ্ছে মনের প্রসারতা। এটা তো অলৌকিক নয়, এটা যে কোন লোকেরই তো হতে পারে। কিন্তু যেখানে ইচ্ছা মনে মনে পৌঁছুতে পারি এই ভাবনায় তার খুব আনন্দ হোত। তার থেকেও বড় কথা, কিছুক্ষণ পরে সবকিছুকে যেন মনে মনে ছুঁয়ে একই সঙ্গে অনুভব করত। মনে হত যা অনুভব করছে তাই সে হয়ে যাচ্ছে, তাতে আর সেই বস্তুতে কোন প্রভেদ নেই। এই সূক্ষ্ম ভাবনার পরেই এক অনন্ত মুক্তির স্বাদে সে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ত, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই স্বাধীনতর ইচ্ছাটাকে সে বেশীক্ষণ বজায় রাখতে পারত না। আর তার ফলস্বরূপ আবার দুঃখ আবার যন্ত্রনা আবার অস্থিরতা।

একদিন রাত্তে প্রাস্কোভিয়ার হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়। ঘুম থেকে উঠে বসে সে

দেখে রাসপুটিন 'কাজানের কুমারী মাতার' কুশিফিক্সের সামনে হাঁটু গেঁড়ে বসে আছে। তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।'

প্রাসকোভিয়া বেশ কিছুদিন ধরেই স্বামীর পরিবর্তন লক্ষ্য করছিল। কিন্তু মুখে কিছু না ব'লে তাকে বুঝবার চেষ্টা করছিল। মনে মনে খুব দুঃখ পাচ্ছিল এ'কথা ভেবে যে তার স্বামী তাকে কিছু গোপন করছে। কেন, সে-কি তার কষ্টের অংশীদার হতে পারে না? তার খুব জানতে ইচ্ছে করছিল কিসের জন্য তার স্বামী এমন মনমরা হয়ে থাকে। আজ হঠাৎ এত রাতে বিছানা ছেড়ে তাকে এই অবস্থায় দেখতে পেয়ে সে ভাবল আজকে তাকে জানতেই হবে আসল ব্যাপারটা কি। তার পাশে গিয়ে সেও হাঁটু গেঁড়ে বসল। খানিক পরে রাসপুটিন চোখ মেলে চাইল, প্রাসকোভিয়াকে দেখে চমকে উঠল। প্রাসকোভিয়া তখন জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার বলতো? তোমার কি হয়েছে? কী তুমি আমার কাছ থেকে অনবরত লুকোতে চেষ্টা করছ?'

'কই, কিছুই না তো?'

'তবে এই নির্জন রাতে সবাই যখন ঘুমোচ্ছে তখন তুমি ঈশ্বরের সামনে বসে কিসের প্রার্থনা করছ? এখন কি প্রার্থনার সময়? এখন ঘুমোবার সময়। সারা পৃথিবী ঘুমোচ্ছে, তোমার ছেলে-মেয়েরা আমি ঘুমোচ্ছি আর তুমি জেগে আছ। তাছাড়া প্রায়ই দেখতে পাই, তুমি আগের মত আর উৎফুল্ল নেই। তোমায় যেন ভূতে পেয়েছে এভাবে তুমি আমাদের এড়িয়ে চলছ। কি হয়েছে সত্যি কথা বলতো?'

'সত্যিই কিছু হয়নি।'

'হতেই পারে না। তোমার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। তোমার নিশ্চয়ই আমাকে ভাল লাগে না কিংবা হয়ত তোমাকে কোনভাবে কষ্ট দিচ্ছি যাতে তুমি শান্তি পাচ্ছ না। তুমি বোধহয় আমাকে পেয়ে মোটেই সন্তুষ্ট নও। আচ্ছা, কী এমন দোষ আমি করেছি যে তুমি আর আমাকে ভালবাস না?

'ছিঃ! ছিঃ! এ কী কথা বলছ? আমি স্বপ্নেও কখনও এ ধরনের বিশ্রী কথা ভাবতে পারিনা।'

'তবে?' প্রাসকোভিয়া যার পরনাই বিস্মিত হয়।

'সত্যি বলতে কি জান', এবারে রাসপুটিন আসল কথায় আসে, 'ব্যাপারটা তোমার আমার নয়, আমার ভেতরের ব্যাপার। আমার মনে হয় আমাদের প্রত্যেকেরই আমাদের অন্তর্জগৎটাকে জানতে চেষ্টা করা উচিত। এবং আমি সব জেনেশুনেও সে কাজে এগিয়ে যাচ্ছি না।'

হাঁ হয়ে চেয়ে থাকে প্রাসকোভিয়া, বলে, তুমি তোমার কাজ তো ঠিক ঠিক ভাবেই করছ। আমাদের যত্ন করছ। সারাদিন চাষবাস নিয়ে আছ। বেশ সুন্দরভাবে আমাদের দিন কাটছে। সবাই যা করে তাই তো তুমি সুষ্ঠুভাবে পালন করছ। আর কি দরকার আমাদের? এর থেকে আর বেশী কী চাই তোমার?'

'না, না, ঠিক তা নয়।' রাসপুটিন পরিষ্কার ক'রে তুলতে চায় ব্যাপারটা। বলে,

'দেখ, বাইরে যা আমাদের পরিচয়, আমরা কিন্তু আসলে সেরকম নই। ধর তুমি ডাক্তার আর আমি শিক্ষক কিংবা আমি তোমার স্বামী, ছেলে-মেয়েদের পিতা ও কৃষক এইটে আমার পরিচয় সবাই জানে, কিন্তু আদপে আমি তা নই। এগুলো শুধু কয়েকটা নানা ধরণের রঙ্গিন মুখোশ মাত্র। অন্তরে আমরা সবাই সমান ; কেউ বড়, কেউ ছোট নই। তোমাকে জানতে হবে, বুঝতে হবে যে আমরা সবাই একই ধাতু থেকে একইভাবে গঠিত। তোমাকে জানতে হবে কেন তুমি পৃথিবীতে এসেছো। আসল সত্যটা কী? আসল সত্য হচ্ছে আমাদের এই জন্ম-মৃত্যু সমস্তকিছুর কারণ তিনি, ঈশ্বর। সেই ঈশ্বর আমাদের মধ্যেই থাকেন। ঈশ্বরের সঙ্গে তোমার কোন তফাৎ নেই, আর সেটাই তোমাকে জানতে হবে। তবে সে জানা সহজ নয়। প্রত্যেককেই একদিন তা জানতে হবে। তোমাকেও। আর সেটাই আমার এখন জানবার সময় হয়েছে।'

এবারে সত্যিই প্রাসকোভিয়া ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যায়। রাসপুটিনের কথার কিছুই বুঝতে পারে না, কিন্তু এই রাসপুটিনকে সে চিনতে পারে না। এ তো তার স্বামী নয়, আর তাকে বাধা দেওয়া মোটেই সহজসাধ্য হবে না। তাই নিরুপায় হয়ে ব'লে, 'কিভাবে তুমি তা জানতে পারবে আমাকে বল?'

'যারা এ বিষয়ে জেনেছেন, সেই গুরুর কাছে আমাকে যেতে হবে।'

'কোথায় তোমার গুরুকে তুমি পাবে?'

রাসপুটিন তখন ভারাখোতুরের উল্লেখ করল। পরিশেষে বলল, 'কিন্তু কিভাবে আমি সংসারের দায়িত্ব তোমার কাঁধে ফেলে দিয়ে যাব?'

'সে তোমায় চিন্তা করতে হবে না। তার ভার আমিই নিলাম। আমার বাবাকে আমি এখানে নিয়ে আসব। তবে তুমি সেখানে কতদিন থাকতে চাও?'

'না যাওয়া পর্যন্ত কিভাবে তোমাকে বলি?'

'বেশ, তুমি যাও। তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না, তবে চেষ্টা করবে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার।'

মনের মধ্যে অপরাধবোধ নিয়ে স্ত্রীর ছলছল চোখের সামনে কয়েকদিনের মধ্যেই রাসপুটিন বিদায় নিয়ে ভারাখোতুরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল।

এদিকে হাউ হাউ করে কাঁদল প্রাসকোভিয়া। স্বামী তার কেমন জানি পাগল স্বভাবের, সে অন্য সাধারণ মানুষের মত নয়। প্রত্যেকে কি সুখেই না দিনাতিপাত করছে, কিন্তু তার সংসারেই এল যত অশান্তি। এই সুন্দর জীবন তার স্বামীর কিছুতেই ভাল লাগল না। প্রত্যেক স্বামীই তার স্ত্রীকে ভালবাসে। আর তার স্বামী তাকে ছেড়ে যেতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করল না? তার সঙ্গে তার থাকবারই যেন কোন ইচ্ছে নেই। এ মানসিক যন্ত্রনা থেকে মৃত্যুও বোধহয় ভাল ছিল। স্ত্রী তো তার স্বামীর কাছে সুখ আর ভালোবাসা আশা করে। তা পেতে হ'লে স্বামীকে কাছে থাকতে হয়। সে পুরুষমানুষ, সারাদিন পরে খেটেখুটে এলে স্ত্রী তাকে সেবা ক'রে, স্বামীকে কাছে পেয়ে আনন্দ পাবে, কিন্তু সে যদি নাই থাকে, তবে? আর ভাবতে পারে না। সেই সুখের সংসার ভেঙ্গে গেল প্রাসকোভিয়ার।

এদিকে ভারখোতুরে এসে পৌঁছল রাসপুটিন। সন্ন্যাসীরা যে মঠ বাড়িটায় থাকে তার চতুর্দিকে পাঁচিল দিয়েও ঘেরাও করা। দূরে চোখ তুলে তাকালে পাহাড় শ্রেণী আর উপত্যকা দেখা যায়। আর যেদিকে তাকানো যায় দিগ্‌দিগন্ত বিস্তৃত শুধু সবুজ আর সবুজ। দু চোখ জুড়িয়ে যায় রাসপুটিনের। ঠিক যেন তার নিজের বাড়ীর পরিবেশ। কিছুটা শান্ত হয় মন, কিন্তু পুনরায় বাড়ীর কথা মনে পড়ে মনটা খারাপ হয়ে যায়।

সন্ন্যাসীদের নিজেদের থাকা-খাওয়ার যোগাড় নিজেদেরই করতে হোত। তাই এখানে এসে তাকে সারাদিনই মাঠে কাজ করতে হোত। তার খুব একটা খারাপ লাগত না, কারণ সে এ ধরনের কাজে অভ্যস্ত ছিল। তারপর সন্ধ্যের পর শুরু হোত প্রার্থনা আর ধ্যান। এখানে সাধক গুরু বলতে সে কাউকেই খুঁজে পেল না। উচ্চপদস্থ সন্ন্যাসীরাও খুব একটা কিছু জানে ব'লে তার মনে হোল না। তবে নির্জনে ধ্যান করবার সুযোগ পেয়ে যে খুব আনন্দ পেল। ভাবল হয়ত তীব্র ধ্যান করলেই ঈশ্বরকে একসময়ে খুঁজে পাওয়া যাবে।

তার থাকবার যে ঘর সেটা একটা ছোট কুঠরি বিশেষ। ছোট্ট একটা জানালা আছে সেই ঘরে আর সেই জানালা দিয়ে সূর্যের আলো প্রবেশ করবার বদলে ঠাণ্ডা হাওয়া ঢুকত, তাতে রাসপুটিনের অসুবিধে হ'ত খুব। একটা স্যাঁতসেতে জেল খানার মত। পাথরের মেঝে খুবই ঠাণ্ডা। ঘরের মধ্যে একটা সরু খাটিয়া পাতা আর একটা কম্বল তার ওপরে পাতা আছে। একটা নড়বড়ে চেয়ার ও টেবিলও ঘরের মধ্যে আছে। সে কৃষকের ছেলে, তাই তার কোন অসুবিধে হ'ল না এসবে। তবু সে শান্তি পাচ্ছিল এই ভেবে যে সে প্রত্যেকদিন ধ্যান করতে পারছে। কিন্তু মাঝে মাঝেই তার মনের মধ্যে একটা কথা ভেসে উঠত ; কই, কেউ তো সঠিক পথের নির্দেশনামা তার কাছে প্রকাশ করছে না। সে যেন আধ্যাত্মিক উন্নতির যে দোর গোড়ায় পড়ে ছিল সেখানেই পড়ে আছে। এরমধ্যে সে একদিন ফাদার ফেলিকসের কাছে এক উন্নত স্তরের সন্ন্যাসীর খবর শুনল যিনি মঠের বাইরে জঙ্গলের ভেতর একটা কুঁড়ে বানিয়ে থাকেন। তার নাম মাকারি। রাসপুটিন তার কাছে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'আমি কিভাবে ঈশ্বরকে জানতে পারব?'

মাকারি কোন সঠিক পথ বলতে পারলেন না। তবে বললেন, 'ঈশ্বরের কাছে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ কর। চেষ্টা কর ভাল কাজ করতে, তাই হবে তাকে প্রার্থনা জানান। আর দিনরাত ঈশ্বরের নাম কর।'

কিন্তু না এতেও রাসপুটিন শান্ত হতে পারল না।

ইতিমধ্যে একটা নতুন উৎপাত হাজির হল। সে ভাবতে পারেনি সেখানে এ ধরনের নোংরামি থাকতে পারে।

একদিন রাতে সবে সে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু কি একটা বিশ্রী অনুভূতি হওয়ায় সে জেগে গেল। তার মনে হোল যেন কেউ তার কানে কানে কোন কথা বলছে। সে ধড়মড় ক'রে লাফিয়ে বিছানায় উঠে বসল। দেখল তার সামনে একজন সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছে। সে ছোটখাট রোগা লোকটাকে দেখে চিনতে পারল, ফাদার

আইয়োসিফ্। কিন্তু অপরের ঘরে এভাবে ঢুকে পড়বার অর্থ কি? সবাই সন্ন্যাসী এবং চুরি-ডাকাতির ব্যাপার নেই ব'লে দরজা ভেজিয়ে রাখলেই হয়। অসময়ে তার ঘুম ভাঙিয়ে কি বলতে চায় লোকটা জানা দরকার। প্রথমদিন থেকেই লোকটাকে সহ্য করতে পারত না সে।

চোখ কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে রাসপুটিন পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, 'কি ব্যাপার, কি চাই?'

মুচ্‌কি হাসল ফাদার আইয়োসিফ্, 'না, কিছু না। বলছিলাম কি, একা একা থাকতে ভাল লাগছে না তাই।' ব'লে তার হাসি বজায় রাখল।

মানে? একা একা থাকতে ভাল না লাগলে তার ঘরে চলে আসতে হবে! এত রাতে লোকটার মতলবটা কি? সবাই যখন ঘুমোতে চাইছে, সে এসেছে গল্প করতে। কিন্তু ফাদার আইয়োসিফের হাসি রাসপুটিনের মোটেই ভাল লাগল না। সেটাকে হাসির থেকেও আরো বেশী অর্থপূর্ণ মনে হ'তে লাগল রাসপুটিনের। রাসপুটিনের দেহে আর মনে আছে অসীম শক্তি। এখানকার আট-দশজন সন্ন্যাসীকে সে একাই ইচ্ছে করলে সম্মুখ লড়াইয়ে ঠাণ্ডা করে দিতে পারে। তার শরীরের আকৃতিও বিশাল। কিন্তু তবুও সে ভয় পাচ্ছিল। জিজ্ঞেস করল, 'ভাল লাগছে না মানে?'

ফাদার আইয়োসিফ বলল, 'আমি তোমার বন্ধুত্ব চাই, তুমি কি চাও না আমার বন্ধু হতে?'

এখানে প্রত্যেকে প্রত্যেকের বন্ধু। সুতরাং এ কথা অবান্তর। সে অবাক হয়ে মানে খুঁজতে বসল। ফাদার আইয়োসিফ তখন রাসপুটিনের পাশে বসে পড়ে বন্ধুত্বের প্রমাণ দিতে শুরু করল। তার জানু প্রদেশের ওপর হাত রেখে তা টিপতে শুরু ক'রে দিল ফাদার। আর পরক্ষণেই সিঁটিয়ে গেল রাসপুটিন, ঘৃণায় কুঁকড়ে গেল তার মন। করছে কি লোকটা! এ তো একটা সমকামী!

'যাও, যাও, বেরোও বলছি ঘর থেকে।' চীৎকার ক'রে ওঠে রাসপুটিন। অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

এখানকার সবাই হয়ত এরকম বিকারগ্রস্ত নয়। কিন্তু তারপর?

কিন্তু তারপরে যা ঘটল তাতে আর এখানে থাকা কিছুতেই সম্ভব হ'ল না তার পক্ষে।

আর একদিন রাতে সে দরজা ভেজিয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘুম তার খুব পাত্‌লা। ঘুমের মধ্যেও সে অনেককিছু টের পায়। ঘরে অপর ব্যক্তির আগমনে রাসপুটিন তাদের উপস্থিতি টের পেয়ে যায়। জেগে দেখে দু'জন লোক। একজন হচ্ছে ফাদার আইয়োসিফ আর অপরজন হচ্ছে ফাদার সারজিয়াস।

'তোমরা কি চাও?' ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে রাসপুটিন।

'আমরা তোমাকে ভালবাসতে চাই। তুমি অত রাগ করছ কেন? বাইবেলেই তো লেখা আছে পরস্পরকে ভালবাসতে।'

একা রামে রক্ষা নাই, সুগ্রীব দোসর। একা এসে হয়নি, সঙ্গে আর এক ভ্রাতাকে আনা হয়েছে। ন্যাকা ন্যাকা কথা, আবার বাইবেল উদ্ধৃতি দিতে শুরু করেছে।

ওরা ভেবেছে রাসপ্রুটিন একা একা জীবন কাটিয়ে এসেছে। চুপচাপ থাকলে হয়ত আবার ভালবাসতে শুরু করে দেবে। রাসপ্রুটিন চেঁচিয়ে ওঠে, 'তোমরা মনে কোর না, আমি তোমাদের বিকারগ্রস্ত মনের মতই হব। এইমুহূর্তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও বলছি।'

ফাদার সারজিয়াস বুঝতে পারে না লোকটা এমন বেঁকে বসছে কেন, সে এমন কি খারাপ কথা বলেছে। তাই সে মৃদুস্বরে বলে, 'আমাদের তোমার এত খারাপ লাগছে কেন বলতো? আমাদের দুজনের কাউকেই তোমার ভাল লাগছে না?' হয়ত এ কথায় রাসপ্রুটিনের বিবেক ফিরবে সে ভাবল।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের ভাবনার ঠিক উল্টোটা ঘটল। বিছানা থেকে লাফ দিয়ে উঠে রাগে গড়গড় করতে থাকে রাসপ্রুটিন। গলা টিপে ধরে সামনে দাঁড়িয়ে থাকা আইয়োসিফের। বলে, 'আমি তোকে গলা টিপেই মেরে ফেলব এখুনি। পাজি, নচ্ছার কোথাকার!'

ফাদার দুজনেই সহসা আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। কিন্তু তাও বেশীক্ষণের জন্য নয়। কারণ তারা দলে ভারি। ফাদার সারজিয়াস উন্মত্ত কণ্ঠে ব'লে ওঠে, 'ঠিক আছে, আমরা যাচ্ছি, কিন্তু তুমি পার পাবে ব'লে মনে কোর না যেন। এখানে আমাদের সংখ্যা অনেক বেশী। তোমাকে মেরে ফেলতে আমাদের বেশী সময় লাগবে না।' ব'লে তারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

একটা বিরাট ফ্যাঁকড়ায় পড়ে গেল রাসপ্রুটিন। বুঝতে পারে ঈশ্বরকে খুঁজতে এসে একটা বিচিত্র ধরনের ফাঁদে পা দিয়ে ফেলেছে। হয়ত ওরা তাকে জীবিতই রাখবে না।

ওরা চলে গেলে রাসপ্রুটিন তার ছোটখাট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল। কিছুক্ষণপর বাইরের বারান্দায় তাকিয়ে দেখল কেউ আছে কিনা। তারপর চুপিচুপি অতি সন্তর্পণে অন্ধকারে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এল নীচে। যেন একটা কারাগার থেকে পালিয়ে এল সে। মঠটার দিকে অন্ধকারে একবার ফিরে তাকাল, মনে হোল যেন একটা চিড়িয়াখানা, সব ক্ষুধার্ত জন্তুগুলো ওখানে বাস করছে।

বাইরের ঠাণ্ডা বাতাসে সে মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

॥ পাঁচ ॥

ভারখোতুরের মঠ থেকে বেরিয়ে রাসপ্রুটিন কেমন যেন হঠাৎ অবলম্বনহীন হয়ে পড়ল। সে এখানে এসেছিল সত্যের সন্ধানে। কিন্তু কি পেল? কাউকেই তো পাওয়া গেল না যে তাকে সঠিক পথে চালনা করে নিয়ে যাবে। যে শেষ আশার সন্ধানে সে এখানে এসেছিল তাও শেষপর্যন্ত তাকে পরিত্যাগ করতে হোল।

এখন সে কোথায় যাবে এবং কি করবে? মনের চঞ্চলতা আর দোটানার জন্য সে কিছুতেই বাড়ী ফিরে যেতে পারছিল না, অথচ বাড়ী ছাড়া ফিরে যাবার তার তো

আর কোন রাস্তা নেই। কিন্তু বাড়ী ফিরে গেলে সে কী ঈশ্বরের সন্ধান পাবে? আবার ধরা বাঁধা জীবনের গণ্ডীতে মুহূর্তে বাঁধা পড়ে যাবে সে।

এখানে ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে দিন গুজরান করতে থাকল সে। কোন নির্জন স্থান পেলে ধ্যান করতে বসত, কিন্তু ধ্যান করতে বসবার সময় যতসব সুন্দরী নগ্ন নারীমূর্তি তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। যত সে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতে চাইত, ততই মনের মধ্যে এসব ভাবনা বেশী বেশী ক'রে ভাসতে থাকল। সে প্রায় নিজের সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়ল। বুঝল তার কোন আশা নেই।

ইতিমধ্যে তার গালে হয়েছে লম্বা লম্বা দাড়ি। বেশবাসে কোন ছিরিছাদ নেই। উজ্জ্বল চক্ষুদুটি সবসময় ঝক্‌ঝক্ করছে। তাকে দেখলে তখন সাধু-সন্ন্যাসী ব'লেই মনে হ'তে পারে। যখন যেখানে সুযোগ পায় ধ্যান করতে বসে। রাতটা কোন চাষীর বাড়ীতে কাটিয়ে দেয়, দিন হ'লেই সে আবার হাঁটা শুরু করে।

এইভাবে একদিন ঘুরতে ঘুরতে বনের ধারে এক কাঠুরের বাড়ীতে এসে রাতের জন্য খাবার চাইল আর আশ্রয় ভিক্ষা করল। সেই সময় রাশিয়াতেও অনেকটা পূর্বের ভারতবর্ষের মত সাধু সন্ন্যাসীরা গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে বেড়াত। গ্রাম্য লোকরা কিছুটা ধার্মিক ও ধর্মভীরু হওয়ার দরুণ এই ধরনের ভাবেতদের ভ্রমণকারী সাধুদের রাতের আশ্রয় দিত। কারণ তারা জানত ঘরছাড়া সন্ন্যাসীদের নির্দিষ্ট কোন বাসস্থান নেই, তারা গ্রামবাসীদের সহানুভূতির উপরেই বেঁচে থাকে। আর একটা রাতই সে আশ্রয় চাইবে। তাছাড়া তারা সবসময় এটা মনের মধ্যে পোষণ করে যে কোন অতিথি বাড়ীতে আসা ভগবানেরই একটা পরীক্ষা মাত্র। অতিথিকে সুনজরে দেখলে তাকে ঈশ্বর আশীর্বাদ করবেন। ঈশ্বরের ভক্তকে আশ্রয় দিলে তার নিশ্চয় কল্যাণ হবে।

রাসপুটিন আশ্রয় চাইতে গরীব কাঠুরে বলল, 'আপনার মেঝেতে শুতে কোন অসুবিধে হবে না তো? তা'হলে আমাদের সঙ্গে না হয় দুটো আহার খাবেন।'

রাতে খাবার টেবিলে তারা খেতে বসল। নানারকম টুকটাক কথা বলতে বলতে তারা খাচ্ছিল। কাঠুরের স্ত্রী পরিবেশন করছিল। কাঠুরের স্ত্রী দেখতে বেশ সুন্দরী। তার হাবভাব, চালচলনে মনে মনে খুব উত্তেজিত হচ্ছিল রাসপুটিন। আর কাঠুরের স্ত্রীও তার সঙ্গে অত্যন্ত আপনজনের মত ব্যবহার করছিল। প্লেটে খাবার ফুরিয়ে গেলেই মহিলাটি প্রায় দৌড়ে এসেই রাসপুটিনের প্লেট ভরে দিচ্ছিল। রাসপুটিন হয়ত বলেছে, 'সত্যিই আর দেবেন না, খেতে পারছি না আর।' মহিলাটি তার কথায় কোন কর্ণপাত করছিল না। বরংচ এগিয়ে এসে ব্যস্ততা সহকারে রাসপুটিনের ঘাড়ের ওপর দিয়ে তার প্লেটে খাবার ঢেলে দিচ্ছিল হাত দিয়ে। আর খাবার দেবার সময় প্রায়ই তার ভরাট স্তনযুগল রাসপুটিনের গায়ে লেপ্টে যাচ্ছিল। দীর্ঘদিন ঘরের বাইরে একা একা কাটাচ্ছে সে। তাই ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠছিল রাসপুটিন; মনে মনে অনুভব করছিল মহিলাটি হয়ত স্বামীর কাছে যথার্থ আনন্দ পায় না কিংবা এক শ্রেণীর চরিত্রহীন মেয়েদের যেমন সদাসর্বদাই পুরুষ আকর্ষণ করার বাসনা থাকে সেরকম ধরনেরই সে।

যাই হোক না কেন রাসপুটিনের অবদমিত যৌনেচ্ছা আবার প্রবল আকার

ধারণ করছিল। সে ঈশ্বরকে খুঁজতে বেরিয়েছে। বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এসেছে উচ্চতর জ্ঞান লাভের আশায়। কিন্তু এ ধরনের তীব্র যৌন আকর্ষণ অনুভব করতে থাকলে সে কোন্ পথে যাবে! পথে পথে পদে পদে নানাধরনের প্রলোভনই তাকে বোধহয় ধ্বংস ক'রে দেবে। তার মনে হচ্ছিল এক্ষুণি সে ঘর ছেড়ে ছুটে বেরিয়ে যায়।

কাঠুরের ঘর একটাই। একটা সামান্য পর্দা দিয়ে ঘরটা দু'টো ভাগ করা হ'ল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'লে সারাদিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর পরিশ্রান্ত কাঠুরে রাসপুটিনের কাছে ক্ষমা চাইল, বলল, 'দেখুন, কিছু মনে করবেন না। আমি এত ক্লান্ত যে এখন একটু না শুলেই নয়। আপনাকে এখানে আমার স্ত্রী কম্বল পেতে দিচ্ছে আপনি শুয়ে পড়ুন।'

তারপর স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই শুতে গেল। শুতে যাবার মুখে মহিলাটি রাসপুটিনকে বিছানা করে দিল। তারপর রহস্যপূর্ণ হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'এবার নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ুন।' কিন্তু রাসপুটিন মোটেই নিশ্চিন্ত হতে পারছিল না বরংচ তার উম্মাদ করা অদ্ভূত হাসির কথা ভাবছিল। সে মহিলাটির মনোভাব বুঝতে পারছিল, তাই ঘুরে ঘুরে ঝোলানো পর্দাটার দিকে তাকাচ্ছিল আর ভাবছিল এরপরে কি হবে।

নির্জন রাতে ঝিম্ ঝিম্ করতে থাকল এবং ক্লান্ত স্বামীটি কিছুক্ষণের মধ্যেই নাক ডাকাতে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ আরো চুপচাপ কাটল। কিন্তু তার পরমুহূর্তেই সেই পর্দাটি নড়ে উঠল। পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে এল স্ত্রীটি, আড়চোখে রাসপুটিনের দিকে তাকালো। রাসপুটিন চোখ বুজে ঘুমের ভান করতে থাকল। মহিলাটি তার পাশ দিয়ে উঠোনে নেমে কুয়োর কাছে নেমে এল। জ্যোৎস্না প্লাবিত রাত। এ রাতে সহজেই মদিরতা আসে রক্তে। রাসপুটিনেরও বেশ কৌতূহল হয়েছে মহিলাটি সম্পর্কে। ঘুম আসছে না তার কিছুতেই। পাশ ফিরে শুয়ে বাইরে তাকাল সে। উদ্দেশ্য তাকে দেখে। কিন্তু রাসপুটিনের চোখ বড় বড় হয়ে গেল। সে দেখল স্ত্রীলোকটি তার রাতের পোশাক প্রায় কোমর পর্যন্ত খুলে ফেলেছে, যেন তার শরীরে জ্বালা ধরে গেছে।

তাকে দেখে মনে হ'ল সে কুয়োর পাড় থেকে কিছুতেই ঘরে ফিরে আসবে না। সে বালতি করে জল তুলল, তারপর যেন খুব জরুরী এইভাবে সে গায়ে-মুখে-হাতে হাত করে জল দিয়ে ভেজাতে থাকল। মাঝে মাঝেই সে ঘরের দিকে তাকাচ্ছিল। অবশ্যই তার মানে সে দেখতে চাইছিল রাসপুটিন কি করছে। রাসপুটিন নড়াচড়া করছিল। স্ত্রীলোকটি ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়াল যাতে রাসপুটিন তার দৃঢ় উন্নত বক্ষস্থল দেখতে পায়। তারপর সে তার পোশাক পুরোপুরি খুলে ফেলল। এবং জল দিয়ে স্তনদ্বয় পরিষ্কার করতে থাকল। আসলে সে ধীরে ধীরে সময় কাটাতে থাকল। তার উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসপুটিনকে বাইরে নিয়ে আসা। এবং স্ত্রীলোকটির উদ্দেশ্য প্রায় সফল হতে চলেছিল। কারণ রাসপুটিনের মনের মধ্যে কামনার আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছিল।

এরকম সোজাসুজি আমন্ত্রণ সে কিছুতেই রোধ করতে পারল না। এক লাফ দিয়ে সে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। তার ভেতরে তখন দাবানল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। এবারে সে নিশ্চয়ই বাইরে চলে যাবে, কেউ আর তাকে রোধ করতে পারবে না। কিন্তু তার মত লোকের পক্ষে যন্ত্রণাই বোধহয় শেষ সম্বল। দরজার মাথায় ছিল একটা কুমারী মাতার আইকন। তা দেখেই তার মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া হ'ল। শিক্ষকের হাতে বেত দেখলে ছাত্র যেমন ভয়ে কুঁকড়ে যায় ঠিক সেভাবেই রাসপুটিন বিছানায় বসে পড়ল। অনুতাপে দগ্ধ হতে থাকল সে। তার মনে হ'ল, সে একজন সন্ন্যাসী, আর একজন সন্ন্যাসীর পক্ষে যৌন কামনা কি এভাবে হৃদয় অধিকার করে থাকা উচিত? নিজের প্রতি ঘৃণা তাকে গ্রাস করল। চতুর্দিকে উত্তেজক বিষয় তো লক্ষ্য লক্ষ্যই থাকবে, তার মনে যাতে এসবের কোন ক্রিয়া না হয় সেটাই তো তার লক্ষ্য, কিন্তু তার বদলে সে ঘনঘন আসক্তির ফাঁদে পড়তে থাকল। বিছানায় উপুড় হয়ে সে মুখ গুঁজে পড়ে থাকল আর অনুশোচনায় দগ্ধ হ'তে থাকল।

এদিকে স্ত্রীলোকটি বুঝতে পারল সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে। তার মনের মধ্যে রাগ এল, সে গজ্‌রাতে গজ্‌রাতে ঘরে ফিরে এল। রাসপুটিনের দিকে ব্যঙ্গভরে তাকিয়ে পর্দার আড়ালে খাটের ওপরে স্বামীর পাশে শুয়ে পড়ল। এবং কিছুক্ষণ পরেই তার ঘুমন্ত স্বামীকে 'ওগো', 'কিগো', 'শুনছ' ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগে জাগিয়ে তুলল। কারণ স্ত্রীলোকটির ভেতরে তখন কামনার আগুন প্রজ্বলিত হয়েছে আর তার অবিলম্বে প্রশমন হওয়া দরকার। তারপর ধারাবাহিক রীতি অনুসারে সে প্রেম চরিতার্থ হবার নানা ধরণের স্বাভাবিক শীৎকারধ্বনি করতে থাকল আর এসবই রাসপুটিনকে শোনাবার জন্য। পর্দার আড়ালে শুয়ে থাকা রাসপুটিনের মন পুনরায় এইসব ধ্বনির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে যাতনায় ছটফট করতে থাকল। তার শাস্তির বোঝা পূর্ণ হয়ে উঠল। হাত কামড়াতে থাকল সে। দাঁতের ধারালো কঠোরতা তার হাতে কেটে বসল। হাত দিয়ে কান চাপা দিল সে। নারী তার মনের ভেতরে যে কামনাকে উস্কে দিয়ে অন্তরটাকে দগ্ধ করে দিয়েছিল সেই কামনাকে সে তখন ভুলতে চেষ্টা করছিল। কিন্তু চেষ্টা করা আর তাতে সফল হওয়া দুটোর মধ্যে অনেক তফাৎ। সত্যি বলতে সমুদ্রের ঢেউ যেমন রোধ করা যায় না, তেমনি মনের গতি। তাকে বাধতে গেলে সে আরো গর্জন করে ওঠে বুনো জন্তুকে খাঁচায় পুরবার মত। তাকে বশে আনা যে কি কঠিন ব্যাপার! তাও হত যদি না ধ্যান করতে গিয়ে জড় মনটাকে অতিরিক্ত গতিশীল করে দিয়ে শরীরের সূক্ষ্ম কেন্দ্রগুলোকে স্পর্শকাতর করে ফেলত সে। সাধারণ অবস্থায় মন তো স্বাভাবিক ভাবেই ক্রিয়া করে, কিন্তু অতিরিক্ত মনোযোগ বা ধ্যানের ফলে মন অতিরিক্ত ক্রিয়াশীল হয়ে ধাবিত হতে শুরু করে সঠিক স্থানে স্থির হবার জন্য। কিন্তু তাকে চালিত করবার জন্য যে পদ্ধতি জানা দরকার, তার জন্য যে শিক্ষক দরকার রাসপুটিন তাকেই খুঁজে পায়নি। তাই ক্রিয়াশীল অনুভূতি প্রবণ মন বাহ্যিক সামান্য লোভের হাতছানি এড়িয়ে যেতে পারে না।

তার চোখে ঘুম আর আসে না। রাত অতি ধীরে কাটতে থাকল আর সে ভোর হওয়ার অপেক্ষায় শক্ত মেঝেতে এপাশ-ওপাশ করতে থাকল। স্বামী স্ত্রীর আকাঙ্খা

মিটিয়েছে আর তাই দু'জনেই পরিতৃপ্ত সহকারে ঘুমোচ্ছে, কিন্তু তার মধ্যে রোগের জীবাণু ঢুকিয়ে দিয়ে সেই নারী তাকে ক্ষণিকের জন্যও ঘুমোতে দিল না।

ভোর হওয়া মাত্র কাউকে কিছু না জানিয়ে সে বাইরে বেরিয়ে এল। তার ভয়ছিল যদি স্ত্রীলোকটি তাকে দেখে ফেলে, সে মুখ তুলে তাকাতে পারবে না। সে চুপিচুপি বনের পথ ধরল। বনের পথ ধরে হ টতে হাঁটতে সে ভাবছিল সাধুসন্ত সেজে থাকা খুব মুশকিলের ব্যাপার। কারণ প্রথমতঃ এ পোশাক নিজের চোখে ও অপরের চোখে যেমনি ধুলো দেওয়া ছাড়া আর আর কিছু নয়, তেমনি সাজপোশাক দিয়ে নিজেকে ভাঁওতা দিতে গেলে মন আরো বেশী করে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সত্যি বলতে কাম দমন ক'রে ভগবানের দরজায় পেঁাছানো খুবই কঠিন। যেই সে হয়ত মনে করেছে, আমি নিশ্চয়ই এবারে দৈহিক ভোগ-সুখের উর্দ্ধে উঠতে পেরেছি, ঠিক তখনই দুর্দমনীয় কামাবেগ কোথা থেকে যেন দ্বিগুণ বেগে তাকে আক্রমণ ক'রে ব'সে আছে। যার জন্য সে সংসার ছেড়ে এসেছে, যাতে সে যোগী হতে পারে, কিন্তু কই, সে তো সেই কামকে মুহূর্তে'ও আয়ত্বে আনতে পারছে না! ঈশ্বরকে লাভ করবার জন্য প্রলোভনকে জয় করা তার কর্ম নয়, সে বোধহয় হেরে যাবে!

সারারাত না ঘুমানোর জন্য এবং চিন্তা ও উত্তেজনায় মাথায় অত্যধিক রক্ত চলাচল করবার জন্য মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল, এখন ভোরের ঠান্ডা হাওয়ায় মাথা ভোঁ ভোঁ করছিল। সে একটা সরোবরের পাড়ে ব'সে ঝিমোতে ঝিমোতে আকাশ-পাতাল ভাবছিল। আর ঢুলতে ঢুলতে ক্লান্ত মস্তিষ্ক বিশ্রাম চাইলে ঘুমিয়ে পড়ল সে।

দুপুর নাগাদ ঘুম ভাঙ্গল তার। ঘুম ভেঙ্গে নির্জন বনস্থলীতে পাখীদের কল-কাকলী শুনতে লাগল সে। কিন্তু কতক্ষণ? পুনরায় চিন্তা অধিকার করল তার মন। সে ভাবছিল পৃথিবীর কথা, মানুষের কথা, বনের পাখীর কথা। পাখীর কিচির-মিচির শুনতে শুনতে সে ভাবল এই ছোট্ট পাখীগুলি কতটাই না স্বাধীন! কারো কোন বাধা-নিষেধের বালাই নেই, নিজের ইচ্ছামত যা খুশী করছে। যে কোন পাখী যে কোন পাখীর পেছনে ছুটছে, কতটাই না আনন্দে আছে! তারও তো ইচ্ছা হয়। আর কাম তো এক প্রকারের ইচ্ছা। এই ইচ্ছায় মানুষ খুন হয় না, কিন্তু এই ইচ্ছাতেই তো এহ বিরাট পৃথিবীর সৃষ্টির কার্য অনবরত চলেছে। এই ইচ্ছার ফলেই তো প্রকৃতি ফলে-ফুলে সুন্দর। তার মনও তো প্রকৃতির সৌন্দর্যে পাগল হয়। মন আছে ব'লেই হয় তবে সেই মনকে কেটে বাদ দিয়ে তো রাখা যায় না কিছুতেই, তার ক্রমাগত ইচ্ছা হতেই থাকবে। আর সেই কামেচ্ছা তো পাপ হতে পারে না, তবে স্ত্রী-পুরুষ মিলনের আনন্দ উপভোগ করতে চাইত না। তবে সে কেন নিজেকে এতটা ছোট ক'রে ফেলছে! নিজের এই আলোচনায় সে অনেকটা সুস্থ বোধ করল।

এই সময় তার কানে বনের নানাবিধ শব্দের সঙ্গে অন্যরকম এক শব্দ ভেসে এল। এ শব্দ নারী কন্ঠের এবং তা তাদের ক্রীড়ায় উৎফুল্ল হবার শব্দ। তারা যেন খেলা ক'রে হাসতে হাসতে একে অপরের অঙ্গে ঢলে পড়ছে। বিস্মিত রাসপুটিন চতুর্দিকে ঘুরে তাকাল। এখানে এই বনের মধ্যে মেয়েরা এল কোথা থেকে! যদিও সাইবেরিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে নদী বা বনাঞ্চলের সরোবরে মেয়েদের স্নান করা নতুন কোন ঘটনা নয়।

সবিস্ময়ে সে দেখল পুকুরের মধ্যে তিনটি মেয়ে উন্মুক্ত দেহে সাঁতার কাটছে আর নিজেদের কথাবার্তায় নিজেরাই হাসি-ঠাট্টায় মগ্ন হয়ে পঃস্পরে জল ছোঁড়াছুড়ি করছে। অবাক হয়ে তাদের দেখতে থাকল রাসপুটিন। ঠিক দেখে মনে হচ্ছে যেন কতকগুলো রাজহংসী জলক্রীড়া করছে। দৃষ্টি সে ফেরাতে পারল না। উপরন্তু গতরাতের কাম-শক্তি পুনরায় পুনোদ্যমে আক্রমণ ক'রে বসল। যদিও সে কর্তব্য বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল কিছুক্ষণের জন্য, কিন্তু সেই ভাব তার বেশীক্ষণ থাকল না। নগ্ন শরীর তাকে যেন আহ্বান করছে। সে তার হারানো ধন খুঁজে পেয়েছে এইভেবে পুকুর পাড়ে পোশাক খুলে রেখে লাফাতে লাফাতে পুকুরে নেমে এল।

মেয়েগুলো তাকে দেখে হৈ-হৈ ক'রে উঠল। তারাও অবাক হয়েছে নির্জন বনের মধ্যে তাদেরই মত এক নগ্ন পুরুষ দেখে। তারা মোটেও ভয় পেল না। তারা তাকে স্বাগতম্ জানাল। এ তাদের আশার অতীত। তারা তাকে তাদের সঙ্গে সাঁতরাতে বলল। এ যেন শুরু হ'ল আদম আর ইভের নতুন ধরনের সংস্করণ। রাসপুটিন এই অচেনা তিন যুবতীর সঙ্গে খেলায় মেতে উঠল একেবারে। একইসঙ্গে তিনজনে মিলে তাকে ক্ষণে ক্ষণে জড়িয়ে ধরতে থাকল। মনে হ'ল সে যেন তাদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত। স্নানের পর তারা পাড়ে উঠে এল। ছোটখাট গল্প করতে থাকল। কিন্তু আলাপ ক'রে পরিচিত হবার প্রয়োজন কেউ অনুভব করল না। মেয়েরা তাকে তাদেরই একজন ব'লে ভাবতে থাকল। কিন্তু নগ্ন নারী-পুরুষ কতক্ষণ পরস্পর থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে পারে! তারা রাসপুটিনের যৌনাঙ্গের প্রতি বিশেষ কৌতূহল অনুভব করতে থাকল। এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই চিরকালের সেই আদিম লীলাখেলা শুরু হ'ল তাদের মধ্যে। একে একে তিনজনকেই আনন্দ দিল সে। এবং এতদিন পরে সত্যি বলতে রাসপুটিনের মনের অশান্তি যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার হয়ে গেল।

মন যখন পুরোপুরি পরিতৃপ্ত হ'ল রাসপুটিন অচঞ্চল মনে অনেকদিন পরে ধ্যান করতে বসল। নির্জন বনাঞ্চলে যখন নৈঃশব্দ বিরাজ করছে তখন অনেকদিন পরে বিক্ষিপ্ত তার মন কেমন শান্ত হয়ে গেল। এক নাগাড়ে কয়েকঘণ্টা ধ্যান করবার পর তার মনে আবার যেন অপার্থিব শক্তিসকল ফিরে আসতে থাকল। সে আবার নিজেকে এই পৃথিবী, এই বিশ্বের সঙ্গে একাত্ম বোধ করতে থাকল। আগে যখনি সে ভগবানের চিন্তায় তন্ময় হতে গেছে তার মনের মধ্যে মুহূর্তে নানাবিধ ভোগলিপ্সার উদয় হয়েছে। কিন্তু আজ সেই ধরনের কোন বিশ্রী চিন্তা তাকে চঞ্চল করে তুলতে পারল না। তার মন ধীরে ধীরে একাগ্র হয়ে পড়ল।

আজ সে একটা জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারল যে আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে যৌনাবেগের ঘোরতর এক সম্পর্ক আছে। কারণ মনের মধ্যে যখনি কামের উদয় হবে, যদি তার চাহিদাকে পুরোপুরি পূর্ণ না করা হয় তবে মন সারাক্ষণ চঞ্চল থাকবে। আজ তিনটি মেয়ের সঙ্গে যৌনক্রীড়া করার ফলে রাসপুটিনের মন অনেকদিনের অবদমিত কামেচ্ছা পরিস্ফুটনের পথ খুঁজে পেয়েছিল। ঈশ্বর যেমন মানুষের মধ্যে কামনার বীজ পুঁতে দিয়েছেন, তেমনি তার প্রকাশের পথও বাতলে দিয়েছেন ; বলেননি তা দমন ক'রে রাখতে।

কিছু কিছু দুর্বল লোক তাদের মনের আবেগকে অস্বীকার করতে পারে কিন্তু যারা অত্যন্ত শক্ত ধাতুর লোক অর্থাৎ যাদের মধ্যে শক্তির উদয় হয় তারা তাদের চাহিদা মেটাবার তাগিদে আপ্রাণ করে। রাসপুটিন কখনই সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে পড়ে না যার ফলে তার ভেতরকার উত্তেজনা তাকে সর্বদাই ছুটিয়ে মেরেছে। তার ধারণা হ'ল আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রথম সোপানই হচ্ছে মনকে যখন খুশি খোলামেলা ভাবে তার চাহিদার ঘাটতি পূরণ করানো, তা না হ'লে সেই মন স্থির হ'তে না পেরে দিক্‌বিদিক্‌ ছোটাছুটি করবে নতুন নতুন চাহিদার খোঁজে কিংবা কল্পনা করবে বিচিত্র সব ভোগ্যবস্তুর কথা আর তখন তাকে বাগে আনা আরো দুষ্কর হয়ে পড়বে।

রাসপুটিনের পথ যেন তার ইচ্ছার সঙ্গে তাল মিলিয়েই তৈরি করা ছিল। কারণ এই ঘটনা ঘটবার পরেই তার মনের ধারণার যে উত্থান-পতন ঘটছিল তাকে অনুসরণ করেই সে এক বিচিত্র ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল। কারণ মুক্তি-অন্বেষী একরোখা রাসপুটিন কঠিন কঠিন সমস্ত দেয়াল ভেঙ্গে এগোতে থাকল। পৃথিবীতে যত সাধু-সন্ত জন্মেছেন তাদের জীবন ও মতবাদের সঙ্গে তার জীবন নাটকের কোনই মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

বাড়ী সে ফিরতে শুরু করেছিল, কিন্তু তখনকার দিনে গ্রাম-গ্রামান্তরে যাবার জন্য যানবাহনের তত সুবিধে ছিল না ব'লেই তাকে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হচ্ছিল এবং প্রায় রাতেই কোন গরীব কৃষকের আবাসে রাতে কাটাতে হোত। পায়ে চলার পথে যেখানে সুবিধে পেত ধ্যানে বসে যেত। ধ্যান সে বনে-জঙ্গলেই বেশী করত। সুতরাং পথে তাকে নিত্যনতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হ'তে হত। এইরকম একদিন সারাদিন হাঁটাহাঁটি ক'রে ক্লান্ত রাসপুটিন এক কৃষকের বাড়ীতে খাবার ও আশ্রয় প্রার্থনা করল। সে যথারীতি অভ্যর্থিত হল। কিন্তু যারা তাকে অভ্যর্থনা করল তাদের মুখচোখ দেখে রাসপুটিনের সন্দেহ হ'ল। সে জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখছি। আমাকে দয়া ক'রে বলবেন কি আপনাদের মনের অশান্তির কথা, হয়ত আমি আপনাদের কোন উপকারে আসতে পারি।' তখন স্বামী স্ত্রী উভয়েই ঘটনাটা তাকে খুলে বলল। তারা বলল, তাদের মেয়ে এমন কোন দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে যে হয়ত তাকে আর বাঁচানো যাবে না। পিতা-মাতা তার মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। বলতে গেলে মেয়েটির শ্বাসকষ্ট তীব্র হয়ে উঠেছে এবং সে যেভাবে খাবি খাচ্ছে তাতে যে কোন মুহূর্তেই মারা যেতে পারে।

অমিত শক্তিধর রাসপুটিন যেন ঈশ্বরের বাহ্যিক আকৃতি। সে ডাক্তার নয় যে রুগী সারিয়ে তুলবে। কিন্তু সে বলল, 'আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।' যেন এ কথার ওপর কোন কথা থাকতে পারে না। যেন মেয়েটির প্রাণ তার হাতেই আছে; সে শুধু তা পিতা-মাতার ভাল আচরণ দেখে তাদের ফেরৎ দিতে এসেছে। তার স্পর্শে বা ইচ্ছায় অনেক সময়ই অনেক কঠিন অসুখ অনায়াসে সেরে গেছে, কিন্তু কিভাবে তা সেরে গেছে জানা যায়নি।

মা-বাবার দু'চোখ ঝক্‌ঝক্‌ ক'রে উঠল। তাদের আশা যেন ফিরে এল তখুনি। সম্ভ্রমময় দৃষ্টিতে তারা তার দিকে তাকাল। এত সহজভাবে, এত দৃঢ়ভাবে কি কেউ

বলতে পারে কখনো, যদি তার নিজের ক্ষমতার ওপর আস্থা না থাকে! তারা বলল, কিন্তু ডাক্তার বলেছে মেয়েকে সারাবার মত কোন ওষুধ তাদের জানা নেই।

কিছু যে হবে না তা তারা জানত, তবু মা-বাবার মন আর মানুষের আশা। বলা যায় না, অলৌকিক কিছু যদি ঘটে যায়! রাসপুটিন আলো-আঁধারে পরিপূর্ণ ঘরে ঢুকে দেখল, মেয়েটি প্রায় বিছানার সঙ্গে মিশে গেছে। শুধু মাঝেমাঝে খুব আস্তে একটা গোঙানীর মত আওয়াজ করছে। শ্বাস-প্রশ্বাস অতি ক্ষীণ। চোখে মুখে কোন জীবনের রঙ নেই তার।

তারা রাসপুটিনের দিকে হাঁ করে চেয়ে আছে, হয়ত সে এখুনি একটা কিছু করে ফেলবে। রাসপুটিন তাদের দিকে ঘুরে খুব আস্তে বলল, 'আপনারা বাইরে যান।' তার গলার স্বরে এমন একটা কিছু ছিল যার জন্য দুজনেই ঘরের বাইরে চলে গেল। রাসপুটিন মেয়েটির শয্যাপাশের্ব হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। বসে সে দু'চোখ বন্ধ করল, তারপর গভীরভাবে প্রার্থনায় ডুবে গেল।

সে সাধারণতঃ যখন কারো জন্য প্রার্থনা করতে বসে তখন সে রোগী বা রোগিনীর জন্য কোন প্রার্থনা করে না। সে তার মানসিক শক্তি বাড়িয়ে চলে তখন। অনেকটা বৈদ্যুতিক শক্তির মত। সে জানে প্রকৃতির এই বিশাল রাজ্যে আছে শক্তির ভাণ্ডার। সে শক্তি শুধু সংগ্রহ করে নিতে হয়। বাতাসের মধ্যে আছে প্রাণশক্তি, তা সে প্রচুর পরিমাণে গ্রহণ করতে থাকে মনকে নিবিষ্ট রেখে। যেন তার দেহের প্রত্যেকটি কোষ শক্তি ধারণের উপযুক্ত এবং কোষগুলোকে ব্যাটারি চার্জ করার মত, শক্তিতে পূর্ণ করে তুলবার পদ্ধতি তার করায়ত্ত। সে ধীরে ধীরে মনে করতে থাকে, মহাবিশ্বের অনন্ত শক্তির যে ভাণ্ডার আছে সেই শক্তিসাগরে সে অবগাহন করছে। মনে মনে সূর্যের তেজ থেকে সে তেজ সংগ্রহ করে। বাতাসের যে শক্তিতে পৃথিবীতে সমস্ত প্রাণ ও শক্তির খেলা চলে অহরহ সেখান থেকেও সে মুক্তোর মত তেজ সংগ্রহ করে। যখন তার দেহ তড়িৎ তরঙ্গের আধার হয়ে যায়, সে চোখ খোলে। এই সময়ে তার চোখের দিকে তাকালে যে কোন ব্যক্তিই সম্মোহিতের মত তার আদেশ মানতে বাধ্য। বস্তুতঃ রাসপুটিন তখন ইচ্ছা শক্তির তীব্রতায় থাকে। তার তখন মনে হয় সে যা যা বলবে তাই ঘটতে বাধ্য হবে। সুতরাং কাউকে আদেশ করা মানে সে মনে মনে প্রচণ্ড ইচ্ছা সেই ব্যক্তির ওপরে চাপিয়ে দেয়। এবং সেই ব্যক্তি তার তড়িৎ-শক্তিতে দীপ্যমান চোখের দিকে তাকিয়ে উপলব্ধি করে যে সেই ব্যক্তির শক্তি রাসপুটিনের থেকে অনেক কম এবং রাসপুটিন যা বলবে তাই সত্য। কাউকে সম্মোহিত করা রাসপুটিনের কাছে কোন ব্যাপার ছিল না।

উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত পিতামাতা বারবার দরজার গোড়া থেকে উঁকি মারতে থাকল, দেখল সে একইভাবে প্রার্থনা করে যাচ্ছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। রাসপুটিনের হাত মেয়েটির কপালে ছোঁয়ানো। যেন সেই হাত দিয়েই শক্তি প্রবাহিত হয়ে মেয়েটির দেহে প্রবেশ করছে। এবার মেয়েটি তার চোখ খুলে তাকাল। দেখল তার সম্মুখে এক সাধু ব'সে। রাসপুটিন তার চোখে চোখে তাকাল, বলল, 'হ্যাঁ, আমার দিকে তাকাও।' এই সময় মেয়েটির শরীরের ভেতর একটা শক্তি আস্তে আস্তে প্রবেশ করতে

থাকল। সে উপলব্ধি করল তার ভেতরে কি যেন একটা ঘটে যাচ্ছে। এবারে রাসপুটিন আবার বলল, 'এখন তোমার শরীর খুব ভাল লাগছে তো? নিশ্চয়ই খুব ঘুম পাচ্ছে তোমার? নাও, এবারে লক্ষ্মী মেয়ের মত ঘুমিয়ে পড় দেখি।' মেয়েটি যেন এই ক'টা কথার জন্যই অপেক্ষা করছিল। সে নির্বিঘ্নে চোখ বুজল এবং মুহূর্তের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে প্রবাহিত হতে শুরু করল।

কৌতূহলী উদ্বিগ্ন পিতা-মাতা জানতে চাইল তাদের মেয়ে কেমন আছে। রাসপুটিন বলল, 'একদম চিন্তা করবেন না, সে এখন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। সকালে তাকে সুস্থ অবস্থায় নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন।'

তারা বিস্মিত হয়ে এই অদ্ভুত লোকটিকে দেখছিল যে মৃত্যুপথযাত্রীকে ফিরিয়ে নিয়ে আসতে পারে। যার এমন ক্ষমতা থাকতে পারে সে নিশ্চয়ই কোন সাধারণ মানুষ নয়। বিশেষতঃ রুগীকে তিনি কিছুই করলেন না, শুধু প্রার্থনা ভঙ্গ হ'লে তাকে পুনরায় ঘুমিয়ে পড়তে বললেন।

তারা তাদের সাধ্য অনুযায়ী রাতে তাদের অতিথিকে খুব যত্ন করল। পরে তারা কিছুটা সাহস সঞ্চয় ক'রে রাসপুটিনকে বলল, 'আপনার এই অলৌকিক ক্ষমতা আপনি কোথা থেকে পেলেন?'

রাসপুটিন বলল, 'মাফ করবেন। এ ক্ষমতার ব্যাপারে আমার নিজস্ব কোন হাত নেই। ঈশ্বর তার ক্ষমতার প্রকাশ দেখিয়েছেন আমার মাধ্যমে। আমি শুধু রুগীকে আমার দ্বারা তার নিজস্ব ইচ্ছাকে জাগাতে সাহায্য করি। মানুষের নিজের মনের দুর্বলতাই সব। সে যদি ভাবে সে শক্তিশালী ও তার কোন অসুখ-বিসুখ নেই, তবে তার সেইরকমই হয়। যারা নিজেকে দুর্বল মনে করে, তারা সহজেই হার স্বীকার করে ও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এবং অনেক সময় পরিবেশের বিরূপ শক্তি ব্যক্তির তুলনায় বেশী হওয়ার দরুণ তার কোন দোষ থাকে না এবং সে মাথা নত ক'রে ফেলে। আমি শুধু মাত্র আমার রোগিনীকে মনে করিয়ে দিয়েছি সে সুস্থ। আর তার মনের আগের প্রাণচঞ্চল শক্তিকে ফিরিয়ে দিতে চেষ্টা করেছি মাত্র।'

'কিন্তু আপনি তো তার সঙ্গে দু'টো মাত্র কথা বললেন। এত কথা তো তাতে ছিল না।'

'হ্যাঁ, অনেক সময় দু'টো কথাতেই সবকিছু বলা হয়ে যায়। তা কি ক'রে বলা যায় সেটা আমি শেখাতে পারব না; আর আপনাদের মেয়ে, যাকে আমি বলেছি, সে নিশ্চয়ই আমার কথা বুঝতে পেরেছে।'

মেয়ের মৃত্যুমলিন মুখাবয়ব ফ্যাকাশে ছিল না রাসপুটিন তাকে আদেশ করবার পর। উপরন্তু সে সুস্থ মানুষের মতই নিদ্রা যাচ্ছিল তাই পিতা-মাতা বুঝতে পেরেছিল মেয়ে তাদের সুস্থ ও তারা তাই স্বস্তিতে খাওয়া-দাওয়া করছিল।

মেয়ের মা রাসপুটিনকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আপনি নিশ্চয়ই খুব পবিত্র জীবন-যাপন করেন?' তাকে থামিয়ে দিয়ে মেয়েটির পিতা বলে উঠল, 'আচ্ছা, মেয়ে যদি সুস্থই হ'ল তবে আপনি আবার কেন তাকে ঘুমোতে বললেন?'

'কার উত্তর আমি আগে দেব?' রাসপুটিন বলল, 'একজন একজন ক'রে বলুন।

ঠিক আছে, ঘরের কর্তা যিনি তার উত্তরই আমি আগে দিচ্ছি। উত্তরটা হ'ল, মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়লে সে তার দৈহিক ও মানসিক শক্তি সম্পূর্ণ নিঃশেষিত ক'রে ফেলে অসুখের প্রাবল্যের সঙ্গে যুঝে টিকে থাকবার জন্য। সেক্ষেত্রে সে ঘুমোতে পারলে তার ছন্দোময় নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সাহায্যে সে পুনরায় তার হৃত শক্তি ফিরে পায়। আমি তাই আপনার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম, যাতে সে অসুখজনিত ক্লান্তি পরিত্যাগ করে ও ঝরঝরে হয়ে ওঠে।'

তারপর রাসপুটিন ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফেরালো, 'ভদ্রমহোদয়া! আপনার মনে করবার কিছু নেই। আপনার প্রশ্নটি আমার কাছে খুব জটিল, তাই একটু সময় নিয়েছি মাত্র ; কারণ মিথ্যে কথা আমি বলতে পারব না। আমি আপনাকে বলছি আমি তথাকথিত পবিত্র জীবন-যাপনে বিশ্বাস করি না এবং আমি নিজেও সেরকম জীবন কখনও যাপন করিনি। তাতে আপনি অনেক কিছুই ভেবে নিতে পারেন।'

তখন স্ত্রীলোকটি বলল, 'যদি কিছু মনে না করেন, তবে একটা কথা জিজ্ঞেস করব। আপনি যেভাবে কথা বলছেন তাতে মনে হচ্ছে আপনি বুঝি কখনো খিলুস্তি সম্প্রদায়ে ছিলেন।

খিলুস্তি? রাসপুটিন ভাবল। হ্যাঁ সে তো এ ব্যাপারে ভারখোতুরে থাকাকালীন কিছু কিছু শুনেছে, তবে তার ধারণা গড়ে ওঠেনি এ বিষয়ে। তখন সে বলল, 'দেখুন, তাদের সম্পর্কে আমি শুনেছি। কিন্তু 'খিলুস্তি' সম্বন্ধে জানবার আগ্রহ প্রবল থাকা সত্ত্বেও আমি বিস্তারিত কিছুই জানি না।'

খিলুস্তি হচ্ছে একটা অদ্ভুত ধর্মীয় সম্প্রদায়। সপ্তদশ শতাব্দীতে দানিলো ফিলিপোভ নামে এক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি এর প্রতিষ্ঠা করেন। ভদ্রলোকের বাকচাতুর্যে তার সম্প্রদায়ের প্রতি অনেকেই আগ্রহ অনুভব করতে থাকে। খিলুস্তি সম্প্রদায়ের বক্তব্য ছিল দেহকে যদি দেহের উর্দ্ধে কোন ক্ষমতা বা মুক্তির কাছে নিয়ে যেতে হয় তবে সেই দেহের ভেতরকার শয়তান অর্থাৎ যাবতীয় নোংরা ইচ্ছের বলিদান দিতে হবে। তাই তারা যেন-তেন-প্রকারেণ আত্মপীড়নের ওপর জোর দিত। কঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা বা উপোস ছিল এর নিয়মের নিত্য অঙ্গ। তখনকার জারের আমলে সরকারের চোখে এসব ছিল অত্যন্ত গর্হিত কাজ, তাই তার প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়টিকে বিলুপ্ত করবার জন্য জার সরকার উঠে পড়ে লেগেছিল। তাদের পেছনে সর্বদাই পুলিশ লেগে থাকত। ফলস্বরূপ সাইবেরিয়ার কঠিন ঠাণ্ডায় অনেককেই নির্বাসিত হতে হয়েছিল। এসব কারণে সম্প্রদায়টি বিলুপ্ত না হ'লেও অত্যন্ত গোপনে গোপনে টিকে ছিল।

এরপর এই ধর্ম সম্প্রদায়ের পরবর্তী নেতা রাদায়েভ সম্পূর্ণ এক নতুন মতবাদ নিয়ে খিলুস্তিকে চালনা করল। লোকটা বলত, সে হচ্ছে ভগবানের জীবন্ত অনুচর এবং তার ইচ্ছাই ইচ্ছা। রাদায়েভের ইচ্ছাগুলি অত্যন্ত বিদঘুটে ধরনের ছিল। তার মতবাদের নীতি বা আদর্শ বলতে সে বোঝাতো উচ্ছৃঙ্খলতা। অর্থাৎ তার সারমর্ম হচ্ছে মদ খেয়ে হৈহুল্লোর বা লাম্পট্যের ফলেই মনের শান্তি প্রতিষ্ঠা হবে। খিলুস্তি মতের প্রতিষ্ঠাতার থেকেও রাদায়েভের দৌড়াত্মে তার জনপ্রিয়তা দিনদিন উত্তোরত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। কারণ মানুষের মন স্বভাবতই অপরাধপ্রবণ এবং রাদায়েভ প্রতিষ্ঠিত পথে

তারা তাদের আত্মরূপ প্রকাশ করতে পারছিল। শোনা যায় তার নিজস্ব একটা হারেম ছিল। তাতে তেরজন বাছাবাছা সুন্দরী নারী ছিল তার ভোগের আহুতি হিসেবে। যখন তার ইচ্ছে হ'ত সে তাদের দিয়ে তার চাহিদা মেটাত।

সেই সময় থেকে 'খিলুস্তি' টি'কে ছিল, তবে অনেক রদবদল হয়ে পরিশেষে তারা সাধন-ভজনকে গুরুত্ব দিতে শুরু করে।

রাসপুটিন হঠাৎ মহিলাটিকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি এই খিলুস্তি সম্প্রদায়ের সভ্য? তবে আমাকেও সভ্য হতে সাহায্য করুন না।'

তাদের সম্প্রদায়ের গোপনীয়তার শপথ বুঝি ভেঙ্গে যায়। কারণ মহিলাটি ও তার স্বামী 'খিলুস্তির' সভ্য ছিল। কিন্তু রাসপুটিন তাদের মেয়েকে বাঁচিয়েছে। সে হচ্ছে ক্ষমতাশালী লোক। সুতরাং ভদ্রমহিলারও কিছু করণীয় আছে এক্ষেত্রে। তাই সে বলল, 'আমি এবং আমার স্বামী উভয়েই খিলুস্তির সভ্য। আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন। আমাদের যেহেতু গোপনীয়তা রক্ষার শপথ নেওয়া থাকে, তাই আপনাকে এক্ষুনি কোন কথা দিতে পারছি না। তবে আমি আমাদের যিনি দলপতি তাকে বলব।' আসলে মেয়ে সত্যিসত্যি সুস্থ হয়েছে কিনা তা না জানা পর্যন্ত মহিলাটি কিছু করতে চাইছিল না। হয়ত সত্যিই তাদের মেয়ে সুস্থ হয়নি এই আশঙ্কা।

তাই তাকে পরদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হ'ল। সকালে সে দেখল আশ্চর্য ঘটনা। তাদের মেয়ের সুস্থ লোকের মতই ঘুম ভাঙ্গল এবং সে খেতেও চাইল খিদে পেয়েছে ব'লে। এবার মহিলাটি রাসপুটিনকে বলল কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। প্রথমে সে তার মেয়েকে খেতে দিল, তারপর বাড়ীর বাইরে বেরোল কোন একটা উদ্দেশ্য নিয়ে। কিছুক্ষণ পর সে সঙ্গে ক'রে মধ্যবয়সী একটি লোককে নিয়ে এল।

রাসপুটিন চোখ তুলে তাকালো। স্বাস্থ্যবান লোক। তার গাঢ় নীল রঙের চোখ সোনালী রঙের দাড়ি দেখে রাসপুটিনের অপছন্দ হল না। লোকটির সঙ্গে মহিলাটি তাকে আলাপ করিয়ে দিল তাদের দলপতি হিসেবে। এবং লোকটি তাকে খিলুস্তি ধর্মীয় সম্প্রদায়টি সম্পর্কে পুরোপুরি অবহিত করবার জন্য আলোচনাও করতে থাকল।

লোকটা শুরু করল এইভাবে, 'দেখুন, আমাদের সম্প্রদায়ে যাকে তাকে গ্রহণ করা হয় না, কিন্তু এ ক্ষেত্রে আপনি একটি মহৎ কাজ করেছেন এ'র মেয়েটিকে বাঁচিয়ে দিয়ে। আপনি যে শক্তিধর পুরুষ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং মানুষ সেবা করাই যেহেতু আপনার ধর্ম, তাই আপনিই হচ্ছেন যথার্থ উপযুক্ত ব্যক্তি। সুতরাং আপনাকে আমাদের সম্প্রদায়ভুক্ত করতে আমাদের কোন আপত্তি নেই।'

লোকটি বলল, 'আমরা আমাদের সংঘের বহুল প্রচার চাই না। তাই সমিতির কার্যধারা অত্যন্ত গোপনভাবেই অনুষ্ঠিত হয়। এবং সেজন্য আমরা প্রত্যেকেই শপথ গ্রহণ করেছি। আপনার তাতে কোন আপত্তি নেই তো?'

'না, তা নেই। তবে আমাকে সব একটু গুছিয়ে বলুন।'

'বলছি। এ ব্যাপারে আপনার লজ্জা করলে চলবে না। একটা কথা আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন যে ক্ষুধা-তৃষ্ণা এ দুটোর পরই আমাদের দেহের তৃপ্তি হয় না আমরা তখন আরো একটা খিদে অনুভব করি, যাকে বলে যৌন ক্ষুধা।'

লোকটা বলতে থাকল, 'পৃথিবীতে যত ধর্ম-সম্প্রদায় আছে তারা প্রত্যেকেই এর অস্তিত্ব স্বীকার করে নিয়েছে। এবং যৌন-শক্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে তারা এটুকুই অনুধাবন করেছে যে সে শক্তিকে তারা অবরুদ্ধ ক'রে রাখার কথা ভাবতেই পারেনি। যদিও ভারতীয় যোগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচর্য বলে একটা ব্যাপার আছে যার সাহায্যে যৌন শক্তিকে ঠাণ্ডা ক'রে রাখবার বিভিন্ন প্রকার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা আছে। কিন্তু এই ভারতীয় শাস্ত্রেও ভগবানকে লাভ করবার আরো অনেক পদ্ধতির কথা বর্ণনা করা হয়। যদিও ব্রহ্মচর্যের উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ভাবেই হোক না কেন মনের কোন উত্তেজনাকে প্রশ্রয় না দেওয়া। তাদের মতে আমাদের দেহে ছটি রিপু আছে এবং এই রিপুগুলি মনের বিকার ছাড়া আর কিছু নয়। সেগুলো হচ্ছে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদও, মাৎসর্য। অর্থাৎ তেঁতুল দেখলে যেমন জিভে জল আসে তেমনি চোখে কোন ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেই মনের মধ্যে ক্রিয়া হয় আর সেই ক্রিয়া থেকেই আমাদের মনের মধ্যে রিপুগুলি শক্তি সঞ্চয় করে। এবং সেগুলিই বিভিন্ন আকারে আত্মপ্রকাশ ক'রে ব্যক্তিকে তার সাধনস্থল থেকে বিচ্যুত করে। তার তখন উন্নতির পথ বাধাপ্রাপ্ত হয়। সে নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। এবং এই রিপুগুলি দমন করা খুব কঠিন ব্যাপার। যদি কেউ তা পারে তবে সে অমিত শক্তির অধিকারী হয়, কেননা এই রিপুগুলিই দমিত হয়ে মন এক তীব্র শক্তি আধার রূপ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। এবং সবকটির সঙ্গেই কাম রিপু জড়িয়ে আছে এবং এটিই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী! আবার উল্টো ক'রে বলা যায় কামকে দমন করতে পারলে অধিকাংশ রিপুগুলি দমিত হয়। কিন্তু কামকে দমন করা যায় না। বরঞ্চ ঘুমন্ত কামশক্তি অনেক সময়েই সাপের ছোবল খাবার মত আর্তনাদ করে জেগে ওঠে যখন কেউ রেগে যায়, লোভ করে, ঘৃণা করে বা মোহতে আকৃষ্ট হয়। এই রিপুগুলির জাগরণই কামশক্তিতে রূপান্তরিত হয় বা প্রকাশিত হবার জন্য পথ খোঁজে। আবার কামরিপু বাধা পেলে চূড়ান্ত ক্রোধ এসে মনের মধ্যে বাসা বাঁধে, তখন সেই ব্যক্তির ধ্বংস অনিবার্য হয়ে দেখা দেয়। একমাত্র সাধন কালেই রিপুগুলি অত্যন্ত তেজি হয়ে পড়ে।'

রাসপুটিন অভিভূত হচ্ছিল, কারণ সে হিন্দুশাস্ত্র সম্বন্ধে কিছুই জানত না। সে অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনছিল।

তখন লোকটি বলছিল, 'সত্যি বলতে আপনি সহজেই বুঝতে পারছেন এগুলি পালন করা কত কঠিন। এগুলি পালন করতে হ'লে আপনাকে নির্জন বনের মধ্যে অন্ধ হয়ে কাটাতে হবে। হিন্দু ঋষীরা অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন। স্বভাবতঃই ঈশ্বরকে লাভ করবার আরো অনেক সহজ পদ্ধতি তারা বার করেছিলেন। তাই অনেক ক্ষেত্রে মনের কামনা-বাসনাকে সম্পূর্ণ আত্মপ্রকাশ ঘটিয়েই ঈশ্বর লাভ করবার সাধন-পদ্ধতির কথা তারা বলেছেন। আপনি হয়ত জানেন ভারতে হিন্দুদের মধ্যে 'তন্ত্র' ব'লে এক যৌগিক পদ্ধতিতে ঈশ্বর লাভের একটি শাখা আছে। তাতে ধ্যান করবার সময় ভগবানের কাছে পৌঁছুবার জন্য বা শক্তি লাভ করবার জন্য সাধনার কোন বিশেষ ক্রীড়ায় নারীর সঙ্গে মৈথুনরত অবস্থায় সাধন করতে হয়। একে বলে বিন্দু সাধন। আবার ভারতে বৈষ্ণবদের

সাধনায় নারী-পুরুষে পরস্পরের প্রেমের মধ্য দিয়েই ঈশ্বর লাভের কথা বলা হয়েছে। তাদের বলে সহজীয়া। সুতরাং আমাদের সম্প্রদায়ের বক্তব্যেও নতুন কিছু নেই। কাম দমন না ক'রে তাকে অন্যভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। একটু সহজ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে আপনার পক্ষে বোঝা সহজ হবে। আমাদের ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রথম ও প্রধান লক্ষ্যই হচ্ছে সদস্যরা যাতে পরিপূর্ণভাবে যৌনতৃপ্তিলাভের দ্বারা আত্মসন্তুষ্ট হয়। তার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করা এবং আত্মসন্তুষ্টি মানেই মনকে অন্তর্মুখী ক'রে তোলা। মন তখন নিরালম্বন হয় ও ধ্যানের উপযোগী আবহাওয়ায় সে বাস করে।'

রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে রাসপুটিন। আরে সেও তো এভাবেই তার সিদ্ধান্তে এসেছিল। ঠিক তার মনের মত কথা।

লোকটি বলল, 'খিলস্তি সম্প্রদায়ভুক্ত হবার প্রথম কথাই হচ্ছে আপনাকে আমাদের অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হবে। আর তাহ'লেই বিষয়টা আপনার হৃদয়ঙ্গম হবে। আপনি কি চান আমাদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে?'

রাসপুটিন বলল, 'নিশ্চয়ই চাই।'

আজকের রাতেই আমাদের অনুষ্ঠান আছে। আপনি যখন যোগদানে ইচ্ছুক তখন এঁদের সঙ্গে ঠিক সময়ে চলে আসবেন।

রাতের বেলায় কাঠুরে আর তার স্ত্রী এবং রাসপুটিন খিলস্তির ধর্মীয় অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল। অন্ধকারে জঙ্গল পথে তারা একটা গোলাবাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। তারপর গোলাবাড়ীর পেছন দিকের একটা দরজা দিয়ে তারা ভেতরে প্রবেশ করল। ভেতরে প্রবেশ করার পর রাসপুটিন দেখল একসার সিঁড়ি ভূগর্ভের মধ্যে নেমে গেছে। সিঁড়ির শেষে দরজা। কাঠুরে দরজায় সংকেত ধ্বনি করার পর একজন এসে দরজা খুলে দিল। দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে তারা আরও একটি অন্ধকার কুঠরিতে প্রবেশ করল। সেই অন্ধকার ধুলো মলিন ঘরে আসবাবপত্র প্রায় ছিল না। মেঝেতে একটা পুরানো কার্পেট পাতা ছিল, দেয়ালে ঝুলছিল অনেকগুলি লণ্ঠন। লণ্ঠনের আলোয় আলোকিত ঘরে রাসপুটিন দেখল জনা দশ-বারো মানুষ। তার মধ্যে সাতজনই স্ত্রীলোক। প্রত্যেকে নিজেদের মধ্যে গল্প গুজব করছিল।

দলপতি দূরে দাঁড়িয়েছিল। তার পরনে ছিল ক্লোক জাতীয় লম্বা পোশাক। সে রাসপুটিনকে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। তারপরেই দলপতি বা দলের হোতা প্রত্যেককে প্রার্থনা করবার জন্য তৈরি হ'তে বলল। বাইবেল থেকে সে পড়ে যেতে লাগল, প্রত্যেকে তা মন দিয়ে শুনল। অবশেষে প্রার্থনা শেষ হ'ল। এবারে তার নিজস্ব কিছু উপদেশে সে সবাইকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, 'তোমরা এ'কথা সর্বদাই মনে রাখবে যে আমরা প্রত্যেকেই ঈশ্বরের সন্তান। আমাদের প্রত্যেকের দেহের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান। তিনি বলেছেন, পরস্পরকে ভালবাসতে। আর পরস্পরকে ভালবাসলেই তাকেও ভালবাসা হবে। ভালবাসার দ্বারাই তাঁকে পাওয়া যায়। এখন তোমরা প্রত্যেকে প্রত্যেককে ভালবাসবার জন্য তৈরি হও। তার আগে আমাদের নতুন সদস্যের 'শপথগ্রহণ' হবে।'

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। এবং দলপতির নির্দেশে সবাই সবাইকে ভাল বাসবার জন্য তৈরি হ'ল। দলপতি সবার মাঝখানে এসে দাঁড়াল। সবাই হাত ধরাধরি ক'রে তাকে ঘিরে দাঁড়াল। এদের মধ্যে একজন সবাইকে মদ পরিবেশন করল। মদ্য পান করতে করতে তাদের মধ্যে আবেশ ও ঘোরের সৃষ্টি হ'ল। তারা সবাই এবারে ধীরে ধীরে নৃত্যে মেতে উঠল। নৃত্যের গতিবেগ ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। তারপর দ্রুততা থেকে সেই নৃত্য অবশেষে উন্দামতায় পেঁছিল। এবারেও দলনেতা প্রথমে তার পাদ্রীর পোশাক অর্থাৎ কালোরঙের লম্বা রোবটি খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল। একে একে প্রত্যেকেই দলপতির দেখাদেখি তাদের পোশাক খুলে ফেলতে লাগল। রাসপুটিনও তাদেরই মত আচরণ করল। এতগুলি উলঙ্গ নরনারী ইতিমধ্যে এক বন্য উম্মাদনায় অদ্ভুতভাবে পাগলের মত নাচতে নাচতে চরমে পেঁছে গেছে।

এরপর সব দ্রুত ঘটতে থাকল। একটি নারী দলছুট হয়ে উম্মাদের মত দলপতির দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাসপুটিন দেখল সেই দলপতি এবং মেয়েটি দলের বাইরে গিয়ে ঘরের এককোনায় পরস্পরকে নানাভাবে জড়িয়ে ধ'রে চুম্বন করতে করতে গভীর আশ্লেষে যৌনক্রীড়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ল। তারপর একে একে প্রত্যেকেই এক-একজন পুরুষ এক একজন নারীকে নিয়ে সঙ্গমে লিপ্ত হ'ল। রাসপুটিনের মনের মধ্যে তখন কামনা বাসনা উথাল-পাথাল করতে শুরু করে দিয়েছে। এভাবে নির্বিকার নির্লজ্জের মত অনেকগুলি নারী পুরুষের পরস্পর অবাধ আলিঙ্গন ও যৌন ক্রীড়া দেখে তার আদিম অন্ধকার ইচ্ছা তার মনের গহনে সুড়সুড়ি দিতে থাকল। রাসপুটিনের দুধারে দু'জন স্ত্রীলোক ছিল। তাদের মধ্যে একজন ছিল সেই কাঠুরের স্ত্রী। গত দুদিনে এই স্ত্রী-লোকটি সম্পর্কে তার কোন ধারণাই গড়ে ওঠেনি। বরংচ স্ত্রী-লোকটিকে সে একটু চাপা ধরণের মনে করেছিল। এখন দেখল মহিলাটি তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছে। সে হাসিতে আছে আবেদন।

রাসপুটিনও তখন যেন কোন স্বর্গের বাধাবন্ধনহীন আনন্দ সাগরে অবগাহন করছিল। মদের ঘোরে এই সমস্ত ব্যাপারটাই তার কাছে স্বপ্নের মত মনে হচ্ছিল। সে স্ত্রী-লোকটির হাসি দেখে শিউরে উঠল। কেমন এক সুতীব্র যৌন ইচ্ছা তার মধ্যে আকুলি-বিকুলি করে উঠল।

মহিলাটি তাকে হাত ধরে টানল! তখনও যেন রাসপুটিন নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে তেমন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারেনি। সে শুধু নিষ্পলক চেয়ে দেখছিল তার সুডোল ভারী স্তনদুটি। নিজেকে বেশীক্ষণ আটকে রাখতে পারল না সে। রাসপুটিন তাকে জোরে চেপে ধরে নিজের বুকের মধ্যে নিষ্পেষিত করতে থাকল আর অনুভব করতে থাকল তার কোমল নরম বুকের গভীর স্পর্শ। সে তারপর তার একটা হাত স্ত্রীলোকটির নিতম্বের উপর রেখে ধীরে ধীরে চাপড় দিতে থাকল।

এই সময় স্ত্রীলোকটি বলল, 'তোমার কি আমাকে পছন্দ হয়েছে?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।' রাসপুটিন অনেক কষ্টে বলল।

'না, ওভাবে নয়। বল, তুমি আমাকে নিয়ে চূড়ান্ত উপভোগ করবে, যাতে আমি এই মুহূর্তে এই জগৎ সংসার ভুলে যেতে পারি!'

'বোকা।' রাসপ্‌ুটিন বলল, আমি যখন তোমার সঙ্গে লেপ্টে গেছি, আর তোমার দেহ যখন আমার সঙ্গে একাত্ম হতে চলেছে তখন তো তোমার আর কোন ভয় থাকা উচিত নয়।' তারপর এইকথা ব'লে রাসপ্‌ুটিন তাকে আরো কাছে আকর্ষণ করল আর মহিলাটি আনন্দে অস্থির হয়ে বলে উঠল, 'আমার লাগছে সোনামনি।'

রাসপ্‌ুটিন তার চেতনার দ্বার খুলে দিল। এরকম বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা সে জীবনে ধারণাতেও আনতে পারেনি। স্ত্রীলোকের সংখ্যা যেহেতু বেশী তাই তাকে আরো দু'একজনের চাহিদা পূরণ করতে হ'ল। আশ্চর্যভাবে কামকলায় অভিজ্ঞ রাসপ্‌ুটিনের সে ক্ষমতা ছিল। সে আগে স্বপ্নে এরকম ধরনের পরিবেশের কথা চিন্তা করত। এখন দেখা যাচ্ছে বাস্তবের ঘটনা স্বপ্নকেও হার মানায়। রাসপ্‌ুটিন অত্যন্ত আনন্দ লাভ করল। কিন্তু আনন্দের জোয়ারে ভাসতে ভাসতে প্রত্যেকেই একসময়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ল।

দলপতি অবশেষে 'ধর্মীয়' অনুষ্ঠানের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করল 'হ্যাঁ, আজকের মত আমাদের অনুষ্ঠান শেষ হ'ল। তোমরা শান্ত মনে যে যার কাজে যাও।'

এ ঘটনার পর রাসপ্‌ুটিনের মনের ধারা অনেক পাল্টে গেল। কারণ সে দেখল তার মনের অহেতুক চাঞ্চল্য যেমন কমে গেছে, তেমনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যানে তন্ময় হয়ে থাকা তার কাছে অনেক সহজ হয়ে গেল। ধ্যানে সে মহাবিশ্বের সঙ্গে একাত্ম অনুভব করে, ভুলে যায় নিজের সত্ত্বা। বুঝতে পারে নিঃস্বার্থভাবে মানুষের সেবা করাই তার কাজ। এবং শক্তি সঞ্চয়ের জন্য গভীর ধ্যানে মগ্ন হ'তে হলে তাকে মনের কামনা-বাসনাকে ক্ষয় করতে হবে। এবং তার একমাত্র উপায় হচ্ছে খিল্‌স্তি সম্প্রদায়ের পদ্ধতি অবলম্বন করা। আর কত সহজেই না সমস্ত কিছু পাওয়া যায়।

খিল্‌স্তির সভ্য হবার পর থেকে রাসপ্‌ুটিনের জীবনের ধারার আমূল পরিবর্তন সাধিত হ'ল। তার ধ্যানের শক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল।

এবং তারপর বেশ কিছুদিন পর সে পুনরায় ভ্রমণে বের হ'ল। সাইবেরিয়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সে ঘুরে বেড়াল। সেখানে অনেক মুমুক্ষু আছে যারা মানসিক শান্তি পেতে চায়, যারা ভগবান লাভের সাধনা করতে চায়। তাদের সে পথ দেখালো। আবার অনেকের জাগতিক অনেক সমস্যার সমাধানও সে ক'রে দিতে লাগলো। এবং সর্বক্ষেত্রেই প্রত্যেকে তার দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ত। এবং তার কৃপাপ্রার্থী সাধারণের মধ্যে মহিলাদের সংখ্যাই ছিল সর্বাধিক। অনেক যুবতী মেয়েই তার প্রতি এক দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করত তা সে যেকোন কারণেই হোক না কেন, হয় তার অদ্ভূত ক্ষমতার প্রকাশ ও তার কৃতকার্যতা, তার কথাবার্তা বা তার উজ্জ্বল দৃষ্টির সম্মোহনী শক্তি। এবং এই সব মেয়েরা তাকে কিভাবে সন্তুষ্ট করবে ভেবে পেত না। ঈশ্বরকে মানুষ পুজো করে। ঠিক সেভাবেই তারাও তাকে দেবতার আসনে বসিয়েছিল। তারা মনে করত দেবতাকে যেমন পূজার অর্ঘ্য দিতে হয়, তেমনি রাসপ্‌ুটিনকেও সন্তুষ্ট করা প্রয়োজন। তারা শুধুমাত্র তাদের মন নয়, অনেকসময় তাদের দেহ সমর্পণেও দ্বিধা করত না।

এইসময় রাসপ্‌ুটিন তার খিল্‌স্তির ধর্মীয় অনুষ্ঠান করবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব

করতে থাকে। সে অনেককে এ ব্যাপারে দীক্ষিত করে। এবং গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ভ্রমণের সময় তার সঙ্গে সর্বদাই কয়েকজন অনুগামী থাকত। এইসময়ে লিডিয়া বাক্মাকোভের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। এই বিধবা ভদ্রমহিলাই তখন তার দৈনন্দিন পরিচালনার দায়িত্ব নেন। দলে শিষ্য-শিষ্যার সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। তবে এ ক্ষেত্রেও স্ত্রীলোকের সংখ্যা বেশী হতে শুরু করেছিল। দলপতির আসনটি সে অলঙ্কৃত করত। গ্রামের কোন গোলাবাড়ী বা বনের কোন নির্জন স্থানে ধর্মীয় রীতিনীতি সহকারে তারা যৌনক্রীড়া করত। তার আরোগ্যকারী ক্ষমতা সম্বন্ধে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে তার যশ ছড়িয়ে পড়ছিল আর দিনদিন তার খিলুস্তির ধর্মীয় অনুষ্ঠানে ভিড়ও তত বেড়ে যাচ্ছিল।

এই রকম ভাবেই খিলুস্তির এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে দেশের অন্য প্রান্তের আর এক খিলুস্তি দলপতির সাক্ষাত হয়। এবং পদমর্যাদা অনুসারে সে রাসপুটিনের চেয়ে উচ্চপদস্থ ছিল। এবং এরপরে তারা উভয়েই একসঙ্গে এই অনুষ্ঠানগুলি চালাতে থাকল। এই উচ্চপদস্থ নতুন দলপতিটি তখন প্রধান দলপতির আসন অলংকৃত করত। কিন্তু তার আচার-আচরণে অনেক খুঁত ধরা পড়তে থাকল! ভগবানকে লাভের জন্য ও তাকে সন্তুষ্ট করার জন্যই এই অনুষ্ঠান হ'ত। তাই যারা এতে যোগদান করত তারা এ সমস্ত ক্রীয়াকলাপকেও তাদের উন্নতির সহায় ব'লে ভাবত। তাই অনুষ্ঠান শেষে প্রত্যেকেই যে যার ঘরে ফিরে তাদের নিত্যকার কাজকর্ম স্বাভাবিক ভাবেই করত। কারো মনেই কোন পাপবোধ থাকত না। সংসারের নিত্যকার ভূমিকা তারা সুচারুরূপেই পালন করত। কিন্তু এই নতুন দলপতিটি অনুষ্ঠানটিকে অনুষ্ঠান ব'লে ভাবত না। শুরুতেই সে বেছে বেছে সুন্দরী মেয়েগুলিকে বিবস্ত্রা ক'রে ফেলত আর তার কামোত্তেজনা প্রশমনের জন্য তাদের ভোগে লাগাত। সুতরাং অনুষ্ঠানের সম্মেলনের উদ্দেশ্য প্রথম থেকেই ব্যাহত হ'ত। যেহেতু রাসপুটিন নিজেই তাদের থেকে বেশীমাত্রায় কামুক ছিল, তাই সব বুঝতে পারলেও অনুষ্ঠানের মোহ ত্যাগ করতে পারছিল না। কিন্তু ধীরে ধীরে তার মনে ক্ষোভ ও তার সঙ্গে আত্ম-অনুশোচনা বাসা বাঁধছিল।

এইভাবে একদিন সে হঠাৎই খিলুস্তির উৎসব থেকে বিদায় নিল। পুনরায় সে দূর-দূরান্তে ভ্রমণ করতে থাকল তার সঙ্গে ঘনিষ্ট কয়েকজন সহযোগী নিয়ে। কিন্তু হঠাৎই তার মনে পড়ল পোক্রোভ্স্কয়ে তার স্ত্রী ও সন্তানাদির কথা। সে ভাবল ঘর ছেড়ে মনের অতি-কামনার দরজাটাকে খুলে দিয়ে এ সে কোথায় চলেছে! সে মন স্থির করতে থাকল যে বাড়ী ফিরবে, কারণ দীর্ঘদিন সে ঘর ছাড়া, বিভিন্ন কারণে সে নিজের বাসস্থানে ফিরতে পারেনি। কিন্তু এবার তো তাকে যেতেই হবে।

নানা তীর্থ ভ্রমণ ও গ্রাম-গ্রামান্তরে গিয়ে সে এটাই বুঝেছে যে তার মুক্তি খুব সহজে আসবে না। কারণ সাধারণে তার প্রতি যে আকর্ষণ অনুভব করে, তার মোহ আবার সেও কাটাতে পারছিল না। তাদের উচ্ছ্বাস, তাদের ভালবাসা তার মনে দানা বাঁধছিল। সে অনুভব করছিল সে যদি ইচ্ছা করে, তবে সে অনেক উঁচুতে উঠে যেতে পারে আর ভোগের মোহ তার এখনও আছে। দৈহিক ভোগের থেকে এখন

তার সাধারণের সম্ভ্রম ও বিস্ময়াভিভূত ভাব দেখতে বেশী ভাল লাগে। রাশিয়ায় সে একমাত্র ক্ষমতাশালী ও শক্তিধর পুরুষ হিসেবে চিহ্নিত হতে। এই মুহূর্তে তার প্রস্তুতি চলছে তার মনের অন্দরমহলে। সে তার ইচ্ছা শক্তিকে সেই ক্ষমতা প্রদান করতে চায়, যার সাহায্যে তার আকাঙ্খিত পদটি সে লাভ করতে পারে। তার ছোট্ট পরিবার কি তাকে আটকে রাখতে পারবে? আরো বড় পরিবার তার জন্য অপেক্ষা করে আছে।

সাইবেরিয়ার সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরে বেড়াতে লাগল রাসপুটিন। মানসিক ও দৈহিক ভাবে রোগগ্রস্তদের সারিয়ে তোলাই ছিল তার প্রধান কর্তব্য। ঈশ্বরকে প্রার্থনা করবার তার নিজস্ব পদ্ধতি সে প্রত্যেকের কাছে প্রচার করতে থাকল। মাথায় লম্বা লম্বা চুল, বাদামী রঙের দাড়ি পরিপূর্ণ মুখমণ্ডল এই সাধুকে সাধারণ লোকেরা অনায়াসেই ভগবান প্রেরিত দেবদূত বলে ভাবতে থাকল। এবং তার প্রচারিত খিলিস্ত সম্প্রদায়ে সে হল ফাদার আর যে সব নারীরা সহজেই তার ধর্ম গ্রহণ করেছিল তারা হ'ল সিস্টার। যখনই সে এক অঞ্চল থেকে আর এক অঞ্চলে ঘুরে বেড়াত তখন তার সঙ্গে বারো-চোদ্দজন সিস্টার সদা-সর্বদা থাকত। এই সময়ে সে চিফ্লিস্, নিজনিনোভোগ্রাদ কিউই, ওডেসা, কাজান প্রভৃতি স্থান ঘুরে ধর্মে প্রচার করত। এই রকম ঘোরার সময় তার নানা জাতীয় মানুষের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। পরবর্তী জীবনে সেন্টপিটার্সবার্গে মানুষের চরিত্র নিয়ে ঘাঁটাঘাটি করার সময় এ অভিজ্ঞতা তার কাজে লেগেছিল। বস্তুতঃ রাসপুটিনের সারাজীবন মানুষের মালমশলা দিয়েই মানুষকে আয়ত্তে আনার সাধনায় লিপ্ত ছিল।

বিভিন্ন স্থানে তীর্থ করবার সময় তার হাজার হাজার রুবল খরচ হয়ে যেত। এবং সে কখনই ভিখিরি বা গরীবের মত দিনাতিপাত করা পছন্দ করেনি। এই সমস্ত খরচ-খরচাই তার ভক্তদের দ্বারা সম্পাদিত হ'ত, মানুষকে আকৃষ্ট করবার তার যে অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তার ফলে তার কাছে কেউ এলে আর ফিরে যেতে পারত না। কারণ বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সুখ-দুঃখের অংশীদার হয়ে যেত সে।

তার ভ্রমণের সমস্ত সুখ-সুবিধা একজন কোটিপতি মহিলা নিজের হতে তুলে নিয়েছিলেন। তিনি রাসপুটিনের বিলাস-বহুল জীবনযাপনের সমস্ত বন্দোবস্তই প্রস্তুত রাখতে চেষ্টা করতেন। এই ভদ্রমহিলার সঙ্গে তার কাজানে তীর্থ করতে যাবার সময় আলাপ হয়েছিল! ভদ্রমহিলার স্বামী মারা যাবার পর তিনি অত্যন্ত অসংযমী জীবন-যাপন শুরু করেন। কিন্তু শীঘ্রই ভোগে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন। প্রচুর টাকাকড়ি সঙ্গে করে তিনি তীর্থ করতে বেরিয়ে পড়তেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় তার মনে কিছুতেই শান্তি ফিরে আসত না। প্রত্যেকটি স্থানেই চার্চের প্রিস্টরা তাকে প্রায় একই ধরণের বাণী শোনাতেন। ফলস্বরূপ একঘেয়ে জীবনের প্রতি তিনি আরো বেশী বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে তার সঙ্গে রাসপুটিনের আলাপ হ'ল। মাদাম্ লিডিয়া বাখমাকোভ্ প্রথম আলাপেই রাসপুটিনের অনুরক্ত হয়ে পড়লেন।

মাদাম বাখ্মাকোভ্ রাসপুটিনকে বললেন,' 'ফাদার, আপনাকে কিন্তু আমার বাড়ীতে একবার পায়ের ধুলো দিতেই হবে।'

মাদাম বাখ্‌মাকোভের কথা শুনে রাসপুটিন মৃদু হাসল, বলল, 'কেন, এই পরিচয়ই কি যথেষ্ট নয় ? প্রত্যেকে তো আমার কাছে এসেই সন্তুষ্ট ।'

'কিন্তু' শুরু করলেন মাদাম্‌, 'আমার জীবন যদিও আজ সার্থক আপনার সাহচর্য পেয়ে, আমি আরো আরো আপন ক'রে পেতে চাই আপনাকে।'

এবারে এই প্রথম রাসপুটিন মাদামের দিকে ফিরে তাকাল। তার চোখে যেন অফুরন্ত কৌতূহল। বলল, 'আপনি তো আমাকে ভাবিয়ে তুললেন দেখছি।'

'আমি আপনার এক অধম শিষ্যা মাত্র। আমাকে আপনি নাই বা 'আপনি' ক'রে সম্বোধন করলেন।'

'বেশ, তুমি আমার কাছে কী চাও, খুলে বল দেখি।'

লিভিয়া বাখ্‌মাকোভ্‌ এই মুহূর্তে তার মনকে উজাড় করে দিতে চাইলেন না, বললেন, 'আপনি যদি আমার গরিব ঘরে একদিনের জন্য অন্ততঃ পায়ের ধুলো দেন তবে আমি আপনাকে সব খুলে বলি।'

রাসপুটিন গেল তার বাড়ীতে। কিয়েভে মাদামের সেই বাড়ি রাজপ্রাসাদতুল্যই বলা যায়। রাসপুটিন এই ভেবে আশ্চর্য হল ভদ্রমহিলার আসল অভাববোধটা কোথায়, কেননা এতবড় রাজপ্রাসাদ থাকা সত্ত্বেও তিনি আর কী চান ?

রাসপুটিনকে অভ্যর্থনা করলেন লিভিয়া, 'আসুন। আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।'

রাসপুটিন প্রায় যৌবন অতিক্রান্ত মহিলাটির দিকে অদ্ভুতভাবে তাকাল। বুঝল এখনও এই দেহের জৌলুষ ফুরিয়ে যায়নি।

লিভিয়া বললেন, 'জানি, আপনার আমাকে পছন্দ হবে না, কিন্তু আমার এই বিপুল ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও আমি আজ সহায়হীন, কেননা আমার নিজের বলতে তো কেউ নেই। আজ যেন বারবার এই কথা মনে হচ্ছে যাকে আমি মনে মনে আরাধনা করতাম তিনি আমার কাছে এসেছেন। ফাদার, আমি আমার সারা জীবনের সমস্ত ধন-সম্পদ আপনারই কাজে লাগাতে চাই।'

রাসপুটিন অভিভূত হল। বলল, 'এসো আমার কাছে।' মনে মনে ভাবল সে, শুধু লিভিয়ার ধন-সম্পত্তি কেন লিভিয়ার দেহও তো ফুরিয়ে যায়নি। কোন যৌবন অতিক্রান্ত নারীর এমন ভরন্ত নিটোল যৌবন সে আর দেখেনি কোনদিন। এ নদীর দু কুল ছাপানো ঢেউ তো কোন যুবতী নারীকেও লজ্জা দেবে।

মাদাম্‌ বাখ্‌মাকোভ্‌ ধীর পায়ে রাসপুটিনের পদপ্রান্তে এসে উপনীত হলেন।

রাসপুটিন যেন তাকে আশ্বাস দিল, 'তোমার দান আমি গ্রহণ করলাম লিভিয়া. তুমি আমারই থাকবে। আমারই হবে। তোমার শান্তি হবে আমারই ছত্রছায়ায়। এখন বল তোমার কাহিনী।'

লিভিয়ার দেহের অণু পরমাণুতে তখন স্ফুলিঙ্গ দেখা দিয়েছে। যেন না বলা কত কথা, কত আবেগ, কত ভালবাসা এই মুহূর্তে তার হৃদয়কে দ্রবীভূত করে তুলছে। রাসপুটিনের প্রত্যেকটি কথা তার হৃদয়তন্ত্রীতে ঝংকার তুলে বীনার মত বাজতে থাকল। সে প্রস্তুত হ'ল আত্ম-বলিদান দিতে। তাহ'লে এখনও সে শ্রেষ্ঠ পুরুষের

ভোগ্য হবার উপযুক্ত। গর্বিতা নারী রাসপুটিনের সম্মুখে নিজেকে যেন অনেক বেশী আকর্ষণীয় করে দেখতে চাইছিল। সে রাসপুটিনকে তার সমস্ত ঘটনা খুলে বলল।

রাসপুটিন কখনও বেশী কথা বলার লোক নয়। সে লিভিয়াকে তার বিশাল হাত দু'টি দিয়ে আলিঙ্গনে বন্ধ করল। আর লিভিয়া পরবর্তী ঘটনার কথা ভেবে পুরুষ দেহের এক নতুন আঘ্রাণ নিতে লাগল।

পরে রাসপুটিন তাকে বলল, 'দেখ, আমি চাই তুমি তোমার এই ধন-সম্পদ কোন ভাল কাজে লাগাও। দরিদ্রদের সেবা কর।'

'কিন্তু আমি চাই আপনার সেবা। তাহ'লেই আমি দরিদ্রদের কাছে পৌঁছুতে পারব। আপনার যে ক্ষমতা আছে সে ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হলেই আমরা সাধারণ মানুষ অত্যন্ত উপকৃত হব।' আসলে রাসপুটিনের অলৌকিক ক্ষমতার নানারূপ প্রদর্শন দেখে তিনি তাকে ভগবান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারলেন না। জীবনে স্থিতি লাভ করবার উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে রাসপুটিনকে তিনি তার উদ্ধারকর্তারূপে ভাবতে থাকলেন। মাদাম লিডিয়া বাখ্‌মাকোভ্ হলেন সিস্টার বাখ্‌মাকোভ্। তার সাহায্যেই রাসপুটিন তার ক্ষমতাকে দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিল। এবং ভবিষ্যতে সর্বক্ষেত্রেই প্রায় প্রত্যেকেই তার প্রতি দুর্বার আকর্ষণ অনুভব করেছিল। রাসপুটিন অনুভব করেছিল মানুষের ওপর তার অসীম ক্ষমতা আর এই ক্ষমতার আগুনের তাতে তার ভেতরটা আস্তে আস্তে উত্তপ্ত হয়ে উঠছিল।

পোক্‌রোভ্‌স্‌কয়ের গ্রামে আবার একবার সে ফিরে আসবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল পরিবারের জন্য ও নিজের ধর্মপ্রচারের শক্তিটা আবিষ্কার করবার জন্য।

রাসপুটিনের অনুপস্থিতির সময়টুকুতে প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্‌নার সময় যেন আর কাটতে চাইত না। ক্ষেত-খামারের কাজকর্ম আর মারিয়া, ভারিয়া ও দিমিত্রিকে মানুষ করা নিয়ে তার অধিকাংশ সময় কাটানোর পরেও তার উচ্চাভিলাষী স্বামীর কথা বারবার মনে পড়ত। এবং সে নানামুখে নানাকথা শুনতে পেত স্বামী সম্পর্কে। তার অলৌকিক ঘটনার কথা বা খিল্‌স্তির নারী-ঘটিত কার্যকলাপ সবকিছুই মোটামুটি তার কানে এসে পৌঁছাত।

ঠিক এসময়েই রাসপুটিন বাড়ীতে এসে হাজির হল। দীর্ঘশ্মশ্রুগুম্ফ পরিপূর্ণ অপরিচিত লোকটির আলখাল্লা পরিহিত পোশাকের দিকে খানিকক্ষণ চেয়ে রইল প্রাসকোভিয়া। আর তারপরেই বুঝতে পারল সে কে। মুহূর্তেই উল্লাসে জড়িয়ে ধরল সে রাসপুটিনকে। অনেকদিন পর গৃহমধ্যে আনন্দের বান ডেকে গেল। প্রতিবেশীরাও জানতে পারল বাড়ীতে প্রাস্‌কোভিয়ার স্বামী বিখ্যাত রাসপুটিন ফিরে এসেছে। ছেলে-মেয়ে স্ত্রী এবং প্রতিবেশীদের সহস্র প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে রাসপুটিন একে একে সব বলতে লাগল। অবশ্যই কিছু রেখেঢেকে। কিন্তু পরক্ষণেই তার সেই পুরনো দিনের অনুভব ফিরে এল, সে বুঝতে পারল প্রত্যেকেই তাকে কতটা গভীরভাবে ভালবাসে। এবং দীর্ঘদিন পর আপনজনের কাছে ফিরতে পেরে রাসপুটিনও আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেল।

প্রাস্‌কোভিয়া এটা বুঝতে পারল যে তার স্বামী পূর্বের তুলনায় অনেক বদ্‌লে

গেছে। কিন্তু আদর-সোহাগে সে যেন পূর্বের ভালোবাসার দিনগুলো আবার ফিরে পেল।

রাসপুটিন ইতিমধ্যে স্থির করে ফেলেছে যে সে তার নিজের গ্রাম পোকরোভ্স্কয়েতেই থেকে যাবে।

পুনরায় দিনগুলো মধুরতার সঙ্গে কাটতে থাকল। কিন্তু বিধির ছিল অন্য ইচ্ছে। রাসপুটিন চিরজীবন যেখানেই গেছে শুধু আর ঘটনা তার সঙ্গে গায়ে গা ঘেঁষে চলেছে। তার একটা বড় কারণ সে তো শুধু ক্ষেত-খামার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। উদ্দাম যৌনাবেগ ও অলৌকিক ক্ষমতার স্ফুরণ দুটোর কোনটাই সে রোধ করতে পারেনি।

রাসপুটিন যখন ছোট ছিল তখন পোকরোভ্স্কয়ের গীর্জায় পাদ্রী ছিল ফাদার পাভেল। কিন্তু এতদিনে ফাদার পাভেল তার কাজ ঠিকমতই পালন করে অবসর নিয়েছেন। তার যায়গায় স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন ফাদার পিওত্র্। ইনি ঠিক সে জাতীয় ফাদার নন যারা মুমুক্ষুকে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে বলেন, তার হয়ে প্রার্থনা করেন কিংবা বারবার করে বোঝান এ জীবন অনিত্য। ফাদার পিওতর যাকে বলে একঅর্থে সে পদের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি আধ্যাত্মিক উন্নতির ব্যাপারে কোন মাথা না ঘামিয়ে, কি উপায়ে আরো বেশি ভণ্ডামীর সাহায্যে অর্থ উপায় করা যায় তার চেষ্টা করতেন। সরকারের কাছ থেকে ফাদার হিসেবে তিনি বেতন পেতেন, কিন্তু তা ছাড়াও গ্রামের বিদ্যালয়ের প্রধান হিসেবে স্টাইপেণ্ড পেতেন। এছাড়া কাউকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করবার জন্য, শবানুগমনে, বিবাহোৎসবে সমস্ত ব্যাপারেই তার দু'পয়সা উপায় হত। কিন্তু রাসপুটিন গ্রামে ফিরে আসবার পরেই তাকেই তিনি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে ভাবতে থাকলেন।

রাসপুটিনের দোষ হয়েছে গ্রামের লোকরা হঠাৎ তার কথা শুনে চলতে শুরু করেছে। কেউ আর গীর্জায় গিয়ে রোগীর শুশ্রূষার জন্য ফাদার পিওত্র্কে প্রার্থনা করতে বলছে না বরংচ রাসপুটিনের কাছে গিয়ে রোগীকে সারিয়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। রাসপুটিন চার্চের কোন কাজ কর্মকেই ঠিক আমল দিত না। তাই নিজেই গ্রামের লোকের প্রার্থনার জন্য একটা চার্চ তৈরি করবে ভাবল। এবং নিজের বাড়ীরই একটা বড় ঘরে প্রার্থনাগৃহ বানাতে শুরু করে দিল। আর গ্রামের লোকেরা বেশ উৎসাহভরেই সে ব্যাপারে আগ্রহ দেখাল ও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল।

এদিকে ফাদার পিওত্র্ বুঝতে পারলেন তার আয়ের পথগুলো ক্রমশঃ সংকুচিত হয়ে পড়ছে। তিনি অত্যধিক মাত্রায় ক্রুদ্ধ হয়ে পড়লেন। গ্রামবাসীদের বোঝাতে শুরু করলেন, 'দেখ, তোমরা হচ্ছ যাকে বলে বোকার দল! রাসপুটিনের মত একটা বিধর্মী লোকের কবলে পড়ে নিজেদের ধন-মান সব বিসর্জন দিচ্ছ। কারণ রাসপুটিন খৃষ্টের অনুচর হওয়ার উপযুক্ত নয়। সে কি করেছে? সে গ্রামে গ্রামে গিয়ে সব ন্যক্কারজনক কাজ করেছে। যা তোমাদের মত লোকরা ভাবলেও শিউরে উঠবে। যাকে বলে সে অবাধে লীলা করে বেড়িয়েছে। আর তোমরা তাকে প্রশ্রয় দেবে? এ হতেই পারে না। ওকে এখুনি দূর দূর করে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দাও।'

তাতে ভীড়ের মধ্য থেকে একজন অতি-উৎসাহী লোক ব'লে উঠল, 'আমরা তো ভাবছি আপনাকেই তাড়িয়ে দেব।'

অপমানে, রাগে ফাদার পিওত্‌র্‌ বুঝতে পারলেন রাসপুটিনই এসবের জন্য দায়ী। তিনি ভাবলেন, এখুনি অবশ্যই একটা কিছু করা দরকার তা না হলে সরল লোকগুলো একেবারেই বিগড়ে যাবে। আর এখুনি কিছু করতে না পারলে তাকেও হয়ত বিদায় গ্রহণ করতে হবে।

তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে তুয়ামেনে বিশপের কাছে ছুটলেন। গিয়ে বললেন, 'দেখুন ধর্মাবতার, এরকম একটা ব্যাভিচারী লোকের সঙ্গে কি আমায় প্রতিযোগিতা করতে হবে যে কিনা নারীসঙ্গ ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারে না। আর যাকে বলে দিনরাত একটা ভাঁওতা দিচ্ছে যে সে নাকি গ্রামবাসীদের সব রোগ সারিয়ে দেবে?'

বিশপ সব শুনলেন। শুনে বললেন, 'অবশ্যই এসব চলতে দেওয়া যায় না। তুমি যাও, আমি দেখছি।'

অন্যান্য যাজক ও পুলিশ সঙ্গে করে তিনি পুরো খবর নেবার জন্য পোক্‌রো-ভ্‌স্‌কয়েতে চলে এলেন। পুলিশ কয়েকদিন ধরে গোপনে খোঁজখবর করে রাসপুটিনের বিরুদ্ধে আপত্তিজনক কিছু খুঁজে পেল না। উপরন্তু গ্রামবাসীরা যে তাকে শ্রদ্ধার আসনে বসিয়েছে সে খবরও বিশপকে দিল। বিশপ তখন খুব রেগে গেলেন। ফাদার পিওতরুকে বললেন, 'তুমি তোমার দায়িত্ব ঠিকমত পালন করছ না। কারণ রাসপুটিনের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগই খাড়া করা যাচ্ছে না। এসব তোমার বানানো ও মিথ্যে কথা।'

ফাদার পিওতর বিপাকে পড়ে বললেন, 'হুজুর সত্যি বলতে গ্রামের লোকেরা রাসপুটিনকে নিয়ে দিনরাত যা আলোচনা করে তাই তো আপনাকে বলেছি।'

'আমি কোন কথা শুনতে চাইনা। তুমি রাসপুটিনের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে।'

রাসপুটিনের জয় হোল। কিছুদিন আবার ভালভাবে কাটল।

কিন্তু এই নিস্তরঙ্গ জীবন তার ভাল লাগছিল না। সাইবেরিয়ার পথে-প্রান্তরে, গ্রাম-গ্রামান্তরে ভ্রমণ করবার সময় জীবনের বৈচিত্র সম্পর্কে তার বিশদ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। নতুন নতুন মানুষ আকৃষ্ট করার মধ্যে সে আনন্দ খুঁজে পেত। প্রত্যেকটি নতুন লোক তার কাছে কৃপা ভিক্ষা করতে আসত, খুলে বলত তাদের বিচিত্র ঘটনার ইতিবৃত্ত, আর এসবের আনন্দ তার কাছে ছিল অপরিসীম। আর হাজার হাজার সাধারণ মানুষ যখন তার কাছেই আশ্রয় খুঁজত, সে বুঝেছিল সবাইকে আয়ত্তে নিয়ে আসবার এক অদ্ভুত ক্ষমতা ভগবান তাকে দিয়েছিলেন এবং সেই ক্ষমতার আগুনে সে নিজেকে সেঁকতে চাইছিল। সে চাইছিল তার আসল লক্ষ্যে পেঁছুতে। সে চাইছিল দেশের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্বকে পর্যন্ত তার হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলতে। তাই সে পুনরায় চঞ্চল হয়ে উঠল। গ্রামে থাকা হয়ে উঠল তার কাছে বন্ধনস্বরূপ। সে যখন দেখল তার ক্ষমতা প্রত্যেক্যের তুলনায় অনেক বেশী, তখন সে তার প্রকৃত মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হ'ল। সে এও বুঝল খৃষ্ট চান তাকে দিয়ে আরো বড় কোন কাজ করাতে। মুক্তির খোঁজের যে মানসিকতা নিয়ে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিল, এখন তার

অন্তর্ধান হয়েছে। তার বদলে তার অন্তরে জনসাধারণের সেবা ও ভোগেচ্ছা তীব্রভাবে দানা বেঁধেছে। কিন্তু কিভাবে সমগ্র দেশটাকে নিজের আয়ত্তে আনা যায় বা জনসাধারণের মনোযোগের কেন্দ্রস্থল হওয়া যায় সে চিন্তা তার মাথায় বরাবরই ছিল।

এমন সময় তার ছোটবেলার বন্ধু স্ত্রিয়াপসেফ, যে তার সঙ্গে তার ব্যক্তিগত সচীব হয়ে তীর্থভ্রমণ করে বেড়াচ্ছিল ; রাসপুটিনকে একটা সুগভীর পরামর্শ দিল। সে যেন পূর্বে থেকেই রাসপুটিনের মনোভাব বুঝতে পারছিল। বলল, 'দেখ গ্রীস্কো, তোমার যা ক্ষমতা তা ছোট জায়গায় আবদ্ধ রেখে তুমি দেশের ও দশের ক্ষতি করছ। তোমার উচিত এই ক্ষমতার অংশ দেশকে প্রদান করা। দেশবাসী যদি নাই জানল তুমি কে, তবে তোমার সাধনার মূল্য কি ?'

রাসপুটিন বলল, 'কিন্তু আমি তো তাঁর দণ্ড শুধু হাতে ধরে আছি। কোন ক্ষমতাই তো আমার নয়। সবকিছুই তো তার দান। আমি নিজে কী নিয়ে গর্ব করতে পারি ?

'না, তুমি গর্ব কর তা বলছি না। কিন্তু ভেবে দেখ খ্রীষ্ট কি চান না সবাই তাঁকে জানুক ? তা যদি না হত তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করত না এবং কেউ তা প্রচারও করত না। ভাল কিছু প্রচার তো তোমায় করতেই হবে। তুমি যে ভগবানেরই দূত আর তোমার যে নতুন করে বলার কিছু আছে তা সবাইকে জানতে সুযোগ দাও।'

এবারে এ কথা রাসপুটিনের কিছুটা মনঃপূত হোল। 'বলল, কিন্তু কিভাবে ?'

স্ত্রিয়াপসেফ্ বলল, 'দেশের কেন্দ্রস্থল, জারের বাসভূমি পিটার্সবার্গে যেতে হবে। এবং সেখানে যাবার ব্যাপারে আমার মনে হয় তোমার শিষ্যা মাদাম্ লিডিয়া বাকমাকোভ নিশ্চয়ই সাহায্য করবেন। আর তা তোমাকে বলতে হবে না। আমিই বলব।'

এরপর স্ত্রিয়াপ্সেফ্ মাদাম বাকমাকোভকে বলল, 'সিস্টার, আপনাকে একটা কথা বলব। আমার মনে হয় ফাদার গ্রেগরীর প্রতিভা এই গ্রামে বিনষ্ট হচ্ছে। তার অবশ্যই পিটার্সবার্গে যাওয়া উচিত।'

মাদাম্ বাক্মাকোভ্ একেবারে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন, 'অবশ্যই, অবশ্যই।' মাদাম্ ফাদারকে এতটাই ভালবাসেন যে তিনি এ প্রস্তাবে সহজেই সম্মতি প্রদান করলেন। তিনি এতদিন ধরে বারবার ভাবছিলেন ফাদার গ্রেগরীর অলৌকিক ক্ষমতার সঠিক প্রচার হোক।

এরপর একদিন রাসপুটিন কাজানের কুমারী মাতার স্বপ্ন দেখল। তিনি স্বপ্নে তাকে আদেশ করছেন, তোমার এখনও বড় কিছু করবার বাকী রয়ে গেছে। তুমি অগ্রসর হও। তোমায় পিটার্সবাগে যেতে হবে।

সুতরাং রাসপুটিনের আর অপেক্ষা করার কিছু থাকল না। এবারে পরিবারের কাছে বিদায় নিয়ে পিটার্সবাগের বা পেত্রোগ্রাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করল রাসপুটিন।

। সাত ।

পেত্রোগ্রাদে ১৯০৫ সালের ২৭শে জুলাই একটা বিজ্ঞাপন বেরোল। বিজ্ঞাপনের ভাষা এই রকম, 'এই প্রথম আপনাদের শহরে সেই অলৌকিক শক্তিধর পুরুষের আগমন ঘটছে,যার নাম গ্রেগরী এফিমোভিচ্ রাসপুটিন। যিনি মুহূর্তেই বলে দিতে পারেন আপনার সমস্যার কথা বা তার সমাধানের উপায়। এমন কোন রোগী নেই, যিনি তার সম্মুখে এলে আরোগ্যলাভ করবেন না। যার দেখা পাওয়া ভাগ্যের কথা তিনি এখন আপনার নিকটেই আপনার সেবার জন্য উপস্থিত।' তারপর ইত্যাদি ইত্যাদি। এই বিজ্ঞাপন হচ্ছে রাসপুটিনকে জনসমক্ষে পরিচিত করাবার মাদাম্ বাক্মাকোভের একটা ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।

পেত্রোগ্রাদের রেল স্টেশনে রাসপুটিন তার দলবল সহকারে ট্রেন থেকে অবতরণ করল। সমস্ত স্টেশন ভীড়ে ভীড়। গিজ্‌গিজ্ করছে শুধুমাত্র রাসপুটিনকে দেখবার জন্য। তারা খবর পেয়ে গেছে কে আসছে তাদের শহরে। সবাই তাকে দেখতে চায়, পেতে চায় একবার তার স্পর্শ।

রাসপুটিন প্রথমেই পেত্রোগ্রাদের বিখ্যাত ইভান অব্ ক্রসতাঁদের সঙ্গে দেখা করে তার আশীর্বাদ নিতে গেল।

ইভান অব্ ক্রসতাদ্ তাকে আশীর্বাদ করলেন, বললেন, 'ভগবানের আশীর্বাদ গ্রহণ করুন।'

এবং তারপর তাকে গীর্জার আরো সব উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। তার মধ্যে আছে বিশপ হারমোজেন, যিনি রাশিয়ায় খুবই বিখ্যাত। ফাদার ইলিয়ডর, তিনিও জনসাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয়। এবং থিয়োফান, যিনি পেত্রোগ্রাদের থিয়োলজিক্যাল এ্যাকাডেমির ইন্‌স্‌পেক্‌টর। শুধু তাই নয়, তিনি হচ্ছেন জারের পুত্র ও কন্যাদের অর্থাৎ জারেভিচ্ ও জারেভ্‌নাসদের ধর্মের শিক্ষক। তারা প্রত্যেকেই রাসপুটিনের সঙ্গে আলাপ করে যারপরনাই আনন্দ পেলেন। তবে এটুকু বুঝলেন রাসপুটিনের কথাবার্তা তাদের চার্চের প্রথানুগ নয়! কিন্তু আশ্চর্য হয়ে শুনতে হয় তার কথা।

যে পিটার্সবাগে রাসপুটিন এসে পেঁছিল, সে শহর তখন সারা রাশিয়ায় অন্যতম প্রধান শহর। প্রায় দু'শতাব্দী পূর্বে এই শহরের পত্তন হয়। তখনই শহরটিকে রীতিমত সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রয়াস হয়। পার্ক, বৃক্ষশোভিত রাস্তা ও বড় বড় বাড়ী এই শহরের প্রধান আকর্ষণ। নেভা নদীর তীর বরাবর এ শহরের বিস্তার। একত্রিশখানা ছোট ছোট দ্বীপকে ব্রীজের সাহায্যে জুড়ে এই শহরের গোড়া পত্তন। তখন থেকেই দেশের জ্ঞানীগুনীজন রাজনীতিজ্ঞ বা সাংস্কৃতিক দিক থেকে উৎসাহী ব্যক্তিরা প্রত্যেকেই এখানে এসে ভিড় করেছে। দেশের অভিজাত সম্প্রদায় বা ধনী সম্প্রদায়েরও আকর্ষণের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় সেণ্ট পিটার্সবার্গ্।

তারপর এই শহর ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্তনের স্তর পেরিয়ে বর্তমান অবস্থায়

এসে উপনীত হয়। দেশের নানাপ্রান্ত থেকে সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মত চোর-জোচ্চোর ঠগরাও এই শহরকে তাদের রুজি রোজগারের প্রধান ঠাঁই বলে মনে করল। আধুনিক শহরের যাবতীয় সমস্যায় ভারাক্রান্ত হয়ে ছিল পিটার্সবার্গ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ও জীবনের যে কোন উন্নতির ব্যাপারে জড়িত প্রত্যেককেই তাদের জীবনের অন্ধকার ও আলোর দিক উভয় ব্যাপায় সম্বন্ধেই চিন্তা করতে হ'ত। ফলস্বরূপ ব্যর্থতার কবলে পড়ে বা পড়ার আশংকায় অনেকেই ভাগ্য ও পুনর্জন্ম ইত্যাদি ব্যাপারে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। তাই ভন্ড-সন্ন্যাসীরা বা অধ্যাত্মবাদীরা তাদের ব্যবসা নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিল।

প্রধানতঃ ধনীদের প্রয়োজনে যা যা লাগে—অর্থাৎ জীবনকে উপভোগ করবার যাবতীয় উপাদানের ব্যবসা করেই অধিকাংশ লোক এখানে সংসারযাত্রা নির্বাহ করত। শহরে নাইট-ক্লাবের সংখ্যা কম ছিল না। এই ক্লাবগুলিতে মেয়েদের চাহিদা ছিল প্রচুর। এবং সমস্ত জাতের মেয়েদেরই প্রচুর পরিমানে এশিয়া, আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আমদানি করা হোত। চীনা, জাপানি, হিন্দু, আরবী বা ফরাসী কোন জাতের মেয়েরই অভাব ছিল না। ফিনল্যাণ্ডের উপসাগর দিয়ে জাহাজ করে এদের নিয়ে আসা হোত। যৌন-বিকৃতির কেন্দ্রস্থল হয়ে দাঁড়িয়েছিল পিটার্সবার্গ। সুতরাং ধনী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের অনেকেই নানা ধরনের বিকৃতিতে ভুগছিল।

ধনীদের একাধিপত্য এত বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছিল যে দেশের অধিকাংশ সম্পদ নানা চোরা পথে তাদের হাতে গিয়ে জমা হয়েছিল। অধিকাংশ জনসাধারণই ছিল দরিদ্র। একদিকে ধনী সমাজ নানাভাবে জারের আনুকুল্যে উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধি করছিল ও দরিদ্র সম্প্রদায় ক্রমান্বয়ে অবনতির দিকে নেমে যাচ্ছিল। অসন্তোষ নানাদিকে নানাভাবে দানা বাঁধছিল। ষোল কোটি জনসাধারণের সুখ-দুঃখ জারের অর্থাৎ নিকোলাস-দুই এর পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভবপর ছিল না। দেশের জমিদারশ্রেণীর লোকেরা কৃষক শ্রেণীকে এক প্রকার শোষণ করে চলেছিল। এই অবস্থায় বিভিন্নভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আন্দোলন ক্রমশঃ একত্রীভূত হতে চেষ্টা করছিল। পরবর্তী সময়ে এটা বোঝা গিয়েছিল যে দেশের সামাজিক বিপ্লবের মূলে ছিল রাশিয়ার বৈদিশিক যুদ্ধগুলি। লেনিন নিজেই বলেছিলেন যে আমাদের দেশে যখন যুদ্ধ ও বণ্টন অব্যবস্থার ফলে খাদ্য সংকট চূড়ান্ত মাত্রায় তীব্র হয়ে উঠছে তখনই জনসাধারণের মনে বিপ্লবের দানা বাঁধতে পারে। সমস্ত লোকের মানসিক বিকাশের দিকে লক্ষ্য রাখলে পাঁচশো বছরেও সমাজতন্ত্র আনা সম্ভব নয়। এবং বাস্তবিকই সেদিকে লক্ষ্য রেখে ১৯০৪ সালেই রুশ-জাপান-যুদ্ধকে অবলম্বন করে মজুররা স্থানে স্থানে স্ট্রাইক করা শুরু করে।

এ সময় দেশে অনেকগুলি পার্টি বা দল ছিল। তবে দুটি ছিল প্রধান। পার্টি দুভাগ হয়ে মেনশেভিক নামে এক অংশের নেতৃত্ব দেন গ্রীগরি ভ্যালেনটিমোভিচ, প্লেখানোভ ও বলশেভিকবাদের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ভলাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ লেনিন্। বলশেভিকদের বলা হত উগ্রপন্থী ও মেনশেভিকরা ছিল নরমপন্থী। মেনশেভিকরা বিশ্বাস করত যে রাশিয়া অর্থনৈতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য তৈরি নয়,

শুধু একটা রাজনৈতিক বিপ্লবই সম্ভব। এবং তারা ভোটের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে আসার কথা ভাবত। তারা ভাবত রুশ জনসাধারণ পুরো ক্ষমতা অধিকার করার মত অবস্থায় নেই। সুতরাং এ অবস্থায় বিপ্লব করতে গেলে হয়ত আবার কোন ক্ষমতালোভী রাজতন্ত্রকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। প্রথমদিকে মেনশেভিকদের দিকে জনসাধারণ কিছুটা ঝুঁকে পড়েছিল, তারপর পরবর্তীকালে দেশে যখন জ্বালানি, কাঁচামালের অভাব দেখা দিতে থাকে, খাদ্য সরবরাহ, পরিবহন ব্যবস্থা বানচাল হয়ে যায়, কারখানার কমিটিগুলিকে চূর্ণবিচূর্ণ করা হয়, সেই সময়েই জনসাধারণ উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করতে থাকে ও সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে নিয়ে আসতে চায়। বলশেভিকদের দেশের খোল-নলুচে বদলে আমূল পরিবর্তনের ডাকে মুহূর্তেই তখন শ্রমিক ও কৃষকরা সাড়া দিতে থাকে।

রাশিয়া যখন ভেতরে ভেতরে ক্রমশঃ অগ্নিগর্ভ ঠিক সেই সময়েই কিছু দুষ্ট চক্র আরো ফয়দা লুঠবার জন্য জারের আশপাশে ভিড় জমাতে থাকে। এবং এদের অধিকাংশই ধনী সম্প্রদায়। এবং অনেকেই চাইছিল জারের ক্ষমতার কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটিয়ে নিজেদেরকে উচ্চপদে আসীন করতে। কিন্তু তাদের সত্যিকারের ক্ষমতা কিছুই ছিল না।

রাসপুটিন জানত না জারকে ঘিরে থাকা আমলাতন্ত্র কতটা পরিমাণে দূষিত এবং তাদের নির্বুদ্ধিতার ফলে রাশিয়া ক্রমশঃ বিপ্লবের পথে পা বাড়াচ্ছে।

রাসপুটিনের রাজনীতি সম্বন্ধে বিশেষ কোন ধারণা ছিল না। বিশেষতঃ দেশের ভেতরে যে একটা বিপ্লবের হাওয়া বইছে নির্যাতিত জনসাধারণের মধ্যে তা তার সম্যক জানা ছিল না। এবং শ্রমিক-কৃষককে নেতৃত্ব দেবার জন্য সেই মহান নেতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনেরও সেণ্ট পিটার্সবার্গে আগমন ঘটেছে আশ্চর্যভাবে প্রায় একই সময়ে ১৯০৫ সালের নভেম্বরে। কিন্তু সেণ্ট পিটার্সবার্গে প্রবেশের পূর্বে লেনিনের জীবনও এক অদ্ভুত সংগ্রাম ও বৈচিত্রের মধ্যে কেটেছে।

খুব ছোট বয়স থেকেই লেনিনের মনে শোষকদের প্রতি ঘৃণা ও শোষিতদের প্রতি সহানুভূতি তৈরি হয়ে যায়। তিনি জার-স্বৈরতন্ত্রের অত্যাচারী শাসন এবং বণিক ও জমিদারদের দরিদ্র শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতি লাঞ্ছনা সহ্য করতে পারতেন না। এবং তার বিপ্লবী মনোভাব আরো বেশী জোরদার হয় তার দাদার মৃত্যুর পর। তৃতীয় আলেকজাণ্ডারকে হত্যার চেষ্টার সঙ্গে জড়িত অভিযোগে তার ফাঁসী হয়। লেনিনের দাদা ছিলেন নারদনায়া ভলিয়া গোষ্ঠীর সদস্য। এই গোষ্ঠীর মতবাদ ছিল যেন তেন প্রকারেণ জারের কোন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে হত্যা করা আর তাহলেই তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে অর্থাৎ জারের স্বৈরতন্ত্রী ক্রিয়াকলাপ হ্রাস পাবে। যদিও ভ্লাদিমির দাদাকে শ্রদ্ধা করতেন, কিন্তু এ মতবাদকে তিনিও মেনে নিতে পারেন নি। তার বক্তব্য, এটা হচ্ছে ভুল পথ।

[ছাত্র আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করবার জন্য ১৮৮৭ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কাজান প্রদেশের ককুশকিনো গ্রামে এক বছরের জন্য নির্বাসিত হন।

তিনি এই সময়টুকুতে এবং পরবর্তীকালে গভীরভাবে মার্কসবাদ অধ্যয়ন শুরু

করেন। মার্কস ও এঙ্গেলস্ সমাজবিকাশের বিধিগুলি সম্পর্কে যে বৈজ্ঞানিক মতবাদের প্রবর্তন করেন, লেনিন তা বাস্তবে প্রতিষ্ঠা করেন। সর্বহারাদের এই দুই শিক্ষাগুরু বলেন যে সমাজে মুষ্টিমেয় ধনিকের সমৃদ্ধির জন্য মেহনতী জনগণের ওপর যে অত্যাচার হয় তা চিরস্থায়ী হতে পারে না। ধনিক সমাজ বা বুর্জোয়াশ্রেণীকে উচ্ছেদের জন্য যে শক্তির প্রয়োজন সে শক্তি হচ্ছে মজুরী অর্জনকারী বা প্রলেতারিয়েত শ্রেণী। যেমনি শোষিত, তেমনি সংগঠিত ও বিপ্লবী। এবং এই দুই শ্রেণীর সংগ্রাম অবশেষে অপরিহার্য হবে ও আনবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। যার ফলে প্রতিষ্ঠিত হবে জনসাধারণের নিজস্ব সরকার।

লেনিন জার্মান ভাষা শিক্ষা করতে থাকেন এবং তাদের বক্তব্যগুলি রাশিয়ান ভাষায় জনগণের কাছে পেঁছে দেবার জন্য সেগুলির অনুবাদ শুরু করেন। প্রকাশিত হয় তার কমিউনিষ্ট ম্যানিফেষ্টা (ইস্তাহার)।

কিছুদিন সামারায় কাটিয়ে লেনিন ১৮৯৩-এ সেণ্ট পিটার্সবার্গে পেঁছান। সেণ্ট পিটার্সবার্গ ছিল শ্রমিক আন্দোলন কেন্দ্র। সেখানে তিনি মার্কসবাদের অবিসম্বাদীত নেতা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তার বক্তব্যের সার কথাই ছিল শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, যার সাহায্যেই জারতন্ত্রের উচ্ছেদ হতে পারে। শ্রমিক শ্রেণীর নিপীড়িত অবস্থা ও তাদের মুক্তির উপায় তিনি দেখিয়ে দেন, যার ফলে সেণ্ট পিটার্সবার্গে শ্রমিকদের ধর্মঘট ও আন্দোলন বিস্তারলাভ করে।

লেনিন তাঁর পার্টির বহু নেতার সঙ্গে ১৮৯৫-এ পুনরায় গ্রেপ্তার হন ও পরিশেষে জেল থেকে তাকে ১৮৯৭-এ সাইবেরিয়ায় তিন বৎসরের জন্য নির্বাসনে পাঠান হয়। ১৮৯৭-এ সেণ্ট পিটার্সবার্গে প্রায় ৩০,০০০ সুতাকল কর্মী ধর্মঘট করে। নির্বাসন শেষে লেনিন পাঁচ বছরের জন্য বিদেশ যাত্রা করেন ও ১৯০৫ সালে তিনি ফিরে আসবার পূর্বেই ৯ই জানুয়ারী শ্রমিকরা তাদের দাবিদাওয়া সম্বলিত একটি দরখাস্ত জারের কাছে পেশ করতে যাচ্ছিল। জারের সৈন্যবাহিনী তাদের ওপর অকরুণভাবে গুলিবর্ষণ করে। এই ঘটনায় সারা দেশে তুমুল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। লেনিন শ্রমিকদের বোঝাতে থাকেন মৃত্যু অথবা মুক্তিই আমাদের কাম্য। তিনি ব্যাখ্যা করেন যে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ করার জন্য সশস্ত্র অভ্যুত্থানই হচ্ছে আসল পথ।

১৯০৫ সালে আরো কতকগুলি ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়ে বিপ্লবী আন্দোলন তার শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। সেণ্টপিটার্সবার্গ, ওয়ারশ, লোদ্জ, বাকু ও ওডেশায় এই ধর্মঘটগুলি হয়। কৃশদেশের অনেক জেলাতে কৃষক আন্দোলনও শুরু হয়। এমন জারের সেনাবাহিনীকেও এই আন্দোলন বিপুলভাবে নাড়া দেয়। ১৯০৫ সালের জুন মাসে নৌবাহিনীর 'পোটেমকিন' যুদ্ধ জাহাজে বিদ্রোহ বাধে। এবং এই বছরের অক্টোবরে সারাদেশে অভূতপূর্বভাবে এক রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘট হয়। পৃথিবীর ইতিহাসে এটা একটা দৃষ্টান্তহীন নজির। শ্রমিকশ্রেণী জার সরকারকে বাধ্য করে তাদের কতকগুলো নতুন অধিকার অর্পণ করতে। ১৭ই অক্টোবর জার ব্যক্তির দৈহিক মর্যাদা রক্ষা, বক্তৃতা, মুদ্রাযন্ত্র, সভাসমিতি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটি ইশ্তেহার প্রচার করেন। কিন্তু লেনিন জনগণকে এই প্রতিশ্রুতিতে আস্থাস্থাপন

করতে সাবধান করে দেন। তিনি ১৯০৫ সালের নভেম্বরে সেণ্টপিটার্সবার্গে উপস্থিত হন। জার সরকার লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে চেয়েছিলেন, যাতে আন্দোলনকে নেতৃত্ববিহীন করা যায়, কিন্তু লেনিন আত্মগোপন করেছিলেন।

ডিসেম্বরে শ্রমিকেরা মস্কোয় বিদ্রোহ করেন, এবং এই বিদ্রোহ অবশেষে দেশের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। এইসব বিচ্ছিন্ন বিদ্রোহকে জার সরকার অমানুষিক অত্যাচার করে সমূলে উচ্ছেদ করে দেয়। জার সরকারের অত্যাচারে বিপ্লব যেন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লেনিনের পেছনে গোয়েন্দা লেগে যায় তার সমস্ত খবর সংগ্রহের জন্য। ১৯০৮ সালে লেনিন বিদেশে চলে যান এবং সেখানে ১৯১৭-র শেষ পর্যন্ত প্রায় দশ বৎসর থাকেন।

১৯০৫-এর অক্টোবরে জার যে সমস্ত ক্ষমতা জনসাধারণকে দিয়েছিলেন তাতে তাদের নিজস্ব প্রতিনিধি নির্বাচিত করে মন্ত্রিসভা গঠনের অনুমতিও দিয়েছিলেন। এই মন্ত্রিসভাকে দুমা বলে অভিহিত করা হয়। জারের পরামর্শদাতা ছিলেন বিচক্ষণ উইটি। তিনিই জারকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে হয় দেশে পুরোপুরি সামরিক শাসন চালু করা হোক অথবা জনসাধারণকে তাদের কোন নিজস্ব সংবিধান গঠন করতে দেওয়া হোক; দেশ পুরোপুরি হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে এই কথা ভেবে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি জনসাধারণের হাতে এই ক্ষমতা অর্পণ করেন।

ঠিক দেশের এই রকম টালমাটাল অবস্থায় রাসপুটিন মঞ্চে প্রবেশ করে। সে তখন তার মনকে নানাভাবে জয় করে চলেছিল, দেশের আভ্যন্তরীন দুর্দশার খবর সে ভালমত রাখত না। সে ছিল অলৌকিক ক্ষমতা ও ধর্ম নিয়ে। এবং তার নিজস্ব আত্মিক শক্তি ছিল অসাধারণ। কিন্তু লেলিনের বক্তব্য ছিল একেবারেই ভিন্ন ধরনের। তিনি বারবার করে জনসাধারণকে এ কথাই বুঝিয়েছেন যে ধর্ম শুধুমাত্র তাদের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে এবং তাদের সংগ্রাম থেকে তাদের বিচ্যুত করবার জন্য ধর্ম হচ্ছে বুর্জোয়া শ্রেণী কর্তৃক ব্যবহৃত একটি অস্ত্র।

অপরদিকে পরবর্তীকালে রাসপুটিন তার ধর্মের শক্তি দিয়ে জারেসকোয়ে সাইসোতে বা জারের রাজপ্রাসাদে ও তার নিজের ব্যক্তিত্বে এমন এমন এক শক্তির পরিমণ্ডল রচনা করে রেখেছিল যে সহজে কেউ তা ভেঙ্গে ভেতরে প্রবেশ করতে পারেনি। কিন্তু জনসাধারনের শক্তির বিশাল ব্যাপ্তিতে সে ছিল অসহায়। উপরন্তু জার ও জারিনা বা রাজতন্ত্রকে সে যতই ভালবাসুক না কেন; ঘুণ বুর্জোয়া শ্রেণীকে সে আয়ত্বে আনতে পারেনি।

জারের দরবারে প্রবেশের আগে রাসপুটিন পিটার্সবার্গ বা পেত্রোগ্রাদে তার আস্তানা গেড়ে বসল। সাসানোভ নামে এক ব্যক্তি তার বাড়ীতে রাসপুটিনকে একটা অংশ ছেড়ে দিল। বেশ সাজানো গোছানো ঘরে নিজস্ব সেক্রেটারীসহ রাসপুটিন তার কাজ শুরু করল।

এইসময় থিয়োফান তাকে ক্রমশঃ প্রভাবশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলবার চেষ্টা করছিল। কারণ অভিজাত শ্রেণীই হচ্ছে বোদ্ধা। তারা যদি তাকে মেনে নেয়, তবে তার জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠবে এবং সত্যি বলতে তারাই তাকে

অনেক উঁচুতে তুলে ধরবে। আর তাদের সাহায্যেই সে রাজদরবারে তার আসন পাকা করে নিতে পারবে। হয়ত যা সে চায়, সেই রাশিয়ার জনসাধারণকে সে তার নিজস্ব বাণী শোনাতে পারবে।

এই সময়ে থিয়োফান রাসপ্‌ুটিনকে রাজ পরিবারের বড় বড় ব্যক্তিত্বের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। থিয়োফানের যাতায়াত অন্দরমহল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গ্র্যাণ্ড ডাচেস্‌ অ্যানাসতাসিয়া ও তার স্বামী গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকলাই নিকলায়েভিচ্‌ এবং গ্র্যাণ্ড ডাচেস্‌ মিলিটজা যিনি মন্‌টেনেগ্রোর রাজকুমারী ও তার স্বামী গ্র্যাণ্ড ডিউক পিওতর্‌ নিকলায়েভিচ্‌ রাসপ্‌ুটিনের সঙ্গে পরিচিত হলেন। এবং পিওতর নিকলায়েভিচের্‌ বাড়ীতেই জার ও জারিনার সঙ্গে রাসপ্‌ুটিনের আলাপ হয়। এঁদের সবার সঙ্গেই পরিচিত হবার সময় রাসপ্‌ুটিন একই রকম আচরণ করত। রাজ পরিবারের লোকদের সে কখনও "ইয়োর এক্‌সেলেন্‌সী' বলে অভিহিত করেনি। বরংচ অনায়াসেই তাদের আলিঙ্গন পাশে বদ্ধ করে গালে তিনটি চুম্বন করত পরিচয়ের সময়। আর সবচেয়ে আশ্চর্য রাজ পরিবারের কেউই কৃষকের বংশোদ্ভূত ভেবে তার এসব আচরণকে ঔদ্ধত্য বলে ভাবেনি।

জার নিকোলাস তখন রাশিয়া শাসন শ্‌ুর্‌ু করেছিলেন তার দ্‌ুমা অর্থাৎ পারলামেণ্ট বা মন্ত্রীসভার মাধ্যমে। প্‌ুর্ববর্তী অন্যান্য জারের তুলনায় নিকোলাস কিছ্‌ুটা দ্‌ুর্বল ধরনের ছিলেন। সত্যি বলতে তিনি দেশের জন্য কিছ্‌ু করতে চাইতেন। কারণ রাশিয়ার জারের রাজত্ব যেভাবে শ্‌ুর্‌ু হয়েছিল তা এক ভয়াবহ ইতিহাস। তিনশত বৎসর প্‌ুর্বে ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের শাসনকালে ইভান দি টেরিবল রাশিয়া শাসন করছিলেন। তিনি এতই নিষ্ঠ্‌ুর ছিলেন যে শতশত নিরপরাধ লোককে বিনা প্ররোচনায় ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে তার খেয়ালে হত্যা করে আমোদ অন্‌ুভব করতেন। তিনি মনে করতেন যে তার প্রজাদের [illegible] যা খ্‌ুশী তাই তিনি করতে পারেন। প্রজাদেরকে তিনি কুকুরের সমান মনে করতেন। এবং 'জার' (czar) শব্দটি তারই স্‌ৃষ্টি। শব্দটি সিজার (caesar) থেকে নেওয়া। জার কথার মানে হচ্ছে সর্বময় কর্তা, যার প্রজাদের ওপর থাকবে অসীম ক্ষমতা।

এই ইভান দি টেরিবল এক প্‌ুলিশবাহিনী তৈরি করেছিলেন, যাদের কাজ ছিল ইভানের বির্‌ুদ্ধে কেউ ষড়যন্ত্র করছে মনে করলে তাকে খ্‌ুজে বার করে হত্যা করা।

রাশিয়ার রাজতন্ত্র বা রোমানফ্‌ রাজত্ব ধ্বংসের ম্‌ুলে ছিল "জনসাধারণের ওপর তাদের অপরিসীম ও অবর্ণনীয় নিষ্ঠুরতা।

এদিকে জারিনা আলেকজান্দ্রা ফিওদরভ্‌না সোজাস্‌ুজি রাশিয়ান ছিলেন না। এমনকি রাশিয়ান ভাষাও তার প্‌ুরোপ্‌ুরি আয়ত্বে ছিল না। তার দেহে ব্রিটিশ ও জার্মান রক্ত বইছিল। জারিনার পিতার নাম ছিল হেস্‌-ডার্মস্‌ট্‌ ও রাজকুমারী এ্যালিস, তার মা ছিলেন রানী ভিক্টোরিয়ার নয় সন্তানের এক সন্তান। এবং ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে জারেরও যোগাযোগ ছিল। জারের মা ড্যাগ্‌মার হচ্ছেন এডোয়ার্ড VII-এর রানী আলেকজান্দ্রার বোন ও রাজা ক্রিশ্চিয়ান IX-অব্‌ ডেনমার্কের কন্যা। ইতিহাসের পাতায় ড্যাগমারের নাম পাওয়া যায় না, কারণ জার আলেকজাণ্ডার III-

এর সঙ্গে বিবাহ হবার পর তার নাম পরিবর্তিত হয়ে হয় মারিয়া ফিওদোরোভ্না। এবং সুন্দরী আলেকজান্দ্রা ফিয়োদরভ্নার সঙ্গে তিনি কোনমতেই জারেভিচ্, তার সন্তান নিকোলাসের বিবাহের ব্যাপারে মত দেননি। তার ঘোরতর আপত্তি সত্ত্বেও দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি সম্পন্ন রানী ভিক্টোরিয়ার মধ্যস্থতায় সে বিবাহ অবশেষে নিষ্পন্ন হয়। এবং ইংলণ্ডের চার্চের সঙ্গ পরিত্যাগ করে নতুন করে অরথোডক্স চার্চে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার শাশুড়ী তাকে কিছুতেই যেন মেনে নিতে পারেন না। এবং বিপুল সম্পত্তির মালিকানী বিধবা মারিয়া ফিওদরভ্না, তার শাশুড়ী তার মনের ঘৃণা প্রকাশ্যেই প্রকাশ করতে থাকলেন। এবং সভাস্থ কারোই বুঝতে বাকী ছিল না নতুন জারিনা আলেকজান্দ্রা ফিওদরভ্নার স্থান কোথায়? এবং বিবাহের পর কিছুদিন সুখে কাটাবার পরেই তিনি বুঝতে পারলেন তিনি রীতিমত এক শত্রুবেষ্টিত আবহাওয়ায় বাস করছেন।

যদিও জারিনার দেহে জার্মানের তুলনায় বৃটিশ রক্তের প্রভাব ছিল বেশী, কিন্তু তার পরপর চারটি কন্যা সন্তান হবার পর মারিয়া ফিওদরভ্না ব'লে বেড়াতে থাকলেন যে সে পুত্র-সন্তান জন্ম না দিয়ে রাশিয়াকে প্রতারিত করছে আর জার্মানকে উঁচুতে তুলে ধরছে!

আর এ ধরনের অত্যাচার জারিনাকে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী করে তুলতে লাগল। তার ধারনা হ'ল সে নিজেই এসবের জন্য দায়ী। কারণ সন্তান যদি পুত্র না হয় তবে ভবিষ্যতে এই বিরাট সাম্রাজ্যের অধিকারী হবে কে? এরপরে সভার মাঝে আর তার মুখ দেখা যেত না। তিনি কয়েকজন বিশিষ্ট সঙ্গিনী সহকারে অন্দরমহলেই অন্তরীণ হয়ে থাকলেন। দিন দিন তার আচরণেও অনেক খুঁত দেখা দিতে লাগল যদিও তার স্বামী জার নিকোলোস স্ত্রীর প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন। জারিনা অত্যন্ত স্পর্শকাতর মহিলা হওয়ার দরুণ দিন দিন ধর্ম, দৈবিক, আধদৈবিক ভৌতিক· ইত্যাদি ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে পড়লেন। কি করে পুত্র-সন্তান জন্ম দেওয়া সম্ভব সে কথা ভেবে তিনি করলেন না এমন কোন কাজ নেই। এ ব্যাপারে যে যা বলত তিনি তাই বিশ্বাস করতে থাকলেন। আর যেহেতু জার তার কোন কাজকর্মেই বাধা দিতেন না তাই রাজপ্রাসাদ নানা ধরনের বিচিত্র বিচিত্র ব্যক্তির আগমনে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। সত্যিকারের সাধু ব্যক্তি থেকে শুরু করে, দৈবজ্ঞ, ভণ্ড, হাতুড়ে চিকিৎসক অধ্যাত্মবাদী বা পুরোহিত সম্প্রদায় কারোরই আনাগোনার বিরাম ছিল না। এবং প্রত্যেকেই জানত, তারা ব্যবসা করে কিছু টাকাকড়ি অর্জন করতে এসেছে। সেইহেতু তারা কোনরকম চালে ভুল করত না। তারা জারিনার মনোমত কথা ব্যক্ত করত। প্রত্যেকেই বলত খুব শিগ্‌গিরি তার পুত্র-সন্তান জন্ম গ্রহণ করবে। প্রত্যেকের কথাই জারিনা খুব সহজে বিশ্বাস করত ও প্রতারিত হতে বিলম্ব হ'ত না। দিনদিন তার এধরনের বিশ্বাস ক্রমশঃ বেড়ে চলল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত কোন ভবিষ্যৎ বক্তা তার আসন্ন পুত্র-সন্তানের কথা বলে যেতেই জারিনা গর্ভধারণের লক্ষ্যণগুলো যেন সুস্পষ্ট দেখতে পেতেন। এবং শয্যাগত হ'লে রাজপরিবারের বৈদ্য ও চিকিৎসকদের খবর দেওয়া হোত। তারাও ভণ্ডামি করত বা অত্যন্ত জোরাজুরির মধ্যে পড়ে স্বীকার করত

যে জারিনা সত্যিসত্যিই সন্তান সম্ভবা। পরিশেষে যখন সন্তান-টন্তান কিছুই হোত না সবাই মুখ টিপে হাসত। বলত জারিনা হিস্টিরিয়াগ্রস্ত এক রুগীতে পরিণত হয়েছে। এসব জারিনা ভালই বুঝতে পারতেন, তাই মনের দিক থেকে তিনি যথার্থই অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন।

অবশেষে একদিন জারিনা চার কন্যা-সন্তান যথাক্রমে গ্র্যান্ড ডাচেস্ ওল্গা, তাতিয়ানা, মারিয়া ও আনাসতাসিয়ার পর পুত্র-সন্তান জারেভিচ্ আলেকসেইর জন্ম দিলেন। কিন্তু ভগবান তাদের অনেক সাধের ধন আলেকসেইকে কোলে তুলে দেবার পরও যেন কিছু চতুরতা করে বসলেন। ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে জন্ম থেকেই উত্তরাধিকারী সূত্রে জারেভিচ্ আলেকসেই নিকোলায়েভিচ্ একটি ভয়ংকর রোগ বহন করে নিয়ে এল। রোগটা হ'ল হেমোফিলিয়া (Hoeomophilia)। হেমোফিলিঅ্যাক রোগী যদি একবার আঘাত পায় ও তার ক্ষতস্থান দিয়ে রক্তপাত শুরু হয়, তবে তা কোনভাবেই বন্ধ করা যাবে না। রাণী ভিক্টোরিয়ার বংশ পরম্পরায় যতগুলি পুত্র সন্তান-সন্ততি হয়েছে, তার মধ্যে একমাত্র পুত্র-সন্তানদেরই এই ভয়াবহ রোগ আক্রমণ করেছে। তাই জন্মের পরেপরেই আলেকসেইর সর্বক্ষনের একজন সঙ্গী ছিল; পাছে সে কোন ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় এই আশংকায়।

এ ব্যাপারের পর জারিনা আরো বেশী মুষড়ে পড়লেন। যদি বা পুত্র হোল তাকে সর্বক্ষণ আগ্‌লে রাখতে হবে। দুশ্চিন্তায় ঘুমনো যাবে না। রানী ভিক্টোরিয়ার নাত্‌নী হয়ে সেও যে পুত্র-সন্তানের জন্ম দিয়েছে সে হচ্ছে হেমোফিলিঅ্যাক্ তাই তিনি সদা-সর্বদা নিজেকে এ ব্যাপারে দোষী ভাবতে থাকলেন। এবং দিনদিন আরো বেশী ক'রে ধার্মিক হয়ে উঠলেন। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, যেন তার বড় স্নেহের ও আদরের পুত্রের কোনরূপ ক্ষতি কিছু না হয়। তিনি সর্বদাই ঐশ্বরিক ক্ষমতায় ঘোরতর বিশ্বাসী ছিলেন।

ঠিক এমনসময়ে রাজপরিবারের সঙ্গে রাসপুটিনের আলাপ হোল। এবং সেই আলাপ ঘনিষ্টতায় পর্যবসিত হতে সময় লাগল না। রাসপুটিনের রাজপরিবারে প্রথম প্রবেশ এক নাটকীয় পরিবেশে সংসাধিত হ'ল।

জার নিকোলাস জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার তো অদ্ভুত অদ্ভুত সব ক্ষমতা আছে? আমাদের কিছু একটা করে দেখান না?'

রাসপুটিন বলল, 'সত্যি বলতে আমার নিজস্ব কোন ক্ষমতাই নেই। সব ক্ষমতা ভগবানের। যা করার তিনি নিজেই করেন আমার মাধ্যেমে। আমি নিমিত্ত মাত্র।'

রাসপুটিনের এ বক্তব্যে কেউ সাড়া দিলেন না। সবার আগ্রহ একটা কিছু করে দেখাতে হবে।

রাসপুটিন গররাজী হ'ল না। বলল, 'বলে কি আর কিছু দেখানো যায়? বেশ, আমি তো আর যাদুকর নই তবে মনের প্রভাব সম্পর্কে আপনাদের কিছু দেখাচ্ছি। মনের যে কি অপরিসীম শক্তি তার কিছুটা আমি টের পেয়েছি। আচ্ছা, এই টেবিলের ওপর যে দেশলাইটা আছে—' ব'লে রাসপুটিন সুন্দরী জারিনার দিকে দৃষ্টিপাত করল। জারিনা যেন ভেতরে ভেতরে কেঁপে উঠলেন। এমন অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তিনি

জীবনে দেখেন নি। সেই দৃষ্টি যেন তার অন্তরের অন্তঃস্থল পর্যন্ত মুহূর্তে দেখে নিচ্ছিল। এবং জারিনা সহজেই বুঝতে পারছিলেন এ'র কথা অমান্য করবার শক্তি কারো নেই। রাসপুটিন তখন জারিনার দিকে তাকিয়ে বলছে, 'আপনাকেই বলছি! এই যে টেবিলের ওপর দেশলাইটা আছে সেটা তুলুন দেখি।'

'এটা আর এমন কি কাজ?' জারিনা বললেন।

আর ঘরশুদ্ধ অভ্যাগতজন হেসে উঠলেন রাসপুটিনের এই কথা শুনে।

তারপর জারিনা দেশলাইটা তুলতে গেলেন। আশ্চর্য! তিনি সেটা কিছুতেই স্থানচ্যুত করতে পারলেন না। ভাবলেন, জিনিসটা এত ভারী হ'ল কি করে! রাসপুটিন তখন বলেছে, 'হ্যাঁ, ওটা এত ভারী যে আপনি কিছুতেই ওটা তুলতে পারবেন না।'

প্রচণ্ডভাবে সম্মোহিত জারিনা কোন প্রকারেই দেশলাইবাক্সটাকে স্থানচ্যুত করতে পারলেন না। আর বিস্ময়-বিমূঢ় সভাস্থ সবাই প্রথমে জারিনার কঠিন প্রয়াস ও তারপর রাসপুটিনের রহস্যময় মুখাবয়ব ও উজ্জ্বল চোখ-দুটির দিকে অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আর রাসপুটিন তখন হাসছে।

সবাই তখন বলছে, 'কিভাবে এটা সম্ভব হ'ল?'

রাসপুটিন বলল, 'মহামতি জারিনা যদি এ সামান্য কাজে অপারগ হন আমি তার জন্য কী আর করতে পারি? আমি বললাম তাকে দেশলাইবাক্সটা হাতে তুলে নিতে আর তিনি বললেন সেটা নাকি কয়েকটন ওজনের। তাহ'লে আমার দোষ কি থাকতে পারে?'

এবারে সবাই রাসপুটিনকে অত্যন্ত সমীহ করতে থাকল। নির্বাক জার ভাবতে থাকলেন এ কেমন শক্তিধর অতিমানুষের পাল্লায় পড়েছেন তিনি।

রাসপুটিন এক অলৌকিক ক্ষমতাশালী সাধু হিসেবেই পরিচিতি লাভ করতে থাকল। সাসানভদের বাড়ীর গোপনীয়তা আর বজায় থাকল না। কেননা ক্রমশঃ ভিড় বাড়তে থাকল তার বাড়ীতে। প্রত্যেকেই রাসপুটিনের হাতের স্পর্শ চায় শুধু। একথা সত্যি যে রাসপুটিন অনেক দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তুলতে পারত শুধুমাত্র সামান্য হাতের স্পর্শে। তার রোগী ও রোগিণীর সংখ্যা দিনকে দিন বৃদ্ধিই হতে থাকল শুধু। সকাল থেকে বিরাট লম্বা লাইন সাসানভদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে থাকত। শ'য়ে শ'য়ে আর্তরা তার উদ্দেশ্যে এলেও রাসপুটিন তাদের সবাইকে সময় দিতে পারত না। অনেককেই ফিরে যেতে হত। সেক্রেটারীর কাছে লিখে দিতে হ'ত কার কি দরকার। সেই লেখা দেখে রাসপুটিন ঠিক করত দেখা করবে কি করবে না। অনেককেই হয়ত ফিরে যেতে হোত। এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লাইনে দাঁড়ানো অসংখ্য শরণার্থীদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ছিল বেশী। এবং কে কী চায় মন দিয়ে শুনে তাদের পেছনে সে দশ মিনিট থেকে আধঘণ্টা সময় দিত। তবে যারা একবার তার কাছে আসত তারা তার কাছে আবার আসবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করত। প্রথম দিকে জীবনের নানাদিকে হেরে যাওয়া, হতাশ ও দুঃস্থ ব্যক্তিদের সমাগম বেশী হ'ত। এবং রাসপুটিনের দু'একটা কথাতেই তাদের বেশ উপকার

হ'ত। যদিও ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে তার কাছে যাতায়াত করত, পরে এমন হয়েছিল যে অধিকাংশই জীবনে আরো কি করে বেশী লাভ করা যায় সে পরামর্শের জন্যও তার কাছে ভিড় করত।

ক্রমশঃ তার সঙ্গে দেখা করার প্রার্থীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকল। এবং সেও নিজস্ব এমন একটা বাড়ী খুঁজছিল যেখানে কাউকে বিরক্ত না করে নিজের কাজ নিশ্চিন্তে করা যাবে। এবং এ ব্যাপারে বাড়ী খুঁজে দিতে তাকে সাহায্য করল আনা আলেকজানদ্রোভা ভিরুবোভা। শহরে বাড়ী পাওয়া এ সময়ে খুব সহজ ছিল না।

আনা আলেকজানদ্রোভা ভিরুবোভা হচ্ছে জারিনার সর্বসময়ের অপেক্ষমান সঙ্গিনীদের অন্যতম। এদের কাজ ছিল সদাসর্বদাই জারিনার যখন যা দরকার তার হুকুম পালন করা। আনা ভিরুবোভা বলতে গেলে হুকুম তামিল করার সঙ্গিনীই ছিল না জারিনার; সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল জারিনার প্রিয়তমা বান্ধবী। ভিরুবোভার পিতা ছিলেন আলেকজান্দার তানিয়েভ্। তিনি রাজদরবারে একজন সঙ্গীত শিল্পী ও সুরকার ছিলেন। আর জারিনা তাকে পছন্দ করতেন। যার ফলস্বরূপ ভিরুবোভা জারিনার অত কাছে যেতে পেরেছিল।

অন্যদের মত আনা ভিরুবোভাও একদিন রাসপুটিনের উপদেশ গ্রহণ করতে এসেছিল। গ্র্যান্ড ডাচেস্ মিলিত্সাই ভিরুবোভাকে রাসপুটিনের ঠিকানা দিয়েছিল। আর তারপর থেকেই সে হয়ে দাঁড়িয়েছিল তার বন্ধু!

আনা বিরুভোবা তখন একজন নৌবাহিনীর লেফটেন্যান্ট-এর সঙ্গে চুটিয়ে প্রেম করছে। যুবকটি অত্যন্ত ধোপদুরস্ত। এখন তাদের বিয়ে কবে হবে ও ভবিষ্যতে কেমন হবে তাই সে রাসপুটিনের কাছে জানতে গিয়েছিল। রাসপুটিনের ভবিষ্যতকে চোখের সামনে ছবির মত দেখতে পাওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সে অনায়াসেই বুঝতে পারত আগামী দিনে সেই বিশেষ ব্যক্তিটির ভাগ্যে কি ঘটতে পারে। সুতরাং সে না চাইলেও অবধারিতভাবে তাকে সত্য ঘটনার উল্লেখ করতে হোত।

ভিরুবোভা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, আমার বিবাহের ব্যাপারটা বলতে পারেন?'

রাসপুটিনের ক্ষমতা ছিল যে কোন মানুষের ভেতর পর্যন্ত ছেঁকে নিয়ে দেখে ফেলা। সুতরাং আনা ভিরুভোবা কি বলতে চায় সে সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পেরেছিল। তাই এক কথাতেই বলল, 'তোমার বিয়ে হবে। কিন্তু সে বিয়ে সুখের হবে না। অচিরেই তা ভেঙ্গে যাবে।'

অত্যন্ত আশ্চর্য হয়ে চলে এসেছিল ভিরুবোভা। এবং তারপরের ঘটনা অতি অদ্ভুত। ভিরুবোভা রাসপুটিনের কথা ঠিক যেন অনুধাবন করতে পারেনি। তবে বুঝতে পারছিল তিনি চাইছেন না সে ওই অফিসারটিকে বিবাহ করে। কিন্তু সে প্রেম করেছে যাকে, তাকে এক কথায় পরিত্যাগ করে কি করে? সুতরাং বিবাহ হ'ল। এবং সেই বিবাহের আয়োজন করল স্বয়ং জারিনা।

কিন্তু বিবাহের রাতেই সেই অবধারিত ঘটনাটি ঘটল। ভিরুবোভা পূর্বে কোন পুরুষের সঙ্গ লাভ করেনি। সে অপেক্ষা করে ছিল শুভক্ষণটির জন্য। তার স্বামী

যে একটি বুনো জন্তু ছাড়া আর কিছু নয় সে সেদিনই জানতে পারল। প্রচুর মদ খেয়ে পুরোপুরি মাতাল হয়ে ছিল সে। সেই সুন্দর মুহূর্তটিকে কিভাবে গড়ে তুলতে হবে তা তার ধারণায় ছিল না। মুখ দিয়ে ভদ্‌কার ভক্‌ ভক্‌ করে গন্ধ বেরোচ্ছে। সে বেশীক্ষণ অপেক্ষা না করে ভিরুবোভার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

ভিরুভোবা আতঙ্কিত হয়ে চীৎকার করে উঠল, 'সরে যাও শয়তান কোথাকার!'

অফিসারটি খামচে কামড়ে তাকে প্রায় ধর্ষণ করল। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ভিরুবোভা বুঝতে পারল তার স্বামীটি পুরুষত্বহীন। সে জানে না কিভাবে সমস্ত কাজটা সমাপন করতে হয়। লোকটার মনের ইচ্ছা ছিল জন্তুর মত হিংস্র আর প্রবল, কিন্তু দৈহিক ক্ষমতা একেবারেই ছিল না।

বিবাহের ব্যাপারটি যে এতটা ভীতিকারক সে ধারণা ভিরুবোভার ছিল না। সে শুনেছিল সবাই বলে বিবাহ ব্যাপারটি নাকি অত্যন্ত আনন্দের। কিন্তু কোথায়, তার বেলা তো তা হ'ল না! উপরন্তু তার ঘৃণা এসে গেল।

এরপর সত্যি বলতে উভয়ের একসঙ্গে বাস করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠল। অফিসারটি হয়ত তাকে জড়িয়ে ধরতে গেছে, ভিরুবোভা কঠোরভাবে বলে উঠেছে, 'তুমি আমায় ছোঁবে না বলে দিচ্ছি।'

'কেন, ছোঁবো না। তুমি কী এমন সতী-সাধবী! তুমি রীতিমত আমার বিয়ে করা বউ।' কোথায় গেল সেই প্রেম ভালোবাসা!

'আমি তোমার কেউ নই!'

'হতভাগা, তবেরে—' ব'লে আবার তার স্বামী তাকে ধরে খুব মার দিয়েছে।

সুতরাং এরপরে বিবাহ-বিচ্ছেদ ছিল অবশ্যম্ভাবী। বিবাহ-বিচ্ছেদ নির্বিঘ্নেই সম্পন্ন হ'ল। আর ভিরুবোভার অবশিষ্ট রইল শুধু কান্না আর কান্না।

তখন তার মনে পড়ল রাসপুটিনের কথা। তিনি তো সমস্ত কিছুই সত্যি বলেছিলেন! তবে কেন সে তার কথা শোনেনি? তখন বড্ড বেশী দেরী হয়ে গেছে। আর কিছু করার নেই।

ভিরুবোভা ছুটে গেছে রাসপুটিনের কাছে। কিছু বলার আগেই রাসপুটিন ভিরুবোভাকে কাছে টেনে নিয়েছে। হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলেছে আনা ভিরুবোভা। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে রাসপুটিনের বুকে মুখ গুঁজে কেঁদেছে।

রাসপুটিন বাইরের প্রত্যেকের সঙ্গেই দেখা করবার সময় ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে তাদের সঙ্গে কথা বলে; ভিরুবোভার পিঠে হাত বুলিয়ে সে বলল, 'থাক্, কাঁদতে হবে না। আমি জানতাম।' আর ভিরুবোভা জানত না কতটা শক্তিশালী পুরুষের সঙ্গে সে কথা বলছে! কই এভাবে এত সহজ করে তাকে তো কেউ কাছে টেনে নিয়ে এভাবে কথা বলেনি! যেন ভিরুবোভা তার সঙ্গে কতদিনের ঘনিষ্টতা করছে। তার মন থেকে সমস্ত গ্লানি চিরতরে মুছে গিয়েছিল। এতদিনে সে যেন একটা নিশ্চিন্ত আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল।

এরপরে জার দরবারে রাসপুটিনকে পুরোপুরি প্রতিষ্ঠা করবার মূলে ভিরুবোভাই প্রধান স্থান নিয়েছিল। ভিরুবোভার বিবাহ হবার পর জারিনার কাছে সে সরকারী পদটি

স্বামীর ঘর করতে যাবার জন্য ছাড়তে বাধ্য হয়। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর জারিনা তাকে বন্ধুত্বের মর্যাদাতেই গ্রহন করে তার দুঃখে সমব্যথী হয়ে। তখন সে জারিনার সব কাজ করতে থাকলেও সরকারীভাবে না থেকে জারিনার অত্যন্ত স্নেহভাজন হয়ে রাজ-প্রাসাদে থাকে। বলতে গেলে জারিনার ঘনিষ্ট বান্ধবী হিসেবেই তার মুহূর্তগুলি কাটতে থাকে।

এমন সময় সেই বিপদের দিনটি ঘনিয়ে এল। রাসপুটিন যদিও রাজপরিবারের সঙ্গে ক্রমশঃ ঘনিষ্ট হচ্ছিল, কিন্তু আসন্ন সেই বিপদই তাকে জার ও জারিনার আজীবনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আধ্যাত্মিক উপদেশদাতা হিসেবে ইতিহাসের পাতায় চিহ্নিত করে। সত্যি বলতে পরবর্তীকালে রাসপুটিন জার ও জারিনাকে সম্মুখে দণ্ডায়মান রেখে ভালমন্দ সমস্ত কাজ নিজেই করত। এবং সে ব্যাপারে তাদের কোন আপত্তি দেখা যায়নি। যে প্রভাব রাসপুটিন সবার উপর বিস্তার করতে চেয়েছিল তা সে অনায়াসেই পেরেছিল। সামান্য কৃষকের সন্তান হয়ে নিজস্ব ক্ষমতায় রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ উচ্চপদাসীন জার ও জারিনাকে ইচ্ছামত অঙ্গুলী হেলনে পরিচালনা করেছিল সে।

জারেভিচ্ আলেকসেই-এর যে দুরারোগ্য ব্যাধি ছিল হেমোফিলিয়া তার মাধ্যমেই রাসপুটিন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হয়ে দাঁড়াল। এই রোগের ফলে আলেকসেই-এর এমন অবস্থা হয়েছিল যে সে যদি সামান্য একটা গোলাপ ফুল তুলতে গিয়ে কাঁটা বিঁধিয়ে বসে থাকত তবে সেই একবিন্দু রক্তপাত বন্ধ করাও সাধ্যের অতীত ছিল। যদিও তার সঙ্গে মাইনে করা সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিল একজন, তবুও শিশু বয়সের দুরন্তপনা তো আর থামিয়ে রাখা যায় না কিছুতেই। সুতরাং অবধারিত যে ঘটনা ঘটে যাবার তা ঘটে গেলই। এটা ১৯০৭ সালের ঘটনা। কথায় আছে, যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধ্যে হয়। বাস্তবেও তাই হ'ল। যখন জারেভিচ্ মাত্র চার বছর বয়সের, হঠাৎ ছুটে ছুটে খেলতে খেলতে হোঁচট খেয়ে পড়ল সে। তার বয়সের শিশুরা বারবার পড়ছে আর উঠছে। আলেকসেই পড়েই আঘাত পেল। আঘাত পাবার সঙ্গে সঙ্গে তার দেহে আভ্যন্তরীন রক্তস্রাব বা ইনটারনাল হেমারেজ শুরু হোল। অত্যন্ত যন্ত্রণায় সে নীল হয়ে গেল। তাকে বিছানায় শুইয়ে দেওয়া হ'ল। তারা যে ভয়টা এতদিন করছিলেন, তাই অবশেষে ঘটল। নাওয়া-খাওয়া ভুলে জারিনা ছেলের পাশে দিন রাত বসে রইলেন। রাজ-পরিবারে সবার মুখেই একটা আতঙ্কজনক ভীতির ছায়া নেমে এল। পারিবারিক চিকিৎসক ডঃ বটকিন, তার সব কাজ ফেলে রুগীর পাশে বসে রইলেন। জারেভিচের যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর জন্য তীব্র ঘুমের ওষুধ প্রয়োগ করতে থাকলেন। কিন্তু আলেকসেইর অবস্থার ক্রমান্বয়ে অবনতি ঘটতে থাকল। তার মুখ হয়ে গেল ফ্যাকাশে ছাইয়ের মত। চক্ষু হ'ল কোটরাগত, যুঝবার শক্তির অভাবে কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। ডঃ বটকিন বুঝতে পারলেন রুগী ক্রমশঃ তার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। ফিওদরভনা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। জারেভিচ্ যে বাঁচবে না তা আর কারো বুঝতে বাকী রইল না। কারণ ইতিমধ্যেই তিন দিন তিন রাত ধরে যমে-মানুষে টানাটানি চলছে। এতক্ষণ যে শিশুপুত্রটি বেঁচে আছে সেটাই হচ্ছে এক অভূতপূর্ব আশ্চর্য ঘটনা। এখন একমাত্র কোন অলৌকিক ঘটনাই তাকে রক্ষা করতে পারে। কিন্তু কিভাবে সেটা ঘটবে?

আনা ভিরুবোভাও সারাক্ষণ উপস্থিত ছিল। সেও বুঝতে পারছিল না, কী করা উচিত। তবে তার মাথায় বারবারই একটা কথা খেলছিল যে যদি রাসপুটিনকে একবার ডাকা যেত তবে তিনি নিশ্চয়ই কোন না কোন পথ ঠিক বাত্‌লাতে পারতেন। আলেকজান্দ্রা ফিওদরভ্‌নার মুখের দিকে তাকাতে পারছিল না সে। বেচারী এই তিনদিনে চেহারাটার কি হালটাই না করেছে। চোখের কোনে গাঢ় হয়ে কালি পড়েছে। গালের হনু বেরিয়ে পড়েছে। সেই সৌন্দর্য যে কোথায় চলে গেছে! জারেভিচের চেয়ে তার বেশী দুঃখ হচ্ছিল জারিনার জন্যই। কারণ তার একমাত্র প্রাণের বান্ধবী, তার যদি কিছু হয়। কিন্তু কিভাবে সে তাকে জিজ্ঞেস না করে রাসপুটিনকে ডেকে নিয়ে আসবে।

অবশেষে থাকতে না পেরে সে জারিনার কানে কথাটা তুলল, 'একটা কথা বলব?'

জারিনা চোখ তুলে তাকালেন।

'বলছিলাম কি রাসপুটিনকে একবার খবর দিলে কেমন হয়?'

'রাসপুটিন কি করতে পারে এই অবস্থায়? তিনি একজন সাধু-সন্ত লোক। আর এ হচ্ছে ডাক্তারীর ব্যাপার। ডাক্তার যেখানে কিছু করতে পারছে না তিনি কী করবেন?'

ভিরুবোভা বলল, 'কিন্তু তিনি শুধু সাধুপুরুষ নন, তাঁর আরোগ্য করবার অসীম ক্ষমতা আছে। প্রত্যেকদিন সাসানভদের বাড়ীতে হাজার লোকের ভিড় হয়।' ভিরুবোভা নিজের ঘটনার কথা গুপ্ত করে যে সে রাসপুটিনের কাছে গিয়েছিল আর তার ভবিষ্যতবাণী অভ্রান্ত হয়েছিল। কারণ এখন সে কথা বলবার সময় নয়।

ভিরুবোভার কথায় জারিনা প্রাণ ফিরে পেলেন। তার পুরনো কথা মনে পড়ল। রাসপুটিনের মুখাবয়ব যেন ঈশ্বরের মত। মুহূর্তেই তার বিশ্বাস ফিরে এল। হ্যাঁ, এ কথা তো তার আগে মনে হয়নি। ইস্‌, আর দু'দিন আগে যদি মনে পড়ত!

জারিনা বললেন, 'আমার ভুল হয়ে গেছে ভিরুবোভা। আমার মাথার ঠিক নেই। যাও, এক্ষুণি তাকে ডেকে আনবার বন্দোবস্ত কর। কিন্তু এত রাতে কি তিনি আসবেন?'

'নিশ্চয়ই আসবেন। তিনি অপরের সেবা করা ছাড়া কিছু বোঝেন না।'

'তবে তুমিই যাও। তাকে যেমন ক'রে পার অবশ্যই নিয়ে আসবে।' এরপর বাকী ঘটনা শুধু ইতিহাস।

রাসপুটিন এল। রুগীর ঘরে উপস্থিত হ'ল। তাকে দেখে অনেকটা দেবদূতের মত মনে হচ্ছিল। তার পরনে ছিল বিরাট আলখাল্লার মত পোশাক। লম্বা চুল আর দাড়িতে আচ্ছাদিত মুখমণ্ডল। তার আগমনে প্রত্যেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উঠে দাঁড়াল। রাসপুটিন হাত তুলে সবাইকে অভয়দান করল। ঠিক এ ধরনের ঘটনাই যেন তার জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল, যার জন্য সে পিটার্স্‌বার্গে এসেছিল।

জারেভিচের শয্যাপার্শ্বে রাজ পরিবারের আত্মীয়স্বজনরা উপস্থিত। জারের চার যুবতী কন্যা, থিয়োফান, ডাক্তার বটকিন, নার্স, জারিনা, জার ও আরো অনেকে।

রাসপুটিন ঘরের মধ্যে এগিয়ে এসে বুকে ক্রুশচিহ্ন আঁকল। তারপর জারের

দিকে এগিয়ে গিয়ে তাকে সম্ভাষণ জানাল। ঘনিষ্ট আলিঙ্গন ও কপালে তিনটি চুম্বন। এবং জারিনাকেও তাই করল রাসপ্রটিন। জারিনা রাসপ্রটিনের এই আচরণে ঘাবড়ে না গিয়ে তার হাতে চুম্বন করলেন।

তারপর রাসপ্রটিন অসুস্থ মৃতপ্রায় রুগীর দিকে এগোল। নিঃশব্দে হাঁটু গেড়ে তার শয্যাপার্শ্বে উপনীত হ'ল। নিঃশব্দ ঘরে বাতিদানটা শুধু একদৃষ্টে চেয়ে আছে। ঘরের আর সবাই নিশ্চুপ যেন কোন অশরীরী কাণ্ড-কারখানা প্রত্যক্ষ করছে। সমস্ত ঘটনাটা ঠিক স্বপ্নের প্রক্রিয়ায় ঘটছে। রাসপ্রটিন ধ্যানে নিমগ্ন হ'ল। ঘরের মধ্যে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দ ছাড়া আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। সময় অতিক্রান্ত হ'তে থাকল দ্রুত। একসময় রাসপ্রটিন উঠে দাঁড়াল। অদ্ভুতভাবে হাসল সে, তার চোখমুখ দিয়ে একটা জ্যোতি নির্গত হচ্ছে।

বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে গেছে আলেকসেই। এবার রাসপ্রটিন রুগীর দিকে তাকিয়ে কথা বলে উঠল, 'আমার দিকে চোখ তুলে তাকাও।' সেই মৃদু গম্ভীর স্বরে ঘরের প্রত্যেকেরই যেন সহসা ঘুম ভাঙ্গল। সবাই বিস্মিত নেত্রে জারেভিচ ও রাসপ্রটিনের দিকে চেয়ে রইল। রাসপ্রটিনের চোখ মুখের আকার বদলে গেছে, যেন কোন অতি মানুষ তাকে ভর করেছে। সে যেন এ পার্থিব জগতের কেউ নয়। তার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। রাসপ্রটিনকে দেখে মনে হচ্ছে সে কোন বিচিত্র শক্তির আধার হয়ে উঠেছে। তার ইচ্ছা শক্তির কাছে সমস্ত কিছুই এখন মাথা নত করে দাঁড়াবে।

রাসপ্রটিনের আদেশ যেন অমোঘ। শিশু আলেকসেই-এর চোখের পাতা থিরথির করে কাঁপতে থাকল। আস্তে আস্তে চোখের পাতা খুলে তাকাল সে। আনন্দে উত্তেজনায় প্রায় চীৎকার করে উঠলেন জারিনা 'খোকা, খোকা', ব'লে। কারণ এই তিনদিনে প্রথম সে তাকালো। সেই তাকানো সুস্থ লোকের মতই, তাতে রোগের যন্ত্রণা, অসুস্থতা বা ক্লান্তির কোন চিহ্ন নেই। বাকী সবাইও উত্তেজিত হয়ে উঠল। কিন্তু রাসপ্রটিন মুহূর্তে জারিনার দিকে ভর্ৎসনার চোখে তাকিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো। সেই দৃষ্টির সম্মুখে প্রত্যেকেই কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। জারিনা অব্যক্ত আনন্দে কিন্তু অবোধের মত চুপ করে তার পুত্রের দিকে চেয়ে রইল।

ঘর পুনরায় নিশ্চুপ। আলেকসেই সেই আধো-অন্ধকারে রাসপ্রটিনের দিকে চেয়ে হাসল।

রাসপ্রটিন বলল, 'তোমার আর কোন যন্ত্রণা নেই। তুমি সম্পূর্ণ সেরে উঠেছ। এখন তুমি গভীরভাবে ঘুমিয়ে পড়।' তার প্রত্যেকটা কথাকেই তখন অতীব সত্য বলে মনে হোল। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই আলেকসেই গভীর ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ল। রাসপ্রটিন এবার জার ও জারিনার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। জার তার দিকে তখন ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় অভিভূত হয়ে তাকিয়ে আছেন। রাসপ্রটিন বলল, 'জারেভিচ্ শীঘ্রই সেরে উঠবে। আর কোন ভয় নেই।'

এ যেন কোন রূপকথার গল্প। কিন্তু বাস্তবে জার ও জারিনা তাদের দৃষ্টির সম্মুখে এই অলৌকিক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন। রাসপ্রটিনকে তাদের মনে হচ্ছিল তারা যেন তাদের তুলনায় বিশাল এক ব্যক্তিত্বের সামনে নতজানু। জন্ম হ'ল

শক্তিশালী রাসপুটিনের। শুরু হ'ল রাজপরিবারের নির্ভরশীলতার আর একদিক রাসপুটিনকে নির্ভর করেই তাদের জীবন-মরণ আবদ্ধ হয়ে পড়ল। কারণ ভবিষ্যতের জার তো রাসপুটিনের হাতেই তার জীয়ন কাঠি মরন কাঠি অলক্ষ্যে প্রদান করে বসে আছে হেমোফিলিঅ্যাক রুগী যার মৃত্যু অবধারিত ছিল, সে রাসপুটিনের অলৌকিক ক্ষমতার জোরে বেঁচে উঠল।

॥ আট ॥

যতই কেন না রাসপুটিন পিটার্সবাগ শহরে তার ক্ষমতার চূড়ান্তে পৌঁছুবার জন্য সেখানে আস্তানা গেঁড়ে থাকুক মাঝে মাঝেই তার মন পোক্রোভ্স্কয়ের গ্রামে ছুটে চলে যেত। সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে সাইবেরিয়ায় ছুটে চলে যাওয়া খুব একটা সহজ ব্যাপার ছিল না। সেজন্য সময় সুযোগের জন্য তাকে অপেক্ষা করতে হচ্ছিল। এইসময় প্রাসকোভিয়া ফিওদরভ্নার একটা টিউমার হয়। সে খবর রাসপুটিন রাখত না। সুতরাং তাকে টেলিগ্রাম ক'রে জানানো হ'লে প্রাস্কোভিয়াকে পিটার্সবার্গে নিয়ে আসা হয়। সেখানে শহরের সবচেয়ে বড় ডাক্তার বেশ সাফল্যের সঙ্গেই টিউমারটা অপারেশন করে। বাড়ী ফিরে আসবার সময় রাসপুটিনও সঙ্গে আসবার একটা সুযোগ পায়।

পোক্রোভ্স্কয়েতে আসবার পরে এমন একটা ঘটনার কথা সে শোনে যে তার বড় মেয়ে মারিয়াকে সেখান থেকে নিয়ে এসে পিটার্সবার্গে তার কাছে রাখতে বাধ্য হয় রাসপুটিনের মেয়ে মারিয়া সেখানকার স্কুলে পড়াশুনা করত। অসংখ্য ছেলে বন্ধুর মত তার মেয়ে বন্ধুর সংখ্যা কিন্তু কম ছিল। তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিল লিলি নামে একটি গরীব ঘরের মেয়ে। মেয়েটি আর তার বিধবা মা গ্রামের সীমানায় একটি কুঁড়ে ঘরে বাস করত। কিছুদিন পর তার মা আবার বিবাহ করেন। স্কুলের ছুটির পর মারিয়া মাঝেমাঝেই তাকে বাড়ীতে নিয়ে এসে কিছু না কিছু খেতে দিত। লিলিরা দরিদ্র হলেও মারিয়াকে একদিন তাদের বাড়ীতে যাবার জন্য নিমন্ত্রণ করল। মারিয়া হয়ে গেল একলাফে রাজী। প্রথমতঃ না বলবার মত বাড়ীতে কেউ ছিল না, কারণ তার মা প্রাসকোভিয়া তখন চিকিৎসার জন্য পিটার্সবাগে। আর বাড়ীতে আছে তার ভাই-বোন, দু'জন পরিচারিকা কাতিয়া আর দুনিয়া। দুনিয়া তার কাছে বন্ধুর মত। সুতরাং দুনিয়াকে যখন বলল যে লিলির বাড়ীতে যাবে, সে না করল না।

লিলিদের বাড়ীতে এসে মারিয়া অত্যন্ত অবাক হ'ল! ঘর এত ছোট যে নড়াচড়া করা যায় না। দেয়ালের গায়ে শোবার জন্য দুটো বাঙ্ক ঝোলানো আছে। তেল্চিটে নোংরা একটা পর্দা দিয়ে সেটা ঢাকা। সবচেয়ে অবাক হ'ল লিলির মাকে দেখে। ভদ্রমহিলার ফ্যাকাশে, বিষণ্ণ মুখ। অদ্ভুত করুণ চাহনী, আর তিনি সর্বদাই ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন দিকে তাকাবার একটা অভ্যাস তৈরি করেছেন যেন কোন আতঙ্ক তার পেছনে ঘাপ্টি মেরে বসে আছে।

এবং একটু পরেই সঠিক কারণটা জানা গেল। আতঙ্কের কারণ লিলির সৎ-বাবা। সে ঘরে ঢুকতেই মা আর মেয়ে ভয়ে জড়সড় হয়ে উঠল। আর তাদের দেখাদেখি মারিয়াও অজানা কোন আতঙ্কে শিউরে উঠল। লোকটা ঘরের মধ্যে ঢুকে মারিয়ার দিকে চেয়ে এমনভাবে হাসল যেন সে অনেকদিনের চেনা। কোমরের বেল্টের মধ্যে দু'টো বুড়ো আঙ্গুল ঢুকিয়ে পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে সে মারিয়ার দিক থেকে একমুহূর্তের জন্যও দৃষ্টি সরাল না। তারপরেই উৎকটভাবে চীৎকার ক'রে উঠল লোকটা, 'আমার মদের বোতলটা দেখছি না, সেটা কোথায় লুকিয়ে রাখলে?'

নিতান্ত ভদ্রতা বশেই কুটিরে অপরিচিত লোকের আগমনে লিলির মা মদের বোতল সত্যি সত্যিই লুকিয়ে রেখেছিল। তাই অধোবদন হয়ে রইল লিলির মা। লোকটা এবার রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠল। লিলির মাকে দু'হাতে ঝাঁকাতে লাগল আর বলতে লাগল, 'বল্ বল্ কোথায় রেখেছিস্ বোতলটা?'

লিলির মা বলেছে, 'আমি জানি না।'

'জানি না!' ভেঙ্চি কাটল লিলির সৎ-বাবা, 'জানি না মানে? ইয়ারকি পেয়েছ, না?' ব'লে ধাক্কা দিয়ে মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলল তাকে। তারপর সারা ঘর আঁতি পাতি করে খুঁজে মদের বোতলটা বার ক'রে ঢক্‌ঢক্ ক'রে প্রায় অর্ধেকটা বোতল খালি ক'রে ফেলল। আর রাগে গজ্‌রাতে থাকল, 'শালা, ছোটলোক মেয়েছেলে!'

তারপর ক্রমাগতঃ সে মদ খেয়ে আরো বেশী পরিমাণে মাতাল হতে থাকল। মুখ থেকে অশ্রাব্য ভাষায় গালি গালাজ ক্রমাগতঃ নির্গত হচ্ছিল। তারা কোনরকমে রাতের খাওয়া সারল। লিলির মা খুব লজ্জিত হয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু বাকী ঘটনা তখনও ঘটবার অপেক্ষায়।

লোকটা সোজা চেয়ার-টেবিল ছেড়ে উঠে নির্লজ্জের মত এই তিনটি স্ত্রীলোক; বিশেষ ক'রে মারিয়া বাইরের লোক, তার সামনে টাউজার্স'টা খুলে ফেলে উলঙ্গ হয়ে দরজা খুলে পেচ্ছাব করতে থাকল। অত্যন্ত ঘৃণায় মারিয়া কুঁকড়ে গেল। এরকম ন্যক্কারজনক ঘটনা সে জীবনে প্রত্যক্ষ করেনি। পুরুষরা এরকম জন্তুর মতন অসভ্য হয় কিনা তার জানা নেই।

তারপর লিলি রাতে ঘুমোতে যাবার সময় তার বাবাকে 'শুভ্র রাত্রি' জানাল। মারিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। লোকটার নজর তখন মারিয়ার দিকেই। কারণ সারাক্ষণ ঘোরের মাথায়ও আড়চোখে মারিয়াকে লক্ষ্য রেখেছে। সে আচমকা মারিয়ার কোমরে হাত জড়িয়ে তাকে কাছে টেনে আনল। একেবারে তার দেহে লেপ্টে ধরল। সে মারিয়াকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি তোমার বাবাকে কখনও শুভ্র-রাত্রি জানাও না খুকী? আমি কি একেবারেই তোমার বাবার মত নই?'

মারিয়া বুঝতে পারল এ শয়তানটার হাত থেকে নিস্তার পাবায় একটাই সোজা রাস্তা আছে। তাকে তাড়াতাড়ি শুভরাত্রি জানানো। তাই মারিয়া তার গালে একটা চুম্বন করল। কিন্তু লোকটা অত সহজে তাকে ছাড়ল না। জিব দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিয়ে তাকে সজোরে চুম্বন করল, তারপর তার সমস্ত দেহের গোপন স্থানগুলতে হাত বুলোতে লাগল। মারিয়া কিভাবে তার হাত ছাড়াবে বুঝতে পারল না। কিন্তু লিলির মা ঝাঁপিয়ে পড়ল, 'কি হচ্ছে এটা? অসভ্য কোথাকার?'

লোকটা সামান্য চমকে উঠল, 'কেন, কি অন্যায় করেছি আমি? পুরুষ মানুষরা কি বলে মেয়ে মানুষদের সঙ্গে একটু ইয়ে করতেই পারে।'

'জানোয়ার কোথাকার! যাও, তুমি তোমার মেয়েমানুষদের কাছে। এ তোমার সেই মেয়েমানুষ নয়।' বলে লিলির মা মারিয়াকে আড়াল করে দাঁড়াল। কিন্তু মত্ত অবস্থায় লোকটা টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। বলল, 'তুই ওকে ছাড়বি কিনা শয়তানী, বল?'

'না তুমি ওকে পাবে না। আমার মাথার দিব্যি রইল। তুমি এখান থেকে বেরিয়ে যাও।'

মারিয়া তখন থরথর ক'রে কাঁপছে।

তাকে হাতের কাছে না পেয়ে লোকটা উন্মত্তের মত লিলির মার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তার চোয়ালে প্রচণ্ড জোরে একটা ঘুঁষি মারল। আর্তনাদ করে ভদ্রমহিলা দেওয়ালে ছিটকে পড়ল। মেয়ে দু'জন তখন বাঙ্কে উঠে পড়েছে শোবার জন্য। দু'জনে মিলে একটা বাঙ্কেই জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়ল।

তারপরের দৃশ্য আর সহ্য করা যায় না। লোকটা জন্তুর মত আওয়াজ করতে থাকল, 'তবে শালী, তোকেই আমি পেড়ে ফেলব।' ব'লে ছুটে গিয়ে লিলির মা'র সামান্য পোশাক হাত দিয়ে টেনে ছিঁড়ে ফেলে তাকে তাদের দৃষ্টির সম্মুখে বিবস্ত্রা করে ফেলল। বেচারী লিলির মা লজ্জায় আরো বিবর্ণ হয়ে গেল।

লোকটা তার মাকে টেনে-হিচড়ে মেঝের মাঝখানে নিয়ে গেল। তারপর নিজেরও সমস্ত পোশাক দ্রুত খুলে ফেলে সেই ভয়ংকর কাজটা দ্রুত সমাপন করল। এই সম্পূর্ণ ঘৃণ্য ও বীভৎস ব্যাপার মারিয়া স্বচক্ষে দেখল। কারণ সে মন্ত্রমুগ্ধের মত চেয়েছিল, চোখ ঘোরাতে পারছিল না। শুধু কানে আসছিল লিলির ফোঁপানোর শব্দ।

অবশেষে ক্রিয়াজনিত পরিশ্রমে লিলির মা-বাবা উভয়েই ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল। আর লিলিও ফোঁপানি থামিয়ে একসময়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ল। কিন্তু মারিয়া ঘুমুতে পারেনি। এ সব কিছুই তার কাছে দুঃস্বপ্নের মত।

সে চুপিচুপি পা টিপেটিপে নিঃশব্দে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এল। তারপর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে বাড়ীতে এসে পৌঁছুল। দুনিয়া তার অবস্থা দেখে বিস্মিত। মারিয়া তখন কাঁদছে।

দুনিয়া জিজ্ঞেস করল কি ঘটেছে। অনেক জোরাজুরিতে সে সব খুলে বলল।

আর কয়েকদিন পর প্রাসকোভিয়া ও রাসপুটিন বাড়ীতে ফিরল। দুনিয়া সব ঘটনা রাসপুটিনকে খুলে বলল। সব শোনার পর রাসপুটিনের মুখের ওপর থেকে রক্ত সরে গেল। 'দাঁড়াও, দেখাচ্ছি মজা। প্রাসকোভিয়াকে কিছু জানিও না, সে অসুস্থ।'

তারপর রাসপুটিন তক্ষুণি সেই লোকটার বাড়ীতে ছুটে গেল। হুকুম করল তাকে বেরিয়ে আসতে।

লোকটা বেরিয়ে আসতেই রাসপুটিন আর অপেক্ষা করতে পারল না। প্রথমে

জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কিভাবে আমার মেয়ের মত একটা সরল বালিকার সামনে এ ধরনের ঘটনা ঘটাতে পারলে ?',

সেই মাতাল লোকটা এতই গোঁয়ার যে সমানে সমানে জবাব দিল 'তুমি কে হে যে তোমার কথার জবাব দিতে হবে ?

এক হাতের মুঠোয় তার কলার ধ'রে রাসপুটিন তাকে সামনে টেনে আনল, তারপর তার মুখের মধ্যে সজোরে একটা ঘুষি মারল। বলল, 'আমার প্রশ্নে প্রত্যেকেই জবাব দিতে বাধ্য হয়, কারণ আমি রাসপুটিন জিজ্ঞাসা করছি। তোমার মত নোংরা জানোয়ার এই পৃথিবীর বুকে আরো কতগুলো আছে জানতে পারলে আমার সুবিধে হত।'

রাসপুটিনের আঘাতে লোকটা ছিটকে পড়ল শোলার মত। কিন্তু দুরন্ত ক্রোধে হাতের কাছে একটা মোটা লাঠির টুকরো পেয়ে তাই দিয়ে আচমকা রাসপুটিনের মুখের ওপর আঘাত ক'রে বসল লোকটা। এই তীব্র আঘাতে, যার জন্য রাসপুটিন প্রস্তুত ছিল না, সঙ্গে সঙ্গে ভুরুর ওপর ফেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

এই আঘাতের পর রাসপুটিনকে বেশ কয়েকদিন বিছানায় পড়ে থাকতে হ'ল। সহস্র প্রশ্নে তাকে জর্জরিত ক'রে তুলল তার স্ত্রী। অপারেশনের পর ডাক্তাররা সাবধান করেছে যে প্রাসকোভিয়া হিস্টেরেকটমিতে ভুগছে। কোন মানসিক আঘাত পেলেই সে মূর্ছা যেতে পারে। যার কোন নির্দিষ্ট ওষুধ নেই।

কিন্তু রাসপুটিনের সঙ্গে খুব সাধারণ কারণেই হঠাৎ ঝগড়া লেগে গেল। রাসপুটিন বলল, 'আমি মারিয়াকে পিটার্সবার্গে আমার কাছে নিয়ে যেতে চাই।' ব'লে সমস্ত ঘটনার উল্লেখ করল। তারপর বলল, 'এখন তুমিই বল ওকে কি এখানে রাখা ঠিক হবে ? একটা বাচ্চা মেয়ের চোখের সামনে যে ধরনের ঘটনা ঘটেছে তাতে তার মনের ওপর কি প্রভাব পড়তে পারে তা তুমি ও আমি ভালমতই বুঝতে পারছি। আর এখানে থাকলে ওর ভবিষ্যৎ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে যাবে। শহরে থাকলে অনেক কিছু সে শিখতে পারবে।'

'দেখ, তুমি যা ভাল মনে কর, তাই তো আমার কাছে ভাল। আমি কি কোনদিন তাতে না বলেছি ?

'সেটা কোন কথা নয়। তোমার সঙ্গে পরামর্শ না ক'রে আমি কিছুই করতে পারি না।'

'আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে তুমি কিছুই করতে পার না, তবে কেন তুমি পোকরোভস্করের এই বিরাট কৃষিক্ষেত্র ফেলে রেখে দিনের পর দিন এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালে ?' এতদিনে প্রাসকোভিয়ার অবরুদ্ধ আবেগ এক সামান্য আঘাতেই ভেঙ্গে পড়ল। সে চুপ ক'রে থাকতে পারল না। কারণ তার মনের কষ্ট কেউ কখনও বুঝতে চায়নি।

রাসপুটিন বলল, 'সে তো তোমার অনুমতি নিয়েই আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম।

'আমার তখন তোমাকে বাধা দেবার কোন উপায় ছিল না। কারণ তোমাকে আটকাতে চাইলে তুমি আমার কাছে থাকতে না। তোমার আর আমাকে ভাল

লাগছিল না। যদি গেলেই তবে বছরের পর বছর এলে না কেন? তুমি মনে কোর না তুমি যা যা ক'রে বেড়িয়েছো তার কিছুই আমার কানে আসেনি। এবং যা যা তুমি ক'রে বেড়িয়েছো তার কোনটাই ভাল করনি তুমি।'

সেই চোখে দেখলে রাসপুটিন সত্যিই হয়ত অন্যায় করে বেড়িয়েছে। কিন্তু অন্তরের অনন্ত জিজ্ঞাসার তাড়না তাকে স্তব্ধ থাকতে দেয়নি। নিজের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির তাড়না সে অনুভব করেছে, কিন্তু তার প্রকাশের কোন রাস্তা তার কাছে খোলা ছিল না। এবং বেশীরভাগ সময়েই চঞ্চলতাই তাকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল ঐ সব ক্রিয়াকাণ্ড করার ব্যাপারে। সে তার স্ত্রীকে কিছুতেই বোঝাতে পারবে না তার মনের গতিবেগ কোন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। শুধু তার স্ত্রী কেন কেউ যদি তার মনের প্রবাহ কেন মাঝে মাঝে খরস্রোতা নদীর আকার ধারণ করে ব'লে দিতে পারত, তবে সে বোধ হয় নিশ্চিন্ত হ'ত। সুতরাং প্রাসকোভিয়ার এহেন আক্রমনে সে প্রতিবাদ করল না, বলল, 'সব ঘটনা তুমি ঠিকঠিক জাননা। আর তোমাকে ভাল লাগে না এ কথাও ঠিক নয়।' কিন্তু এ কথা কিছুটা হ'লেও ঠিক। যে প্রাসকোভিয়াকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল, এ প্রাসকোভিয়া সে প্রাসকোভিয়া নয়। যাকে সে ভালবাসত সে ছিল দীর্ঘাঙ্গিনী, দিঘল নয়না, ডাঁসা চেহারার এক সুন্দরী। তার চলনে-বলনে ছন্দ ওঠানামা করত। তাই তাকে তার আর তেমন ক'রে ভাল লাগে না। কারণ এই প্রাসকোভিয়া খিটখিটে ও বন্ধ্যা। সামনা-সামনি থাকলেই হয়ত শুধুই পরাধীনতা, সন্দেহও মনোমালিন্য।

'তুমি আমাকে ভালবাস কি করে বললে, মিথ্যুক কোথাকার আর তাই যদি হবে, তবে পিটার্সবার্গে গিয়ে তোমার থাকা কেন? এখানে আর সবার মত তুমি থাকতে পারতে না?'

তা যদি রাসপুটিন থাকতে পারত তবে সে কখনোই ঘর ছেড়ে হন্যে হয়ে নিজের আসল রূপের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত না। রাসপুটিন এ পৃথিবীর বুকে জন্মগ্রহণ করেছে কোন সাধারণ কৃষকের মত জীবন কাটাবার জন্য নয়। তার কাজ হচ্ছে আরো বড় কিছু করা। যার যে কোন আচরণই সাধারণের সামনে বিস্ময় সৃষ্টি করবে। আর জনসাধারণের অবিরত প্রশংসা ও আকর্ষণই তার জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। সে দেখতে চায় একটা মানুষ কত দূরে পৌঁছুতে পারে। সোনার চামচ মুখে নিয়ে সে জন্ম গ্রহণ করেনি, কিন্তু সবাইকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসবার ক্ষমতা যে তার করায়ত্ত তা সে সবাইকে দেখাতে চায়। প্রত্যেকে একদিন জানবে যে ঈশ্বরের অনন্ত ক্ষমতার কিছু অংশ যে কোন মানুষের মধ্যেই থাকতে পারে। আর সে শক্তির প্রকাশ ঈশ্বর তাকেই দেখাবার অনুমতি দিয়েছেন।

রাসপুটিন বলল, 'থাক্ সে কথা। মারিয়াকে ওখানে আমি নিয়ে যেতে চাই ওর ভালোর জন্যই। আর হ্যাঁ, দুনিয়াও যাবে আমাদের সঙ্গে।'

এইবারে যেন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্না। সত্যি বলতে প্রাসকোভিয়া অত্যন্ত ভাল স্বভাবের। সহসা তার মুখে চীৎকার চেঁচামেচি শোনা যায় না। কিন্তু এই মুহূর্তে আগুনে ঘি পড়ল যেন। তাকে রাসপুটিন যে আর

ভালবাসে না, সে তা মনে মনে অনুভব করে। কিন্তু তার চোখের সামনে যখন তার স্বামীকেই অন্য কেউ ভালবাসে তখন তা আর কিছুতেই সহ্য করা যায় না। তাই প্রাসকোভিয়া ফেটে পড়ল রাসপুটিনের কথায়। বলল, 'কি বললে তুমি? দুনিয়াকে নিয়ে যাবে? কেন? মারিয়াকে নিয়ে যাচ্ছ তার ভালর জন্য। সেটা মানি। আর আমাকে ছেড়ে যাচ্ছ আমাকে তোমার ভাল লাগে না বলে, কিন্তু দুনিয়াকে নিয়ে যাচ্ছ তুমি কোন কর্মে? মনে কোর না, আমি অত্যন্ত বোকা! সে যে তোমাকে ভালবাসে আর তুমিও যে তাকে ভালবাস সেটা যে কোন অন্ধলোক দেখলেও বুঝতে পারবে। তুমি বাড়ীতে এলেই সে যে তোমার পেছনে পেছনে ঘুর ঘুর করে তা আমি ভালই টের পাই। যে ক'দিন তুমি এখানে থেকে পিটার্সবার্গে গেলে সেদিনই আমি সব বুঝতে পেরেছি। আর তুমি চলে যাবার পর দুনিয়ার সেকি মন খারাপ। বেচারি খেতে চায় না, ঘুমোতে চায় না। আমি যতবার জিজ্ঞেস করি তোর কি হয়েছে রে! সে তত বারই মাথা নাড়ে, কই, আমার তো কিছুই হয়নি। দিনরাত শুধু উদাস উদাস ভাব। তাই তো বলি, আসল ব্যাপারটা কি!'

'দেখ, তুমি কি ভাবলে না ভাবলে আমার তাতে কিছু যায় আসে না। বাড়ীতে তোমার কাতিয়া আছে তোমার সঙ্গে সে সর্বক্ষণ থাকবে। আর দুনিয়া যদি আমার সঙ্গে না যায় তবে মারিয়ার খাওয়া-পরা কে দেখবে?'

'কেন, ওখানে কি ঝি-চাকরের এতই অভাব?'

'না, অভাব নয়, তবে বিশ্বাসী নিজের লোক পাওয়া খুব মুস্কিল।'

রাসপুটিন যাই বলুক না কেন দুনিয়া বেকেরেসোভা তাকে ভালবাসে। যদিও রাসপুটিন সে ব্যাপারে পুরোপুরি অবহিত নয়। কিন্তু বুঝতে পারে যে তার প্রতি দুনিয়ার কোথায় যেন একটা দুর্বলতা আছে। দুর্বলতা না থাকলে দুনিয়া কখনই 'রাসপুটিন ফার্মে' এসে কাজ খুঁজত না। কিন্তু প্রাসকোভিয়া তো প্রকৃত ঘটনা সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখে না। তা হচ্ছে প্রাসকোভিয়া ফেদোরভ্নার তুলনায় দুনিয়ার সঙ্গে রাসপুটিনের মনের যোগাযোগ বোধহয় অনেক বেশী। কেননা দুনিয়া একদিন অজানা-অচেনা রাসপুটিনের জন্য মনের মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারেই বেদনা অনুভব করেছিল।

কি ভয়ংকর সে দিনের ঘটনা! রাসপুটিনকে উলঙ্গ করে ইরিনা দানিলোভা আর তার ছয় পরিচারিকা উন্মত্ত কাম-বিকৃতিতে একটি তাজা যুবকের সঙ্গে তাদের কাম-প্রবৃত্তি উৎকটরূপে চরিতার্থ করার চেষ্টা করছে। আর অসহায়, ভীত রাসপুটিন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না, তখন সেই ছয় পরিচারিকার মধ্যে একমাত্র দুনিয়াই দূরে দাঁড়িয়ে কষ্ট পেয়েছে। রাসপুটিন তখন অবাক হয়েছিল ওর দূরে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে। সে সব ভাবলে এখনও রাসপুটিন শিউরে ওঠে। তারপর উলঙ্গ অবস্থায় শীতের রাতে যখন তাকে বাইরে ফেলে দিয়ে গেছে তারা, দুনিয়াই তার মান-সম্মান, জীবন বাঁচিয়েছে।

সেদিন থেকেই দুনিয়া রাসপুটিনকে ভুলতে পারেনি। মনে মনে তাকে ভালবাসতে শুরু করেছে। কুৎসোভা পরিবারের সঙ্গে সে মস্কো, ওয়ারশ বা প্যারিস সমস্ত

বিলাস বহুল স্থানে ভ্রমন করে বেড়িয়েছে, কিন্তু তার মন কিছুতেই শান্ত হয়নি। বারবার ভেবেছে মিসেস্ কুবাসোভার কথা। কি নিষ্ঠুরা সেই রমণী! রাসপুটিনকে নিয়ে কি কুৎসিত খেলাটাই সে খেলেছিল।

তারপর তুয়ামেনের ছোট্ট মেয়েটি অন্যত্র কাজ দেখবে ঠিক করল এবং অবশ্যই রাসপুটিন পরিবারেই আসবে সে ঠিক করল সেই বিলাসী জীবন ছেড়ে।

রাসপুটিন তখন বাড়ী ছেড়ে ভারখোতুরে গেছে। এই সময়ে দুনিয়া এ বাড়ীতে এল, কিন্তু তার প্রেমাস্পদের খোঁজ পেল না। প্রাস্কোভিয়া তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি চাও এখানে?'

'আমাকে বউদি, যা কাজ দেবেন সব করে দেব। পরিবর্তে আমি আপনার এখানেই থাকব।'

মেয়েটির মিষ্টি মুখের দিকে চেয়ে কি জানি কেন প্রাস্কোভিয়া না বলতে পারেনি। উপরন্তু তার তখন ক্ষেত-খামারে কাজের জন্য সত্যিই লোক দরকার। তাই দুনিয়া কাজে বহাল হ'ল। শুধুমাত্র রাসপুটিনকে ভালবাসার লোভে সে মিসেস কুবাসোভার কাছে বিলাসী জীবনের তুলনায় এই পরিশ্রমের জীবনকেই অত্যন্ত আনন্দের ব'লে ভেবেছিল। আর তাই কাতিয়া ইভানোভার সঙ্গে সেও কাজ করতে থাকল।

পরে রাসপুটিন তাকে এসে দেখতে পায় এবং বুঝতে পারে দুনিয়ার জন্য তার হৃদয়ে কোথায় যেন একটা দুর্বল স্থান তৈরি হয়েছে।

প্রাস্কোভিয়া বুঝল নিরর্থক এই চেঁচামেচি। কারণ সে কাউকেই ধরে রাখতে পারবে না। তাই সে অবশেষে চুপ করে গেল।

রাসপুটিন তখন বলল, 'তুমি ভুল করলে প্রাস্কোভিয়া। আমিও মানুষ! সুতরাং একটা কথাই বলব যে, যে গ্রামে আমি জন্মেছি; পোক্রোভস্কয়ের সে গ্রাম ও গ্রামের মানুষকে আমি কোনদিন ভুলব না। শহরের নোংরামি বিশ্বাস কর আমারও ভাল লাগে না। ঘিঞ্জি শহরের তুলনায় গ্রামের মুক্ত প্রকৃতির এই নির্মল বাতাস আর ঘন সবুজে ভরা স্তেপ্ কোনটাই কি ভুলবার? তুমি মিছিমিছি আমায় ভুল বুঝছ। আমার যতই প্রভাব প্রতিপত্তি হোক না কেন, তুমি আমার স্ত্রী, আমারই তো থাকবে। তুমিও তো আমার সঙ্গে পিটার্সবার্গ যেতে পার?'

প্রাস্কোভিয়া একবার ভুরু কুঁচকে তাকাল, তারপর বলল 'থাক্, অত আদিখ্যেতায় কাজ নেই। আমি গেলে এখানকার এই বিরাট কৃষি সম্পত্তি কে দেখবে? আমি আমার কাজ ছেড়ে যেতে পারব না। আর এখন রাসপুটিন মনে মনে চাইলেও পোক্রোভ্কয়েতে এসে তার আর থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়। অনেক, অনেক মুমূর্ষু মানুষ তার জন্য পিটার্সবার্গে অপেক্ষা করে আছে।

তাই অতি বিষণ্ণ চিত্তে রাসপুটিন বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এল। হাঁটতে হাঁটতে চলে এল তুরা নদীর পাড়ে। আরো ভেতরে চেনা জঙ্গলে প্রবেশ করল ধ্যান করবে বলে। কাকে সে বোঝাবে যে সে চেয়েছিল নিজের অস্তিত্ব বিসর্জন দিয়ে এই মহাবিশ্বের সঙ্গে মিশে গিয়ে প্রত্যেকটি অনু-পরমানুর মধ্যে নিয়ত স্পন্দিত হয়ে অনন্ত মুক্তির স্বাদ অনুভব করবে।

ঘাসের ওপর একটা নরম যায়গা দেখে বসে পড়ল সে। ধীরে ধীরে চক্ষু মুদে মনের সামান্য চঞ্চলতা পর্যন্ত স্তব্ধ করে ফেলতে চাইল সে। আস্তে আস্তে তার শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু থেকে মৃদুতর হতে থাকল। ক্রমশঃ সে অনুভব করল তার দেহ নেই। সে পালকের মত হাল্কা। মন তার অদ্ভুতভাবে ক্রমশঃ প্রসার লাভ করছে। তার মনে হোল সে এখন ইচ্ছে করলেই যেন সম্পূর্ণ পৃথিবীটাকে মহাশূন্যে দাঁড়িয়ে এক লহমায় দেখে নিতে পারে। মনে হচ্ছে যেন সে যোজন যোজন দূরে দাঁড়িয়ে আছে আর ছোট্ট পৃথিবীর মধ্যে কোটি কোটি ঘটনা—জীবের জন্ম-মৃত্যু, আসক্তি, মায়া মমতা সবই যেন কত অর্থহীন আর তুচ্ছ। মনে হতে লাগল সে যেন কোন ভিন্ গ্রহবাসী তার সঙ্গে কারো কোন সম্পর্ক নেই। এমনকি নিজের সন্তান বা স্ত্রী প্রত্যেকেই যেন এক এক টুকরো মাটি, তাদের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। মহাবিশ্বের নীহারিকা পুঞ্জ থেকে বিন্দু বিন্দু তারা ছিটকে বেরোতে লাগল। তাকে কোন উত্তাপ স্পর্শ করল না, সে অতি সহজেই এক একটা তারার মধ্যে প্রবেশ করল। নানা অপরূপ রঙের জ্যোতিপুঞ্জের মধ্যে সে অবগাহন করল, ভেসে গেল আনন্দের স্রোতে। এই আলোর ঝরণা কত তীব্র, অথচ কি ঠাণ্ডা তার স্পর্শ! সেই আলোর জগৎ সে পেরিয়ে গেল। তার গতিবেগ হঠাৎ এত বেড়ে গেল যে সে যেন অনেক উঁচু থেকে পড়ে যাচ্ছে বা এগিয়ে চলেছে নিঃসীম অন্ধকারের গর্ভে। তারপর আবার আলো। এবার সে বুঝতে পারল যে সে আবার কোন নক্ষত্র মণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু যে আলোর কোন ধারাবাহিকতা নেই, কিন্তু আছে অবিচ্ছন্নতা। সেই রূপালী আলোর স্তরে সে পৌঁছচ্ছে না কেন! কিন্তু আবার হঠাৎই তার মনে হোল আমার আমি কে তা আর খুঁজে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে তার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। কিন্তু নিজের ওপর তার প্রচণ্ড রাগ হতে থাকল এমন কথা ভাববার জন্য। এইবার সে জানে আবার তার পতন ও চঞ্চলতা শুরু হ'ল। সে আবার স্থির থাকতে পারবে না এবং তার নারীদের প্রতি যৌন আকর্ষণ তীব্র হয়ে উঠবে।

প্রাসকোভিয়া কি তার এই যন্ত্রণার কথা জানবে কখনো! সে তার সম্বন্ধে যে অভিযোগ খাড়া করেছে তা সত্য, কিন্তু তার যথার্থ কারণ তো অন্যত্র নিহিত।

রাসপুটিন জন্মগ্রহণ করবার পাঁচ-ছ'হাজার বছর আগে ভারতবর্ষে আর্যরা প্রথম ঈশ্বর কে ও কী তার জ্ঞান লাভ করেছিলেন। তাদের চতুর্বেদই তার প্রমাণ। উপনিষদ-গুলিতে তাদের জ্ঞানের বিস্তার দেখলে আশ্চর্য হতে হয়। হিন্দুশাস্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ-গুলিতে অধ্যাত্ম বিদ্যার চূড়ান্ত বিকাশ ও তার পদ্ধতিগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা স্পষ্ট করে ঋষিরা লিখে রেখে গেছেন। পাতঞ্জলের যোগসূত্র ও শ্রীকৃষ্ণের গীতা এর উৎকৃষ্ট সংযোজন। হিন্দুরা ধ্যানের চরম অবস্থা সমাধিলাভের পূর্বে অবশ্যকরণীয়র একটি বিস্তারিত পদ্ধতির প্রয়োগ করেছেন। যার সাহায্যে ধাপে ধাপে সেই অবস্থা লাভ করা যায়। এবং প্রতি পদক্ষেপেই আধ্যাত্মিক গুরুর প্রয়োজন হয়। যোগের সাহায্যে সমাধির অবস্থায় পেঁছুনো সম্ভব। সমাধিরও আবার বিভিন্ন প্রকার ভেদ আছে, তার মধ্যে সমাধির উচ্চ-অবস্থা ও নিম্ন-অবস্থাই প্রধান। সমাধির নিম্ন-অবস্থায় সাধক কোন দেবতার দর্শন করেন ও তাতেই ইচ্ছামত দীর্ঘক্ষণ মনোনিবেশ করে থাকতে পারেন।

এক্ষেত্রে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভিন্ন থাকে আর সমাধির উচ্চ-অবস্থায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় অভিন্ন হয়ে যায়। অর্থাৎ মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়, তখনই হয় সমাধি। যেহেতু হিন্দুরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী তাই তাদের বক্তব্য যে এক জন্মে অনেকেই সেই অবস্থায় পেঁছুতে পারেন না, কারণ সাধকের মানসিক উন্নতির উপর সবকিছু নির্ভর করে। সেইক্ষেত্রে তার কামনা-বাসনা-ভোগ পূর্ণ মাত্রায় না হ'লে তার স্খলন ঘটে। মানুষ ঈশ্বরে আত্মলীন হয় তখনই যখন তার মনের মধ্যে কোন ভাব-অনুভাবের উচ্ছ্বাস বা ওঠানামা থাকে না। কিন্তু বিভিন্ন প্রলোভন ও ভোগ্যসামগ্রী মানুষকে তার ঈপ্সিত লক্ষ্যে পেঁছুতে দেয় না। তাই তাকে কয়েক জন্ম ধ'রে তার মনকে এই পৃথিবীর অনিত্য বস্তু সকলের প্রতি নিস্পৃহ ও নির্লিপ্তির ভাব তৈরি করতে হয়। কোটিতে কয়েকজনই সেই অবস্থা. লাভ করে। এবং তা লাভ করতে গেলে অনেক বিপদের মধ্যে দিয়ে তাদের অগ্রসর হতে হয়।

যোগীদের বিশ্বাস মেরুদণ্ডের নিম্ন প্রদেশ 'কুণ্ডলিনী' নামে এক শক্তি আছেন। এই শক্তিকে বিদ্যুৎ তৈরির ডায়নামো বা জেনারেটর বলা যায়। কুণ্ডলিনী শক্তি একটি ত্রিকোন স্থানে আড়াই প্যাঁচ দিয়ে তার মুখগহ্বরের মধ্যে তার লেজটি ঢুকিয়ে একটি চার পাপড়ির পদ্মের উপর ঘুমন্ত অবস্থায় আছেন। এই স্থানটিকে বলা হয় মূলাধার চক্র। এইরূপ সাতটি চক্র ঃ লিঙ্গমূলের কিছু উর্ধ্বে স্বাধিষ্ঠান, নাভিমূলে মণিপুর, হৃদয়ে অনাহত, কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র, ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে আজ্ঞা চক্র ও মস্তকে সহস্রার। এইসব কল্পিত চক্রগুলি শুধুমাত্র ধ্যানী-যোগীরাই দেখতে পান। পদ্ধতি অনুযায়ী ধ্যান করবার সময় মনকে স্থির করলে প্রচণ্ড শক্তি তৈরি হয় ও তা কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে। তখন সেই সাপের মত শক্তি ফনা তুলে হিস হিস্ শব্দে মেরুদণ্ডের মধ্যে যে সুষুম্না নাড়ী আছে, সেই নাড়ীর মধ্য দিয়ে উপরের দিকে উঠতে থাকে। পরিশেষে সাধক সহস্রারে পৌছন ও ঈশ্বরকে পরম ব্রহ্ম ও এই জগতের অধীশ্বররূপে প্রত্যক্ষ করেন এবং নিজের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটার ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে তিনি একাত্মতা অনুভব করেন। সমাধিস্থ অবস্থার সেই আনন্দ নাকি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

যাইহোক, এই কুণ্ডলিনী শক্তি সবার মধ্যে জাগরিতা হন না। এবং যাদের মধ্যে জাগরিতা হন তারা এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধীশ্বররূপে বর্ণিত হন। এই শক্তি চুলের চেয়েও লক্ষ্যগুণ সূক্ষ্ম কিন্তু অনন্ত তেজ ও শক্তির আধার। এই শক্তি সদা সর্বদা যোনিদ্বারের উপরে স্থিত থাকেন ব'লে আমরা ক্রিয়াশীল হই। কিন্তু কুণ্ডলিনী শক্তি উত্থিত হ'লে মানুষের মধ্যে নানাবিধ প্রতিভার স্ফুরণ হ'তে দেখা যায়। এবং তা তাদের অজ্ঞাতসারেই ঘটে।

এইরূপে যে সাধক ধ্যানের সাহায্যে কুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করেন তিনি বুঝতে পারেন না তিনি কি ধরনের শক্তিকে নিয়ে খেলা করছেন। যোগে বলা আছে সাধক যদি শক্তিকে পূর্ণরূপে জাগরণের কৌশল না জানেন তবে তার অনিবার্য পতনের আশংকা থাকে। তিনি গুরুর সাহায্য ব্যাতিরেকে সে কাজ করবেন না। আর তা যদি না করেন, হঠাৎ প্রকাশিত শক্তির তেজ তাকে ধ্বংস করে ফেলবে। হয় তিনি বৃদ্ধ হয়ে যাবেন অকালে কিংবা উন্মাদও হয়ে যেতে পারেন। এ সবের প্রধান

কারণ তিনি শক্তিকে স্ববশে ইচ্ছামত চালনা করতে শেখেন নি। অনেক ক্ষেত্রেই সাধকের পতন হয় এবং সেই পতন হয় ভয়াবহ। যেমন কুণ্ডলিনী এতদিন নিদ্রিতা ছিলেন, কিন্তু জাগরিতা হবার পর তিনিও সচল হন। ঊর্ধ্বগামী অবস্থায় সুষুম্না কাণ্ডের মধ্যে স্থিতিকালে তিনি নানারূপ অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন আবার নিম্নগামী হ'লে সেই শক্তি তীব্র যৌন-শক্তির আকার ধারণ করেন। আর তার ফল হয় ভয়াবহ। সাধক বুঝতে পারেন না কি ঘটছে এবং ক্ষণে ক্ষণে তীব্র যৌন শক্তি বীভৎস কামনা-বাসনার রূপ পরিগ্রহ করে। আমাদের বাম নাকে ইড়া ও ডান নাকে পিঙ্গল নাম্নী শ্বাস প্রবাহ মূলাধারে একত্র হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস স্তব্ধ হয়ে সুষুম্নায় প্রবাহিত হয় আর কুণ্ডলিনী শক্তি তার নিজস্ব তেজ নিয়ে জেগে ওঠেন। (অনেকটা নেগেটিভ ও পজিটিভ দু'টো তারে ঘর্ষণের ফলে যেমন বিদ্যুৎ তৈরি হয়।) সেই কুণ্ডলিনী শক্তি সৃষ্ট যৌন বা কাম শক্তি সাধকের মধ্যে তীব্র আকার ধারণ করার পর তাও ওজর শক্তিতে পরিণত হতে পারে যদি তার ধ্যানের তীব্রতা থাকে। সেই শক্তি প্রাপ্ত হতে হ'লে সাধককে শুচিতা রক্ষা করতে হয় নানারূপে। বারবার ধ্যান করতে হয়, ধর্ম পুস্তক পড়তে হয়, নিজেকে সংযমী রাখতে হয় অথবা গুরু সান্নিধ্যে সৎ কথা শ্রবণ করতে হয় তাহ'লেই শক্তি আবার ঊর্ধ্ব পথে গমন করে। যদিও শক্তি নিম্নগামী হওয়ার সময় সাধকের আকুতি অনুসারে কামনা-বাসনা ভোগের রিপুগুলি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল হয়, তথাপি তার মনে শুভ কাজ করবার বাসনাও প্রবল হয়। অনেকটা সরোবরের জল ঘোলা করলে সমস্ত তলার জিনিস যেমন উপরে ভেসে ওঠে তেমনি ভাল-মন্দ একই সঙ্গে মনের ওপর ভেসে ওঠে। কিন্তু সৎ-গুরুর অভাবে সাধকের বারবারই পতন হতে থাকে এবং সে কথনই অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারে না কখনই। হয়ত তাকে পরবর্তী জন্মের জন্য অপেক্ষা করতে হয় হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী। আর এই পতিত সাধককে যোগভ্রষ্ট রূপে আখ্যা দেওয়া হয়।

সুতরাং রাসপুটিনের মধ্যে সেই শক্তি জাগরিতা হওয়ার ফলে সাধারণের তুলনায় তার যৌন কামনা অত্যন্ত তীব্র ছিল এবং সেটা হওয়াই ছিল স্বাভাবিক। সেক্ষেত্রে তাকে ভুল বোঝার কোন কারণ নেই। কিন্তু সমাজের চোখে নিশ্চয়ই তা স্বাভাবিক ছিল না। রাসপুটিন প্রথম জীবনে ছিল নিরক্ষর ও রাশিয়ায় তেমন গুরু থাকা সম্ভব ছিল না। সুতরাং হিন্দু শাস্ত্রের জটিল ব্যাপারগুলি সম্বন্ধে তার কোন ধারনা যেমন ছিল না, আর সঠিক গুরু পাওয়াও তার পক্ষে ছিল অসম্ভব। তাই প্রত্যেকবার শক্তির পতনে সে হয়ে উঠত অত্যন্ত যৌন-লিপ্সু যা তার নিজেরও বুঝবার ক্ষমতা ছিল না, তাই তার যৌনাকাঙ্খার কারণ আর মানসিক তার উন্নতির স্তর সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কোন উপলব্ধি ছিল না।

॥ নয় ॥

রাসপুটিন পিটার্সবার্গে ফিরে এল। সঙ্গে তার মেয়ে মারিয়া ও পরিচারিকা দুনিয়া। এদিকে তার দর্শনার্থীর সংখ্যা এত বেড়ে গিয়েছিল যে তার উপযুক্ত বড়

বাড়ী বা স্বয়ংসম্পূর্ণ নিজস্ব ফ্ল্যাটের খুব প্রয়োজনীয়তা সে অনুভব করেছিল। আলেক্সেইকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনবার পর রাজদরবারে বিশেষ করে রাজপরিবারের অন্দরমহলে তার যাতায়াত প্রায় নিয়মমাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভিরুবোভা তাকে যে নতুন ফ্ল্যাটটি গোরোখোভায়া স্ট্রীটে খুঁজে দিয়েছিল সেটি বাড়ীটির গোটা তিনতলা জুড়ে ছিল। ফ্ল্যাটটিতে মোটমাট বড় বড় পাঁচটি ঘর। তবে সবচেয়ে সুবিধের যেটা হ'ল; বাড়ীটির সামনে দিয়ে প্রবেশ করবার যেমন একটি পথ ছিল, তেমনি আবার বাড়ীর পেছন দিক দিয়েও একটি প্রবেশদ্বার ছিল। যার ফলে রাসপুটিনের খুব সুবিধে হয়েছিল। সকাল থেকেই বাড়ীর সামনে বিরাট লাইন পড়ে যেত এই রাজধন্য বিরাট বিখ্যাত ব্যক্তিটিকে দর্শনের জন্য। তার মুখের কিছু মনোমুগ্ধকর কথা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নির্ভুল উচ্চারণ অথবা তাকে নিছক দর্শন অভিলাষে এরা জমায়েত হত। বেশীরভাগ জনসাধারণ যারা তার অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে কানাঘুষোর অনেক কথা শুনেছে, তারা ভাবত এই মানবদেহধারী ভগবানের কাছে একবার পেঁছিতে পারলে তিনি নিশ্চয়ই তার জীবনের সবচেয়ে কোন বড় সমস্যা সহজে সমাধান করে দেবেন।

সেক্রেটারী সিম্রাপ্সেফ, তার ছোটবেলাকার বন্ধু এই কাজে তাকে যথেষ্ট সাহায্য করত। ভেতরে খবর পাঠানো হ'ত। রাসপুটিন যদি বুঝত সাক্ষাৎকারী বা সাক্ষাৎকারিনীর প্রয়োজনটা জরুরী এবং তাকে দর্শন করবার সুযোগ দেওয়া যায়, তবে সে চিরকুটে দু'একটা আঁচড়ের সাহায্যে তার সম্মতি জ্ঞাপন করত। সৌভাগ্যবান ব্যক্তিটি অবশ্যই আনন্দিত হ'ত, কারণ সে ভবিষ্যৎ বংশধরদের বা পরিবারের লোকজনদের এ কথাই পরে বলতে পারবে যে সে এমন একজন ঈশ্বর প্রেরীত পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছিল যে পিটার্সবার্গে প্রথম পদার্পণ করেই জারের পুত্র জারেভিচের দুরারোগ্য ব্যাধি এক লহমায় তার অলৌকিক ক্ষমতার সাহায্যে সারিয়ে দিয়ে জাতিকে তাদের আগামীদিনের যুবরাজের অকালমৃত্যুর সম্ভাব্য দুর্ভাগ্যের হাত থেকে বাঁচিয়ে কিংবদন্তীতে পরিণত হয়ে ছিল। আর যেহেতু সৌভাগ্যপ্রার্থীর সংখ্যা দিন দিন বর্ধিত হচ্ছিল, রাসপুটিন তার সঙ্গে শুধুমাত্র দেখা করবার একটা দক্ষিণা ধার্য করেছিল; কমপক্ষে ১০০০ রুবল। সত্যি বলতে ভীড়ের সংখ্যা কিছুই কমত না বরংচ উল্টোটাই হচ্ছিল। অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তি অনুযায়ী রাসপুটিন দক্ষিণা কিছু নিতই না বা প্রচুর পরিমানেই নিত।

সাধারণের কাছে রাসপুটিনের যশ দিনকে দিন বৃদ্ধি পাওয়ার যথার্থ কারণ ছিল জার পরিবারের সঙ্গে তার উত্তরোত্তর ঘনিষ্টতা বৃদ্ধি।

বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগের প্রবেশ দ্বার পেরিয়ে যেসব ব্যক্তিরা দর্শনার্থী হিসেবে হাজির হ'ত অনেক ক্ষেত্রেই তারা কোন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী বা অভিজাত পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি ও রাজবংশজাত হ'ত। বাড়ীটির এই সুবিধে না থাকলে রাসপটিনের খুব অসুবিধে হ'ত। রাসপুটিনের ব্যক্তিগত প্রয়োজনের কাজও এ দরজা মারফতেই হোত।

রাসপুটিন যে তার বেশীরভাগ ক্ষমতার প্রয়োগই দূরদৃষ্টি দ্বারা সাধন করত তা নয়, অনেকক্ষেত্রে তার প্রভাবিত বিশাল পরিচিতির গন্ডীর প্রভাবশালী ব্যক্তিদের দ্বারা

উপকার লাভের আশায় দর্শনার্থীরা তার কাছে যাতায়াত করত। জনসাধারণের ধারণা ছিল তিনি যখন জারও জারিনাকে বশীভূত করেছেন, তখন তার আয়ত্তের মধ্যে নেই এমন কোন বিশাল ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না।

আর এ ধারণা কিছুটা হলেও সত্য। রাসপুটিন তার নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী যাকে যেখানে খুশী পাঠাত, কারণ সে জানত জার তার কথা শুনবে। জার ও জারিনা তাকে যেমন ভালবাসত ও ভক্তি করত তেমনি মনে মনে তার প্রতি ভীতির ভাব ও ছিল। তারা ভাবত এই দাড়িওয়ালা সন্ন্যাসীটির অভিধানে অঘটন ঘটবে না বলে কোন ধরনের ব্যাপার নেই।

যেমন ব্যবসায়ীরা কিভাবে সরকারী কনটাক্ট পাওয়া যায় তার জন্য তার কাছে আসত। কোন মা তার ছেলের যাতে ভাল চাকরী হয় তার সন্ধানে রাসপুটিনের কাছে আসত। যারা রাজনীতিতে আরো উন্নতি করতে চায় তারা ভাবত, সবই তো তার হাতে। সাধারণ মানুষেরা কিভাবে মন্ত্রীর কাছে দরবার করতে যাবে? তাই তাকেই সঠিক মাধ্যম ভাবত।

রাসপুটিন তখন দেশের ও দশের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে রাজপরিবারের কাছে। জারেভীচ যেকোন মুহূর্তে সেই দুরারোগ্য ব্যাধির কবলে পড়তে পারে, তাই তাকে জারিনার সদাসর্বদা হাতের কাছে রাখতে হত। রাসপুটিন না থাকলে ছেলেকে বাঁচানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। তাছাড়া এই বিচিত্র ও বিশাল ব্যক্তিত্বটির পেছনে সদা-সর্বদাই এক কুৎসিত ষড়যন্ত্র চলত। তাই জারের সিক্রেট পুলিশ, ওখ্‌রানার লোক সাদা পোশাকে রাসপুটিনের বাড়ির আশেপাশে সর্বদাই থাকত এবং তারা রাসপুটিন সম্পর্কে প্রত্যেকটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখত।

সত্যি কথা বলতে রাসপুটিনের দর্শনার্থীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মহিলারা। এবং তাদের অনেকের সঙ্গেই সে নানাভাবে জড়িয়ে পড়ত। আর আশ্চর্য ঘটনা হচ্ছে তারা আনন্দের সঙ্গেই সঙ্গ লাভ করতে চাইত। এমন কিছু সম্মোহনী শক্তি ছিল যার ফলে কেউই যেন আর তার কবল থেকে সহজে উদ্ধার পেতে পারত না। ওখরানার রিপোর্টে ছোট ছোট অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যেমন ১৪৫ তম রেজিমেন্টের এক অফিসারের স্ত্রী মারিয়া জিলের সঙ্গে বেশ কিছুদিন ধরে রাসপুটিনের দহরম মহরম দেখা যেতে লাগল।

পিটার্সবার্গের এক অভিনেত্রী ভারভারোবা একদিন রাসপুটিনের আবাসে এল।

অভিনেত্রীটি দ্বিধাভরা চিত্তে বিরাট ঘরটিতে প্রবেশ করল।

রাসপুটিন তাকে দেখে বলল, 'বোসো।'

মেয়েটি আরাম ক'রে সোফায় হেলান দিয়ে বসল, 'আমার একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম।'

'তুমি আরাম করতে পার। আমি যখন আছি তোমার কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'কিন্তু আমার সমস্যাটা আগে শুনুন।'

মেয়েটি রাসপুটিনকে তার কোন পরিচয় তখনও দেয়নি। কিন্তু তার আগেই

রাসপুটিন তাকে বলল, 'তুমি হচ্ছ একজন অভিনেত্রী আর তুমি তোমার পেশায় উন্নতি করতে চাও।' আর কিছু বলার আছে ?

ভারভারোবা অত্যন্ত অবাক হল। কারণ তার মনের খবরটি রাসপুটিন নিখুঁত ভাবেই রাখে। কিন্তু সে যে অভিনেত্রী তা সে জানল কি ক'রে ? পরিচয় দিয়ে ঢুকবার সময় সে জানায়নি যে, সে একজন অভিনেত্রী।

রাসপুটিন তার দিকে তাকাল। ভারভারোবা কিন্তু তাকাতে পারল না, চোখ সরিয়ে নিল। যে লোক তার ঠিকুজি-কুষ্ঠি মুহূর্তে জেনে যায় তার দিকে তাকাতেও ভয় করে।

রাসপুটিন বলল, 'কই, তাকাও আমার দিকে।'

এবার কিন্তু লজ্জা আক্রমণ করল ভারভারোবাকে। সে নতদৃষ্টিতে চুপচাপ রইল।

রাসপুটিন বলল, 'আচ্ছা, তোমার উন্নতি হলেই হ'ল তো। ঠিক আছে, আমি শুধু একবার চেষ্টা করব। আমার ইচ্ছাই সব।'

এরপর যথারীতি ভারভারোবা আবার তার কাছে একদিন এল। রাসপুটিনের কাছ থেকে চলে যাবার কয়েকদিন পর থেকেই তার উন্নতির দ্বার খুলে গেছে যেন। এখন সেই খবরটাই সে রাসপুটিনকে দিতে এসেছে।

ভারভারোবাকে দেখেই রাসপুটিন হাসল। হাত তুলে বলল, 'থাক্, আমাকে আর কিছু বলতে হবে না, আমি জানি।'

ভারভারোবা বিস্মিত হ'ল, কিন্তু এবারে তার দিকে অত্যন্ত মদির নয়নে তাকাল। এ আমন্ত্রণের ভাষা সহজেই পড়া যায়। ভারভারোবা বলল, 'তাহ'লে বলুন, আমার বাড়িতে কবে যাচ্ছেন ?'

'যাব যাব। একদিন নিশ্চয়ই যাব।' হাসল রাসপুটিন।

এরপর একদিন রাসপুটিন ভারভারোবার বাড়ী গেল। সুসজ্জিত কক্ষে পা ছড়িয়ে বসল। তার টেবিলে গ্লাসে বরফ দিয়ে দামী পানীয় ঢেলে দিল ভারভারোবা। কিন্তু রাসপুটিন হচ্ছে মদের পিপে। প্রচুর মদ্য পান করবার পর একসময়ে সে ভারভারোবার হাতে হাত রেখে বলল, 'তোমাকে দেখতে খুব সুন্দর মিলোচ্কা (প্রিয়ে)।'

মিষ্টি ক'রে হাসল ভারভারোবা। নিজেকে ধন্য মনে করল সে। কারণ রাসপুটিনের মুখে প্রশংসার কথা শুনতে পাওয়া ভাগ্যের লক্ষণ। তখনই তার মনে হ'তে থাকল এই ব্যক্তির জন্য আমি অনেককিছু করতে পারি। রাসপুটিন নেশার ঘোরে তার কোমর জড়িয়ে ধরল। আর ভারভারোবার তখন নিজেকে অত্যন্ত শিথিল ভাবতে শুরু করেছে।

সে যেন এই শুভ মুহূর্তটির জন্যই প্রস্তুত ছিল।

ঠিক এভাবেই গ্রেগুবোভা নাম্নী এক বেশ্যার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করে রাসপুটিন ফিরতে দেখা গেল। তার তীব্র যৌনক্ষুধা সে কিছুতেই রোধ করতে পারত না।

বারজেস্ ইয়াজিনিনসকির স্ত্রী একদিন রাসপুটিনের কাছে এল। তার স্বামীকে যাতে আরো কোন উচ্চপদে আসীন করা যায় সেইজন্য। কারণ রাসপুটিন তার নিজস্ব প্রভাবে রাজদরবারে হয়ত কিছু ঘটাতে পারবে।

কিছুক্ষণ বসে থেকে রাসপুটিনের প্রত্যেকটি কথা সে মুগ্ধ বিস্ময়ে শ্রবণ করছিল। কিন্তু হঠাৎই তার নিজেকে খুব বেআব্রু মনে হ'ল। ইয়াজিনিনস্কির স্ত্রী নিজের পোশাকের দিকে তাকাল। দেখল সমস্ত পোশাকই তার যথাযথ পরিধান করা আছে। তবুও কি এক অদ্ভুত অস্বস্তি। মনে হচ্ছে, মনে হচ্ছে সে যেন উলঙ্গ। রাসপুটিনের সম্মুখে তার নিজেকে বিবস্ত্রা মনে হতে থাকল। রাসপুটিনের দৃষ্টি যেন তার পোশাক ফুঁড়ে তার নগ্ন দেহের প্রত্যেকটি অংশ স্পর্শ ক'রে করে দেখছিল। সত্যি সত্যিই তার তখন তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু এ তো সত্যি হ'তে পারে না যে কারো দৃষ্টি কারো দেহ ছুঁয়ে দেখতে পারে।

রাসপুটিন তখন মুচ্কি মুচ্কি হাসছে। অদ্ভুত তার হাসি। বলল, 'তোমার স্বামীর একটা বন্দোবস্ত হয়ে যেতে পারে।'

ইয়াজিনিনস্কির স্ত্রী কথাবার্তা শেষ ক'রে উঠেছে; রাসপুটিন তাকে বলল, কালকে অবশ্যই এসো। লো-কাট্ পোশাক পরে এসো। আমার দেখতে খুব ভাল লাগে।'

সোজাসুজি কেউই এধরনের কথা বলতে সাহস পাবে না, কিন্তু রাসপুটিন হচ্ছে রাসপুটিন। হয়ত বড় জোর মনে হতে পারে এটা একটা অদ্ভুত ধরনের অনুরোধ।

সে বেরিয়ে যেতেই রাসপুটিন মনে মনে বলল, আমি যা ভাবব, তা সে করতে বাধ্য। কারণ আমি তাকে চাই।' রাসপুটিন তার দৈহিক সৌন্দর্যের কথা ভাবছিল।

স্ত্রী-লোকটি রাস্তায় নেমে এল, কিন্তু তার পেছু পেছু তার মনের মধ্যে রাসপুটিন বলতে লাগল, 'বল, বল, আমি রাসপুটিনকে চাই।' স্ত্রী-লোকটির নিজের ইচ্ছা-শক্তি তখন অন্তর্হিত হয়েছে আর রাসপুটিনের সর্বগ্রাসী গ্রানাইট পাথরের মত কঠিন ইচ্ছাশক্তি তার মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে। সে তখন ভাবছে, হ্যাঁ, রাসপুটিনকে তার অবশ্যই দরকার।

রাসপুটিন জানে ইচ্ছাশক্তি হচ্ছে অনেকটা বাষ্পের শক্তি বা তড়িৎ-শক্তির মত। সেই শক্তিকে ইচ্ছামত কাজে লাগানো যায়। শুধুমাত্র সেই শক্তিকে দৃঢ় মনোযোগের সঙ্গে চালিত করাই হচ্ছে আসল কাজ। মানসিক শক্তি তার অসাধারণ। সে ইচ্ছা করলেই অপরের মনের মধ্যে তার মনের কথারই অস্পষ্ট গুঞ্জন শুরু হয়ে যায় এবং সেই ব্যক্তির নিজস্ব শক্তি তার সম্মোহনী শক্তির আদেশ পালন করতে থাকে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও।

পরদিন মাদাম্ ইয়াজিনিনস্কি আসবার সময় ঠিক করতে পারে না তার লো-কাট পোশাক পরা উচিত হবে কিনা। কিন্তু অন্য পোশাক পরতে গিয়েও সে মত বদলায় এবং রাসপুটিনের কথা মত পোশাক পরে আসে।

এ ধরনের ঘটনা অজস্র।

কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই পরিবেশ রাসপুটিনের আয়ত্ত্বে থাকত না। তার গণসম্মোহনের ক্ষমতাও পর্যাপ্ত পরিমানেই ছিল। সে একই সঙ্গে বেশ কয়েকজনকে বশে রাখতে পারত, কিন্তু অনেক সময়ে সে সবকিছু খেয়াল রাখতে পারত না। এবং বলতে গেলে তাড়নার বশে সে ভুল ক'রে বসত।

একদিন এক সামরিক অফিসার কর্নেল তাতারিনভের স্ত্রী রাসপুটিনের কাছে

এল। কিন্তু তার কিছুক্ষণ পরেই সে বেরিয়ে এল। বাইরে ওখরানার পুলিশ অপেক্ষা করছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, আপনি চলে এলেন এত তাড়াতাড়ি?'

মাদাম্ তাতারিণভ্ একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠল, বলল, 'লোকটা ভব্যতা-টব্যতা পর্যন্ত জানে না। একেবারে নোংরা কাণ্ড করেছে। আমি বসে আছি আর আমার সামনেই একজন যুবতী মেয়েকে জড়িয়ে ধরে চুমু খাচ্ছে। ঘৃণায় আর থাকতে পারলাম না আমি।'

রাসপুটিনের দ্বারা এই মহিলাটি প্রভাবিত হবার সুযোগ পায়নি।

একদিন বৃদ্ধা ব্যারনেস গুয়েরবাল রাসপুটিনকে পোটেম্ কিন্‌স্কায়ায় তার বিরাট বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানালেন। সেখানে মাদাম্ ওল্‌গা ইয়াচেভ্‌স্কির সঙ্গে তিনি রাসপুটিনের পরিচয় করিয়ে দিলেন। মাদাম্ ইয়াচেভ্‌স্কি রাজসভায় যাতে একটা পদপ্রাপ্ত হওয়া যায় তার জন্য রাসপুটিনকে অনুরোধ জানালেন। রাসপুটিনের গতিবিধি সর্বত্র অবাধ। রাসপুটিন তাকে আশ্বাস দিল। যথারীতি এই মাদাম্ ইয়াচেভ্‌স্কির সঙ্গেও তার অন্যধরণের সম্পর্ক তৈরি হ'ল। কিন্তু ভদ্রমহিলার স্বামী এসব সহ্য করতে পারলেন না। একদিন পথে নির্জন স্থানে রাসপুটিনকে তার ভাড়া করা কতকগুলো গুণ্ডা আক্রমণ করে তার পোশাক খুলে নিল।

যেভাবেই হোক রাসপুটিন জানতে পারল এটা কার কাজ। ভদ্রমহিলাটি রাজসভা অলঙ্কৃত করার উচ্চাশা পূরণ করতে পারলেন না। তার স্বামী হঠাৎ একটা বড় প্রমোশন পেল কালুগা শহরের মিলিটারি সেনানায়ক হিসেবে। সুতরাং তাকেও সেই দূরের নির্জন শহরে যেতে হ'ল। অচিরেই ইয়াচেভ্‌স্কিকে পূর্ব সাইবেরিয়াতে নির্বাসনে পাঠান হোল তার কাজের খুঁত বার ক'রে। এসবে রাসপুটিনের উচ্চমহলে প্রভাব কতটা ছিল বোঝা যায়।

কিন্তু রাসপুটিনের দয়ার্দ্র মন সদা-সর্বদাই যথার্থ দুঃখীদের উপকার করবার কথা ভেবে যেত। একদিন নেভ্‌স্কি নদীর তীরে হুইল চেয়ারে সে একটি দু'পা খোঁড়া মেয়েকে যেতে দেখল। হুইল-চেয়ার থামিয়ে রাসপুটিন তাকে দু'একটি প্রশ্ন করল। তারপর কঠিন স্বরে আদেশ করল, 'তোমার চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াও।'

মেয়েটি বলল, 'না, এটা আমি পারব না। আমার দু'টো পা খোঁড়া।'

'আমি বলছি তুমি দাঁড়াও। এবং তুমি তা পারবে।' বলেই রাসপুটিন মনে মনে তার মধ্যে শক্তি প্রবেশ করাতে থাকল, 'ভাব! ভাব! তোমার দু'টো পা-ই সুস্থ। তুমি হাঁটতে পার! তোমার কিছু হয়নি!'

মেয়েটি উঠে দাঁড়ালে তাকে বলল, 'নাও, এবারে হাঁট।'

'কিন্তু কিভাবে?'

'অতীতে তুমি যেভাবে হাঁটতে। নাও হাঁট! তুমি না হেঁটে দেখালে আমি তোমাকে বাড়ী যেতে দেব না।'

হঠাৎ কোথা থেকে মেয়েটির মধ্যে শক্তি সঞ্চারিত হ'ল যেন। সে ভাবতে শুরু করল সে নিশ্চয়ই হাঁটতে পারে। এবং ভাবনার সঙ্গে সঙ্গেই সে হাঁটতে শুরু করল। অপেক্ষারত জনতা সবিস্ময়ে দেখল একজন খোঁড়া তার হুইল-চেয়ার ফেলে রেখে নেভ্‌স্কি নদীর তীর ধ'রে হাঁটছে।

পরিচিত গণ্ডীর মধ্যে থাকলে যেখানে অল্প কথাতেই কাজ হ'তে পারে রাসপ্যুটিন সেভাবেই কাজ সারত। একদিন এক ভদ্রমহিলা তার একমাত্র ছেলেকে যাতে সরকার সামরিক চাকরিতে জোর ক'রে না নেয় তার জন্য রাসপ্যুটিনকে বলতে এসেছিল। সে কাঁদতে থাকলে রাসপ্যুটিন বলল, 'ঠিক আছে, আমি যার কথা বলছি আপনি তার সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন।'

রাসপ্যুটিনের কথা অনুযায়ী ভদ্রমহিলা মিউনিসিপ্যাল লিগের প্রেসিডেণ্ট, তসেল্নোকোভের সঙ্গে দেখা ক'রে রাসপ্যুটিনের চিরকুটটা দিল।

চিরকুটটার হিজিবিজি দেখে প্রেসিডেণ্ট বলল, 'কি ব্যাপার?'

ভদ্রমহিলা বলল যে রাসপ্যুটিন তাকে তার কাছে পাঠিয়েছে তার ছেলেকে মিলিটারি সারভিসে না নেবার জন্য। কিন্তু প্রেসিডেণ্ট তসেল্নোকোভ্ সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার ক'রে উঠল, 'কে রাসপ্যুটিন? তাকে আমি চিনি না। কি আস্পর্ধা! সে কি জার? যে যা হুকুম করবেন তাই শুনতে হবে? সরকারি দপ্তরে নাক গলাবার সে কে? তাকে কি খবরদারি করবার জন্য রাখা হয়েছে?'

সুতরাং সরকারী নানা ক্ষেত্রে তার বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে উষ্মা জমা হচ্ছিল। কিংবা অনেক বড় বড় চাঁইরাও তার বিরুদ্ধে যেতে শুরু করেছিল। যেমন সেদিন এক ইঞ্জিনিয়ার এসে বলল, 'আমি কোটেশন্ দিচ্ছি। আমাকে এই বড় কনট্রাক্টটা পাইয়েই দিতে হবে।' তিনি শহরের রাস্তার তলায় জলের পাইপ বসাবার কাজের অর্ডারটি পেতে চাইছেন যাতে রাসপ্যুটিন তার প্রভাব কাজে লাগিয়ে পাইয়ে দিতে পারে এবং পরিবর্তে রাসপ্যুটিনের মোটা অঙ্কের ঘুষ তো বাধা। কিন্তু এককথায় রাসপ্যুটিন তার আবদার নাকচ করে দিল। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার একজন শত্রু তৈরি হয়ে গেল।

এই ছোটখাট ঘটনাগুলি বাদ দিলে বেশীরভাগই রাসপ্যুটিনের কাছে আসত এবং তার সাহায্য পেয়ে কৃতার্থবোধ করত। কিন্তু তার শত্রুরা খুব গোপনে গোপনে তৈরি হচ্ছিল। বিশেষতঃ অরথোডক্স বা গোঁড়া ক্রীশ্চান পাদ্রীরা জনসাধারণের কাছে দ্রুত তাদের ভাবমূর্তি নষ্ট হয়ে যেতে দেখছিল। এবং যে সব নকল ও ভণ্ড লোক ঠকানো সাধু-সাজা ব্যবসায়ী তাদের ধাপ্পা-বাজির দ্বারা জনসাধারণকে প্রতারিত করতে পারছিল না তারাও রাসপ্যুটিনকে তাদের একমাত্র প্রতিযোগী বিবেচনা করে তার শত্রুতে পরিণত হয়েছিল। বিশেষ করে চার্চের কয়েকজন পিটারিট্যান্ বন্ধুবান্ধব তার প্রধান ও চির শত্রুতে পরিণত হল কয়েকটি ঘটনা উপলক্ষ্য ক'রে। পিটার্সবার্গে আসার পর তার তিন বন্ধু হারমোজেন, থিয়োফান ও ইলিয়ডরের মধ্যে ইলিয়ডরই তার বিশেষ বন্ধু হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু ইলিয়ডর ও রাসপ্যুটিন পরস্পর পরস্পরের কাছে দুই মেরুর দুই প্রান্ত ছাড়া কিছুই ছিল না। রাসপ্যুটিনের যা বক্তব্য, ইলিয়ডরের বক্তব্য ঠিক তার উল্টো। ইলিয়ডর হচ্ছে পিউরিট্যান বা শুদ্ধাচারী। সে বিশ্বাস করত ভগবদ্‌ভক্তি শুধুমাত্র ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমেই লাভ করা যায় এবং এ ব্যাপারে সে নিজেকে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে খুব উঁচুতে স্থাপন করেছিল।

কিন্তু রাসপুটিনের মতামত সম্পূর্ণ ভিন্ন। সে ইলিয়ডরকে পছন্দ করত তার কারণ তার একজন প্রতিপক্ষ দরকার ছিল যার বিপক্ষ ও বিপরীত বক্তব্য সে খণ্ডন করতে চাইত, যাতে সে নিজের মতামত প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এবং এতে সে নিছক আনন্দ উপভোগ করত। সে অরথোডক্স চার্চের পাদ্রীদের অত্যন্ত ঘৃণা করত বিশেষতঃ ছোটবেলায় নাতালিয়ার ঘটনা ও পরে ফাদার পিওতরের কীর্তিকলাপের জন্য। রাসপুটিন এই লোকগুলিকে দাঁত-লুকানো বিষধর সাপ ব'লে মনে করত।

তাই ইলিয়ডরকে সে এক মিনিটের জন্যও অপমানিত না করে থাকতে পারত না। ইলিয়ডরের দৃপ্ত গর্বিত ভঙ্গীকে সে সঙ্গে সঙ্গে নাকচ ক'রে দিয়ে বলত, 'আমি কখনও মনে করিনা তুমিই ঈশ্বরের কাছে পেঁছুবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তি। তোমার ঐ পবিত্র থাকার ব্যাপারটা আমার ঠিক মাথায় ঢোকে না।'

ইলিয়ডর রাসপুটিনের সঙ্গে তর্ক করতে ভালবাসে। তার বক্তব্য, 'দেখ, একটা কথা তো সত্যিই যে ভগবানকে পেতে হ'লে আর সব ত্যাগ করে তাঁকেই খুঁজতে হবে। আর নারীর চিন্তা মাথায় আনলে কোন উন্নতিই সম্ভব নয়।'

'মেনে নিচ্ছি। কিন্তু চিন্তা আনব না বলা যতটা সহজ কার্যক্ষেত্রে তা করা অতি কঠিন।'

'কেন, কঠিন কেন? তুমি আরো বেশী করে সাধনা করবে।'

'তুমি বলছ বটে, আমার মনে হয় না তুমিও তাতে কৃতকার্য হবে। বরঞ্চ মনের মধ্যে কাম চিন্তার উদয় হলে তা লাঘব করাই ভাল। আর যত বেশী তোমার ভোগের ক্ষয় হবে ততই তুমি স্থিরভাবে মনোনিবেশ করতে সক্ষম হবে।'

'কিন্তু আমাদের শিক্ষায় তো তা বলে না। আমরা বলি নিজেকে পার্থিব ভোগ-সুখ থেকে গুটিয়ে আনো তবেই তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী হবে।'

রাসপুটিন বলল, 'কিন্তু আমি ধ্যান করতে বসলাম আর আমার মন খুব চঞ্চল হয়ে পড়ল, কারণ আমার ভেতরের চাহিদা অতৃপ্ত তাই সেক্ষেত্রে যে বাইরে আসতে চায়। তাকে বাইরে আসতে দিলেই তো অন্তরের প্রকৃত স্বাধীনতা হয়। আর তার পরেই তো তুমি এগিয়ে যেতে পারবে।'

'তাহলে তুমি যেগুলো করে বেড়াচ্ছ সেগুলো কি পাপ নয় বলতে চাও?'

এবারে যেন রাসপুটিন বুঝতে পারল ইলিয়ডর ঠিক কী বলতে চায়। ইলিয়ডর তাকেই শোধরাতে চাইছে। আর সে কখনো বিশ্বাস করে না যে ইলিয়ডর একেবারে ধোয়া তুলসি পাতা। তার ধারণা ইলিয়ডরের মত পাদ্রীই মনে মনে এক ভাবে আর কাজ করে অন্যরকম। রাসপুটিন বলল, 'আমি কি ক'রে বেড়াচ্ছি সে তো তোমার দেখার দরকার নেই। আমি আমিই। আর পাপ কাকে বলে? পাপ তাকেই বলে যা তোমার মনকে কলঙ্কিত করবে। অনেক ক্ষেত্রে কিছু না করেই তুমিও পাপী হতে পার।'

'তুমি কোথায় আমাকে পাপ করতে দেখলে?' ইলিয়ডর রেগে যায়।

'সে কথা আমি তোমায় বলিনি বরঞ্চ একথাই আমি তোমায় জিজ্ঞেস করব যে তোমার মনে তুমি যা এড়াতে চাও সেসব চিন্তা তোমার মনের অবচেতনে বাসা বাঁধে কিনা।'

'আমার মন একেবারেই সাদা থাকে।'

রাসপুটিন মনে মনে বলল, 'মিথ্যেবাদী কোথাকার! তোমার সঙ্গে আমার বোধহয় আর মেলামেশা করা সম্ভব নয়।'

ইলিয়ডরের কথা শেষ হয়নি। সে বলল, 'কিন্তু একটা ব্যাপারে আমি আশ্চর্য হই যে তোমার সম্পর্কে যা শোনা যায় তা কতদূর সত্য? তুমি কি সত্যিই তোমার অলৌকিক ক্ষমতার দ্বারা রুগীকে সারিয়ে তুলতে পার? আর তুমি কি আমার কাছে এ কথা স্বীকার করতে পারবে যে তুমি কোন মেয়েকে জোর কর না?'

'দেখ, আমি কিছুই আমার স্বপক্ষে বলতে চাই না। আমি কি করি আর কিভাবে করি তা একমাত্র জনসাধারণ ও ভগবানই বলতে পারবে। আর হ্যাঁ, নারী-সঙ্গ আমি করি, মিথ্যে তোমায় বলে লাভ নেই। তবে একটা কথা সত্যি যে আমি পাপ করিনা, তারাই আমাকে চায়। কেন? তার উত্তর আমায় দিতে বোল না।'

ঈর্ষাকাতর ইলিয়ডর ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল। কারণ তারা যা পারে না, রাসপুটিন একা তার চেয়ে অনেকবেশী এগিয়ে আছে। প্রথমতঃ তার অদ্ভুত ক্ষমতার দরুণ অরথোডক্স ক্রিশ্চান পাদ্রিদের আর কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না আর রাসপুটিন অজস্র নারীকে নিয়ে মুখরোচক আলোচনার যে খোরাক জোগাচ্ছে, তবু তার বিরুদ্ধে কেউ কিছুই করতে পারছে না। সে বলল, 'গ্রীগরি এফিমোভিচ্, তুমি তোমার কথার স্বপক্ষে প্রমাণ রাখতে পার, যে নারীরাই তোমাকে চায়?'

রাসপুটিন ঘন দৃষ্টিতে ইলিয়ডরকে জরিপ করল আর ইলিয়ডরের দেহের ভেতর শিরশির করে উঠল। রাসপুটিন বিচিত্রভাবে হাসল, বলল, 'তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে? রাসপুটিন প্রমাণ দেবে? ঠিক আছে, তুমি বন্দোবস্ত কর।'

ইলিয়ডরের হাতে যেন রুগী মজুত করাই ছিল। দু'দিন পর সে রাসপুটিনের কাছে এল। বলল, 'চল, মাদাম্ লেবেডেভের ভাইঝিকে পাওয়া গেছে। মেয়েটি গুরুতররূপে অসুস্থ। তোমায় তাকে সুস্থ করতে হবে আর—।' ইলিয়ডর যেন এই মুহূর্তে জনসমক্ষে রাসপুটিন যে একজন জালিয়াত আর দুশ্চরিত্র তা প্রমাণ করে দিতে পারলে প্রচুর টাকাকড়ি পাবে এমনই তার ব্যস্ততা।

তাই সে কথা শেষ করল না আর সেটাই যেন মনে হোল সে রাসপটিনকে হুমকি দিচ্ছে।

মাদাম্ লেবেডেভের বাড়ীতে এসে রাসপুটিন ভাইঝিটিকে দেখতে চাইল। ইলিয়ডর তাকে নিয়ে ঘরে ঢুকতে গেল, কিন্তু মুহূর্তে রাসপুটিন বাধা দিল, 'না, এ ঘরে আর কারো ঢোকা চলবে না। তোমরা বাইরে অপেক্ষা কর।'

রাসপুটিনের কথার ওপর কেউ কথা বলল না। কারো কোন কথা মনে যেমন উদয় হল না, তেমনি কিছু বলারও ইচ্ছে জাগল না। এও একধরনের সম্মোহন।

এ কথা শুনে ইলিয়ডর যদিও প্রতিবাদ করতে চেয়েছিল, কিন্তু তারও মুখে শব্দ জোগাল না।

বেশ কিছুক্ষণ পর রাসপুটিন ঘরের বাইরে এল, বলল, 'রোগিনী ভাল আছে।' পরে ইলিয়ডর জেনে আশ্চর্য হ'ল যে রোগিনী সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। সে রাসপুটিনকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি আর অন্য কোন ঘটনা ঘটিয়েছ?'

রাসপুটিন হাসল। মনে মনে ভাবল মেয়েটিকে শারীরীক ভাবেও যে আনন্দ সে দিয়ে এসেছে হয়ত মেয়েটি আজীবন সেই স্মৃতি রোমন্থন করেই কাটিয়ে দেবে। মুখে বলল, 'আমি আমার কথা রেখেছি।' শুধু রহস্য আর রহস্য, ইলিয়ডর যেন পাগল হয়ে যাবে। সে পুনরায় ঈর্ষা বোধ করতে থাকল। কারণ সে রাসপুটিনের কাছে জব্দ হয়ে যাচ্ছে। ভাবল, রাসপুটিন কিসের মন্ত্র জানে যেটা শিখে নিতে পারলে খুব কাজ হত। কিন্তু তা সম্ভব নয় বলেই সে মনে মনে প্রতিশোধ স্পৃহায় ভুগতে থাকল। বিশেষতঃ জনমানসে রাসপুটিনের বিখ্যাত হওয়াটাকে সে মোটেই সহ্য করতে পারছিল না।

পূর্বে রাসপুটিনের কোন অক্ষরজ্ঞান ছিল না। নিরক্ষর রাসপুটিন যখন তার বিজয়ধ্বজা উড়িয়ে চলেছিল এই সময়ে পিটার্সবার্গে তার বেশ অসুবিধে হচ্ছিল মোটেই পড়াশুনা না জানার দরুন। বিশেষ করে আধুনিকসমাজে নিরক্ষর থাকার অসুবিধে অনেক। তা সেণ্ট পিটার্সবার্গে এক সামরিক অফিসার ভদ্রলোক তাকে বেশ সাহায্য করেন এ ব্যাপারে; তাকে লেখাপড়া শিখিয়ে দেন। কৃতজ্ঞ রাসপুটিন তার স্ত্রী ওল্‌গা ভ্লাদিমিরভ্‌না লখ্‌তিনাকে রাজসভায় একটা স্থান করে দেয়।

ঘটনা হচ্ছে এই মাদাম্‌ লখ্‌তিনাকে নিয়ে। মাদাম্‌ লখ্‌তিনা তার দৈহিক সৌন্দর্য দ্বারা রাসপুটিনকে এতটাই আকৃষ্ট করেছিল যে রাসপুটিন তার প্রতি মোহ অনুভব করত। লখ্‌তিনা তার বিশেষ আকার-ইঙ্গিত দ্বারা তার মনে যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করতে শুরু করেছিল।

কিন্তু রাসপুটিনের তুলনায় লখতিনাই রাসপুটিনের প্রতি বেশী আকর্ষণ বোধ করত! আর সে মনে মনে এই বিখ্যাত ব্যক্তিটির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চাইত। একদিন মনে মনে অভিসন্ধি করে সে রাসপুটিনকে তার বাড়ীতে আমন্ত্রণ জানিয়ে বসল।

রাসপুটিন তার বাড়ীতে হাজির হলে সে তাকে ড্রয়িংরুমে নিয়ে গেল। সোফায় হেলান দিয়ে বসে দুজনে মদ পান করতে করতে গল্প করতে থাকল। তারা প্রথম দিনের পরিচয় থেকে শুরু করল। মাদাম লখতিনা বলল, 'সেদিন যখন তোমায় প্রথম দেখি, তখন থেকেই আমার মনের ভেতরে শুধু তোমারই ছায়া প্রতিফলিত হয়ে চলেছে।'

রাসপুটিন বলল, 'আমার কিন্তু তোমার দেহের গঠনের প্রতি বারবার চোখ চলে যেত। এত সুন্দর তুমি!'

লখ্‌তিনা রাসপুটিনের গা ঘেঁষে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরল, 'তুমিও তো সুন্দর। তুমি আমার প্রিয়!'

একথা শুনবার পর রাসপুটিন তাকে চুম্বনে চুম্বনে অস্থির করে তুলল। তারপর তাকে পাঁজাকোলা করে কোলে তুলে নিয়ে গেল শোবার ঘরে। শুইয়ে দিল দুগ্ধফেননিভ শয্যায়। বলল, 'এখানে এখন শুধু তুমি আর আমি। আমি তোমাকে আমার সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দেব। গ্রহণ করার ক্ষমতা আছে তো তোমার!'

গভীর অশ্লেষে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল লখ্‌তিনা। বলল, 'এসো, আমার কাছে এস।'

ঘরের মৃদু আলোয় তারা প্রণয়লীলায় মত্ত হল।

কিন্তু এর কয়েকদিন পরেই মাদাম লখ্‌তিনা তার পাগলামি পুরোদমে শুরু করে দিল। সর্বসমক্ষে বলে বেড়াতে লাগল যে সে রাসপুটিনের সঙ্গিনী। ঈশ্বর তাকে তার সর্বক্ষণের অনুচর করে এই ধরাধামে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেকে তার বক্তব্য ঠিক অনুধাবন করতে পারত না। কাউকে কাউকে সে বলে ফেলল যে সে রাসপুটিনের নর্মসহচরী। কিন্তু রাসপুটিন বুঝতে পারল তার সুনাম ক্ষুন্ন হতে আর বেশী দেরী নেই। কারণ স্ত্রীলোকটি তাকেই অবলম্বন করে বিখ্যাত হতে চাইছিল এবং তার জন্য যা যা করণীয় মাদাম লখ্‌তিনা তাই-ই করবে। সুতরাং অচিরেই তাকে তার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। অবশ্যই রাসপুটিনের ইচ্ছাই সব।

কোর্ট থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সে বুঝতে পারল রাসপুটিন তাকে বেশীদূর পেঁছুতে দেবে না। সুতরাং এবারে সে তার ব্যর্থতার আগুনে একেবারে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল এবং কিভাবে রাসপুটিনকে বিপাকে ফেলা যায় তার চেষ্টা করতে থাকল। মাদাম্‌ লখতিনা ইলিয়ডরের কাছে ছুটে গেল। ইলিয়ডরকে সে প্রথকে তার দুষ্কৃতির ঘটনা বিশেষতঃ রাসপুটিনকে দোষী সাব্যস্ত করে সমস্ত কিছু খুলে বলে তার অনিচ্ছাকৃত দোষ স্বীকার করল।

এতদিন পর ইলিয়ডর ঠিক যা খুঁজছিল তা যেন হাতের কাছে পেয়ে গেল। রাসপুটিনকে উপযুক্তভাবে জব্দ করবার একটা সুন্দর সুযোগ পাওয়া গেছে। ইলিয়ডর বলল, 'বল তোমার সঙ্গে রাসপুটিনের সম্পর্ক ঠিক কি ছিল?'

'আমাদের মধ্যে সমস্ত কিছুই হয়েছিল।'

ইলিয়ডর কল্পনায় শিউরে উঠছিল। সেও মনে মনে একটা রক্তমাংসের এইরকম এক লাস্যময়ী নারী চেয়েছিল যে নারী এখন তার হাতের মুঠোয় স্ব-ইচ্ছায় এসেছে। সে এখন যা ইচ্ছে করবে তাই করতে পারে। তার ভেতরের সর্পিল ইচ্ছা এঁকে বেঁকে মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল।

ইলিয়ডর নরম করে বলল, 'বেশ আমার কাছে এসো। এখন তুমি কি চাও?'

'আমি এই অপমানের শোধ চাই!'

ইলিয়ডর বলল, 'আরো কাছে এসো। আগে তুমি তো আমার হও, তারপর যা চাও তাই পাবে।' বলে সে তার অবরুদ্ধ বিকারগ্রস্ত কামকে দমন করে রাখতে পারল না, কারণ তার বক্‌বক্‌ ভাল লাগছিল না; সে মুহূর্তে লখ্‌তিনাকে জড়িয়ে ধরে মেঝেতে তাকে নিয়ে শুয়ে পড়তে চেষ্টা করল; কিন্তু আশ্চর্য, লখ্‌তিনা ভীষণ জোরে চীৎকার করে উঠল। কারণ ইলিয়ডরের মানসিক ক্ষমতা তো আর রাসপুটিনের মত নয়। রাসপুটিন ইচ্ছা করলে যা পারে ইলিয়ডর তা পারে না। তার হঠাৎ চীৎকারে ইলিয়ডর ছিট্‌কে সরে গেল আর অন্যান্য সন্ন্যাসীরা চীৎকার শুনে সেই ঘরের দিকে তৎক্ষণাৎ ছুটে এল। ইলিয়ডর তাদের দেখেই বলে উঠল, 'দেখলে, আমার এতদিনকার তপশ্চর্য্যা এই দুশ্চরিত্রা মেয়েটি নষ্ট করতে এসেছিল!'

মাদাম্‌ তখন উৎকটভাবে চীৎকার ক'রে জানাতে চাইছে যে, তাকে এই ইলিয়ডর বলাৎকার করতে চেষ্টা করেছিল। অপর সন্ন্যাসীরা তার কথায় কোন কর্ণপাত করল

না। বরংচ সন্ন্যাসীরা ইলিয়ডরের কথাই শেষ কথা ধরে নিয়ে তার পোশাক টেনে ছিঁড়ে ফেলল; তারপর চাবুক দিয়ে প্রচণ্ড মারল। সাইবেরিয়ার নিয়ম অনুযায়ী পরে তাকে উলঙ্গ করে ঘোড়ার পিঠে করে বাইরে ছেড়ে দেওয়া হ'ল।

স্বাভাবিকভাবেই এ খবর জানাজানি হয়ে গেল। ওলগা ভ্লাদিমিরভনার অবস্থা দেখে রাসপুটিন ক্রোধে লাল হয়ে গেল। কিন্তু ওল্গা ভ্লাদিমিরভ্নার জন্য কিছু করার আগেই ইলিয়ডর রাসপুটিনের বিরুদ্ধে বিশপ হারমোজেনের কাছে নালিশ করে বসল। যেহেতু চার্চের প্রত্যেকেই রাসপুটিনের বিরুদ্ধ কিছু করতে চাইছিল তাই হারমোজেন তার সারাটভের মঠে রাসপুটিনকে ডেকে পাঠাল।

রাসপুটিনকে ডেকে পাঠানোর অর্থ তার বিরুদ্ধে অপরাধ খাড়া করা ও তা প্রমাণ করা।

হারামোজেন বলল, 'রাসপুটিন, আমি আমার ধর্মভাইয়ের কাছ থেকে তোমার সম্বন্ধে যা শুনলাম তা মুখে আনা যায় না! তুমি অজস্র পাপ করেছ এবং তা তার কাছে স্বীকারও করেছ, উপরন্তু আরো নতুন একটা পাপ করে বসে আছো।'

'কিন্তু অপরাধ আমি করিনি, করেছে ইলিয়ডর!' রাসপুটিন বলল।

হারমোজেন প্রায় আক্রমণ করে উঠল, 'দাঁড়াও, তোমার কাছে আমি উপদেশ শুনতে বসিনি! তোমার অপরাধ বিবেচনা করবার জন্যই তোমায় ডেকে পাঠান হয়েছে। আমি যখন তোমায় কথা বলতে বলব, তখন তুমি মুখ খুলবে!'

তারপরেই ইলিয়ডর তার বক্তব্য রাখল, 'ধর্মাবতার, সমস্ত ঘটনা আপনাকে এটুকু অবসরে খুলে বলা সম্ভব নয়। সব শুনলে আপনার গায়ের লোম খাড়া হয়ে যাবে! এই রাসপুটিন হচ্ছে সত্যিকারের শয়তানের চেলা! সে পারে না এমন কোন কুকর্ম বোধহয় এ জগতে বিরল! যে কোন নারীকে সম্মোহিত ক'রে তার নিজের ভোগে লাগানো তার কাছে কোন ব্যাপারই নয়। আমার সামনেই সে এমন ঘটনা ঘটিয়েছে। তা ছাড়া এই সেদিনকে ওল্গা ভ্লাদিমিরভ্না নামে একটি মেয়েকে সম্মোহিত করে সে ধর্ষণ করে আর সেই মেয়েটি আমাকে এসে বলে যে তাকে সম্মোহিত করবার সময় তার সমস্ত শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেলে রাসপুটিন তাকে ধর্ষণ করে। এবং সেই মেয়েটি সত্যি বলতে পাগলপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। সে বুঝতে পারছিল না সে কি করছে। সে আমার ওপরে চড়াও হয়েছিল। আমি তাকে শেষপর্যন্ত পাগলা গারদে পাঠাতে বাধ্য হলাম।'

রাসপুটিন অত্যন্ত রেগে গেল। চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠে বলল, 'কিন্তু এ তো ঝুরি ঝুরি মিথ্যে কথা ছাড়া আর কিছু নয়!'

ইলিয়ডরের সঙ্গে কয়েকজন অদ্ভুত চেহারার লোক ছিল। তারা তৎক্ষণাৎ জোর করে রাসপুটিনকে চেয়ারে ঠেসে দিল। ইলিয়ডর তার দিকে একবার করুণার দৃষ্টিতে তাকাল। তারপর হারমোজেনকে বলল, 'এবারে এই অপরাধীকে আপনি যতক্ষণ না শাস্তি দেবেন, সে আরো খারাপ খারাপ কাজ করে বেড়াবে।'

রাসপুটিন বুঝতে পারল তাকে কোন কথাই বলতে দেওয়া হবে না। কেননা সে যেই বলতে গেল যে, 'আমি যদি দোষ করে থাকি তবে ইলিয়ডর ওল্গা ভ্লাদিমিরভ্নাকে উলঙ্গ করে চাবুক দিয়ে পিটল কেন? কেন তাকে প্রথমেই মানসিক

হাসপাতালে দিয়ে দিল না ?' কিন্তু তাকে থামিয়ে দেওয়া হল। সে বুঝল এবার তাকে এখান থেকে চলে যেতে হবে। চেয়ার থেকে উঠে সে সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু ইলিয়ডরের শেখানো পড়ানো দুটি লোক তার ওপরে প্রায় তখুনি ঝাঁপিয়ে পড়ল। রাসপুটিন এই অতর্কিত আক্রমণকে আমল দিল না। তার দৈহিক শক্তিও প্রায় একটা দৈত্যের মত। এক ঝটকায় চেয়ারটা তুলে বাঁই বাঁই করে ঘোরাতে থাকল। এইসময় মিতিয়া কোলিয়াভা নামে ইলিয়ডরের একজন অনুচর সাধু রাসপুটিনের পা আঁকড়ে ধরল কিন্তু রাসপুটিন এক লাথি মেরে তাকে শূন্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দৌড়ে মঠ ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

রাসপুটিনের ওপর আক্রমণ হয়েছে সে খবর খুব শীঘ্রই জার আর জারিনার কানে উঠল। আলেকজান্দ্রোভ্না ভিরুবোভা তাদের সব খুলে বলল। জার সব শুনে অত্যন্ত রেগে গিয়ে সবাইকেই তার দরবারে ডেকে পাঠালেন। ইলিয়ডর, হারমোজেন এবং রাসপুটিন সবার বক্তব্যই জার শুনলেন। শুনে বললেন, 'রাসপুটিনের ওপর অহেতুক অত্যাচার করা হয়েছে এবং তা আমি মোটেই সহ্য করব না। রাসপুটিনই ওল্গা ভ্লাদিমিরভ্নাকে হাসপাতালে দিয়ে এসেছে, ইলিয়ডর দেয়নি। এখানে সমস্ত সাক্ষীই হাজির আছে।'

পরিশেষে ফাঁদে পড়ে গেছে বুঝতে পেরে হারমোজেন ও ইলিয়ডর জারের কাছে করুণা ভিক্ষা করল। কিন্তু জার তার সিদ্ধান্তে অচল ও অটল। তিনি বললেন, 'তোমাদের দুজনকেই নির্বাসনে পাঠানো হবে। আমি চাইনা এধরনের ঘটনা আর ঘটুক !'

এবং রাসপুটিনের জীবনে দুর্যোগ এখান থেকেই শুরু হল। তার বিরুদ্ধে পরিকল্পনাকারীরা ধীরে ধীরে জমায়েত হতে থাকল। কারণ প্রত্যেকেই এটা বুঝেছে যে রাসপুটিন যতক্ষণ আছে জার ও জারিনার কোন ক্ষতি হবে না, রাসপুটিন তার অলৌকিক ক্ষমতা দিয়ে তাদের রক্ষা করবে। আর সন্তানের প্রাণ রক্ষা করেছে বলে জার ও জারিনাও যে কোন প্রকারেই হোক রাসপুটিনকে রক্ষা করবে।

ইলিয়ডর এবং হারমোজেন উভয়েই সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে বহিষ্কৃত হ'ল। কিন্তু ইলিয়ডর ছিল অন্য ধাতুতে গড়া। সে দিনের পর দিন নানা ধরনের পরিকল্পনা করতে থাকল কিভাবে রোমানভ সাম্রাজ্য এবং রাসপুটিন উভয়কেই ধ্বংস করা যায়। কিন্তু তার একার পক্ষে কি এতবড় কাজ করা সম্ভব! তবু সে গ্রামে গ্রামে ঘুরে কুৎসা প্রচার করতে থাকল। সাধারণ মানুষকে সে বোঝাতে থাকল সেণ্ট পিটার্সবার্গে কি ঘটছে। সে বলল, রাজপ্রাসাদ একটা বেশ্যালয় ছাড়া আর কিছু নয়। রাসপুটিন যে শুধু জারিনার সঙ্গেই বিছানায় শুচ্ছে তাই নয়, যত অভিজাত বংশের মেয়েরা তার খপ্পরে আসছে সবাইকেই সে বিছানায় শোয়াতে বাধ্য করছে। দরিদ্র জনসাধারণ দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনযাত্রায় প্রায় জর্জরিত, সেই অবস্থায় তাদের সরকারের বিরুদ্ধে এ ধরনের রটনায় তারা সহজেই বিশ্বাস করতে লাগল।

এবং ইলিয়ডরের সমস্ত কার্যপদ্ধতি সম্পর্কেই জারের কানে খবর আসতে থাকল। জনসাধারণকে নিয়েই তার সাম্রাজ্য। ইলিয়ডর যেভাবে তার মুখ দিয়ে বিষ ছড়াচ্ছে হয়ত বড় কোন ক্ষতি হয়ে যেতে পারে।

জার রাসপুটিনের সঙ্গে আলোচনায় বসল। 'ইলিয়ডর যা করে বেড়াচ্ছে তার ফলে বিপত্তি ঘটতে আর বেশী দেরি নেই। জনসাধারণের ধারণা কিছুটা হ'লেও সে বদলাতে পেরেছে। এমতাবস্থায় আপনার বিরুদ্ধে কোনরকমই ব্যবস্থা নিইনি তা প্রত্যেকের চোখেই পড়ছে। বিশেষতঃ আমার মন্ত্রীসভার প্রত্যেকেই এ নিয়ে কানাঘুষো করছে যে আপনাকে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। এক্ষেত্রে আমার মনে হয় বিষয়টাতে ঠাণ্ডা জল ঢালবার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। আমি চাই না গুজ্‌গাজ্‌ ফিস্‌ফাস্‌ চলতে থাকুক। আপনি কিছুদিনের জন্য পিটার্সবার্গের বাইরে তীর্থ করে আসুন, যাতে প্রত্যেকে ভাবে যে আমি আপনাকেও দোষী সাব্যস্ত করেছি এবং শাস্তি দিয়েছি।'

রাসপুটিন বুঝল রাজনীতি শুরু হয়ে গেছে। সে জারের কথাই শিরোধার্য বলে গ্রহণ করল এবং সেণ্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে তীর্থযাত্রায় বেরিয়ে পড়ল।

॥ দশ ॥

তীর্থযাত্রা সেরে দীর্ঘদিন পর রাসপুটিন ফিরে এল। সেণ্টপিটার্সবার্গ যেন তার অপেক্ষাতেই ছিল।

রাসপুটিন খুব ধীরে ধীরে পিটার্সবার্গে প্রভাব বিস্তার করে বসেছিল। বিশেষ করে জার ও জারিনা তার প্রত্যেকটি মন্তব্য মন দিয়ে শুনত। শাসনতন্ত্রে যেসব মন্ত্রীরা ছিল তারা কেউই রাসপুটিনের কোন কিছুই পছন্দ করত না। তাদের ধারণা ছিল সে একজন কৃষকের সন্তান ছাড়া কিছু নয় এবং তার কিছুতেই ওপরে উঠবার কোন অধিকার থাকতে পারে না। বিশেষ করে এই সামান্য একটা লোক তার খুশীমত যে কোন লোককে মন্ত্রীসভা থেকে বরখাস্ত করাতে পারত বা যে কোন লোককে তার প্রয়োজন মত সংগ্রহ করতে পারত। রাসপুটিন যদি মনে করত কোন ব্যক্তি তার পক্ষে বা জার ও জারিনার পক্ষে ক্ষতিকর হতে পারে তবে সে তাকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দিতে মুহূর্ত মাত্র দ্বিধা করত না। রাসপুটিনের মনের মধ্যে ছিল ক্ষমতার ইচ্ছা: সে মনে করত সমস্ত রাশিয়াবাসিকে তার হাতের মধ্যে আনা কোন কঠিন ব্যাপার নয়। আর তার জন্য সে নির্ভর করত তার ধীর গতির ওপর। বিশেষ করে জার যদিও বা রাসপুটিনের কোন কোন কথা মন থেকে গ্রহণ করতে চাইত না, কিন্তু জারিনার ইচ্ছা ও প্রচেষ্টার ফলে রাসপুটিনের অনেক কথাই জারকে গ্রহণ করতে হোত। এবং সহজেই বোঝা যায় রাসপুটিনের সম্মোহনের তীব্র শক্তি ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছিল।

রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রথম দিকে রাসপুটিন কিছুই বুঝত না, কিন্তু সিমানোভিচ্‌ নামে এক স্বর্ণকার যে জারিনার ব্যক্তিগত স্বর্ণকার ছিল সে রাসপুটিনকে রাজনীতি সম্পর্কে যথেষ্ট অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। সিমানোভিচের সঙ্গে রাসপুটিনের বহুপূর্বেই আলাপ হয়েছিল। ১৯০২ সালে কিয়েভে ধর্মপ্রচারের সময় রাসপুটিন তার ছেলেকে তার আরোগ্যকারী ক্ষমতার সাহায্যে সুস্থ করে তুলেছিল। সে জন্য সিমানোভিচ্‌ তার প্রতি কৃতজ্ঞ ছিল।

দু'জনের মাঝে মাঝেই নিভৃতে আলোচনা হত। রাসপুটিন হয়ত সবসময়ে রাজপ্রাসাদে যেতে পারত না, কিন্তু খবর রাখত প্রত্যেকের।

সিমানোভিচ্‌কে দেখেই সে বলে উঠেছে, 'জারিনার খবর কি সিমানোভিচ্‌ ?'

'তিনি ভালই আছেন।'

'কি করে বুঝলে ?'

'বিশেষতঃ আমার সঙ্গে তার যা সম্পর্ক যেমন গহনা বানানো, তা তো বেশ ভালই চলছে। যাই তাই বলুন জারিনার কিন্তু খুব হাত টান আছে। আপনি আবার বলে বসবেন না যেন! বারবার পুরানো গয়নাগুলোই ভেঙ্গে চলেছেন তিনি, নতুন কোন গয়না কিছুতেই বানাতে চান না। ওনার তো টাকার অভাব নেই!'

'তোমার ছোট মুখে বড় বড় কথা শোভা পায় না। চুপ কর! ভিরুবোভা কেমন আছে ?'

'ভাল। মাদাম্‌ ভিরুবোভাও আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন।'

তারপর দু'জনে এটাওটা ক'রে অন্য আলোচনায় পা দিল।

সিমানোভিচ বলল, 'আপনাকে নিয়ে নানাধরনের কানাকানি চলে। ভিরুবোভা বলছিলেন যে দুমার মন্ত্রীরা জারের ওপর আপনার প্রভাব বরদাস্ত করছে না। তারা যে কোনভাবেই হোক আপনার ক্ষতি করতে পারে। আপনার কিন্তু সাবধানে থাকা উচিত।'

'সিমানোভিচ, আমার ক্ষতি করা কারো পক্ষেই অত সহজ ব্যাপার বলে মনে কোর না।'

'কিন্তু ফাদার ইলিয়ডরের ব্যাপারটা দেখুন! আপনাকে কি অদ্ভুত ফাঁদেই না জড়িয়ে ফেলেছিল! লোকটাকে আমার মোটেই পছন্দ নয়। ফাদারের মুখ-চোখ দেখলেই আমার মনে হয় কোন ষড়যন্ত্র করছে। যদিও সে এখন শহরে নেই, তার মানে এই নয় যে সে চুপ করে যাবে। ভবিষ্যতে আপনার আরো বেশী সাবধানে থাকা উচিত।'

'সাবধানে বলতে তুমি কি বলতে চাইছ ?'

'সাবধানে বলতে বাজে লোকদের সঙ্গে একদম মিশবেন না। সেন্ট পিটার্সবার্গে যে কত ধরনের কুচক্রী লোক আছে! এত বছর ধরে তো দেখছি। অথচ এই খারাপ লোকগুলো ক্ষমতায় বসে আছে। আপনার মত শক্তি আমি কারো দেখলাম না। ইচ্ছে করলে আপনি কত কি করতে পারেন! শুধু আপনার মধ্যে জটিল পরিকল্পনা বাসা বাঁধে না। এরকমভাবে থাকলে আখেরে আপনার ক্ষতিই হবে।'

সিমানোভিচ্‌ চলে গেলে রাসপুটিন চুপ করে বসে ভাবল। একথা সত্যি! সহজে সে কারোর ওপর কঠিন হতে পারে না। আর জটিল পরিকল্পনাও তার মাথায় সহজে আসে না। তবে সে বিশ্বাস করে, খুব দৃঢ়ভাবে চিন্তা করলে সে অনেক কিছু ঘটিয়ে দিতে পারে।

রাসপুটিন ভাবল, এখনকার মত এসব বিশ্রী চিন্তা থাকুক, তার এখন একবার ভিলা রোডিয়েতে যাওয়া দরকার। কাজ-কর্মের ফাঁকে সে মাঝেমাঝেই সেখানে যায়।

সেখানে একদল জিপসি বাস করে। সে অবসর সময়ে তাদের সঙ্গে নাচ-গান করে মনের ক্লান্তি অপনোদন করে সেখানে।

ইলিয়ডর পিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে যাবার পর রাসপুটিনের শত্রুরা তাকে অন্যভাবে ঘায়েল করবার কথা ভাবছিল। তারা ভালভাবেই জানত মদ ও মেয়েমানুষ পেলে রাসপুটিন আর কিছু চায় না। এবং কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার এর থেকে সহজ পদ্ধতি আর কিছুই হতে পারে না। আর সত্যি বলতে রাসপুটিনের বিপদ সর্বদাই নারীঘটিত ব্যাপার থেকে হত। সেও পারত না নিজেকে রোধ করে রাখতে।

ভিলা রোডিয়েতে তার জন্য বেশ চমৎকার জাল পাতা হয়েছিল।

ভিলা রোডিয়েতে যে জাল পাতা হয়েছিল তার পরিকল্পনার বীজ বহুপূর্বেই প্রোথিত করা হয়েছিল।

১৯০৫ সালের ১৭ই অক্টোবর জার যখন প্রথম মন্ত্রীসভা বা দুমা গঠনের স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তখন জারেরই সু-পরামর্শদাতা উইটি রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম প্রধানমন্ত্রী-রূপে শপথ গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু প্রধানমন্ত্রী উইটিরও বেশ কিছু দুর্বলতা ছিল। সে দুর্বলতা হচ্ছে কাউকেই অখুশী না করা। তার ফলে জারের বিরুদ্ধে তিনি মন্ত্রীসভায় অনেক বিরূপ আলোচনা মেনে নিতেন। অর্থাৎ মন্ত্রীসভার সদস্যদের তিনি খুশী করতে চাইতেন। আবার জারকেও তিনি অনুরূপভাবে খুশী করতেন। সুতরাং অচিরেই এই ভালমানুষ উইটি জারের বিরাগভাজন হয়ে তার পদটি হারালেন।

এবারে প্রধানমন্ত্রী হয়ে এল গোরিমিকিন। সে রাজনীতির চালটা বোধহয় ভালই বুঝত। ধুরন্ধর গোরিমিকিন জারকে তোষামোদ করত। সে জন্য সে বেশ কিছুদিনের জন্য টিঁকে গেল।

গোরিমিকিনের পর এল সারাটভের গভর্নর্, পিটার স্টোলিপিন। স্টোলিপিন হচ্ছে একমাত্র মন্ত্রী যার সাহায্যে রাশিয়ার দরিদ্রদের কিছুটা পরিবর্তন দেখা যেতে পারত। কিন্তু স্টোলিপিন ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল ও রাজতন্ত্র ঘেঁষা। তবু স্টোলিপিন যে জনসাধারণকে ভালবাসত তার কিছু প্রমাণ সে দেখিয়েছিল। সে একটা বিল প্রনয়ণের চেষ্টা করেছিল যাতে সে বলেছিল, কৃষকরা গ্রামের সম্পত্তির কিছু কিছু অংশ নিজেদের জন্য দাবী করতে পারবে। ১৯১৭ সালের বিপ্লবের বহু পূর্বেই নতুন রাশিয়ার সূচনা হয়েছিল।

কিন্তু স্টোলিপিনের এ পদক্ষেপেও জনসাধারণ সন্তুষ্ট হতে পারল না। কারণ শ্রমিক ধর্মঘট ও বিপ্লবের হুমকি যে কোন ছুতোতেই জার সরকারের নিষ্ঠুরগুলি চালনার অত্যাচার থেকে সর্বহারারা নিস্তার পেল না। সুতরাং স্টোলিপিনকে প্রত্যেকেই দুমুখো সাপ ব'লে আখ্যা দিতে লাগল।

বলশেভিক্ বিপ্লবীরা তার বাড়ী জ্বালিয়ে দিল। স্টোলিপিনের মেয়ে চিরতরে পঙ্গু হয়ে গেল; ছেলে গুরুতররূপে আহত হ'ল। কিন্তু বিল পাশ ক'রে স্টোলিপিন শুধু জারের বিরাগভাজনই হয়নি, জনসাধারণ বুঝেছিল সে তাদের পাশে কোনদিনই দাঁড়াবে না। একদিন এক থিয়েটার হলে বোগরভ্ নামে এক বিপ্লবী গোপনে প্রবেশ ক'রে স্টোলিপিনকে গুলি ক'রে হত্যা করল।

এই স্টোলিপিনকে জারিনাও খুব ঘৃণা করতেন, কারণ স্টোলিপিন বলেছিল রাসপুটিনকে শহর থেকে বহিষ্কার ক'রে দিতে। আর রাসপুটিনকে জারিনা তাঁর পিতার মত ভালবাসতেন। আসলে স্টোলিপিন পুরোপুরি রাজতন্ত্র ও রাজরক্ত পছন্দ করত, কিন্তু কোন অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে পছন্দ করত না।

লেনিনও স্টোলিপিনকে মোটেই পছন্দ করতেন না। কারণ স্টোলিপিনের কৃষকদের সাময়িকভাবে কিছু পাইয়ে দেওয়ার লোভ দেখানোর জন্য তিনি মনে করেছিলেন, এতে তাদের আকাঙ্খিত বিপ্লব আরো কিছুটা পিছিয়ে যাবে।

এবারে আবার একজন আভ্যন্তরীণ মন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর প্রয়োজন দেখা দিল। নিজ্‌নী নোভোগোরোদ্‌-এর গভর্নর্‌ ভোস্‌তভ্‌কে এ পদে উপযুক্ত বিবেচনা করবার পূর্বে জার রাসপুটিনকে ডেকে বললেন, 'আপনি অবশ্যই এ'র সম্পর্কে ভালমত খোঁজ-খবর নেবেন। কারণ আমার কাছে রিপোর্ট আছে যে লোকটি বিশেষ সুবিধের নয়।'

রাসপুটিন ভোস্‌তভের বাড়ী গেল তার খোঁজ নিতে। রাসপুটিনকে দেখে ভোস্‌তভ্‌ বলল, 'আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না স্যার্‌!'

'চিনতে না পারারই কথা। আমি খুবই সামান্য লোক, আমার নাম রাসপুটিন!'

ভোস্‌তভ্‌ তার তর্জনী দিয়ে মাথায় ঠোক্কর দিতে লাগল। 'ও হ্যাঁ। মনে পড়েছে আমার! আপনিই তো সেই কী যেন ব'লে সেই সম্মোহোনবিদ্‌!'

রাসপুটিন স্থির দৃষ্টিতে লোকটাকে জরিফ করছিল। কথাবার্তার মাঝে লোকটা একবারও রাসপুটিনকে বসবার জন্য অনুরোধ জানাল না বা কিছু খেতেও অনুরোধ করল না।

ভোস্‌তভের বাড়ী থেকে বেরিয়ে রাসপুটিন পোষ্ট-অফিসে একটা টেলিগ্রাম করে দিল।

রাসপুটিন ব্যড়ী থেকে বেরোতেই ভোস্‌তভ্‌ তার একটি বালক চাকরকে ডেকে রাসপুটিনকে দূর থেকে দেখিয়ে কিছু আদেশ করল।

রাসপুটিন পোষ্ট-অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই সেই ছেলেটি পোষ্ট-অফিসে ঢুকে পোষ্ট-মাষ্টারের কাছে ভোস্‌তভের নাম ব'লে সেই টেলিগ্রাফের একটা নকল সংগ্রহ ক'রে নিয়ে ভোস্‌ত্‌ভের হাতে তুলে দিল।

ভোস্‌তভ্‌ টেলিগ্রামটি পড়ল। তাতে ভিরুবোভাকে উদ্দেশ্য ক'রে লেখা আছে, 'জারিনাকে বোলো, ভোস্‌তভের ওপর ভগবানের আশীর্বাদ আছে. তবুও তার মধ্যে কিসের যেন একটা অভাব দেখা যাচ্ছে।'

রাগী ভোস্‌তভের ঠোঁটে একটা কুটিল হাসি ফুটে উঠল। প্রতিশোধের ইচ্ছা তার মাথায় গুঁড়িসুঁড়ি মেরে প্রবেশ করল। সে ভাবতে লাগল, 'নারী-লোলুপ রাসপুটিন! কিভাবে তোমায় জব্দ করতে হয় তা আমি জানি! বোকা জনসাধারণের সামনেই তোমাকে মদ্যপ অবস্থায় আমি অপমান করব!' প্রোথিত হ'ল পরিকল্পনার বীজ।

ভোস্‌তভ্‌ সঠিক ব্যক্তিটিকে খুঁজে বার করল যে রাসপুটিন সম্পর্কে কিছু কেচ্ছা সংগ্রহ করতে পারবে। ব্যক্তিটি হ'ল প্রফেসর নোভোস্‌কভ্‌। নোভোস্‌কোভ্‌ মস্কো থিয়োলজিক্যাল এ্যাকাডেমির একজন লেকচারার্‌।

রাসপ্‌টিন যে খিল্‌স্তি সম্প্রদায়ে ছিল তার স্বপক্ষে বহুবিধ প্রমাণ সংগ্রহ ক'রে তিনি একটি পুস্তিকা প্রকাশ করলেন।

গুচ্‌কোভ্‌, তৎকালার দুমার প্রেসিডেন্ট; 'গোলোস্‌ মস্কভি' নামে একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক এবং মালিক; প্রফেসর নোভেস্‌কভের মাধ্যমে রাসপুটিন সম্পর্কে নানা ধরনের নারী-ঘটিত কাহিনী, বিশেষ ক'রে তার খিল্‌স্তি অভিযান নিয়ে বর্ণবহুল রচনা প্রকাশ করতে থাকলেন।

মাইকেল রদ্‌ঝিআন্‌কো, তখনও দুমার প্রেসিডেন্ট নন; তার সঙ্গে গুচ্‌কোভ্‌ দুমাতে খবরের কাগজে প্রকাশিত ঘটনার উল্লেখ ক'রে দুমায় মন্ত্রীসভার মধ্যে একটি বিতর্কের সৃষ্টি করলেন। তাদের আলোচনার প্রধান অংশ জুড়েই ছিল জার পরিবারের ঙ্গে লম্পট রাসপুটিনের অবৈধ ঘনিষ্ঠতা।

অচিরেই জারের কানে সব গেল। জার গুচ্‌কোভ্‌কে ডেকে নিষেধ করলেন, রাসপুটিন সম্পর্কে যেন কোন নোংরা ঘটনা আর না ছাপা হয়। এ ব্যাপারে তিনি একটি আদেশও জারি করলেন।

দুমার বিশেষ সম্মানীয় মন্ত্রী রদ্‌ঝিআন্‌কো জারের মা মারিয়া ফিওদরভ্‌নার সঙ্গে এ বিষয় নিয়ে সাক্ষাৎ করলেন। বললেন, 'দেখুন, জার দুমার কোনকিছুই স্বাধীনভাবে চলতে দিতে চাইছেন না। বিশেষতঃ রাসপুটিনের বিরুদ্ধে কোনকিছুই তিনি সহ্য করতে পারেন না।'

মারিয়া ফিওদরভ্‌না, যার জারিনার প্রতি সদা-সর্বদাই তীব্র ঘৃণা আর তাচ্ছিল্য, বললেন, 'নিকোলাসের কোন দোষ নেই। সে তো ওর জার্মান বউটার কথায় ওঠ্‌বোস করে। ঐ মেয়েছেলেটার জন্যেই রাসপুটিন এত আস্কারা পেয়েছে। আমি দুটোকেই একদম সহ্য করতে পারি না। সবকিছু উচ্ছন্নে দিয়েছে এই দু'জনেই। দেখ, তুমি যদি এদের সরাবার জন্য কিছু করতে পার, তবে আমি তোমার পেছনে বরাবর আছি।'

রদ্‌ঝিআন্‌কো এই পরিবারেরই দূরসম্পর্কের আত্মীয়। জারিনার শাশুড়ির সঙ্গে আলাপ করবার পর রাসপুটিনের প্রতি ফিওদরভ্‌নার আশানুরূপ বিদ্বেষ এবং তার প্রতি ফিওদরভ্‌নার সহানুভূতি তাকে অনেকটা সাহসী ক'রে তুলল।

রাজনীতি মানেই কূটনীতি। সে সম্পর্কে রাসপুটিনের সহজবোধ্য ধারণা তখনও তৈরি হয়নি।

এ ঘটনা ১৯১২ সালের। যখন রদ্‌ঝিআন্‌কো জারের সঙ্গে দেখা করলেন। বললেন, 'আপনি রাসপুটিন সম্পর্কে যে আলোচনা 'গোলোস্‌ মস্ক্‌ভি'তে বেরোচ্ছিল তা প্রকাশ বন্ধ ক'রে দিয়ে ভাল করেননি।'

জার উত্তর দিলেন, 'ভাল করেছি কি খারাপ করেছি, সেটা আমার ব্যাপার!'

'তা আপনি বলতে পারেন না। কারণ দুমারও নিজস্ব কোন বক্তব্য থাকতে পারে। আর সে স্বাধীনতা তো আপনি আমাদের দিয়েছেন। পাব্‌লিক রাসপুটিন সম্পর্কে আরো বিশদভাবে জানতে আগ্রহী।' দৃঢ়ভাবে বললেন রদঝিআন্‌কো।

জার এবারে একটু থতমত খেয়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন, তার কথায় বিশেষ কোন কাজ হবে না। অবস্থা তার হাতের বাইরে চলে গেছে। তাই তিনি

রদ্‌ঝিআন্‌কোকে রাসপ্‌টিনের ব্যাপারে আর বিশেষ ঘাঁটালেন না। তিনি রদ্‌ঝি-আন্‌কোকে জিজ্ঞেস করলেন, 'বেশ, আপনি কী করতে চান?'

'আমি চাই, 'রদ্‌ঝিআন্‌কোর উত্তর, 'রাসপ্‌টিনের ব্যাপারে আরো খোঁজ-খবর নিয়ে তার সমস্ত কেলেঙ্কারী জনসমক্ষে প্রচার করে দিতে। আমি আরো এগিয়ে যেতে চাই।'

জার অধোবদন হয়ে বসে রইলেন।

কিছুক্ষণ পর রদ্‌ঝিআন্‌কো ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময়ে ভাবলেন, এবারে জোর অনুসন্ধান চালাতে হবে।

হোলি সাইনডের উচ্চ পদাধিকারী লুকিয়ানোফ্, (স্টোলিপিনের সময়ে, ১৯১১) এবং থিয়োলজিক্যাল এ্যাকাডেমির থিয়োফান রাসপুটিন সম্পর্কে এক দীর্ঘ রিপোর্ট প্রস্তুত করে জারিনার কাছে দিয়েছিল। রদ্‌ঝিআন্‌কো অনুসন্ধানের প্রারম্ভে সেই রিপোর্ট'টি পাবার জন্য দামান্‌স্কি নামে এক ব্যক্তিকে জারিনার কাছে পাঠিয়েছিলেন। জারিনা সেই রিপোর্ট দিতে অস্বীকার করলেন।

একথা শুনে অত্যন্ত রেগে গেলেন রদ্‌ঝিআন্‌কো। তিনি তখন কুচক্রী কোকো-ভত্‌সভের (যে পরে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিল) সঙ্গে আলোচনায় বসলেন।

কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ বলল, 'আপনাকে একদম ভাবতে হবে না, আমি দেখছি কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়।'

কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ প্রথমেই রাসপুটিনের সঙ্গে সামনা-সামনি মোলাকাত করতে চাইল। তার জন্য সে রাসপুটিনের সঙ্গে দেখা করল। যেন রাসপুটিনের পরামর্শ একান্তই দরকার, এভাবে সে শুরু করল, 'আমরা জানি আপনার সুপরামর্শ ছাড়া দেশের হাল সহজে ফিরবে না। চতুর্দিকে যা বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে এ অবস্থায় আমাদের করণীয় কী ব'লে আপনি মনে করেন?'

রাসপুটিন কিছুক্ষণ চিন্তা করল, তারপর বলল, 'আমার মনে হয় আপনাদের রেল যোগাযোগ আর খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা এ দুটিকে প্রধানতম ও গুরুত্বপূর্ণ ব'লে ধরে নিয়ে সেভাবে পদক্ষেপ করা উচিত।' ভবিষ্যতে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাসপুটিনের প্রতিটি কথাই সত্য ব'লে প্রমাণিত হয়েছিল। সে দেশের চরম দুর্দিন ও তার সমাধান প্রসঙ্গে কিছু ধারণা সর্বদাই পোষণ করত। রাসপুটিনের হাজার দোষ সত্ত্বেও সে জনসাধারণকে ভালবাসত।

কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ ফিরে এল। মুখে তার মুচকি হাসি।

ভোত্‌সভ্‌, রদ্‌ঝিআন্‌কো আর কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ আলোচনায় বসল।

ভোস্‌তভ্‌ কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌কে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, 'আপনারা মাথা খাটিয়ে কিছুই তো বার করতে পারলেন না। এবার সম্পূর্ণ বিষয়টা আমার হাতে ছেড়ে দিন। আমি জানি কিভাবে এই পথ আগ্‌লে থাকা দানবটাকে তার পথ থেকে সরাতে হবে।'

কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ বলল, 'আপনি বোধহয় পারবেন। আপনার ওপর আমাদের অগাধ বিশ্বাস আছে। সবচেয়ে বড় কথা লোকটার সঙ্গে আমি কথা ব'লে দেখেছি, তাকে ঘায়েল করা খুব একটা কঠিন হবে না।'

ভোত্‌সভ্‌ কাজে নেমে পড়ল। তার বন্ধু পুলিশ-প্রধান কমিসারভ্‌কে ডেকে পাঠাল সে।

ভোত্‌সভ্‌ বলল, 'চিফ্‌, আমার একটা উপকার কর। তোমার একজন বিশ্বাসী সহকারীকে আমায় ধার দাও।'

কমিসারভ্‌ ভোত্‌সভ্‌কে বেলেত্‌স্‌কী নামে একজনের নাম সুপারিশ করল।

বেলেত্‌স্‌কী ভোত্‌সভের নির্দেশ অনুযায়ী এক ধরনের কড়া বিষ যোগাড় ক'রে নিয়ে এল।

ভোত্‌সভ্‌ আলেকজান্দ্রা নামে এক ব্যক্তির সাহায্যে রাসপুটিনের খাদ্যে বিষ মেশানোর কাজটি সুসম্পন্ন করল।

কিন্তু রাসপুটিন খুব শীঘ্রই এই ঘৃণ্য চক্রান্ত সম্পর্কে জানতে পারল। খাদ্য খাবার পূর্বে রাসপুটিন তার একটি পোষা বিড়ালকে সেই খাবার খেতে দেয়। এ ক্ষেত্রেও সে তাই করল। বেড়ালটি সেই খাদ্য খাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করল।

বিস্মিত রাসপুটিন দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলল।

এবং কিছুদিনের মধ্যেই সমস্ত ঘটনা তার কানে এল। ভোত্‌সভ্‌, বেলেত্‌স্‌কী এবং কমিসারভ্‌ এই তিন জনকেই তাদের পদ থেকে অবশেষে বহিষ্কার করা হ'ল। আরো বড় কোন শাস্তি তাদের দেওয়া গেল না প্রমানাভাবে।

কিন্তু ভোত্‌সভ্‌ এমন ধরনের লোক, যে সহজে দমে যাবার পাত্র নয়। তার মাথায় ছিল অসংখ্য পরিকল্পনা। সে জানত তার একটি পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে পারে, কিন্তু সব পরিকল্পনা কিছুতেই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে না।

সে জানে তার মন্ত্রীত্ব আর নেই, কিন্তু তার বন্ধুরা দুমাতে ঠিকই আছে। কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ প্রধান মন্ত্রী হ'ল। সুতরাং তার সন্তুষ্ট না হবার মত কোন কারণ থাকতে পারে না।

সে এবার নিশ্চিন্তে তার পদের বাইরে থেকে কাজ করতে পারবে। বন্ধুদের সে দুশ্চিন্তা করতে বারন করল।

শুরু হোল ভিলা রোডিয়ের নতুন খেলা। রাসপুটিন ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হ'ল। কারণ নাচ-গান নারী আর সুরা এর কোনটার আকর্ষণই তার পক্ষে ত্যাগ করা সহজ ছিল না।

ভিলা রোডিয়েতে গিয়ে রাসপুটিন মদ নিয়ে বসল। সেখানে একজন নূতন ফিনিশিয় নর্তকী সেদিনই এসেছে। সে এক ব্যালে স্কুলে নাচ শেখায়। এই প্রথম তার আগমনে ভিলায় একটা সাড়া পড়ে গেছে। মেয়েটির নাম লিসা তানসিন। যুবতীটির মধ্যে এক অদ্ভুত প্রাণচাঞ্চল্য। হৈ হৈ করে পরিবেশটাকে সে একেবারে অন্যরকম করে ফেলল। রাসপুটিনের মনের ক্লান্তি দূর হয়ে যাচ্ছিল। সত্যিই মেয়েটি খুব সুন্দর ও বাক্‌পটু। এরকম উচ্ছল স্বভাবের মেয়ে সহজে দেখা যায় না। মেয়েটি নিজেই এসে রাসপুটিনের সঙ্গে আলাপ করল।

সে শুরু করল এইভাবে, 'সবাই দেখছি আপনার প্রশংসায় একেবারে পঞ্চমুখ।'

রাসপুটিন মৃদু হাসল, 'কিসের প্রশংসা ?'

'সত্যি ! আপনার বিনয়েরও প্রশংসা করতে হয় । আপনি হচ্ছেন এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ শক্তিধর পুরুষ । আমি শুনেছি আপনার এক অদ্ভুত সম্মোহনী শক্তি আছে । আমি অবশ্য তা এখনই টের পাচ্ছি । পরিচয় দেওয়া হয়নি, আমার নাম লিসা, লিসা তানসিন । আমি হচ্ছি নাচের শিক্ষিকা । অবশ্যই এ ব্যাপারেও আমি আপনার কাছে কিছু না । আপনার সঙ্গে নাকি নেচে কেউ পারে না ! ঠিক আছে হয়ে যাক তাহলে আজকে নাচের পরীক্ষা, দেখি আপনার শক্তি কেমন ?'

রাসপুটিনের ভেতরটা একেবারে ছটফট্ করে উঠল, এই না হলে প্রতিযোগী ! সোজাসুজি আহ্বান জানিয়ে বসেছে ! রাসপুটিন বলল, 'তোমার চেহারা অবশ্য নিখুঁত ! দেখলে মনে হয় তুমি খুবই ভাল নাচ । অবশ্য আমিও এমনই চাই । চল, নাচা যাক !'

আশেপাশের সবাই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ল । সবাই বুঝল প্রতিযোগিতাটা বেশ জমতে চলেছে । সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত হতে চলল । উদ্দাম বেগে সেই নাচ চলছে তো চলছেই । লিসা তানসিন অবশ্যই হাঁফিয়ে উঠল । বলল, 'নাঃ, আপনার সঙ্গে পারা যাবে না ! আপনি গুণী এবং প্রতিভাবন !'

রাসপুটিন বলল, 'এত বিশেষণ আমাকে আবার খাপ খাওয়াবে না ।'

'না ইয়ারকি মারিনি । সত্যিই বলেছি । তবে একটা প্রতিযোগিতায় কিন্তু আপনি আমার কাছে হেরে যাবেন । তা হচ্ছে মদ্যপান । সবাই বলছে ওটাতেও নাকি আপনাকে কেউ হারাতে পারেনি ?'

'না, মদ আমি বেশি খাব না । বিশেষতঃ তোমার মত অল্পবয়সী একটা মেয়ের সঙ্গে কোন চ্যালেঞ্জ নয় । মদ কোন চ্যালেঞ্জের বিষয় হতে পারে না ।'

'এবারে কিন্তু আমি খুব অপমানিত বোধ করছি ! নাচে আপনার কাছে হার স্বীকার করেছি, কিন্তু একটাতে অন্ততঃ আমাকে জিততে দিন । তা না হলে সবাইকে ব'লে বেড়াতে হবে আমি একটা হেরো । আমার এতদিনের সমস্ত শিক্ষা-দীক্ষারই জলাঞ্জলি দিতে হবে ।'

'বেশ তুমি জিতেছ, আমি মেনে নিচ্ছি ।' রাসপুটিন কৌতুক ক'রে বলল ।

'না, না, ওভাবে মেনে নিলে হবে না । আমি দেখব আপনি মদ্য পান করতে করতে হার স্বীকার করছেন ।

সেদিন সন্ধ্যে থেকেই অনেকটা মদ রাসপুটিন পান করেছে । কিছুটা ঘোর চোখে লেগেছে বৈকি ! লিসার আবদার যেন সে আর ফেলতে পারল না । পেগের পর পেগ ভদ্কা উড়িয়ে দিতে শুরু করল সে । লিসাও তার সঙ্গে সমানে পান ক'রে যাচ্ছে । এদিকে নাচ এখনও চলেছে দুরন্ত গতিতে । রাত যে ক্রমশঃ গভীর হচ্ছে সে খেয়াল কারো নেই যেন । কিন্তু না, রাসপুটিন আর যেন চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না । শুধু বুঝতে পারছিল যে সে কোন ইন্দ্রপুরীতে আছে । চতুর্দিকে ঝলমলে আলো আর স্বপ্নিল রঙিন পৃথিবী । তার চারপাশে নগ্ন নারীরা যেন নাচতে নাচতে তাকে আলিঙ্গন করছিল ক্রমাগতঃ । তার মনে হচ্ছিল, এ যেন স্বপ্ন ; সত্যি নয় ।

খিলখিল করে হাসছে লিসা, হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে যেতেই সে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তারপর তার মদের পাত্র পূর্ণ করে দিয়ে বলছে, 'পারবেন না, পারবেন না!' লিসাকে মনে হচ্ছে যেন স্বর্গের কোন অপ্সরা। মাথা ঝাপসা হয়ে আসছে রাসপুটিনের! সে ক্ষীণ স্বরে বলছে. 'লিসা, প্লিজ লিসা, আমার একটা কথা শোন!' বলতে বলতে লিসাকে আবার ধরতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল সে। লিসা তখন তার নাগালের বাইরে। আর পর মুহূর্তেই গাঢ় ঘুম নেমে এল তার চোখে। আঃ কি আরাম! পৃথিবী যেন নিঝুম হয়ে গেল ক্রমশঃ। কারা তার কানের পাশে ফিসফিস করতে থাকল। আর তারপরেই সে কিছু জানে না।

এইবারে দুটো ভারিক্তি চেহারার লোক তাকে কাঁধে তুলে নিল। তারা যেন এ কাজের জন্য প্রস্তুতই ছিল। একজন বলল, 'এবারেই তো লোকটাকে শেষ করে দেওয়া যেত!'

লিসা বলল, 'না, তা করা চলবে না। ছবিগুলি তোলা হয়েছে যাতে জারের কাছে ওকে অপদস্থ করা যায় আর সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে তার পেয়ারের জার তাকে দূর করে তাড়িয়ে দেয়।'

সারা পাড়া জাগিয়ে চীৎকার করতে করতে রাসপুটিনকে কাঁধে করে এনে তারা তার বাড়ীর সামনে নামিয়ে দিয়ে জোরে কড়া নেড়ে প্রতিবেশীদের জাগিয়ে দিল। দুনিয়া দরজায় আওয়াজ শুনে নীচে নেমে এসে দেখল রাসপুটিন উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তাকে ধরাধরি করে সে বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দিল।

কিন্তু পোশাক-আশাকের যা হাল, সেগুলো না বদলালেই নয়। দুনিয়া অজ্ঞান প্রায় রাসপুটিনের পোশাক খুলে গা মুছিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছিল। এই প্রথম রাসপুটিন ঘোরের মধ্যে চোখ খুলে তাকাল, জড়িয়ে জড়িয়ে বলল, 'কে, কে তুমি? ও দুনিয়া! তা কি করছ তুমি আমার সঙ্গে?'

'চুপ, চুপ! এ কি! সারারাত কী ক'রে বেড়িয়েছেন? এখন আবার চীৎকার করছেন? মারিয়া ঘুমিয়ে আছে, জেগে যাবে!' দুনিয়া কঠোরভাবে বলল।

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছ! মারিয়া! না, মারিয়াকে জাগানো চলবে না! কিন্তু তুমি? তুমি আমার কাছে থাকবে তো?' নেশা তখনও কাটেনি রাসপুটিনের। কাকে কী বলছে তার আদপেই খেয়াল নেই!

দুনিয়া চুপ করে থাকে।

রাসপুটিন জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলে। তখনও সে মোদোমাতাল। সে জানে না সে তার পরিচারিকা দুনিয়ার সঙ্গে কথা বলছে। সে আবার বলে, 'বল, তুমি থাকবে আমার কাছে?' দুনিয়া নাইট গাউন পরে আছে। পাতলা নাইট গাউনের ভেতর তার দেহের প্রত্যেকটা রেখা ঢেউ খেলে আছে। সুগোল পীনোন্নত স্তন দুটি উদ্ধতভাবে সেই পাতলা পোশাকের তলায় আবছাভাবে দেখা যাচ্ছে। সে তার কাজ করে যায় নিঃশব্দে। আর রাসপুটিন তাকে জড়িয়ে ধরে, টেনে বিছানায় শুইয়ে দেয়, বলে, 'তুমি আমাকে খুব ভালবাস, না দুনিয়া? আমিও যে তোমাকে খুব ভালবাসি।'

রাসপুটিনের হাত তার দেহের সর্বত্র ঘুরে বেড়ায়। শিউরে শিউরে ওঠে দুনিয়া।

এতদিন সে মনে মনে এটাই চেয়েছিল। ইরিনা কুবাসোভার ওখানে রাসপুটিন অপমানিত হবার পর থেকেই তার কেমন জানি মায়া পড়ে গিয়েছিল তার ওপর। আর সেই মায়া এতদিনে কখন যেন ভালবাসা হয়ে গেছে। আর আজ মদিরায় মত্ত রাসপুটিন তার দেহে প্রবেশ করতে চাইছে। আনন্দে অধীর হয়ে ওঠে সে। তাই বাধা দেবার কোন চেষ্টাই করে না দুনিয়া। দুটি প্রাণ এক হতে চায় ক্ষণিকের জন্য।

সেদিন থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দুনিয়া তার অলিখিত স্ত্রী হয়ে গেছে। তার সুখ-দুঃখের সঙ্গে সে নিজেকে একত্র করে মিশিয়ে ফেলেছে।

এর কয়েকদিন পরেই রাসপুটিনের সঙ্গে একটি লোক দেখা করতে এল। সে রাসপুটিনের হাতে একটা ছোট খাম দিল। রাসপুটিন খামটা খুলতেই একেবারে বিষধর সাপের মাথায় পা দেবার মত করে চমকে উঠল। প্রথমে একটা ছোট চিঠি; চিঠিটায় লেখা, 'হয় সেণ্ট পিটার্সবার্গ ছেড়ে যাও, নতুবা এই ফোটোগ্রাফগুলি জারের হাতে যাবে।' আর ফোটোগ্রাফগুলো! আঁতকে ওঠে রাসপুটিন। তার মুখ থেকে রক্ত সরে গিয়ে ছাইয়ের মত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে তা, যেন কেউ ব্লটিং পেপার দিয়ে তার দেহের রক্ত শুষে নিয়েছে। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় নৃত্যরতা অবস্থায় তার সঙ্গে ভিলা রোডিয়েতে লিসা তানসিন ও তার সঙ্গিনীদের নগ্নদেহের ছবি। এবং দেখলেই বোঝা যায় রাসপুটিন তাদের সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় একাত্ম।

মাথায় হাত দিয়ে বসল সে। এখন কি হবে! ভিলা রোডিয়েতে যে তার ফোটো-গ্রাফ তোলা হবে বলে আগে থেকেই সব সাজানো ছিল তা রাসপুটিন জানবে কি করে! সে যে ফাঁদে পড়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। ছবি কখনও মিথ্যে কথা বলে না! এখন অস্বীকার করবার বা বাঁচবার আর কোন পথ খোলা রইল না। নিজের সমস্ত আত্মবিশ্বাস তার হারিয়ে গেল। এখন জার তাকে ছেড়ে কথা বলবেন না। রাজ-সভায় তার আর কোন কদর থাকবে না। বিশেষতঃ জনসাধারণের কাছে তার পরিচয় কী দাঁড়াবে?

দুনিয়া লক্ষ্য করেছে একটা লোক রাসপুটিনকে একটা খাম দিয়ে গেছে। আর সেটা হাতে পাবার পর থেকে সে গম্ভীর।

হঠাৎ দুনিয়া নিঃসাড়ে ঘরে প্রবেশ করে রাসপুটিনের পেছনে এসে দাঁড়াল। রাসপুটিন ঘাড় ঘুরিয়ে দুনিয়াকে দেখতে পেয়ে ভীষণভাবে চমকে উঠল। সে রাসপুটিনকে জিজ্ঞেস করল, 'কি ব্যাপার, ওটায় কী আছে? দেখি, আমার হাতে দাও ওটা!'

আরো ঘাবড়ে যায় রাসপুটিন, 'না, না ওতে কিছু নেই! ওটা তোমার দেখার মত নয়!' সে মুহূর্তেই দ্বিধান্বিত।

'না, আমি দেখব! দাও!'

'না, না দুনিয়া! তুমি সহ্য করতে পারবে না! এগুলি কতকগুলো অশ্লীল ফোটোগ্রাফ।'

'তাতে কি হয়েছে? কেন, আমি কী সেগুলো দেখতে পারি না? আমি যখন তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়েছি, তখন তা দেখবার অধিকার আমার নিশ্চয়ই আছে। তোমার আমার মধ্যে গোপনীয় কিছুই আর থাকতে পারে না।'

অগত্যা ছবিগুলি দুনিয়ার হাতে সে নিরুপায় হয়ে তুলে দেয়। দুনিয়া সেগুলো দেখে মাথা নাড়ে, 'হুঃ, সে জন্যেই সেদিন সারারাত বাড়ী ফেরা হয়নি। বেলেল্লাপনা করে বেড়িয়েছো ?'

'বিশ্বাস কর দুনিয়া' রাসপুটিন বিড়বিড় করে।

'বিশ্বাস আমি করেছি, মদ খেলে তো তোমার আবার কাণ্ডজ্ঞান ব'লে কিছু থাকে না, সুতরাং যা হবার তাই হয়েছে। কেন, আমাকে তুমি বলতে পারনি, যে তোমার মেয়েছেলের প্রয়োজন ছিল ? আমি তো তোমার কাছে সারা জীবনের জন্যই মজুত ছিলাম। তবে! তুমি কী একবারও খোঁজ নেওয়ার দরকার মনে করনি যে ঘরের লোকটাকে ফেলে আমি বাইরে যাই কী করে ?' তা ছবিগুলো কি তোমার ফ্যামিলি এ্যালবামে আঁটবার জন্যে ওরা পাঠিয়ে দিয়েছে ? ওরা কী চায় ?'

'ওরা চায় এ মুহূর্তে আমি সেণ্ট পিটার্সবার্গ ত্যাগ করি, তা না হ'লে ওরা এই ছবিগুলো জারের কাছে পাঠিয়ে দেবে। আর এখন যদি আমি পিটার্সবার্গ ছেড়ে নাও যেতে চাই, জারই আমাকে নির্বাসন দেবেন।' চিন্তিত দেখায় রাসপুটিনকে।

দুনিয়া হেসে ফেলে। বলে, 'আর তাই ভেবে তুমি ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছ ? কেউ তোমায় মারব বলল, আর তুমি তাতেই ভয় পেলে ?'

রাসপুটিন অবাক হয়ে দুনিয়ার দিকে তাকাল। এ কোন্ দুনিয়া ? যেন সমস্ত সমাধান তার হাতের মুঠোয় ! সে ভয়ে আতঙ্কগ্রস্ত আর দুনিয়া হাসছে।

'ভয় পাব না ?' অবাক হয়ে রাসপুটিন জিজ্ঞেস করল। সে আরো অবাক এইভেবে যে দুনিয়া তাকে ফোটোগ্রাফগুলোর জন্য আর কোন তিরস্কারও করল না।

দুনিয়া বলল, তোমার মত সাহসী লোকের এত অল্পে ভয় পাওয়া সাজে না। রাজনীতির দুনিয়ায় প্রবেশ করতে গিয়ে প্রথমেই তুমি হেরে যাচ্ছ ?'

রাসপুটিন বলল, 'কিন্তু কি ভাবে পরিত্রান পাওয়া যাবে তুমিই বল দুনিয়া ?'

'আমি বাবার কাছে ছোটবেলায় একটা গল্প শুনেছিলাম সেটাই তোমায় বলছি। এক গরীব কাঠুরে কাঠ কেটে বাড়ী ফিরছিল রাতের বেলায়। এক ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘ তাকে দেখতে পেয়ে অনুসরণ করল। চাঁদের আলোয় নেকড়ে বাঘটা সুযোগ বুঝে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বলে তৈরি হ'ল। কিন্তু এবারে কাঠুরে বাঘটার ছায়া দেখতে পেয়ে খুব ভয় পেয়ে গেল। তার আর পালাবার পথ নেই, পালাতে গেলেই তো নেকড়ে বাঘ তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করবে। তখন তার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। সে সাহসে ভর ক'রে বাঘের মত থাবা করে দ্রুত নেকড়ে বাঘটার দিকে ফিরে দাঁড়াতেই বাঘ ভাবল তাকেই বুঝি শিকার বানিয়েছে। তার থেকেও ভয়ংকর কোন জন্তু। ভয়ে দৌড়ে পালাল বাঘটা। গল্পের সারাংশ হল ভয় না পেয়ে মাঝে মাঝে আক্রমনকারীকেই আক্রমন করতে হয়, তাতে বেশ ভাল ফল দেখা দেয়।'

এবার যেন রাসপুটিন আসল সত্যটা চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পেল। দুনিয়ার কথায় মুহূর্তে তার চোখের সামনে আশার আলো ঝলকে উঠল। সে বলল, 'ঠিকই বলেছ দুনিয়া, এটা তো আমার মাথায় আগে আসেনি। যদিও আমি

আমার আক্রমনকারীদের চিনি না, তবুও তারা আমাকে আক্রমন করবার আগেই তো আমি তাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে পারি ; জারকে নিজের মুখে সব স্বীকার করে দিয়ে !'

দুনিয়া হাসল। জয়ের হাসি। রাসপুটিনের মত বিখ্যাত এবং বিশাল ব্যক্তিত্বের পাশে সাহায্যের হাত নিয়ে অবশেষে সে দাঁড়াতে পেরেছে।

রাসপুটিন জারেসকোয়ে সাইলো অর্থাৎ রাজপ্রাসাদে এসে হাজির হল। জারের সম্মুখে গোপন কক্ষে সে তার সঙ্গে লিসা তানসিনের সে রাতের সমস্ত ঘটনা খুলে বলল। তারপর অশ্লীল ফোটোগ্রাফগুলির প্যাকেটটি তার হাতে তুলে দিল। খাম থেকে ফোটোগ্রাফগুলি হাতে নিয়েই চমকে উঠল জার নিকোলাস। রাসপুটিনের দিকে চেয়ে থাকল অবাক হয়ে। তার কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইল না, এ ছবিগুলো রাসপুটিনের ! আত্মিক শক্তিতে ভরপুর শক্তিমান রাসপুটিনের ছবি !

জার তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এ ছবিগুলো আপনি আগেভাগেই আমার কাছে এনে ভাল করেছেন, কেননা ওরা নিশ্চয়ই এগুলো আমার কাছে পাঠাত। আপনি যে কী ভুল করেছেন আপনি ঠিক বুঝতে পারছেন না। আপনার মত বিচক্ষণ এবং রাজপরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ট উচ্চ পদাধিকারী ব্যক্তিত্বের পক্ষে এ কাজ যেন অবিশ্বাসের। আপনি কেন যে ওরকম বাজে যায়গায় গিয়েছিলেন। স্বীকার করি ষড়যন্ত্রটা একেবারে নিখুঁত, কিন্তু আপনার মত ব্যক্তির পক্ষে এরকম বোকামি সম্ভব হ'ল কি ক'রে ? সবচেয়ে বড় কথা আপনি বুঝতে পারেননি আসল বিপদটা কোথায়। এই শত্রুরা যারা আপনার পেছনে লেগেছে বস্তুতঃ তারা আপনাকে দাবার বোড়ে হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে। তারা আপনার সাহায্যেই আমার বিরুদ্দে গিয়ে রোমানভ সাম্রাজ্য ধ্বংস ক'রে দেবার কথা ভাবছে। যাইহোক, যা হবার হয়ে গেছে। এবার থেকে সতর্ক হয়ে চলবার চেষ্টা করবেন !'

কিন্তু শত্রু তখন সবে কামড় দিতে শুরু করেছে। তাদের তখন আপ্রাণ চেষ্টাই হচ্ছে রাসপুটিনকে পিটার্সবার্গ থেকে বিতাড়িত করা। এবং অনেক সময়ই জারকে শত্রুমণ্ডলীর কথা শুনেই চলতে হোত। তিনি শুধুমাত্র ভাবতেন যে রাসপুটিনকে নিয়ে যখন কোন কলঙ্ক রটতে শুরু করবে তা তার ও জারিনারও কলঙ্ক। তাই তিনি তার চারপাশে ভিড় করে আসা ব্যক্তিদের উদ্দেশ্য ঠিক বুঝে উঠতে পারতেন না এবং যথারীতি রাসপুটিনকে ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে সেণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে সরিয়ে দিতেন। তার ফলস্বরূপ জারিনা জার নিকোলাসের ওপর অত্যন্ত রাগ করে থাকতেন। তিনি বলতেন, 'আচ্ছা, যারা সত্যিকারের অপরাধ ক'রে তোমার এবং দেশের ক্ষতি করতে চাইছে তাদের তুমি না সরিয়ে ফাদার গ্রীগরিকে কেন শহরের বাইরে পাঠিয়ে দাও ?'

নিকোলাস রাগ করতেন না। বলতেন 'রাজনীতি বুঝতে পারলে তুমিই আমার জায়গায় শাসন করতে। যারা আমার শত্রু, তারা দলে ভারি এবং তারা যেকোন মুহূর্তে রাসপুটিনের ক্ষতি করতে পারে বলেই তাকে উত্তাপ থিতিয়ে আসবার জন্য মাঝে মাঝে বাইরে পাঠিয়ে দিতে হয়। আর ছদ্মবেশী শত্রুদের কাকে আমি সরিয়ে দেব বল ? তাদের আলাদা ক'রে চিনে ওঠাই মুশকিল।'

রাসপ্রটিন যেদিন থেকে রাজপরিবারের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তার এক বছর পর থেকেই রাশিয়া নানাভাবে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যেমন ১৯০৫ সালে রুশ-জাপানী যুদ্ধ। আবার ১৯০৮ সালে অস্ট্রিয়া হঠাৎ ঘোষণা করে বসল যে দুটো স্লাভ রাজ্য তার দেশের সম্পত্তি এবং জারমানি অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করল। অবশ্যই এসব জারের দুর্বলতার ফল। তার মন্ত্রীসভার অনেকেই গোপনে গোপনে রাশিয়ার ক্ষতি চাইছিল। এর জন্য বিদেশমন্ত্রী ইঝভোলস্কিকে দায়ী করা যায়।

দুমার মধ্যেই যে ভূত ঢুকে আছে তা জারের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না। এবং ইচ্ছে করলেই মন্ত্রীসভা তিনি ভেঙ্গে দিতে পারছিলেন না, কারণ তার ভয় ছিল তাহলে দেশের সমস্ত পার্টিগুলো একযোগে বিদ্রোহ করে উঠবার সুযোগ পাবে। তিনি ঠাণ্ডাভাবেই কাটাতে চাইছিলেন। কিন্তু জনসাধারণ দিনদিন নানাভাবে অভাবগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল আর মন্ত্রীদের মধ্যে দুর্নীতি বাসা বাঁধছিল।

আর রাসপুটিনের চোখে নানারকম দুর্নীতি আস্তে আস্তে ধরা পড়ছিল যখন সে গোরোখাভায়া স্ট্রীটের বাড়ীতে জনসাধারণের সমস্যা নিয়ে বসত। কারণ ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ্ প্রত্যেকেই অসৎ উপায়ে আরো ক্ষমতা ও অর্থ কিভাবে বাড়িয়ে তোলা যায় তার জন্য তার কাছে আসত। আর এই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রাসপুটিনের কাছে নানাভাবে ধাক্কা খেয়ে তাকে কিভাবে একেবারে নির্মূল করে দেওয়া যায় তাই ভাবছিল। এবং তার জন্য লিসা তানসিনকে তারা টোপ হিসেবে ব্যবহার করেছিল।

এর ফলে এদিকে বিশেষ কোন কাজ হল না। কিছুদিন পরেই জারের সঙ্গে প্রধান-মন্ত্রী কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ দেখা করতে এল। কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ জারকে নানাবিধ পরামর্শ এতদিন দিয়ে আসছিল এবং মনে মনে সেও ক্ষমতার উচ্চে ওঠার কথা ভাবত। সুতরাং তার মনে হয়েছিল তার পথে রাসপুটিনই বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

কোকোভ্‌তসভ্‌ জারের সঙ্গে দেখা করে প্রথমেই রাসপুটিনের বিরুদ্ধে তার বক্তব্য রাখল। 'আপনার কিন্তু রাসপুটিনকে রাজদরবারে আর আশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।'

'কারণটা কি ?'

'লোকটা একটা ভণ্ড। আর আপনার সুনামের পক্ষে ক্ষতিকর।'

'ভণ্ড কেন ? আলেকসেইকে তো শেষ পর্যন্ত রাসপুটিনই ভাল করেছে।'

'কিন্তু বাইরে তার নামে কতরকম কেচ্ছা রটছে সেটা আপনি খেয়াল করছেন না। লোকে একেবারে ছ্যা ছ্যা করছে।'

'লোকে তার নামে কি বলছে তাতে আমার কিছু আসে যায় না, কারণ রাসপুটিন আমার জন্য তার যা করা দরকার তা ঠিক্‌ভাবেই করছে। আর জনসাধারণকে আমি চালাই, জনসাধারণ আমাকে চালায় না।'

'সে তো নিশ্চয়ই, সে তো নিশ্চয়ই। কিন্তু একটা কথা ভেবে দেখেছেন কি যে জনসাধারণ ক্ষেপে গেলে কি হবে ? এমনকি আপনার রাজ সিংহাসনও নড়ে উঠতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা খবরের কাগজগুলোতে যা তা লেখা হচ্ছে সকালে-বিকালে। সেগুলো তো কিছুতেই নস্যাৎ করে দেওয়া যায় না। আপনি যতই বলুন রাসপুটিনের জন্যই কিন্তু আপনার সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

জার কোকোভ্‌ৎসভের কথায় থুতনিতে হাত ঘষতে লাগলেন। তিনি ভাবতে লাগলেন এবারে অক্টোপাস তার বাহু দিয়ে আস্তে আস্তে তাকে জড়াতে চেষ্টা করছে। তিনি বেশ দুশ্চিন্তাতেই পড়লেন।

এদিকে রাসপুটিনের আর একটি বড় শত্রু এম রদ্‌ঝিআন্‌কো, দুমার নতুন প্রেসিডেণ্ট জারের কাছে এসে হাজির হল। তারও বক্তব্য একই ধরনের। রদ্‌ঝিআন্‌কো বলল, 'আপনি হয়ত জানেন না যে রাসপুটিন আজকাল আপনার যায়গায় নিজেকে বসিয়েছে। সে আমাদের হুকুম দেয়, যেন আমরা তার অধীনে কর্মরত। আপনি কি বলেন আমাদের এসব মেনে নিতে?'

জার বললেন, 'আমার পরিবর্তে সে হুকুম দিচ্ছে?'

'বিশ্বাস না হয় আপনি নিজে খোঁজ নিয়ে দেখুন। সে তার এক শ্রেণীর ভক্তদের ছোট ছোট চিরকুট দিয়ে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয়, কখনও চাকরি, কখনও বা অন্য কোন অনুগ্রহের জন্য। আমরা আপনার কথা শুনতে বাধ্য, কিন্তু তার কথা কি করে আমরা শুনব?'

জার রদ্‌ঝিআন্‌কোর বক্তব্য মোটামুটি বুঝতে পারলেন। তাই তিনি বললেন, 'রাসপুটিন যখন কারো উপকার করতে চায় আপনারা নিশ্চয়ই জানবেন যে তাদের ভালর জন্যই সে কিছু করতে চায়। আর সেসব অনুরোধকে আপনারা তার হুকুম বলে ভাবছেন কেন? জার তো আমিই, সে বিষয়ে আপনার কোন সন্দেহ নেই তো? আর সেরকম কিছু হলে আপনার ভাবতে হবে না, আমিই বন্দোবস্ত করব।'

রদ্‌ঝিআন্‌কো নিতান্ত নিরুৎসাহ হয়ে উঠে পড়ল। সে বুঝল রাসপুটিন একটা বিরাট দেওয়ালের আকার নিয়ে সবকিছুর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে।

রদ্‌ঝিআন্‌কো সমস্ত কিছু নতুন করে ভাবতে বসল। সে ফেলিক্স্‌ ইয়ুসুপোভের সঙ্গে দেখা করল। রদ্‌ঝিআন্‌কো ইয়ুসুপোভ পরিবারের আত্মীয়।

আর আগে ফেলিক্‌স্‌ ইয়ুসুপোভের পরিচয় দেওয়া দরকার।

গোরোখোভায়া স্ট্রীটে রাসপুটিনের ভক্তদের মধ্যে একজন সুন্দরী বছর ২৮-২৯ এর মেয়ে তার কাছে আসত। যুবতীটির নাম মারিয়া ইভ্‌জেনিয়া মুনিয়া গোলোভিনা। সে মুনিয়া নামেই সমধিক পরিচিত ছিল। ফেলিক্‌স ইয়ুসুপোভের দাদা প্রিন্স্‌ নিকোলাস ইয়ুসুপোভের সঙ্গে তার ভালবাসা ছিল। কিন্তু নিকোলাস পোলিয় নাম্নী অন্য একটি মেয়েকে ভালবাসত। এবং মেয়েটিকে পাবার জন্য সে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে ডুয়েল লড়তে গিয়ে মারা যায়। প্রথমতঃ অপর যুবতীর সঙ্গে প্রেম ও তার জন্য মৃত্যু এই উভয় ঘটনাতে মুনিয়া খুব মানসিক আঘাত পায়। ক্রমশঃ সে অধ্যাত্মবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও রাসপুটিনের সঙ্গে আলাপ হয়। নিকোলাস মারা গেলেও মুনিয়াকে নিকোলাসের বাবা পুত্রবধূর সম্মানই দিতেন। তার ফলে ইয়ুসুপোভ পরিবারের সঙ্গে মুনিয়ার পূর্ণমাত্রায় যোগাযোগ অক্ষুন্ন ছিল।

নিকোলাসের ভাই ফেলিকস্‌ ইয়ুসুপোভ রাসপুটিনের কথা মুনিয়ার কাছে প্রায়ই শুনত। এজন্য তার ইচ্ছে হত রাসপুটিনের সঙ্গে কথা বলার। মুনিয়াই দুজনের দেখা-সাক্ষাৎ করিয়ে দেয়।

প্রথম সাক্ষাতেই রাসপ্‌ুটিন বুঝতে পারে ফেলিক্‌স্‌ ইয়ুসুপোভ কী জাতীয় যুবক। ফেলিকস্‌ দেখতে বেশ সুন্দর, অনেকটা মেয়েদের মত তাকে দেখতে। দুধে আলতা ফরসা রঙ, টানা চোখ আর টিকালো নাক। কিন্তু সদা-সর্বদাই সে যেন কিসের ভয়ে ভীত। রাসপুটিন তার কারণ অনুধাবন করতে পারে না। ছেলেটিকে দেখে সে বুঝল, যে সে তার ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবিত। সবসময়েই লজ্জা লজ্জা ভাব আর একেবারেই আত্মবিশ্বাসের অভাব। তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে কোন মানসিক রোগে ভুগছে।

রাসপুটিন তাকে আশ্বস্ত করেছে, 'যদি তুমি মনে কর তোমার মনের মধ্যে কোন অশান্তি আছে, তা তুমি আমাকে নিশ্চিন্তে বলতে পার।'

তবু ফেলিকস্‌ ইয়ুসুপোভ্‌ তার কাছে সহজ হতে পারেনি। ফেলিক্‌সের মুখ-চোখ দেখলে মনে হয় সে সবাইকে শত্রু বলে ভাবে। রাসপুটিন তখুনি উপলব্ধি করে যে ফেলিক্‌সের সাহায্য দরকার।

ফেলিক্‌সের মানসিক অবস্থা অন্যান্য যে কোন তার বয়সের যুবকের তুলনায় আকাশ-পাতাল ফারাক। ছোটবেলা থেকেই সে ভিন্নভাবে মানুষ হয়েছিল। বলতে গেলে রাশিয়ায় তাদের মত ধনী আর কেউ ছিল না। মস্কোর কাছে আরখেনজেলেস্‌ কোয়েতে তাদের ছিল বিপুল সম্পত্তি। সুন্দর সুন্দর বিরাট বিরাট বাগান, ঝরণা আর দামী দামী পাখী ছিল সেখানে। এখানকার রাজপ্রাসাদ ছাড়া রাকিনতোয়েতে বিশাল সম্পত্তি ছিল। তাতে ছিল নানাধরণের বিরাট বিরাট কারখানা যেমন চিনির কারখানা, উল-এর কারখানা ইত্যাদি। এছাড়া বাকুতে তাদের কাস্পিয়ন হ্রদের তীরে ১২৫ মাইল লম্বা ভূসম্পত্তি ছিল। কোকোজ পর্বতে আর বালাক্‌লাভা উপসাগরের তীরে তাদের রাজপ্রাসাদ ছিল। নানাস্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে তাদের আরো প্রচুর সম্পত্তি ছিল। পিটার্সবার্গে তাদের ছিল শীতকালীন রাজপ্রাসাদ। শোনা যায় তাদের নিজস্ব বিশেষ ট্রেন ছিল, আর ছিল নিজস্ব জাহাজ। মোটামুটি তখনকার আমলে তাদের নাকি ৩০০ মিলিয়ন ডলারের উপর সম্পত্তি ছিল।

এতবড় সম্পত্তির যে মালিক হবে তাকে ঠিক সেইভাবেই মানুষ করতে হবে। তাই ফেলিক্‌সের বাবা তাকে অদ্ভূতভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন। তিনি নিজেও একজন সৈনিক ছিলেন, তাই ছেলের উপর প্রায় অত্যাচারই করছিলেন বলা যায়। এত বড়লোক হওয়া সত্ত্বেও ফেলিক্‌সকে এমন একটি ঘরে রাখা হয়েছিল যেখানে ছিল শুধু একটা কম্বল, বসবার জন্য একটা টুল আর সন্দেহজনক একটা কাঠের ক্যাবিনেট। ফেলিক্‌স কৌতূহল বশে সেই ক্যাবিনেটটা খুলতে চেষ্টা করে হতাশ হয়েছিল। তার পরেরদিন সকালে তার বাবার চাকর তাকে বিছানা থেকে টেনে তুলল, তারপর সেই ক্যাবিনেটটা খুলে তাতে তাকে ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়ে সেটা বন্ধ করে দিল। এবং প্রচণ্ড ঠাণ্ডার মধ্যে সেই ক্যাবিনেটের মধ্যে তার দেহে ঠাণ্ডা জল ঢালতে লাগল। ফেলিক্‌স আতঙ্কে চীৎকার করে উঠল সেই ক্যাবিনেটটা থেকে বেরোবে বলে। কিন্তু চাকরটি তার কাজ শেষ না করা পর্যন্ত ফেলিক্‌স ছিল নিরুপায়। ছোটবেলার এই অত্যাচার ফেলিক্‌সের মনে এক সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। এই ঘটনার পর মানসিক দিক থেকে সে

পারিপার্শ্বিকের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিল। তার মনে হত কেউ তাকে সর্বদাই বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে। তাই সে নানাভাবে আত্মহত্যা করার চেষ্টা করতে থাকে।

সেটা বুঝতে পেরে তার বাবা মা এরপর থেকে তার উপরে আর কোন অত্যাচার করেননি। রাশিয়ার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনীর সন্তান হয়ে সে জীবনযাপন করতে থাকে; কিভাবে সে পয়সা ওড়াবে ভেবে পেত না। ধীরে ধীরে বয়স বাড়তে থাকলে তার মধ্যে যৌন ক্রিয়াকলাপের কিছু বিকৃতি পরিলক্ষিত হতে থাকে; সে প্রায়ই মহিলা সেজে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। এমনকি পিটার্সবার্গের অ্যাকোয়ারিয়াম নামে একটি নামি রেস্তরাঁয় কিছুদিন ক্যাবারে গায়িকা হিসাবে গান করে। পরে অবশ্য সে ধরা পড়ে যায়। ফেলিক্সের পলায়নী মনোবৃত্তি তাকে হোমোসেক্সুয়াল বা সমকামী করে তোলে।

ফেলিক্সের মা রাসপুটিনকে তীব্র ঘৃণা করত। তার মনে হোত রাসপুটিনের মত এক কৃষকের সন্তান কিছুতেই অভিজাত পরিবারের সর্বাগ্রে থাকতে পারে না। সে অধিকার তাদেরই। বিশেষতঃ জারিনার মত একজন মহিলার সঙ্গে রাসপুটিনের দহরম-মহরম তিনি একেবারেই সহ্য করতে পারতেন না। সে ঘৃণা ফেলিক্সের মধ্যেও বর্তেছিল। তারও মনে হোত এই ভণ্ড লোকটাকে সরিয়ে ফেলতেই হবে। যখন রদ্‌ঝিআন্‌কো ফেলিক্সকে বলল আইনগত ভাবে রাসপুটিনের বিরুদ্ধে কিছু করা সম্ভব নয়, তখন তারা ঠিক করল রাসপুটিনকে একমাত্র গুপ্তহত্যার মাধ্যমেই সরিয়ে দেওয়া সম্ভব।

কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ যখন রাসপুটিনকে বলল, 'আমি তোমাকে প্রচুর টাকা দিচ্ছি, তবে তোমাকে চিরতরে সেণ্টপিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে যেতে হবে।'

সে কথা শুনে রাসপুটিন হাসল, বলল, 'এ জাতীয় নোংরা অনুরোধ আমাকে না করলেও চলবে, কারণ আমি টাকা-পয়সার কাঙ্গাল নই। তার চেয়ে বড় কথা আমাকে আদেশ করে কোন কাজ করান সম্ভব নয়, আমি কারো কাছে মাথা নত করিনা; আমিই অপরকে আদেশ করতে অভ্যস্ত। একমাত্র জারের ও জারিনার প্রয়োজনেই আমি সেণ্টপিটার্সবার্গে থাকব।'

কোকোভ্‌ত্‌সভ্‌ রাগে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল একটা 'সামান্য' লোকের আস্পর্ধা দেখে।

জার নিকোলাস যখন বুঝতে পারছিলেন এদের কথায় সায় না দেওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই, তখন তিনি রাসপুটিনকে ডেকে পাঠালেন। বললেল, 'দেখুন, রাজধানীর অবস্থা খুব একটা ভাল নয়। প্রত্যেকেই চাইছে আমি যেন আপনাকে আমার পাশে আর না রাখি।'

রাসপুটিন বলল, 'প্রত্যেকের কথা নয়, আপনারও কি সেই মতামত যে আমি পিটার্সবার্গ ছেড়ে চলে যাই?'

"আপনি আমাকে এতটা ভুল বুঝছেন কেন? আমি আপনাকে কখনই ছেড়ে দিতে পারি না। শুধুমাত্র কিছুদিনের জন্য আপনি আপনার গ্রামের বাড়ীতে ঘুরে আসুন। এবং দরকার মত আমি আপনাকে নিশ্চয়ই ডেকে পাঠাব।'

রাসপ্যুটিন বলল, 'আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে হুকুম। আমি চলেই যাব। তবে একটা কথা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে যাই যে আপনার সাম্রাজ্যের ওপর একটা কালো ছায়া ক্রমশঃ ঘনিয়ে আসছে। বিশেষ করে জারেভিচের জীবন সম্পর্কে আমার সংশয়। যাইহোক, প্রয়োজনে আমাকে তলব করতে ভুলবেন না।'

রাসপ্যুটিন তার পোক্রোভ্স্কয়ের গ্রামে ফিরে গেল। অনেকদিন পর সে যেন নিজেকে ফিরে পেল। এখানে তাকে রাজপ্রাসাদ বা রাজনীতির শত্রুদের নিয়ে ভাবতে হোত না। সে অধিকক্ষণ সময় পরিবারের সঙ্গেই কাটাতে থাকল। সে পিটার্সবার্গে যে সমস্ত ধন-রত্নাদি তার দর্শনার্থীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে পেত তা দিয়ে সে ধনীর মতই জীবন-যাপন করতে পারত। কিন্তু খুব সামান্যই সে নিজের জন্য খরচ করত এবং সমস্ত সম্পদ তার গ্রামের ও গ্রামের মানুষের উন্নতির জন্য পাঠিয়ে দিত। তার কিছু অংশ দিয়ে পোক্রোভ্স্কয়ের গীর্জার সংস্কার সাধন করিয়েছিল সে। গ্রামের ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সে ঈশ্বরকে লাভ করবার পথের খোঁজ দিতে লাগল। সে চাইত এরা কুসংস্কার মুক্ত হয়ে আলোক-প্রাপ্ত হোক। সে তাই তাদের বোঝাত, দেখ, 'স্বর্গ বা নরক মহাকাশের কোথাও থাকে না, তা থাকে তোমার হৃদয়ের অন্তঃস্থলে।'

রাসপ্যুটিন ক্রমশঃ দৃঢ়-নিশ্চয় হচ্ছিল যে তাকে আর হয়ত কোনদিন পিটার্সবার্গে ফিরতে হবে না। পচনশীল দূষিত পিটার্সবার্গের চিন্তা তার মন থেকে মুছে গিয়ে গ্রামের শান্ত পরিবেশ তার মনে বাসা বাঁধছিল। কিন্তু দুর্ঘটনা যা ঘটবার তা ঘটল। পিটার্সবার্গে জারেভিচ্ আবার আঘাত পেয়ে বসল। তার আঘাত প্রাপ্ত স্থান থেকে পুনরায় অনবরত রক্তক্ষরণ হতে লাগল। আলেকসেইয়ের দেহ ক্রমশঃ যন্ত্রণায় কুকড়ে যেতে থাকল। ডাক্তাররা তার কিছুই করতে পারল না। সবাই একযোগে বলতে লাগল, জারেভিচ্‌কে আর বাঁচানো সম্ভব নয়। এটা ১৯১১ সালের ঘটনা। জারের প্রধান চিকিৎসক ফিওদরভও তখন হার মেনে গেছে আলেক্সেই-এর বিচিত্র অসুখের দাপট দেখে।

এদিকে যেদিন জারেভিচ্ আঘাত পায় সেদিনই রাসপ্যুটিন জানতে পারে। সে বিকেলে তার মেয়ে মারিয়াকে নিয়ে নদীর তীরে ভ্রমণ করছিল। হঠাৎ সে তার বুক আঁকড়ে ধরে। মারিয়া ভাবে বাবার বোধহয় কিছু হয়েছে। কিন্তু রাসপ্যুটিন তাকে আশ্বস্ত করে এই বলে যে তার কিছু হয়নি। সে বলে, 'জারেভিচ্ নিশ্চয়ই আবার আঘাত পেয়েছে।'

এর কয়েকদিন পরেই জারকে না জানিয়ে জারিনা রাসপ্যুটিনকে টেলিগ্রাম পাঠায়। সেই টেলিগ্রাম পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে রাসপ্যুটিন ধ্যানমগ্ন হয়। দীর্ঘক্ষণ পর সে যখন ধ্যান থেকে ওঠে তার মুখচোখ তখন ঘেমে নেয়ে গেছে। তারপর সে টেলিগ্রামের প্রত্যুত্তরে আর একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দেয়। তাতে সে জারিনাকে লিখেছে, 'কোন ভয় কোর না। ভগবান তোমার হৃদয়ের প্রার্থনা ও অশ্রু দেখতে পেয়েছেন। তোমার ছেলে নিশ্চয়ই সুস্থ হবে।'

জারিনা টেলিগ্রাম পেলেন আর আলেকসেইয়ের জ্বর ও যন্ত্রণা উভয়েই তাকে তখন

পরিত্যাগ করে গেছে। আবার আর একবার সেই অলৌকিক ঘটনা ঘটল। ডাক্তার বুঝতে পারল না ঠিক কি ভাবে আলেকসেই সুস্থ হয়ে উঠল।

কিন্তু রাসপুটিনের শত্রুরা আর একবার তার বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠল। তারা বলতে লাগল, রাসপুটিন ছাড়াই আলেকসেই সুস্থ হয়ে উঠেছে। ধরা পড়ে গেছে তার ধাপ্পাবাজি।

॥ এগার ॥

জারিনা এসব সহ্য করতে পারলেন না, তিনি জারকে ব্যতিব্যস্ত করতে লাগলেন রাসপুটিনকে পুনরায় ফিরিয়ে আনবার জন্য। জার এবারে রাসপুটিনকে চিঠি লিখলেন পিটার্সবার্গে ফিরে আসবার জন্য। রাসপুটিন ফিরে এল। তার প্রধানতম কারণই হচ্ছে সেও অনুভব করছিল এখন যদি সে রাজধানীতে ফিরে না যায় তবে যে কোন মুহূর্তে জার ও জারিনার জীবনে বিপদ নেমে আসতে পারে। রাশিয়া তখন ফুঁসছে। দিনান্তে যুদ্ধের কালোডানা তার পাখা বিস্তার করেছে। রাসপুটিন বুঝতে পারছিল এ যুদ্ধ তাকে থামাবার চেষ্টা করতেই হবে। কারণ যুদ্ধ মানেই দেশের প্রাণ ও সম্পত্তির ক্ষয়। যুদ্ধ মানেই দেশের অভ্যন্তরে অভাব ও দারিদ্র। বুলগেরিয়া সারবিয়া আর মনটেনেগ্রো তাদের তুর্কী প্রভুদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে আছে। গ্র্যাণ্ড ডাচেস্ মিলিট্জা আর অ্যানাসতাসিয়া, মনটেনেগ্রোর রাজকুমারী জারকে এ বিষয়ে উত্যক্ত করতে শুরু করল যে এখুনি তুর্কীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামা দরকার। যদিও রাসপুটিন একদিক থেকে ভাবছিল, কিন্তু জার বুঝতে পারছিলেন রাশিয়ার সামরিক সম্মানে পুনরায় ফিরিয়ে আনা দরকার। প্রথমতঃ জাপানের কাছে হারের শোধ নেওয়া যাবে আর যুদ্ধে জিততে পারলে অন্য কোন সাম্রাজ্য হস্তগত করা যাবে। কিন্তু অ্যানাসতাসিয়ার স্বামী গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাই নিকোলায়েভিচ মিলিটারির কমাণ্ডার ইন-চিফ হয়ে বিষয়টি অন্যদিক থেকে ভাবছে। তার মতলব হচ্ছে এই ফাঁক-ফোকরে জারকে সরিয়ে সে রাশিয়ায় তার আসন পাকা করে বসতে পারে কিনা তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করা।

রাশিয়ার যুদ্ধে লিপ্ত হবার সম্ভাবনাকে যখন আর কিছুতেই রোধ করা সম্ভব হচ্ছে না, তখন রাসপুটিন জারকে সাবধানবানী উচ্চারণ না করে পারল না। সে বলল, 'রাশিয়াকে আপনার মোটেই যুদ্ধে লিপ্ত করা উচিত নয়।'

'কিন্তু আমার তো অন্যরকম মনে হয়', জার বললেন, 'আমার মন্ত্রীসভার প্রত্যেকেরই ইচ্ছে আমি যুদ্ধ করি। বিশেষতঃ নিকোলাই নিকোলায়েভিচের ইচ্ছে রাশিয়ার যুদ্ধ করা উচিত, এতে দেশেরই উপকার হবে।'

'কিন্তু আপনি বুঝছেন না কেন যে যুদ্ধ মানেই হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু আর তাতে কখনও ভাল হতে পারে না। আপনাকে যে যাই বোঝাক না কেন, আপনি অন্ততঃ এটুকু বুঝবেন যে যুদ্ধ মানে শুধু ক্ষয়-ক্ষতি নয়, যুদ্ধ মানে ব্যাপক ধ্বংস। আমি যুদ্ধকে অত্যন্ত ঘৃণা করি।'

জার জানেন রাসপ্রটিন কখনও বাজে কথা বলে না। রাসপ্রটিনের কোন কথাই তিনি অস্বীকার করতে পারলেন না। অবশেষে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনার অনুমতি না নিয়ে আমি যুদ্ধ শুরু করব না।'

এদিকে গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ ও তার স্ত্রী অ্যানাসতাসিয়া নিকোলাই-এর ভাই গ্রাণ্ড ডিউক পিওতর ও তার স্ত্রী মিলিত্জা গোরোখোভায়া স্ট্রীটে রাসপ্রটিনের কাছে এসে হাজির হল। রাসপ্রটিন তাদের সাদরে সম্ভাষণ করল। সেণ্ট পিটার্সবার্গে আসবার পর রাসপ্রটিনকে অভিজাত সমাজে এরাই পরিচিত হবার সুযোগ করে দেয়। শুধু তাই নয় প্রাস্কোভিয়ার টিউমার অপারেশনের সময় তার যাতায়াত থাকা-খাওয়া ও অপারেশনের সমস্ত খরচ নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ই বহন করে। তারা আশা করেছিল রাসপ্রটিন তাদের ডান হাত হয়ে কাজ করবে এবং কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ভবিষ্যতে নিকোলাইকে রাজমুকুট পেতে সাহায্য করবে, কিন্তু সে ঠিক উল্টোটাই করছে। জার ও জারিনাকে সে সম্ভাব্য শত্রুর হাত থেকে বাঁচিয়ে চলেছে। এখন জারকে সে শিখিয়ে এসেছে সে যেন যুদ্ধ না করে। জার যুদ্ধে গেলে একটা ছোটখাট সামরিক অভ্যুত্থান বা মন্ত্রীসভার সদস্যদের বিদ্রোহ, ব্যস্। সে রাশিয়ার 'জার' হয়ে বসতে পারত। কারণ প্রত্যেককেই সে প্রায় হাত করে রেখেছে।

রাসপ্রটিনের সম্ভাষণে কোন উত্তর না দিয়ে নিকোলাই শুরু থেকেই চীৎকার করতে আরম্ভ করল, 'আপনার মত একটা কৃষকের ছেলেকে প্রথমেই আমরা অনেকটা পাত্তা দিয়ে ফেলেছিলাম আর তার ফল হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। আপনার কি দায় ঠেকেছিল জারকে যুদ্ধ করতে না দেওয়ার! এ শুধুমাত্র আমাদের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা! মনে পড়ে না আপনাকে অভিজাত সমাজে পরিচিত করতে কে সাহায্য করেছিল? কে আপনার স্ত্রীর সমস্ত খরচ বহন করেছিল?'

রাসপ্রটিন রাগে দুঃখে চুপ করে ছিল। কারণ তার সামনে বসে, তার বাড়ীতে এসে, তার মুখের ওপর এ ধরনের ঘৃণ্য আক্রমণ যে কেউ করার স্পর্ধা রাখে তা তার ধারণায় ছিল না। কিন্তু নিকোলাই-এর পাগলের প্রলাপ সবে শুরু হয়েছিল। সে তখন বলে চলেছে, 'জানি আমার সাহায্য আসল নয়, আপনি জারিনায় সঙ্গে মজে আছেন। জারিনা কতটা অপদার্থ হয়েছেন তা প্রমাণ পাওয়া যায় যখন দেখি তিনি আপনার মত লোকের কথায় ওঠবোস করেন। শুধু জারেভিচ্কে ভাল করার অজুহাতে আপনি তাদের গা ঘেঁষে বসে রইলেন। এখন এই মেরুদণ্ডহীন জার আর পাগল জারিনাকে তাদের স্থান থেকে সরিয়ে দিতে হবে, দেখি আপনি কি করেন?'

রাসপ্রটিনের মুখে থেকে ততক্ষণে রক্ত সরে গেছে। উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে সে। কিন্তু এত কথার পরেও সে চুপ করে রইল, কারণ এদের বিরুদ্ধে চীৎকার করে তো কিছু লাভ হবে না।

যেমন এসেছিল নিকোলাই-এর দল, তেমনি দাপট দেখিয়ে তারা রাসপ্রটিনকে শাসিয়ে চলে গেল।

জারিনাকে নিয়ে কত লোকেই কত কথা তাকে জড়িয়ে আলোচনা করেছে, কিন্তু রাসপ্রটিন কোন কথাতেই কর্ণপাত করেনি।

সেণ্টপিটার্সবার্গে আসবার পূর্বে জারিনার আধি-ভৌতিক, আধি-দৈবিকের প্রতি যে প্রবল আগ্রহ ছিল তার কৌতূহল নিরসনার্থে মাঝেমাঝেই জারের রাজসভায় অধ্যাত্মরাজ্যের বিভিন্ন ব্যক্তি আসর জাঁকিয়ে বসে থাকত। পাপুস্ নামে একজন ব্যক্তি খুব বিখ্যাত হয়ে উঠেছিল; তারপরেই ডঃ ফিলিপ্, যিনি দীর্ঘদিন যাবৎ জারিনার কৌতূহল চরিতার্থ করতেন। তারও দূরদৃষ্টি বেশ প্রখর ছিল, কেননা তিনি রাসপুটিনের পিটার্সবার্গে আগমনের পূর্বাহ্নেই সংবাদ দিয়ে রেখেছিলেন যে তার মৃত্যুর পর যে ব্যক্তি আসছেন, তিনি তার চেয়েও শক্তিধর পুরুষ হবেন। ডঃ ফিলিপের ভবিষ্যদ্বাণীর সঙ্গে প্রায় মিলে যায় রাসপুটিনের আগমন ও জারিনার পুত্রের আরোগ্যলাভ। জারিনা তাই আরো বেশী করে রাসপুটিনের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতে থাকেন। তার মানসিকভাবে একক জীবনের একমাত্র অংশীদার হয়ে দাঁড়ায় রাসপুটিন। রাসপুটিনকে জারিনা ভালবাসতো, কিন্তু সে ভালবাসা প্রেমিককে ভালবাসা নয়, ভগবানকে ভালবাসারই সমতুল্য। রাসপুটিন ছিল তার জীবনের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। কারণ পুত্র-সন্তান না হওয়ার দরুণ যে ঘৃণা তিনি পারিপার্শ্বিকের কাছে পেয়ে ছিলেন, রাসপুটিন তা নাকচ করে দিয়ে বলেছিল রাজসভার লোকরা তাকে ভাল না বাসলেও জনসাধারণের ভালবাসা ও রাসপুটিনের ভালবাসা সে নিশ্চয়ই পাবে। আর রাসপুটিন এই ভালবাসাকে যথোচিত মর্যাদা প্রদান করেছিল, কারণ তার অজস্র ভক্তদের তুলনায় জারিনার ভালবাসা যথার্থ ভক্তের মতনই ছিল। জারিনার মনের ক্রিয়া অনেক উঁচুতে প্রবাহিত হত, তার ফলে সেও বুঝতে পারত রাসপুটিন তাদের চেয়ে কয়েকশ' বছর এগিয়ে আছে। আর রাসপুটিন কখনও চায়নি এই অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত ও স্বতোৎসারিত ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ঝর্ণায় সে কলুষতা আরোপ করুক। সে চিরকালই তার ব্যক্তিত্ব-সূচক ব্যবধানটুকু জারিনার সঙ্গে বজায় রেখেছিল। তাই দু'জনেই দু'জনের প্রতি গুরু-শিষ্যার মত আর্কষণ অনুভব করত। জারিনা রাসপুটিনের সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট দু'একটা কথা বা উপদেশ সহজেই মনের মধ্যে গেঁথে ফেলত, কখনই তার সম্বন্ধে খারাপ কিছু শুনতে পারত না।

জারিনা পুরোপুরি রাসপুটিন-নির্ভর হওয়ার বিশেষ কারণ ছিল। কারণ রাসপুটিন যেন এই পরিবারটিকে ঘিরে এক অদৃশ্যশক্তির বলয় রচনা করে রাখত। একদিন জারেভিচ্ তার খেলা-ঘরে একা একা খেলছে, আর জারিনা, ভিরুবোভা ও অন্যান্যরা রাসপুটিনের সঙ্গে নানারকম হাসি-তামাসা করছে বসার ঘরে। হঠাৎই রাসপুটিন কথা-বার্তা থামিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'জারেভিচ কোথায়? শিগ্গির আমাকে তার কাছে নিয়ে চল।'

রাসপুটিনের ব্যস্ততায় জারিনা আলেকজান্দ্রোভ্না অবাক হলেও বললেন, 'কেন, সে তো খেলাঘরে খেলা করছে!'

আর কিছু শুনল না রাসপুটিন, দৌড়ে সে ঘরে গিয়ে জারেভিচ্ আলেকসেইকে কোলে করে বাইরে বেরিয়ে এল। এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ছাদ থেকে একটা লোহার বিম্ নীচে, জারেভিচ্ যেখানে খেলা করছিল, সেখানে ভেঙ্গে পড়ল। রাসপুটিনের হঠাৎ তৎপরতা দেখে তার পেছন পেছন প্রত্যেকেই ছুটে এসেছিল বিস্মিত হয়ে আর এ

ঘটনায় তারা রীতিমত তাক্ বনে যায়। তারা একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারে না যে কিভাবে এই মহামানুষটি একই সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে তার মনকে পরিচালনা করেন। তখন থেকেই জারিনা আরো বেশী করে উপলব্ধি করে যে তাদের সঙ্গে যিনি আছেন তিনি স্বয়ং ঈশ্বরের অনুচর ছাড়া আর কিছু নন।

রাসপুটিন যেখানেই গেছে, সে সুদূর সাইবেরিয়ার গ্রামে গ্রামে বা পোক্রোভস্কয়ে, তার নিজের গ্রামে ; যেখানেই হোক জারিনা তাকে চিঠি লিখতে কখনো ভোলেননি। এবং প্রত্যেকটি চিঠিতেই তার মনের আকুতি ও গভীর ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায়। তাতে তিনি প্রতি মুহূর্তেই রাসপুটিনকে কাজে পেতে চেয়েছেন।

হয়ত লিখেছেন, 'প্রিয়তম, দীর্ঘদিন হয় তুমি আমাকে ছেড়ে চলে গেছ। তুমি জান, তোমাকে ছাড়া আমার প্রত্যেকটি রাতদিন আঁধারময়। তবু তুমি কেন আসতে চাইছ না বুঝি না। তুমি তোমার নিখুঁত উজ্জ্বল কথার বাণী আমাকে শোনাও না, আমার ভাল লাগে না। ভেবে পাই না, কি করব। পারলে তোমার কাছে নিশ্চয়ই চলে যেতাম। তোমাকে একমুহূর্তের জন্য চোখের আড়াল করা আমার কাছে মৃত্যু সমতুল্য। তাড়াতাড়ি ফিরে এসো। আমার দীর্ঘ চুম্বন রইল। ইতি।' তোমারই

স্নেহের কন্যা।

জারিনা মনে করতেন তিনি রাসপুটিনের কন্যাসম। রাসপুটিন প্রত্যেকটি চিঠি যত্ন-সহকারে রেখে দিত আর পাঠিয়ে দিত তার আশীর্বাদ।

আর ফিরে এসে বলত, 'এতো চঞ্চল আর উতলা হলে চলে। মনে করবে আমি তোমারই পাশে আছি। তোমাদের কাউকেই ছেড়ে আমি থাকতে পারি না, তুমি তা জান?' ব'লে জারিনাকে কাছে টেনে এনে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করেছে রাসপুটিন ; স্নেহ ও ভালবাসার চুম্বন।

কিন্তু জারিনার চার মেয়ের সঙ্গে রাসপুটিনের যে মধুর সম্পর্ক ছিল তাকে তাদের গভর্নেস তুয়াৎচেভ্ অন্যভাবে দেখতে শুরু করল। সত্যি বলতে যে কোন নারীর সম্মুখে রাসপুটিনের আচরণ অনেক সময়ই বড্ড বেশী উদ্ধত ও খোলামেলা। তুয়াৎচেভ্ দেখতে সুন্দরী ও অল্পবয়সী। স্বভাবতঃই রাসপুটিনের মত ব্যক্তির কাছাকাছি যাবার ইচ্ছে তার হত। সে মনে মনে ভিরুবোভা ও জারিনাকে তার প্রতিযোগিনী ভাবত। রাসপুটিনের সঙ্গে যতবার সে সামনা-সামনি পড়ে যেত ততবার সে লজ্জায় লাল হয়ে উঠত আর ভাবত সে সম্মোহিত হয়ে পড়ছে।

রাসপুটিন হয়ত জারিনার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছিল। কিন্তু ভদ্রতাবশতঃ তুয়াৎচেভ্‌কে দেখে দু'টো কথা না ব'লে থাকতে পারল না। সে লঘু স্বরে বলল, এমন দৌড়ে দৌড়ে কোথায় যাচ্ছ তুয়াৎচেভ?' আমি তো দেখে এলাম তোমার মেয়েরা ভালই পড়াশুনা করছে। শুধু তোমার ছোট মেয়ে আনাসতাসিয়া—ওর দুরন্তপনায় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ হবার যোগাড় করেছে। বলে কী জানো? বলে, আপনার দাড়িগুলো সত্যি সত্যিই আসল কি না বলুন তো। আমি কী উত্তর দেব বল?'

তুয়াৎচেভ্ এবারে ধাতস্থ হয়, 'হ্যাঁ, ওকে নিয়ে আমিও দু'বেলা নাকাল হচ্ছি।

সে কিছুতেই বেচারী ওল্‌গাকে পড়তে দেবে না। বলবে, তোর অত পড়াশুনায় কাজ কী বল দেখি! চল্‌ খেলি গিয়ে, আখেরে কাজ দেবে। তা না হ'লে এই অল্প-বয়সেই তো মাথাটাকে মোটা ক'রে ফেলবি!'

রাসপুটিন আর তুয়াৎচেভ্‌ দুজনেই হো হো ক'রে হেসে ওঠে।

রাসপুটিন বলে, 'এবার বল, তোমার খবর কী?'

'আমার খবরে আর আপনার দরকার কী? আমি'তো সামান্য এক গভর্নেস!' ঠোঁট ফোলায় সে।

'তাই নাকি!' রাসপুটিন মুচ্‌কি হাসে।

'তা নয়ত কী! আপনার তো দরকার মাদাম্‌ ভিরুবোভা আর আমার মনিবানী জারিনাকে।'

'ছিঃ ছিঃ! অমন কথা মুখে এনো না। তোমার সঙ্গে দরকার না থাকলে আমি কী তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলি? তুমিই তো আমায় পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলে। এখন যদি তোমায় আবার প্রশংসা করি তুমি তো দৌড়ে পালাবে।' রাসপুটিন কথা বলতে বলতে ঘন দৃষ্টিতে তুয়াৎচেভের চোখের দিকে তাকাল, বলল, 'তোমার ঠোঁট দুটি তো পাকা বিম্ব ফলের মত টস্‌টস্‌ করছে, যেন কোন ঠোঁটের ওপর খ'সে পড়বার অপেক্ষায়।'

এবার সত্যিই ছুটে পালাল তুয়াৎচেভ্‌।

রাসপুটিন মেয়েটির মনের ভাব ঠিকঠিকই বুঝতে পারত আর তাই তাকে সুযোগ পেলে কিঞ্চিদধিক আদর-সোহাগ করত। কিন্তু খুব শীঘ্রই তুয়াৎচেভ্‌ আরো অস্থির হয়ে পড়ল যখন দেখল রাসপুটিন তার পাহারার বেড়া টপ্‌কে জারিনার মেয়েদের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করছে। বড় মেয়ে ওল্‌গা খুব পড়ুয়ে আর গম্ভীর ধরনের মেয়ে ছিল, রাসপুটিন তার সঙ্গে গল্প-গুজব করতে ভালবাসত। মেয়েটির মধ্যে গভীরতা ছিল। তাতিয়ানা খুব মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে ও দেখতে সুন্দর। কথায় কথায় রাসপুটিন তাকে কাছে টেনে নিত। তাতিয়ানারও দুর্বলতা ছিল রাসপুটিনের প্রতি। মারিয়া অত্যন্ত লাজুক স্বভাবের হওয়ার দরুণ রাসপুটিনের ধারে-কাছেই ঘেঁষত না। আর আনাসতাসিয়া সবার মধ্যেই ছিল সেতুবন্ধনস্বরূপ। সে ছিল উচ্ছল ও আমোদপ্রিয়। নানা ধরনের চুট্‌কি কথায় সে সবাইকে আনন্দ দিত ও ব্যস্ত করে রাখত। তথাপি রাসপুটিন ওল্‌গা ও তাতিয়ানাকেই বেশী পছন্দ করত। তুয়াৎচেভের ব্যাপারটা চোখে লাগতে শুরু করল, যখন সে দেখল রাসপুটিন মেয়েদের শোবার ঘরে পর্যন্ত ঢুকে শুভরাত্রি জানিয়ে আসত। মেয়েদের ঘরে বাইরের কারো প্রবেশ নিষেধ ছিল, বিশেষতঃ পুরুষরা মেয়েদের অন্দরমহলে ঢুকতে পারত না, কিন্তু রাসপুটিন নাইট-গাউন-পরা ওল্‌গা বা তাতিয়ানার ঘরে ঢুকে 'শুভরাত্রি' জানাত আর জারিনার মেয়েরা রাসপুটিনকে কাছে পেলেই উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত হত; বাধা-নিষেধের বেড়াটা তারা মানত না। তুয়াৎচেভ্‌ এসব দেখে দেখে মানসিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ল। তার ধারণা হ'ল তার প্রতিযোগিনীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। কারণ জারিনার মেয়েরা তখন যুবতী। সে নিজেকেই অপারগ ভাবল। বুঝল তার পক্ষে এই গভর্নেসের

চাকরি করা আর সম্ভব হবে না। সে চাকরী ছেড়ে দিল, কিন্তু বাইরে সে যা নয় তাই বলে বেড়ালো রাসপুটিনকে নিয়ে।

জারের পরিবারের সঙ্গে রাসপুটিনের সম্পর্ক নিয়ে বাইরে যে সব মিথ্যে আলোচনা হত তারই বিকৃত-উল্লেখ করে গেল গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাই। এবং এই সবকিছুর জন্যই প্রধানতঃ দায়ী ছিল ইলিয়ডর। সে শুধু রটিয়েই বেড়ায় নি, উপরন্তু তার মনের গহীন কন্দরে সে রাসপুটিনকে একেবারে শেষ করে ফেলবার জন্য পরিকল্পনা করত।

নানা সময়ে নানা ধরনের কুকাজ করতে শুরু করার জন্য ইলিয়ডরকে জেলে পুরে রাখা হয়েছিল। এবং তার বেশীরভাগই রাসপুটিনকে গুপ্তহত্যার চেষ্টা। অবশ্যই নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ তার সঙ্গী হয়েছিল। জারের সিক্রেট পুলিশ ওখ্রানার ভেতরেও নিকলাই-এর হাত ছিল। সুতরাং ইলিয়ডরকে মুক্ত করে দেওয়া তার কাছে কঠিন হয়নি। ইলিয়ডর ছাড়া পেয়েই রাসপুটিনকে খুন করবার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলল।

ইলিয়ডর খুঁজে বেড়াতে লাগল এমন একজন লোককে যে শুধু টাকার জন্য নয়, তার নিজস্ব আক্রোশ নিয়ে রাসপুটিনকে খুন করবে। সে পেয়েও গেল তেমন একজনকে চিওনিয়া গুসেভা। সাইবেরিয়ার তীর্থস্থানগুলি ভ্রমণের সময় কিউইতে রাসপুটিনের সঙ্গে তার আলাপ হয় ও তারপর সে তাকে ভালবাসতে চেয়েছিল, কিন্তু সে ব্যাপারে সে ব্যর্থ হয় ও রাসপুটিনের বিরুদ্ধে মনের মধ্যে প্রতিশোধ স্পৃহা তৈরি করে। তাকে একটা ধারাল ছুরি দেওয়া হয়েছিল এই উপলক্ষ্যে, যা দিয়ে সে রাসপুটিনকে খুন করতে পারে।

চিওনিয়া গুয়েভা অত্যন্ত কঠিন স্বভাবের মেয়ে ছিল। সে কখনো কারো কাছে হার স্বীকার করতে চাইত না। তার রুক্ষ স্বভাবের জন্যই রাসপুটিন তাকে অবজ্ঞা করেছিল। তাই তার মনের আক্রোশকে সফল করবার জন্য ইলিয়ডরের কথার মারপ্যাঁচে সে রাসপুটিনকে খুন করতে রাজী হয়।

ইলিয়ডর বলল, 'দেখ গুসেভা, তোমরা নারীরা যখন প্রতারিত হও, সে মর্মবেদনা আমি কিছুটা হলেও বুঝি। সবচেয়ে বড় কথা লোকটা যে শুধু তোমাকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে তাই নয়, দেশের জনসাধারণের শত্রু হয়েও দাঁড়িয়েছে সে! যাকে খুশী অত্যাচার করছে। তুমিই বল না, আমার মত সন্ন্যাসী লোক তার কী ক্ষতি করতে পারে? সে আমাকে রাজধানী সেন্ট পিটার্সবার্গ থেকে তাড়িয়ে ছাড়ল।'

গুসেভা আস্তে আস্তে তার মনকে প্রস্তুত করছিল। সে দাঁত ঘষতে ঘষতে বলল, 'উঃ! শয়তানটাকে যদি একবার হাতের মুঠোয় পেতাম!'

ইলিয়ডর বুঝতে পারছিল ওষুধ কাজ করছে। সে আর একটু উস্কে দিল গুসেভাকে। 'তোমরাই হচ্ছ জাতীর ভবিষ্যৎ। আমি তোমার মতই রক্ত গরম কাউকে চাইছিলাম। জানো গুসেভা, তোমাকে রুশ জাতি কোনদিন ভুলবে না, তোমাকে চিরদিন তারা স্মরণ করবে এরকম একটা বিশ্বাস ঘাতককে…' ব'লে হঠাৎ চুপ করে যায় ইলিয়ডর।

আর ব্যগ্র স্বরে চিওনিয়া গুসেভা বাকীটুকু জানতে অস্থির হয়ে পড়েছিল। সে চাইছিল বিখ্যাত হতে। বলল, 'বলুন, আমায় কী করতে বলেন আপনি ?'

'তুমি কী পারবে ?' ত্যারছা চোখে খর্বকায় ইলিয়ডর গুসেভাকে পর্যবেক্ষণ করে।

'নিশ্চয়ই পারব !' গুসেভার দৃঢ় উক্তি।

'তোমায় রাসপুটিনকে হত্যা করতে হবে।'

'হত্যা !' চমকে ওঠে গুসেভা। কিছুক্ষণ পর নিজেকে সামলে নিয়ে ধীর স্বরে বলে, 'যদি দেশের জন্য হয়...' ইলিয়ডর বিজয়ীর হাসি হাসে।

এদিকে রাসপুটিন পোক্রোভ্স্কয়ে তার বাড়ীতে বসে পরিবারের সঙ্গে গল্প-গুজবে ব্যস্ত। পোস্টম্যান একটা টেলিগ্রাম নিয়ে এল। টেলিগ্রাম করেছেন জারিনা স্বয়ং। টেলিগ্রামে রাসপুটিনকে যত শীঘ্র সম্ভব সেণ্ট পিটার্সবার্গে ফিরতে বলা হয়েছে। অবস্থা খুবই জরুরী। কখন কি হয়, কিছুই বলা যায় না। কারণ সারবিয়াতে অষ্ট্রিয়ার আর্চডিউক ফারদিনান্দ্ ও আর্চডাচেস্‌কে হত্যা করা হয়েছে। রাসপুটিন মুহূর্তে বুঝতে পারল তার সেণ্ট পিটার্সবার্গে থাকবার প্রয়োজনীয়তা। গল্প-গুজব থামিয়ে সে গম্ভীর হয়ে গেল। তক্ষুণি একটা টেলিগ্রাম লিখে ফেলল জারিনাকে পাঠাবার জন্য। সেটা পাঠাবার জন্য পোষ্ট অফিসে যাবে বলে সে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এল। কিন্তু পথে কিছুদূরে আড়ালে অপেক্ষা করছিল গুপ্তঘাতক চিওনিয়া গুসেভা, তার মৃত্যুদূত। প্রত্যেকদিন সে রাসপুটিনকে বাগে পাবার জন্য অপেক্ষা করত। আজকে সে সফল হয়েছে। রাসপুটিন কিছুটা যাবার পর একটু ফাঁকা যায়গায় গুসেভা গায়ে শাল জড়িয়ে রাসপুটিনের সামনে এসে ভিক্ষে চাইল। সে বলল, 'মহাশয়, আমাকে একটা কোপেক ভিক্ষা দিন। আমার শিশুপুত্রটি উপোসী।' এর ফলে সে রাসপুটিনের গা ঘেঁষে এল। অন্যমনস্ক রাসপুটিন পকেটে হাত দিল একটা কোপেক দেবার জন্য, কারণ সে তখনও যুবতীটিকে চিনে বা বুঝে উঠতে পারেনি। চিওনিয়া গুসেভা আর একমুহূর্তও দেরি করল না। তার ডান হাতে রাখা ধারাল ছুরি বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে বসিয়ে দিল রাসপুটিনের তলপেটে, তারপর জোরে উপর দিকে টেনে তুলল সেই ছুরি যাতে কাজে তার কোন খুঁত না থাকে। পাজরের হাড়ে ছুরিটা ঠেকে যেতেই আবার সে সেটা উন্মত্তের মত টেনে বার করল দ্বিতীয়বার মারবে বলে। কিন্তু রাসপুটিন তখন যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছে। হাত দিয়ে তলপেট চেপে ধরেই সে বুঝতে পারল গুসেভা কী করতে চাইছে। তাই দ্বিতীয় বারের আঘাত সে করবার আগেই রাসপুটিন তাকে একহাত দিয়ে খুব জোরে আঘাত করল। আর এক হাতে তার তলপেট চেপে ধরল। রক্তে ভেসে যাচ্ছে তার হাত, পোশাক ও রাস্তা ; সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু গুসেভা পালাতে পারল না। রাস্তার চলমান পথিকেরা তাকে ধরে ফেলে বেদম মারতে থাকল এবং তার মৃত্যু হবার পূর্বেই পুলিশ তাকে জেলে নিয়ে গেল।

এদিকে রাসপুটিনকে ধরাধরি করে তার বাড়ীতে নিয়ে আসা হল। ডাক্তার আনতে তুয়ামেনে লোক পাঠানো হল। মাঝরাতে ডাক্তার এল। ভাল করে রুগীকে পরীক্ষা

করে দেখল তার তলপেটের বৃহদন্ত্র ও ক্ষুদ্রান্ত্র নল দুটি ফালা ফালা হয়ে কাটা পড়েছে। কিন্তু রাসপুটিনের মত বিশাল স্বাস্থ্যবান পুরুষ হওয়ার জন্য ও তার অমিত জীবনী শক্তি থাকার জন্য প্রচুর রক্তক্ষরণ হওয়া সত্ত্বেও সে বেঁচে গেল। ঘোড়ার গাড়ী বা ত্রয়কা করে রাসপুটিনকে তুয়ামেনে নিয়ে যেতে আবার ছ'ঘণ্টা ব্যয় হল। তখন তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বরের উত্তাপ। সে ভুল বকছে, বলছে 'তাকে এখুনি থামাও।' অর্থাৎ তখনও তার মন পুরোপুরি যুদ্ধ বন্ধ করতে চাইছে। সত্যি কথা বলতে পিটার্সবার্গে জার ও জারিনা তখন প্রায় অভিভাবকহীন। রাসপুটিন থাকলে সে নিশ্চয় একটা ভালমন্দ কিছু পরামর্শ দিত, কিন্তু জার নিজস্ব বুদ্ধির দৌলতে তখন হাবুডুবু খাচ্ছে। রাসপুটিন অকর্মন্য হয়ে হাসপাতালে জীবন মৃত্যুর সঙ্গে যুঝছে এবং এতক্ষণ পরেও বেঁচে আছে। আর জার রাশিয়াকে নিয়ে যুদ্ধের ডামাডোলে নিরুপায় হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হচ্ছে।

অষ্ট্রিয়া সারবিয়াকে হুমকি দিয়েছে যুদ্ধ বাধাবে বলে। ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট রেমণ্ড পয়েনকোর বললেন যাতে অস্ট্রিয়া সারবিয়াকে আক্রমণ না করে তার জন্য সর্ব প্রকার চেষ্টা করতে। কিন্তু ব্রিটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্স চেষ্টা করা সত্ত্বেও অস্ট্রিয়া যুদ্ধ বাধিয়ে বসল। এদিকে রাশিয়া অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে গেছে দেখে জার্মান অস্ট্রিয়াকে সমর্থন করে বসল ও রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। রাসপুটিন তখন সবে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেছে। তার কিছুই করার থাকল না। রাশিয়া যুদ্ধে নেমে পড়েছে দেখে রাসপুটিন আর স্থির থাকতে পারল না, জারকে একটা চিঠি লিখল।

'প্রিয় বন্ধু,

ঝড় আসছে। চেয়ে দেখুন রাতের গাঢ় অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। চতুর্দিকে শুধু কান্না আর কান্না। রক্তে ভেসে যাচ্ছে পিতৃভূমি। হয়ত রাশিয়া জার্মানিকে হারাবে, কিন্তু তাতে লাভ কি? আপনি হচ্ছেন দেশের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। ভুলে যাবেন না, অপরের কথায় আপনার কিছু করা উচিত নয়। তাতে রাশিয়া শুধুমাত্র ধ্বংসের পথে এগিয়ে যাবে।'

কিন্তু এই চিঠি জারের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল না। কারণ দেশকে সম্মানজনক অবস্থায় নিয়ে যাবার চিন্তায় তার ব্যস্ততা প্রবল হয়ে উঠেছে। জার্মানকে রাশিয়া সর্বদাই তার বিপক্ষ ভেবে ঘৃণা করে। তাই জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার জনসাধারণ জারকে সমর্থন করল। দেশের অভ্যন্তরের অশান্তি, মজুরদের বিভিন্ন ধরনের দাবী-দাওয়ার সমর্থনে অনবরত বিক্ষোভ এবং সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অভাব ইত্যাদি ব্যাপার হঠাৎ যেন ধামা চাপা পড়ে গেল। জনসাধারণ নতুন ভাবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠল। রাশিয়াকে ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স ও বেলজিয়াম সমর্থন করেছে। প্রত্যেকটি স্থানে রাশিয়ার জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হচ্ছে, রাস্তাঘাটে পতাকা উত্তোলিত করা হয়েছে। রাশিয়ার সৈন্য দেশের স্বার্থে দ্রুতবেগে যুদ্ধ করে যাচ্ছে এবং অবশেষে তারা লেম্ববার্গ অধিকার করে বসল। দেশের মধ্যে কোন জার্মান পাওয়া গেলে তাদের উপর অত্যাচার করা শুরু হল, এমনকি কোন শব্দ জার্মান ঘেঁষা মনে হলেই তা বদলে খাঁটি রাশিয়ান শব্দ ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন সেণ্ট পিটার্স-বার্গের নাম এ সময়ে বদলে পেত্রোগ্রাদ রাখা হল।

জার নিকোলাস দেখলেন রাশিয়ার জনসাধারণ হঠাৎ তাকে তাদের নেতা বলে ভাবতে শুরু করেছে। এবং অনেকদিন পর এই প্রথম জার আত্মবিশ্বাস ফিরে পেলেন। তিনি নতুন উদ্যমে ভাবতে পারলেন জনসাধারণ যেমন এই যুদ্ধ সমর্থন করেছে, তেমনি তাকেও পুনরায় গ্রহণ করেছে। অন্ততঃ সেই পুরনো প্রচ্ছন্ন ঘৃণার দিনগুলি যেন সাময়িক-ভাবে অদৃশ্য হয়েছে। এবং জার মনে মনে তাই এতদিন চেয়েছিলেন।

রাসপুটিন কিছুটা সুস্থ হয়েছে। সে ফিরে এল পেত্রোগ্রাদে। জারের সঙ্গে দেখা করল। বলল, 'আপনি নিশ্চয় স্বীকার করবেন আমি আপনাকে খারাপ কোন পরামর্শ দিইনি। আমি চেয়েছিলাম শান্তি, কিন্তু তার বদলে এই যুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক মারা গেছে, আরো মারা যাবে, সুস্থ হয়ে কেউ বেঁচে থাকবে না। শুধু আহত ও মৃতের আত্মীয়-স্বজনদের হাহাকার শোনা যাবে, হাসপাতালগুলো ভরে উঠবে চির জীবনের জন্য নানাভবে পঙ্গু লোকদের জন্য।'

সেই একই কথা। জারের আর শুনতে ভাল লাগল না। প্রত্যেকটি দেশবাসী যখন তার প্রশংসা করছে, যখন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে তাদের চিরশত্রু জার্মানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করে, তখন এই একটি মাত্র লোক শুধু একই কথা বারবার বলে যাচ্ছে, 'যুদ্ধ কোর না, যুদ্ধ কোর না।' জার অধৈর্য হয়ে উঠলেন। অবশেষে বললেন, 'ফাদার গ্রীগরি, আমরা সাড়ে তিনশ বছর ধরে রাশিয়া শাসন করছি, আমরা জানি ভাল বা খারাপ কিসে হয়। এখন রোমানভ সাম্রাজ্যের যা অবস্থা, তার পূর্বখ্যাতি আমি ফিরিয়ে আনতে পেরে গর্বিত। আপনি আমাদের অনেক উপকার করেছেন, তা আমি কোনদিন ভুলব না। আমি এবং আমার পরিবার আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে। কিন্তু এই যুদ্ধের বিষয়ে আপনি আর আমাকে কিছু অনুরোধ করবেন না।'

জারের কথায় রাসপুটিন বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে যায়। তবু একবার আপ্রাণ চেষ্টা করে। বলে, 'কিন্তু একটা জিনিস আপনি কিছুতেই বুঝতে পারছেন না যে, এরপরেও যুদ্ধ মানে অযথা প্রাণ বিনষ্ট, রক্তক্ষয়।'

এবার জারের ভ্রূ কুঁচকে ওঠে। কিছুটা রাগতভাবেই তিনি বলে ওঠেন, 'আচ্ছা, সত্যি সত্যি আপনি কি চান বলুন তো? আপনি নিজে কি জার হতে চাইছেন?' একথা বলে জার রাসপুটিনের মুখের দিকে চেয়ে থাকেন।

একথা শুনবার পর রাসপুটিনের মনে হল তার বুকে যেন কেউ হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করল। যে পরিবারকে সে সম্পূর্ণ আপন ভেবে এতদিন তার প্রাণ মন ঢেলে দিয়েছিল, যাদের রক্ষা করাই তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল, স্বয়ং সেই জারের মুখ থেকে তাকে এ কী কথা শুনতে হল! নিজের দু'কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারল না রাসপুটিন।

জার বুঝতে পারলেন এভাবে বলাটা তার ঠিক হয়নি। রাসপুটিন এতে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছে। তিনি তাই নিজেকে কিছুটা শুধরোতে চেষ্টা করলেন, 'দেখুন, ফাদার! আমি স্বীকার করি মৃত্যু যুদ্ধের অন্ধকার দিক, কিন্তু যখন সমস্ত দেশ একত্র হয়ে এক পরিবারের মত এই যুদ্ধকে মেনে নিয়েছে, তখন আমাকে তাদের মানসিকতাকেই সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে।' ঠিক কিনা বলুন?'

রাসপ্ুটিন বুঝল এবারে তার চলে যাবার সময় হয়েছে। সে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়াল চলে যাবার জন্য। জারের দিকে ঘুরে বলল, 'কিন্তু আমি আবার বলছি, এতে কোন লাভ হবে না। এই যুদ্ধই আপনার ধ্বংস ডেকে আনবে।'

সে ফিরে এল গোরোখোভায়া স্ট্রীটের বাড়ীতে। লজ্জা আর অপমান তার মন অধিকার করে ছিল। সে যেন অনুধাবন করতে পারছিল সে হেরে গেছে চূড়ান্তভাবে, তা না হলে জার তাকে এভাবে কথা বলার অধিকার অর্জন করলেন কিভাবে। সে কী তার ব্যক্তি সম্মোহনী শক্তি সম্পূর্ণরূপে হারিয়ে বসে আছে? তার চোখ-মুখের দিকে তাকিয়ে, তার কথা শুনে জার মন্ত্রমুগ্ধ হলেন না কেন? রাসপুটিন আয়নার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল, সোজাসুজি তাকাল নিজের অবয়ব, নিজের চোখ দুটির দিকে। হ্যাঁ, এবারে সে উপলব্ধি করল কেন জার তার কথাকে অভ্রান্ত মনে করল না, কেন সে হেরে গেল জীবনে এই প্রথমবার। তার সেই পুরাতন উজ্জ্বল চোখদুটি পূর্বের সেই ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। আর মুখমণ্ডলে পড়েছে বয়সের ছাপ; কিন্তু তার বয়স তো পঁয়তাল্লিশ বছরের বেশী হয়নি। হাতের মুঠি শক্ত করল সে; না দেহে সে জোর নেই, সেই আসুরিক শক্তিও যেন অদৃশ্য হয়েছে। চিয়োনিয়া গুসেভার হত্যা-প্রচেষ্টার পর সে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছে অলৌকিকভাবে। তার মৃত্যু হয়ত অবধারিত ছিল সেদিন, কিন্তু রাসপুটিনের অদম্য জীবনী-শক্তি ও বেঁচে থাকবার প্রেরণা তাকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু এই ক'মাসে তার দেহে ও মনে পূর্বের সেই বল ও তেজ হঠাৎই অন্তর্হিত হয়েছে। আয়নার দিকে চেয়ে থেকে নিজের এই বিকলতায় সে প্রচণ্ড ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে নিজের ওপরে।

শুরু হয় তার পুরাতন উদ্দাম উচ্ছৃংখল জীবনের। আবার সে পূর্ণমাত্রায় মদ্যপান শুরু করে। এমনকি দিন-দুপুরেও তার সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় মদ। এখান থেকে এতদিনের অনুপস্থিতি ও যুদ্ধের ডামাডোলে মানুষ তার গোরোখোভায়া স্ট্রীটের বাড়ীতে ভিড় করবার কথা ভুলে গেছে প্রায়। ইতিমধ্যে সে তার প্রস্তরকঠিন ইচ্ছাশক্তি হারিয়ে বসে আছে।

কিন্তু দিন কারো অপেক্ষায় বসে থাকে না। লোকে পুরনো অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী রাসপুটিনকে প্রায় ভুলতে বসেছে। রাজপরিবারের সঙ্গে তার সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়েছে বলা যায়। কিন্তু জারিনা রাসপুটিনকে মুহূর্তের জন্য ভুলে যেতে পারেনি, পুরনো দিনগুলির কথা তার থেকে থেকেই মনে হয়েছে। তিনি রাসপুটিনের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। স্বামীর অভদ্র ব্যবহার তিনি মর্মাহত হয়েছেন। ভিরুবোভার বাড়ীতে তাদের দেখা হয়েছে প্রায়ই। তিনি আশ্বাস দিয়েছেন, আশা দিয়েছেন রাসপুটিনকে, যে দিন নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাসপুটিন ম্লান হেসেছে; সে অনাগত ভবিষ্যতের পৃষ্ঠা তার দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত দেখতে পেয়েছে। জারিনার কথায় তার মনে খুব একটা চাঞ্চল্য আসেনি। শুধু বলেছে, 'জারিনা, তোমার কোন তুলনা হয় না। তোমাকে কেউই ঠিক ঠিক চিনতে পারেনি। জনসাধারণ কতবার তোমাকে ভুল বুঝেছে। কিন্তু আমি তো বারবার জেনেছি তোমার মনের গভীরতা।'

তবু মদ ছাড়তে পারেনি রাসপুটিন। দুনিয়া তাকে দেহ দিয়েও কিছুতেই বাগে রাখতে পারেনি। নারীদেহের কোমল সুগন্ধী উত্তপ্ত দেহের আকর্ষণ যেন রাসপুটিনের কাছে অনেক ম্লান হয়ে গেছে। দুনিয়া রাগ করেছে, কিন্তু তার অন্তরের প্রিয়তম, পৃথিবীর ইতিহাসের এক জ্বলন্ত অধ্যায়কে সে ভাল না বেসে থাকতে পারেনি। দুনিয়া দুঃখ করে বলেছে, তোমার এ অবস্থা আমি সহ্য করতে পারছি না। জারের সামান্য কথায় তোমার এত দুঃখ পাবার কী আছে? তোমার শক্তি তো জারের তুলনায় কোন অংশে কম নয়?'

রাসপুটিন বলল, 'না, না, জার নয়। আমি সে জন্য চিন্তিত নই। তুমি কী দেশের অবস্থা কিছুই দেখতে পারছ না! জার এতদিন অন্ধের মত চোখ বুজে ছিলেন! তিনি জানতেন না দেশ শাসন চিরদিন একরকম ভাবে চলতে পারে না। যখন দরিদ্র নিপীড়িত শ্রেণীরা একই কথা বারবার বলতে থাকে, আর তাদের পেছনে যদি থাকে আত্মোৎসর্গীকৃত কোন মহাপ্রাণ, তবে তাদের মধ্যে যে শক্তি তৈরী হয়, তা রুখবার সামর্থ কারো থাকতে পারে না। আমি যদি প্রথম থেকেই জারের যায়গায় থাকতাম, তবে বিষয়টাতে গুরুত্ব দিয়ে অন্য ভাবে ভাবতাম।'

হতবাক্ হয়ে দুনিয়া তাকিয়ে থাকে। ভাবে রাসপুটিন সত্যি সত্যি অত্যধিক মদ্যপানে নিজেকে পুরোপুরি বিগড়ে ফেলেছে। সে বলল, 'তোমার একটা কথাও আমি বুঝতে পারছি না প্রিয়।'

'বুঝতে না পারারই কথা।' বলল রাসপুটিন, 'কারণ তোমরা আমাকেই বুঝতে পারনি। আমার শক্তি অন্য ধরনের, সংগঠন করবার শক্তি আমার নেই! জনদরদি লেনিন এ দেশে এখন নেই, কিন্তু তাঁর প্রত্যেকটি লেখা জনসাধারণ পড়ছে আর উত্তেজিত হয়ে উঠছে। আমার মনে হয় না তাঁকে কেউ রুখতে পারবে! অন্ততঃ আমি আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াব। আমি আর বেশীদিনের জন্য নয়, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। আর যারা আমাকে সরাবে, তারাও গণ-বিক্ষোভের ঢেউ আছড়ে পড়লে সেই তোড়ে ভেসে যাবে।'

'তুমি একটু শান্ত হও দেখি।' দুনিয়া বলে, 'তুমি এসব আজেবাজে কথা ভাবছ কেন? সে রকম তো এখনও কিছু হয়নি।'

'কিছু হয়নি? জার শুধু গুলিই চালাতে পারবেন। তিনি তো যুদ্ধে যাবেন। আর ১৫ লক্ষ শ্রমিক সারা রাশিয়া জুড়ে ধর্মঘট ক'রে বসে আছে যুদ্ধের শুরুতেই। তুমি কী মনে কর তারা খেলা করবার জন্য সেটা করেছে? জার ভেবেছেন পিতৃভুমির গর্বে জনসাধারণ বুঝি সমস্ত রক্ত যুদ্ধের পেছনে ঢেলে দেবে। ভুল, ভীষণ ভুল! পেটে যদি দানাপানি না থাকে, তবে স্বয়ং ভগবানও জনসাধারণকে দিয়ে কোন কাজ করাতে পারবেন না।'

বস্তুতঃ পক্ষে ১৯১৪ সনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে লেনিন শ্রমিকশ্রেণীকে সতর্ক ক'রে দিয়েছিলেন। আর এই বিশ্বযুদ্ধ ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ। রাশিয়া ব্রিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ করছিল জার্মানী, অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর বিরুদ্ধে। পরে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং অন্যান্য দেশও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

লেনিন বলতে থাকেন, জারের পিতৃভূমি রক্ষার আহ্বান করা শুধুমাত্র মেহনতী জনগণকে প্রতারিত করা, কারণ পুঁজিবাদীরা মুনাফার জন্য ও অন্য জাতিকে লুণ্ঠন করবার জন্যে যুদ্ধ করে।

তাই তিনি শ্লোগান তুললেন, 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত কর।' তিনি বললেন, নিজের সরকার যাতে পরাজিত হয় তার চেষ্টা করলে শ্রমিক শ্রেণীর শাসক ও শোষকরা ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়বে ও দেশে বিপ্লবের পথ প্রশস্ত হবে।

রাসপুটিন দুনিয়াকে উদ্দেশ্য ক'রে বলল, 'সবচেয়ে আশ্চর্য কি জান? ১৯১২ সালে দুমার চতুর্থ নির্বাচনের সময়ই বলশেভিকরা সেখানে তাদের প্রতিনিধি ঢোকাতে সমর্থ হয়। এবং তারা কেউই ক্ষমতালিপ্সু নয়। তারা লেনিন ও মেহনতী জনগণকেই শুধু ভালবাসে। অথচ এই দুম্যাতেই আছে রদ্‌ঝিআন্‌কো, পুরিস্‌কেভিচ্‌, কোকোভ্‌ত্‌সডের মত লোকেরা। বলশেভিক বাদায়েভ্‌ এদের তুলনায় কত ভিন্ন। লেনিন তাদের যে বক্তৃতা তৈরি করে দেন, তাই তারা সেখানে এসে পাঠ করেন। তারা কী দাবী তুলেছে জান? গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, দৈনিক আটঘণ্টা কাজ এবং জমিদারদের সমস্ত জমি বাজেয়াপ্ত করণ। কোথায় রাজতন্ত্র, আর কোথায় প্রজাতন্ত্র! আমি আর জারকে কোন অবস্থাতেই বাঁচাতে পারব না।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে।

অবাক বিস্ময়ে দুনিয়া চেয়ে থেকেছে। ভেবেছে, এ কোন্‌ রাসপুটিন যাকে সে চেনে না। সে বলল, 'একটু বিশ্রাম করতো! তুমি একেবারে ক্লান্ত হয়ে পড়েছ।' ব'লে ঠেলে তাকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। আর রাসপুটিনের ভেঙ্গে-পড়া চেহারা ও শক্তিহীন মনের পুনরুদ্ধার কামনা করেছে সে ভগবানের কাছে।

এদিকে গত বছর অর্থাৎ ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া যে লেম্‌বার্গ দখল করেছিল, তা ১৯১৫ সালের জুন মাস নাগাদ জার্মান ছিনিয়ে নিল, উপরন্তু ওয়ারশ থেকে রাশিয়ান সৈন্য হটিয়ে দিয়ে অস্ট্রিয়া ও জার্মানী পোলাণ্ড দখল করে বসল। জার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন; তিনি আশঙ্কা করলেন সবাই আবার তার উপরে পুনরায় বিদ্রোহ করে বসবে, কারণ দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমশঃ জটিল থেকে জটিলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। তার পুরনো কথা মনে হল, যখন গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকোলায়েভিচ্‌কে তিনি মিলিটারি কমাণ্ডার-ইন-চিফ্‌ করে রেখেছিলেন, আর রাসপুটিন তাকে সরিয়ে দিতে বলেছিল, এখন জারিনাও তাকে বললেন যে নিকোলাই-এর দুর্বল নেতৃত্বের জন্যই এমনটি হল। অতএব তিনি নিকোলাই-কে সরিয়ে নিজেই কমাণ্ডার-ইন-চীফ্‌ হয়ে ফ্রন্টে চলে যাবেন ভাবলেন।

আর যুদ্ধক্ষেত্রের এই পরাজয়, চতুর্দিকের অর্থনৈতিক বিপর্যয় আর দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ প্রমাণ করতে শুরু করল যে জার-তন্ত্রে ঘুন ধরে গেছে। তিনি দেশ শাসন করবার অনুপযুক্ত হয়ে গেছেন।

ইতিমধ্যে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল। অ্যানা আলেক্‌জান্‌দ্রোভ্‌না ভিরুবোভা এক রেল এ্যাক্‌সিডেণ্টে ভয়ঙ্করভাবে আহত হল। দুর্ঘটনায় রেলের কামরাগুলি ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলে হতাহতের সংখ্যা অগুন্তি হয়ে দাঁড়াল। ভিরুবোভার মাথায় তীব্র

আঘাত লাগল এবং তার পা দুটো দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া কামরার এক ফাঁকে ঢুকে থেঁতলে গেল। দুর্ঘটনা ঘটবার পর ডাক্তাররা এল, আহতদের চিকিৎসা করা হল। কিন্তু যাদের চিকিৎসা করে লাভ নেই মনে হল তাদের ছুঁয়েও দেখা হল না। তাই তারা ভিরুবোভাকেও চিকিৎসার অনুপযুক্ত ভাবল। দীর্ঘক্ষণ পর ভিরুবোভার পরিচয় পেয়ে তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে আসা হল এবং সেখানে ডাক্তাররা তাকে পরীক্ষা করে বলে দিল তার বাঁচবার আর কোন আশা নেই। অজ্ঞান হয়ে পড়ে রইল মেয়েটি।

রাসপুটিন খবর পেয়ে আর থাকতে পারল না, এসে হাজির হল সেখানে। সে কারোর দিকে তাকাল না, নির্বিকারভাবে ভিরুবোভার শয্যাপার্শ্বে এসে উপনীত হল। তার প্রিয়তমা বান্ধবীর এই দশা দেখে তার খুব দুঃখ হল। অনেকদিন পর সে আজ অনুভব করল সে, যে ভাবেই হোক তার আগেকার ঐশ্বরিক ক্ষমতা ফিরিয়ে আনতেই হবে। কিন্তু কিভাবে সে ভিবুবোভাকে বাঁচাবে। তার মনে হয়েছে তার সেই আরোগ্যকারী অদ্ভুত শক্তি তাকে ছেড়ে চিরদিনের জন্য নির্বাসনে চলে গেছে। মনে মনে সে তার অত্যধিক মদ্যপানের কথা ভেবে নিজের ওপরেই ঘৃণাবোধ করতে থাকল। বুঝল, তার শক্তি যদি চলে গিয়ে থাকে, তবে তার জন্য সে নিজেই দায়ী। তাই সে খুব ধীরে সুস্থে মনঃসংযোগ করে প্রকৃতি থেকে শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে থাকল। এত গভীরভাবে সে যেন কোনদিন মনোযোগ দেয়নি। এই পরিশ্রমের ফলে তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমা হয়ে উঠল, কারণ তার শরীর তখনও পুরোপুরি সুস্থ নয়। তবুও তার যেন মনে হল তার সেই তীব্র ইচ্ছা শক্তি পুনরায় ফিরে আসছে। সে চোখ খুলল। তার উজ্জ্বল চোখদুটি থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে, যেন পূর্বের সেই শক্তিশালী রাসপুটিন মঞ্চে হাজির হয়েছে। এবার সে আদেশে করল, 'ভিরুবোভা চোখ খুলে তাকাও।'

ভিরুবোভা তন্দ্রার অতল তলে তলিয়ে আছে। তার কানে সে আওয়াজ পেঁছুল না। আবার গম্ভীর স্বরে ডাকল রাসপুটিন, 'ভিরুবোভা! জাগো, দেখ চোখ খুলে, কে এসেছে!'

তিরতির করে চোখের পাতা কেঁপে উঠল ভিরুবোভার। যেন সে ভয়ংকর এক দুঃস্বপ্ন দেখে হঠাৎ জেগে উঠল। যেন কোন শক্তি তাকে প্রচণ্ড এক ঠেলা দিয়ে জাগিয়ে তুলে দিল। আর চোখ খুলে সম্মুখে তাকানো মাত্রই রাসপুটিনের চোখ দিয়ে তীব্র সম্মোহন ঠিকরে বেরিয়ে তাকে অবশ করে ফেলল; সে আদেশ পালন করার ভৃত্য হয়ে দাঁড়াল। রাসপুটিন বলল, 'তুমি সুস্থ হয়ে গেছ ভিরুবোভা, এবারে ঘুমিয়ে পড়।' ভিরুবোভা যেমন চোখ খুলেছিল তেমনি আবার মুহূর্তেই নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ল আগামী দিনে নতুন সকালের মুখ দেখবে বলে।

রাসপুটিন উঠে দাঁড়াল। তার সমস্ত শক্তি সে নিঃশেষে ব্যয় করে ফেলেছে তার প্রিয়তমা বান্ধবীর উদ্দেশ্যে। এখন তার নিজেকে খুব ক্লান্ত আর দুর্বল লাগতে লাগল। সে শুধু জারিনার দিকে ঘুরে বলল, 'বেঁচে যাবে ভিরুবোভা, তবে চিরতরে পঙ্গু হয়ে যাবে।' এবং তার পরেই মাথা ঘুরে পড়ে গেল সে, কারণ তার সঞ্চয়ীকৃত সমস্ত শক্তি সে এইমাত্র ভিরুবোভাকে সুস্থ হবার জন্য দান করে বসে আছে।

নিজের ওপর অবিচার ও অত্যাচার তো কম হয়নি। এবারে আবার সে কিছুদিনের জন্য শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করল। তার আবার বিশ্রামের প্রয়োজন ; তাকে সুস্থ হয়ে উঠতে হবে। দুনিয়া তার প্রাণ-মন ঢেলে দিল রাসপুটিনের সেবায়।

জারিনা প্রত্যেকদিন রাসপুটিনের সুস্থ হয়ে ওঠার খবর নিতে লাগলেন। আর জার পূর্বে রাসপুটিনকে যা বলেছেন তার জন্য অনুতপ্ত হয়ে উঠলেন। তিনি নিকোলাইকে তার পদ থেকে বহিস্কার করে নিজেই চলে গেলেন ফ্রন্টে আর জারিনাকে দেশের আভ্যন্তরীন সমস্যার মোকাবিলার জন্য রেখে গেলেন। কিন্তু রাশিয়ান আইন অনুসারে জারিনা দেশ শাসন করতে পারেন না, তাই জারিনা ফ্রন্টে জারকেই চিঠি-পত্রাদি লিখে অনুমোদন চেয়ে নিতেন।

কিন্তু জারিনার ক্ষমতা কতটুকু। সুতরাং রাসপুটিনই প্রচ্ছন্নভাবে জারিনার আড়ালে থেকে দেশ শাসন শুরু করল। ততদিনে সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। সত্যি বলতে রাসপুটিন ছাড়া জারিনার একপাও চলবার ক্ষমতা ছিল না আর তিনি রাসপুটিনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপকে মূল্য দিতেন। শুধু এখন ব'লে নয়, চিরদিনই।

জার নেই তাই অচিরেই যতরকম বিশৃঙ্খলা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইল। প্রথমত যেসব প্রভাবশালী ব্যক্তিরা রোমানভ সাম্রাজ্যের এবং তার রক্ষক হিসেবে রাসপুটিনের ধ্বংস চায় তারা জনসাধারণকে অনেক অর্থহীন কথা বোঝাতে লাগল। আর এসবের পুরোধায় রইল গ্র্যান্ড ডিউক নিকোলাই, ইলিয়ডর, প্রধান মন্ত্রী কোকো-ভ্‌ত্‌সভ্‌ ও প্রেসিডেন্ট রদ্‌ঝিআন্‌কো এবং দুমার অন্যান্য উচ্চপদস্থ মন্ত্রীরা। তারা প্রচার করল রাজপ্রাসাদে একটা লুকনো অয়ারলেস সেট আছে, যার সাহায্যে জারিনা ও রাসপুটিন জার্মানীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাইজারের সঙ্গে রাশিয়া ধ্বংসের পরিকল্পনা করছে। শুধু তাই নয় রাসপুটিন মাদাম্‌ ভিরুবোভা, জারিনা ও তার কন্যাদের তার শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে ব্যবহার করছে। এই সমস্ত খুচ্‌রো খবরই জনসাধারণ গোগ্রাসে গলাধঃকরণ করছিল কারণ তারা তো জানতই যে জারিনা জার্মান-জাত, সুতরাং সে রাশিয়াকে ভালবাসতে পারে না। রাশিয়া হারছে, তাই সহজেই তারা প্রতারিত হল।

বিষয়ের গুরুত্ব অনুধাবন করল রাসপুটিন। সে জানে এই মুহূর্তে রাশিয়া শাসনের ভার পরোক্ষভাবে হলেও তার হাতে। সে যদি ইচ্ছে করে, তবে সমস্ত কুচক্রীদের জাল কেটে ছিন্নভিন্ন করে দেবার ক্ষমতা তার হাতে আছে। বিশেষ করে সে একটা কথা ভালই বুঝতে পারে যে দুমার মন্ত্রীসভার মধ্যেই যত ভূত বিরাজ করছে। তাকে করতে হবে ওঝার কাজ। রাসপুটিন ঠিক করল তাকে এবার কঠোর হতে হবে। দয়া-মায়া-ভালবাসা যথেষ্টই তার আছে, কিন্তু তার প্রয়োগ এখন কিছুদিন বন্ধ রাখতে হবে ; কঠোর হাতে দমন করতে হবে সমস্ত কানাঘুষো ও শত্রুতা। বিশেষতঃ তার দুর্বলতার সুযোগে হয়ত বিরোধীরা তাকে সরিয়ে দিয়ে নিজেরাই শাসন করতে বসে যাবে। এবং ক্ষয়িষ্ণু রাশিয়াকে অনিবার্য ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে ব্যবসায়ী, কালোবাজারী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা তাদের লাভটুকু শুষে নিয়ে। এদিকে ফ্রন্টে জারিনার চিঠি পেয়ে জার থতমত খেয়ে যেতেন মন্ত্রীসভার বিপুল

পরিবর্তন দেখে। কিন্তু পরক্ষণেই ধমক খেয়ে চিঠি পেতেন যদি কোন ব্যাপারে তিনি 'না' বলতেন। সে চিঠি জারিনার লেখা হলেও পেছনে যে রাসপুটিনের মাথা কাজ করছিল তা তিনি জানতেন। তার কিছু করার ছিল না এইজন্য যে তিনি দু'দিক একই সঙ্গে সামলাতে পারবেন না। আর তাছাড়া রাসপুটিনের যুক্তি তিনি ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারতেন না। রাসপুটিনের ওপর পুরনো বিশ্বাস তার ফিরে এসেছিল।

রাসপুটিন সিংহাসন হাতের মুঠোয় পেয়ে জানতে পারল তার সর্বনাশ করবার জন্য হাজার হাজার শত্রু তৈরি হয়ে আছে; যারা একদিন তার দাক্ষিণ্যলাভে বঞ্চিত হয়েছিল, সেইসব ধূর্ত ও লোভী ব্যক্তিরা। সে এটুকু বুঝতে পারল যে সহজে পরিত্রান পাওয়া যাবে না এদের হাত থেকে।

রাসপুটিন জারিনার সঙ্গে গোপনে আলোচনায় বসল। বলল, 'মিলোচ্‌কা, (প্রিয়ে) আমাদের বাঁচতে হ'লে খুব দৃঢ়ভাবে এগোতে হবে। কেননা ভোত্‌সভ্‌ না থাকুক, আরো অনেকেই ষড়যন্ত্র করছে তা আমি বুঝতে পারছি। এই মুহূর্তে মহামান্য জার নেই, তারা যদি আমাকে সরিয়ে দিতে পারে তবে সহজেই তাদের কাজটা হাসিল হয়ে যায়। তারা দখল করে নিতে পারে জারের রাজসিংহাসনটি। তুমি বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে কিছুই জান না। তুমি হচ্ছ আবেগপ্রবণ ও সরল। আমি তোমাকে শিশুর মতই ভালবাসি। এতই ভাল বাসি যে তোমার কোন ক্ষতি অন্ততঃ আমি সইতে পারব না।'

জারিনার চোখদুটি আর্দ্র হয়ে ওঠে। তিনি রাসপুটিনের অন্তরের দিকটা কখনও চেয়ে দেখেননি। বুঝতে পারেন তাকে সমর্পন করবার মত আর কিছু নেই। বলেন, 'প্রিয়, আমি জানি রোমানভ সাম্রাজ্য শুধু ক্ষমতাই চেয়েছে। জারের প্রতিও আমার কোন বিশ্বাস নেই। আমি শুধু তোমাকেই জানি। তোমার যা ইচ্ছে, তাই তুমি করতে পার।'

রাসপুটিন বলতে থাকল, 'তারা যদি আমাকে কোন প্রকারে সরিয়ে দিতে পারে, তবে তোমাকে সরিয়ে দেওয়া তাদের পক্ষে কোন ব্যাপারই না। সুতরাং আমাকে প্রতি পদক্ষেপে সতর্ক হয়ে চলতে হবে। তোমাদের গ্র্যাণ্ড ডিউক নিকলাই, সে সহজে তোমাদের বা আমাকে ছেড়ে দেবে ব'লে আমার মনে হয় না। প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে কোকোভত্‌সভ্‌কে আমায় সরাতেই হবে, কারণ সে মোটেই সুবিধের নয়। তার মিট্‌মিটে চোখ দু'টি যেন শয়তানীর কারখানা! প্রোতোপোপভ্‌ যদি প্রধানমন্ত্রী হয়, তবে অনেক ছোটখাট ষড়যন্ত্রের ঘটনা আমি আগে থেকেই জানতে পারব। আর রদ্‌ঝিআন্‌কো তোমাদের আত্মীয়, তাকে ঘাঁটাবার ইচ্ছে আমার নেই। রাজবংশের একজনকে ঘাঁটালে তোমাদের বৃহৎ পরিবারের বাকীসব ক্ষেপে উঠতে পারে। প্রোতোপোপভ্‌ আমায় নিশ্চয়ই সব জানাবে, সেই অনুযায়ী আমাকে সব ব্যবস্থা নিতে হবে।'

জারিনা বুঝতে পারেন যে রাজনীতি মেয়েদের জন্য নয়। অত্যন্ত জটিল সে জিনিস।

রাসপুটিনকে উঠতে দেখে তিনি বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি চলে যাচ্ছ আজ? আর একটু বসে যাও!'

'কেন জানিনা আজকে খুব ক্লান্ত লাগছে আমার। সবকিছুই মাঝেমাঝে অর্থহীন মনে হচ্ছে। জানিনা শেষ রক্ষা হবে কিনা' রাসপুটিন বলল।

অবশেষে প্রোতোপোপভই প্রধানমন্ত্রী হ'ল। সে রাসপুটিনের প্রতি অতিমাত্রায় বিশ্বস্ত। প্রথম দিনেই সে রাসপুটিনকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার জানাল।

প্রোতোপোপভ রাসপুটিনকে বলল, 'আমি রদ্‌ঝিআনকোকে বললাম, আপনি কিন্তু আমার যায়গায় প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। সে কথা শোনার পর ভীষণ রেগে গেলেন তিনি। বললেন, না, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাইনা। তবে যদি হতেই হয়, তবে তার আগে আমি একটা কাজ করতে চাই। তারপরের টুকু শোনার পর আমি আর সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারিনি। লজ্জা আর ঘৃণায় সে স্থান ত্যাগ করেছি।'

বিরক্তিতে ভুরু কুঁচকে উঠল রাসপুটিনের, 'তুমি বড় বেশী বাজে কথা বল। আসল কথাটুকু বলনা আমাকে।'

প্রোতোপোপভ একটু থতমত খেয়ে যায়। বলে, 'রদ্‌ঝিআনকো বললেন, আমি প্রধানমন্ত্রী হ'লে জারিনাকে তার লিভিদিয়া প্যালেসে যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত বন্দী ক'রে রাখব। আর তাছাড়া রাসপুটিন বা জারিনা উভয়ের কাউকেই আমি তেল মাখাতে পারব না।'

সব শুনে রাসপুটিন বলল, 'হুম্!' দুশ্চিন্তার কালো ছায়ায় তার ভুরু দু'টো কুঁচকে উঠল।

সবকিছু কিভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনা যায় তাই ভাবছিল সে। অবশেষে সে একটা সিদ্ধান্তে পোঁছুল।

কিছুদিনের মধ্যেই জারের সিক্রেট পুলিশ ওখরানার মত সেও নিজস্ব একটা দল গঠন করল। এই দলের কাজ ছিল যারা তার বিরুদ্ধে লাগবে তাদের সম্বন্ধে তথ্য দেওয়া। এ দলের নেতা ছিল কারলোফ্। আর কারলোফকে প্রোতোপোপভ পরিচালনা করত।

ইভান নাগলোভস্কি নামে এক ব্যক্তি রাসপুটিনের বিরুদ্ধে কিছু তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছিল যাতে তার চরিত্রের আসল রূপ সাধারণের সম্মুখে তুলে ধরা যায়। হেলিদার নামে এক সাধু তাকে কিছু খবর দিল। সাধুটির যুবতী স্ত্রী বহুপূর্বে খিলুস্তির একজন সদস্য ছিল। সে নাগলোভস্কিকে বলল, 'খিলুস্তির সেই বীভৎস প্রক্রিয়াগুলো আমি সহ্য করতে পারতাম না। আমার সবচেয়ে বেশী ঘৃণা হত রাসপুটিনকে। লোকটাকে নারী মাংস-লোলুপ একজন শয়তান বলা যায়।' হেলিদরের স্ত্রী মেরী নোভিতস্কির প্রত্যেকটি কথা খুব যত্ন করে লিখে নিত নাগলোভস্কি।

কিন্তু তার রিপোর্ট প্রকাশ হবার পূর্বেই তাকে নির্বাসনে যেতে হ'ল। কারণ তার চরের মাধ্যমে রাসপুটিন সব খবর জানতে পেরেছিল।

রাসপুটিন লিওনিদ্ আনদ্রেয়েভের নাটক 'অ্যানাথেমা' কে পুরোপুরি নিষেধ

ঘোষণা করল। কারণ সেই নাটকে জার পরিবার ও তাকে নিয়ে কেচ্ছা লেখা হয়েছে। রাসপুটিনের কথাই তখন আইন হয়ে দাঁড়াল।

দুমায় অনেক মন্ত্রীই তাকে সহ্য করতে পারছিল না। কারণ তারা রাসপুটিনের জন্যই জারকে সরিয়ে দিতে পারছিল না বলে রাসপুটিনকে মারবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। আর রাসপুটিন এখন রাস্তা-ঘাটে নির্বিঘ্নে ঘুরে বেড়াতে পারে না, সঙ্গে থাকে বেশ কয়েকজন দেহরক্ষী। সে তার নিজের দলের মাধ্যমে জেনেছে যে তার যে কোন মুহূর্তে জীবনাবসান হতে পারে। এমনকি ওখ্রানাও তার বিরুদ্ধে নেমে পড়েছে। এবং এসবের পেছনে প্রভাবশালী ব্যক্তিদের যে কত টাকা খরচ হচ্ছে রাসপুটিনের তা জানা ছিল না।

দুমার তখনকার হোম সেক্রেটারী গোরিমিকিন রাসপুটিনকে মারবার চেষ্টা করল। হাইনে নামে এক সিভিল ইঞ্জিনিয়ার এখবর পেল মাদাম্ রঝেভ্স্কির কাছ থেকে, যার স্বামী হোম সেক্রেটারীর সঙ্গে জড়িত দিল। ইলিয়ডর নাকি নিজেই জারিত্জেন্ থেকে ভ্রমণ করে পেত্রোগ্রাদে রাসপুটিনকে খুন করতে আসছে। এই খবর হাইনে সিমানোভিচ্কে দিলে, সে তা ভিরুবোভাকে জানাল। এবং ওখরানার প্রধান তার পরের দিন সকালে জানিয়ে দিল যে সে রাসপুটিনকে রক্ষা করার জন্য কিছুই করতে পারবে না। কারণ বিরোধীদের সম্বন্ধে সে কোন খোঁজই রাখে না। অথচ সিক্রেট পুলিশের কাজই হচ্ছে সব খোঁজ রাখা।

এক্স-গভরণর বি. ডবলু্য স্টারমারকে রাসপুটিন ডেকে পাঠাল। এবং স্টারমার গোরিমিকিনকে দুমার প্রতি বিশ্বাসহীনতার অভিযোগে বরখাস্ত করল।

এদিকে জারিনার বোন গ্র্যাণ্ডডাচেস্ এলিজাবেথা ফিওদোরভ্না ও প্রিন্সেস্ জেনাইদিয়ে নিকোলায়েভ্না ইয়ুসুপোভ্া, ফেলিক্সের মা জারিনা ও রাসপুটিনের বিরুদ্ধে একটা বিরুদ্ধ গোষ্ঠী খাড়া করতে লাগল। শুধু তাই নয়, ফেলিক্সের বাবা, মস্কোর গভরনর-জেনারেল যিনি তার কাজকর্মে শুধুই একনায়ক-তন্ত্রের মনোভাব ফুটিয়ে তুলতেন তিনি মনে করতে লাগলেন যে যারাই তার বিরুদ্ধাচরণ করছে, প্রত্যেকেই জার্মানের পক্ষে হয়ে বলছে ও রাশিয়ার বিপক্ষে চলে যাচ্ছে। এজন্য তিনি জারিনা ও রাসপুটিনকে দায়ী করলেন এবং প্লট্ তৈরি করতে লাগলেন কিভাবে তাদের সরিয়ে ফেলা যায়। যদিও এসব ছিল তার ভাবনা মাত্র, তা ফলপ্রসূ করা তার পক্ষে সহজ হল না। কিন্তু তার সুযোগ্য পুত্র আবেগপ্রবণ ফেলিক্সের অবচেতন মনে এই পরিকল্পনা এক সুদূর-প্রসারী ছাপ ফেলে দিল। ছোটবেলা থেকে পারিপার্শ্বিকের ওপর তার ভয় ঢুকে গিয়েছিল যে তাকে কেউ টিঁকতে দেবে না। আর এখন তার দৃঢ় বিশ্বাস হতে থাকল যে রাসপুটিন নামক সম্মোহনকারী ক্ষমতার অধিকারী লোকটা হয়ত কাউকেই বাঁচতে দেবে না। সেও তার মায়ের মত বিশ্বাস করতে শুরু করল যে কৃষক-শ্রেণীর লোকটাকে অভিজাতশ্রেণীর মাথার ওপর ছড়ি ঘোরাতে দেওয়া উচিত নয়, তার ফল নিশ্চয়ই বিপরীত হবে। তবুও সে রাস-পুটিনের এত উঁচুতে উঠে আসবার ব্যাপারে বিজাতীয় ঘৃণাসহ অদ্ভুত এক আকর্ষণ অনুভব করতে থাকল তার প্রতি। তার প্রতি সে এও মনে করতে থাকল যে তার

মানসিক সমস্যাগুলো হয়ত এই বিচিত্র লোকটা সমাধান করে দিতে পারবে। তাই সে রাসপুটিনের সঙ্গে দেখা করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল।

মুনিয়ার মাধ্যমে ফেলিক্স্ ইয়ুসুপোভ রাসপুটিনের সঙ্গে দেখা করল। তার সমস্যা ছিল এমনই জটিল যে রাসপুটিন কেন কারো পক্ষেই তা সমাধান করা সম্ভব ছিল না। কারণ তার সমকামিতা। অল্পবয়সে রাজ-পরিবারের সঙ্গে তার বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফেলিকস্ ইয়ুসুপোভ হচ্ছে জারিনার বোনপো। রাজপরিবারে গ্রান্ড ডিউক দিমিত্রি পাভ্লোভিতেরও যাওয়া-আসা ছিল। সে এখানেই থাকত। কারণ পরিবারের সবারই তাকে এত ভাল লেগেছিল যে, সে রাজ-পরিবারের একজন হিসেবেই এখানে বাস করত। কিন্তু ফেলিক্সের ঘন ঘন যাতায়াত ও দিমিত্রির সঙ্গে তার সম্পর্কের কথা প্রত্যেকেই জেনে গেল। সুতরাং রাজপরিবারে ফেলিক্সের যাওয়া-আসার উপর বিধিনিষেধ আরোপিত হল। দিমিত্রিও ফেলিক্সের সঙ্গে দেখা করতে পারত না। জারিনাই তাতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাই দিমিত্রি পেত্রোগ্রাদে একটা আলাদা বাড়ী ভাড়া করেছিল যেখানে উভয়েই দেখা-সাক্ষাৎ করত। এ ব্যাপারের পর জারিনার সঙ্গে ফেলিক্সের সম্পর্ক তিক্ততার রূপ ধারণ করেছিল। সে মোটেই জারিনাকে সহ্য করতে পারত না। দিমিত্রি বা ফেলিক্স্ কেউ কাউকে ছেড়ে কিছুতেই থাকত পারত না এবং ফেলিক্সের যে কোন আদেশ বা অনুরোধ গ্রান্ড ডিউক দিমিত্রির কাছে শিরোধার্য ছিল।

এদিকে গ্র্যান্ড ডিউক আলেকজান্দার মিখাইলোভিচের কন্যা রাজকুমারী ইরিনা আলেকজানদ্রোভ্নার প্রেমে পড়ে ফেলিক্স্, কিন্তু তার যৌন ব্যাপারে বিচিত্র মনোবৃত্তির জন্য তার পিতা-মাতাও সন্তুষ্টচিত্তে এ বিবাহের ব্যাপারে অনুমতি দিতে পারছিলেন না। এখন ফেলিক্স্ ইরিনা আলেকজানদ্রোভ্নাকেও ভুলতে পারছিল না আবার দিমিত্রি না থাকলেও তার জীবন বৃথা। এই অবস্থায় সে রাসপুটিনের সঙ্গে দেখা করল। বিবাহের পর শান্তি কিভাবে বজায় রাখা যায় এই আলোচনার জন্যই সে রাসপুটিনের কাছে যাতায়াত করছিল।

ফেলিক্স্ ইয়ুসুপোভ্ প্রায় মিনতি ভরা কণ্ঠে বলল, 'ফাদার গ্রীগরি' একমাত্র আপনিই বোধহয় আমায় বাঁচাতে পারেন।'

'আমি তো তোমাকে বাঁচাবার জন্য প্রস্তুত, কিন্তু তুমি বোধহয় এটা ভালোভাবেই জানো যে দু'নৌকোয় পা দিয়া চলা যায় না ?'

ফেলিক্স্ রাসপুটিনের এ হেন উক্তিতে হতাশ হয়ে পড়ে। বলে, 'আপনি কি চান যে আমি আত্মহত্যা করি ?'

'এমন কি ব্যাপার হয়েছে যে তুমি আত্মহত্যা করবে ? তোমার কথাবার্তাও দেখছি একেবারে মেয়েদের মত ?'

রাসপুটিনের এ কথায় মনে মনে অসন্তুষ্ট হয় ফেলিকস্।

রাসপুটিন আবার বলল, 'তুমি যখন ইরিনা আলেক্জানদ্রোভ্নার প্রেমে পড়, তখন কি তুমি জানতে না যে প্রিন্স দিমিত্রির সঙ্গে তোমার অবৈধ সম্পর্ক আছে ? আর জানা থাকাও সত্ত্বেও তুমি ইরিনার প্রতি প্রেম নিবেদন করলে ! আমি জানতাম যারা সমকামী

হয়, তারা কখনও কোন নারীকে সন্তুষ্ট করতে পাবে না। যৌন ব্যাপারে, বিশেষ করে নারী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তারা অত্যন্ত দুর্বল প্রকৃতির হয়। তুমি কিভাবে ইরিনাকে তৃপ্ত করবে তা তো আমার মাথায় আসছে না।'

নিজের দৈহিক অক্ষমতার কথা এভাবে সামনা-সামনি শুনবার জন্য ফেলিক্স্ প্রস্তুত ছিল না। তার ইচ্ছা করছিল রাসপুটিনের চোয়াল ভেঙে দেয়। ছোটবেলা থেকে কাউকে শ্রদ্ধা করার ব্যাপারটা সে শিখতে পারেনি মোটে। নিজেকে কোন প্রকারে সংযত করে সে বলল, 'আপনি অতটা নিশ্চিন্ত হচ্ছেন কি করে যে আমি ইরিনাকে আনন্দ দিতে পারব না? আমি জানি, কিভাবে আমায় এগোতে হবে। আসলে ইরিনাকে প্রথম আলাপেই আমার ভাল লাগে, আর ইরিনাও আমায় ভালবেসে ফেলে। এখন এর পরিণতি বিবাহ ছাড়া আর কী হতে পারে? আমি চাই দিমিত্রিও থাকুক আর ইরিনাও থাকুক।'

রাসপুটিন একটা কথা স্পষ্ট বুঝতে পারে যে ইরিনা নাম্নী কোন এক সুন্দরী রাজকুমারীর জীবন নষ্ট হতে চলেছে। সুতরাং ফেলিক্সের দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ মনোভাব দেখে সে এও বুঝতে পারে যে তাকে রোধ করা যাবে না। বড়লোকের খেয়ালে বাধা দিয়ে দরকার কি! রাসপুটিন বলল, 'বেশ তো, তুমি তাই কর। আর সমাধান এটাই বলতে পারি যে ইরিনা কখনই কোন পুরুষে পুরুষে প্রেমের ঘটনার ভাবনা তার মনের কোণে স্থান দিতে পারবে না। সুতরাং তোমার সংসারে শান্তি বজায় থাকবে।'

তথাপি জারিনার প্রতি ঘৃণা পোষণ করবার জন্য এবং যেহেতু জারিনা ও রাসপুটিন পরস্পর বন্ধু হয়েছিল, এটা সে সহ্য করতে পারত না। সেও মনে মনে চাইত রাসপুটিনকে আঘাত দিতে।

১৯০৯ সাল থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত ফেলিক্স্ ইয়ুসুপোভ্ বিদেশে পড়াশুনা করার জন্য গিয়েছিল। রাশিয়ায় ফিরে এসে রাসপুটিনকে জারের যায়গায় অধিষ্ঠিত দেখে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। রাসপুটিনকে কিভাবে ঘায়েল করা যায় সে ভাবতে থাকল; তাই উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সে রাসপুটিনের আবাসে যাতায়াত শুরু করল।

অন্য দিনের মত আর একদিন গোরোখোভায়া স্ট্রীটে ফেলিক্স্ এসেছে। রাসপুটিন ভেতরের ঘরে ছিল। তাই দুনিয়ার সঙ্গে কথা বলছিল ফেলিক্স্। সে মানসিক ভাবে দুনিয়াকে আঘাত দিয়ে পরীক্ষা করছিল। সে বলছিল, 'এটা কী ধরনের অদ্ভূত ব্যাপার যে দুনিয়া তুমি এখনও বিয়ে করনি?'

দুনিয়া জবাব দিয়েছিল, 'বিয়েটা কী খুব একটা জরুরী ব্যাপার?'

'না, জরুরী নয়! তবে তোমার মত সুন্দরী যুবতীর পক্ষে তো নয়ই!' ব্যঙ্গ করেছিল ফেলিকস্।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে দুনিয়া তাকিয়েছিল। 'বুঝতে পারলাম না আপনি ঠিক কী বলতে চাইছেন?'

'বুঝতে পারলে না? আমি বলতে চাইছি তোমার এই আকর্ষণীয় চেহারাকে

তুমি এতদিন গোপন রাখলে কি করে ? যে কোন সুন্দর যুবকই তো তোমার প্রেমে পড়ে যেতে পারে ?' বলে কটাক্ষ করে সে দুনিয়ার উন্নত বক্ষযুগলের দিকে তাকাল।

ফেলিক্স্ আবার বলল, 'তুমি হচ্ছ ছাই চাপা আগুন ! অন্ততঃ রাসপুটিনের মত লোক তোমাকে ছেড়ে থাকবে ভাবা যায় না।'

রাসপুটিন ঘরে ঢুকতে ফেলিক্সের প্রত্যেকটা কথা স্পষ্ট শুনতে পেল। ক্রোধে তার চোখমুখ লাল হয়ে গেছে। আর লজ্জায় ছুটে পালিয়েছে দুনিয়া।

রাসপুটিন সেই মুহূর্তে দরজা খুলে ধরল ফেলিক্সের সামনে। 'যাও, এ মুহূর্তে বেরিয়ে যাও এ বাড়ী থেকে !'

ফেলিক্স্ কোন কথা বলল না। কিন্তু অত্যন্ত অপমানিত হয়ে সে উঠে দাঁড়াল। তার মুখের উপর যে (রাশিয়ায় সবচেয়ে বড়লোক) কেউ কথা বলবে সে তা ভাবতেও পারে না। মনে মনে প্রতিশোধ স্পৃহা নিয়ে সে বাড়ীর বাইরে বেরিয়ে এল।

রাসপুটিন তাকে অত্যন্ত স্নেহ করত ও ভালবাসত। বিপদে-আপদে সৎ পরামর্শ দিত, কিন্তু এখন রাসপুটিন দুনিয়ার সামনে ফেলিক্সের নোংরা উক্তি শুনে রীতিমত হতাশ হয়ে পড়ল। সে চিন্তিত হয়ে পড়ল, হঠাৎ কেন ফেলিকস্ এ ধরনের বিশ্রী পদক্ষেপ নিচ্ছে ? উদ্দেশ্য কি তার ? ফেলিক্স চলে গেলে সে এও ভাবল, ফেলিক্সের ওপর এভাবে না চটে গেলেই হয়ত ভাল হত, কারণ সে অত্যন্ত প্রভাবশালী বংশের ছেলে এবং তাকে বিষয়টা অন্যভাবে বোঝালে হত। কারণ ছেলেটি সত্যি বলতে মানসিক ভাবে রোগগ্রস্ত। অতএব তার সঙ্গে ব্যবহারটাও রোগীর সঙ্গে ব্যবহারের মতই হওয়া উচিত ছিল। ছেলেটি অসুস্থ বলেই তো তার কাছে আসত।

এরপরে দীর্ঘদিন ফেলিক্স্ তার কাছে আসেনি। তবু রাসপুটিন জানত সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।

সে প্রত্যেক মুহূর্তে অনুভব করতে থাকল যে দুমার মন্ত্রী সভার খোল্ নল্চে পুরোপুরি বদ্লে দেওয়া দরকার। তার জন্য তাকে সর্বপ্রকার কঠোরতা অবলম্বন করতে হবে। কিন্তু ক'জনের বিরুদ্ধেই বা সে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে ? ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রু তার আশেপাশে ভিড় করে এসেছে। সে তখনও ভাবছিল এ দেশের পক্ষে একমাত্র সুষ্ঠু পথ হচ্ছে রাজতন্ত্র। ব্যক্তিশাসন উঠে গেলে মুহূর্তেই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে দেশ।

কিন্তু দেশের অবস্থা ক্রমশঃ অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠছে। রাসপুটিন বুঝে উঠতে পারে না, এর পর তার কী করণীয় ! এ অবস্থা সামাল দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়।

১৯১৬ সালের শীত বোধহয় রাশিয়া চিরদিন স্মরণ করবে। প্রচণ্ড শীতের প্রকোপে মানুষ আরো অসহায় হয়ে পড়ল। ট্রেঞ্চের মধ্যে সৈন্যরা বরফে জমে যেতে থাকল। খাবার নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই, তাদের দেশপ্রেম উধাও হয়েছে। সৈন্যদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকল। দলে দলে তারা সৈন্যবাহিনী পরিত্যাগ করে চলে যেতে লাগল। শয়ে শয়ে সৈন্য দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ে লুটপাট ক'রে যা পারা যায় তাই সংগ্রহ করতে থাকল। গ্রামবাসীদের কাছে তারাই একটা আতঙ্ক হয়ে দাঁড়াল। দেশের

সমস্ত সংগ্রহ এতদিন ফ্রণ্টে সৈন্যদের কাছেই পেঁাছে যাচ্ছিল, দেশবাসী আধপেটা খেয়ে দিনযাপন করছিল।

দিনদিন দেশের অভ্যন্তরে খাদ্যদ্রব্য ক্রমশঃ এক দুর্লভ ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। সমস্ত খাবার-দাবার জ্বালানি রেশন করা হয়েছে। রুটির দৈনিক কোটা দেড় পাউণ্ড থেকে এক পাউণ্ড করে ধীরে ধীরে কমতে কমতে সিকি পাউণ্ডে নেমে এল। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের রাশিয়া এক বিশ্রী যায়গা। বিশেষতঃ পেত্রোগ্রাদের ছাই রঙা আকাশ থেকে অনবরত ঝিরঝির করে বৃষ্টি ঝরে পড়ছে। রাতের বেলায় বৃষ্টির বদলে বরফের গুঁড়োয় রাস্তা বাড়িঘর সব ছেয়ে যায়। শহরেও চুরি-ডাকাতির সঙ্গে সঙ্গে ফিনল্যাণ্ড উপসাগরের কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় শরীরের হাড়ে ফাটল ধরে যায় যেন। তখন ফল ওঠার সময়, কিন্তু কোথাও কোন ফল বা দুধ মিলত না।

দুধ, চিনি, কেরোসিন, রুটি, জ্বালানি কাঠ, তামাক ইত্যাদির জন্য এই কন্‌কনে ঠাণ্ডা আর বৃষ্টির মধ্যেও লোককে হাঁ করে লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হত। পেত্রগ্রাদের তুহিন শাদা জমাট বরফের রাস্তার ওপর স্বল্প বসন মানুষ; তাদের অধিকাংশই মেয়ে, কোলে ছেলে নিয়ে সারাদিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে আছে।

রাসপুটিন জনসাধারণের দুর্দশা দেখে বিমর্ষ হয়ে পড়ল। সে জানত এ অবস্থা তার জন্য সৃষ্টি হয়নি। জার যদি যুদ্ধে অংশ গ্রহণ না করতেন, তবে হয়ত এ অবস্থার সৃষ্টি হত না। কিন্তু ভগবানের এমনই খেলা যে যুদ্ধ লাগবার সময় সে হাসপাতালে ছিল সুতরাং জারকে অশুভ প্রচেষ্টার হাত থেকে রুখবার সামর্থ তার ছিল না। সে চিঠি লিখে সাবধান করেছিল, কিন্তু কোন লাভ হয়নি তাতে। সে নিজেও তো একটা মানুষ ছাড়া কিছু নয়। কোন ভয়ংকর অবধারিত ঘটনাকে সে তো আর সুইচ টিপে থামিয়ে দিতে পারে না! এতদিন সে নানাভাবে জনগণের সেবা করে এসেছে। কত মানুষকেই তো সে সুস্থ করে তুলেছে, মানসিক ও দৈহিকভাবে। ঈশ্বরের আদেশ সে পালন করেছে অক্ষরে অক্ষরে। কিন্তু এখন, তার মনের মধ্যে দুঃখ আর বেদনা ছাপিয়ে উঠছে, কী করতে পারে সে রাশিয়ার জনগণের জন্য! তাদের অনেক মৃত্যু, অনেক যন্ত্রণার মধ্যে দিয়েই তো আবার নতুন দিনে হাজির হতে হবে সুখ-শান্তি প্রাপ্তির আশায়। তাদের সেই ভয়ংকর সংগ্রামের জন্য তৈরি করতে হবে, উদ্বুদ্ধ করতে হবে আর তার জন্য তো সে এই পৃথিবীতে আসেনি। সে অন্যপথের যাত্রী, কিন্তু অবস্থার বিপাকে জারের গদিতে বসে আছে। তার কাজ এখানে ফুরিয়েছে, এখন সেই নূতন যুগের নূতন নেতার জন্য তাকে পথ ছেড়ে দিতে হবে। বুঝতে পারে রাসপুটিন, যে জনসাধারণকে একত্র করার জন্য অন্য এক ক্ষমতার প্রয়োজন। তার জন্য রাস্তা ছেড়ে সরে দাঁড়াতে হবে তাকে। এবং সে চলে গেলেই এই রোমানভ সাম্রাজ্যের ইতি। তার জন্যই রোমানভ সাম্রাজ্য জার-জারিনাসহ টি'কে আছে। তার শক্তির ক্ষমতার প্রভাব পেরিয়ে কেউই তাদের কোন ক্ষতি করতে পারছে না এবং সে থাকাকালীন পারবেও না। তবে ঈশ্বরের ইচ্ছা অনুযায়ীই সে জারেভিচ্‌কে রক্ষা করার জন্য পেত্রোগ্রাদে একদিন এসেছিলআর শুধু জারেভিচ্‌ নয়, জার ও জারিনাকেও তার শক্তির রক্ষাকবচ দিয়ে পাহারা দিতে হচ্ছিল। ঈশ্বর তাকে কিছুদিনের জন্য রাশিয়ার মানুষের পাহারাদার

হিসেবে রেখেছিলেন, তাদের দুর্দিনের অবসান ঘটানোর জন্য যে শক্তিশালী মানুষটি তৈরি হচ্ছেন ভেতরে ভেতরে, তাঁকে সময় দেওয়ার জন্য—যাতে এই অবসরে অন্য কোন ক্ষমতালোভী শত্রুরা রাশিয়ার সাম্রাজ্য ধ্বংস ও অনুপযুক্ত না করে ফেলে। আর যে মানুষটি আরো বড় গুরু দায়িত্ব নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন, তিনি হচ্ছেন লেনিন। সুতরাং রাসপুটিনের এখন সরে দাঁড়াবার সময় হয়েছে।

সে যখন জানতে পারল তার আর কিছু করবার নেই, সে অসহায়; রাসপুটিন আবার মদ খেতে শুরু করল। এবারে দুনিয়াও তাকে আর আটকে রাখতে পারল না। উচ্ছৃংখলতার চরমে পৌঁছে গেল সে। ধীরে ধীরে দেহ ভেঙ্গে পড়তে লাগল তার। মনের যে অফুরন্ত শক্তিতে সে পূর্বে চলাফেরা করত, সেই মনকে যেন সে ঘুমিয়ে পড়তে দিল। সে বুঝেছে তার সম্মোহনী শক্তিকে আর কোন কাজে লাগানো যাবে না। দ্রুত ক্ষয় হতে থাকল তার। তার এখন শুধু ইচ্ছে হয় সে চিরতরে ঘুমিয়ে পড়ে। সে জানে অন্ধকারে শিকারীরা ওঁৎ পেতেছে তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবার জন্য। রাতে সে যখন ঘুমোতে যায় তখন এই দেহটাকে এক বিরাট বোঝা মনে হয় তার কাছে। কিভাবে এই দেহের বাইরে আসা যায় তার জন্য সে প্রাণপন চেষ্টা করে। সে তো জানে এটাই তার দেহ নয়, এই দেহের ভেতরে বাস করছে আরো একটা সূক্ষ্ম দেহ। সে মনে মনে চিন্তা করে, তার এই দেহটা প্রচণ্ড ভারী আর তার অপর লুক্কায়িত সূক্ষ্ম হাল্কা দেহ তাকে পরিত্যাগ করে যায়। এবং ভাবনার কিছুক্ষণ পরেই ঘটে যায় সেই অলৌকিক কাণ্ড। হঠাৎই তার শ্বাস-প্রশ্বাসে একটা কষ্ট দেখা যায় এবং সে অনুভব করে যে সে দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন। সে ভাসতে থাকে তার বিছানায় পড়ে থাকা দেহের ওপুর। নিজেকে কী হাল্কা লাগে তার। ভাবনা মাত্র তার সূক্ষ্ম দেহ সচল হয়ে যায়। সে চেয়ে থাকে অপলক নিজের 'মৃতদেহটার' দিকে। এই তাহলে রাসপুটিন। একে আর কারো প্রয়োজন নেই। গোছা গোছা দাঁড়ি গোঁফের জঙ্গল পরিপূর্ণ মুখ, নির্বিকার শুয়ে আছে। গোটা শহরটা সে একবার চক্কর দিয়ে ঘুরে আসে তার হাল্কা দেহ নিয়ে, মৃত্যুর স্তব্ধতা বিরাজ করছে রাতের শহরে। সে জানে আর কয়েকদিনের মধ্যেই একের পর এক নাটকীয় কাণ্ড-কারখানা ঘটতে শুরু করবে, যার ওপরে তার কোন হাত নেই। প্রস্থানের সময় হয়েছে তার। ভোগ, উপভোগ ও উচ্চাশার চূড়ান্তে পৌঁছেছিল সে। এখন আর কোনটারই তার কাছে দরকার নেই। এবং পরমুহূর্তেই নিজের অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে আবার দেহের মধ্যে ফিরে আসে।

এরপরে একদিন সে বারে বসে মদ পান করতে করতে সেখানকার প্রতিষ্ঠিত নর্তকী কারালির সঙ্গে খোস গল্প করছিল। মাঝে মাঝে তাকে পাবার আকাঙ্খা প্রকাশ করছিল সে।

কারালি নেচে নেচে গান করছিল। তার গানের চটুল ভঙ্গীমায় মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চেয়েছিল রাসপুটিন। কারালি ডায়াস থেকে নেমে প্রত্যেকটি টেবিলের কাছেই একবার করে যাচ্ছিল আর চেয়ারে উপবিষ্ট ভদ্রলোকদের উদ্দেশ্যে ইঙ্গিতময় হাসি উপহার দিচ্ছিল। আর মদ্যপানরত ভদ্রলোকেরা যারা সারাদিনের ক্লান্তি ভুলবার জন্য এখানে এসেছে শুধুমাত্র বিখ্যাত নর্তকী কারালির একটু ক্ষণিক ছোঁয়া লাভ করবার জন্য, তারা

কারালির এই কামনামদির হাসিতেই নিজেদের অতি ভাগ্যবান বলে ভাবছিল। এদের অধিকাংশই কারালির পরিচিত:

কারালি লক্ষ্য করেছিল যে বারে সেই রহস্যময় ও বিখ্যাত লোকটির আগমন ঘটেছে। তার উদ্দেশ্যও ছিল রাসপুটিনের সঙ্গ লাভ করা।

রাসপুটিন লক্ষ্য করল, কারালি তার দিকে আসছে। রাসপুটিন তো তার জীবন সম্পর্কে আর গুরুত্ব দিয়ে তেমন কিছু ভাবে না, বরঞ্চ প্রচুর পরিমাণে মদ পান করে সে নিজেকে নেশাগ্রস্ত করে রাখতে চায় এই মুহূর্তে, যাতে জীবন থেকে আনন্দই শুধু পাওয়া যায় আর ভুলে থাকা যায় জটিল সব যন্ত্রণার কথা। তাই নেশারক্ত চোখে কারালিকে দেখে তার হাসির প্রত্যুত্তর দিল সে। মৃদু হেসে বলল, 'বাঃ! সুন্দর হচ্ছে কারালি! চালিয়ে যাও!'

কারালি যখন তার টেবিলের কাছাকাছি এসে গেছে রাসপুটিন কারালির সুললিত যেন ঘষে মেজে পালিশ করা আঙ্গুলগুলি খপ্ করে ধরে তাকে কাছে আকর্ষণ করল। তখন গানের মাঝখানে কয়েক সেকেণ্ডের বিরতি স্থলে যন্ত্রসঙ্গীত বাজছিল। কারালি ফিস্ফিস্ করে বলল, 'এখানে সবার সামনে অমন কোর না।'

'কেন, সুন্দরী? অত রাগ কিসের? দিমিত্রি কি তোমাকে আমার থেকেও বেশী সোহাগ করতে পারবে? আমি তোমাকে আরো অনেক বেশী সুখ দিতে পারব সোনা!'

'আচ্ছা, গানের শেষে আমি তোমার কাছে আসব।' কারালি মিষ্টি করে হাসল আর সর্পিল ভঙ্গীতে ছাড়িয়ে নিল তার হাত।

রাসপুটিন মদের ঘোরে খেয়াল করেনি তার পাশের টেবিলে বসে আছে ফেলিক্স্ ইয়ুসুপোভ, তার সহচর গ্র্যাণ্ড ডিউক দিমিত্রি পাভ্লোভিচ্, তাদের বন্ধু সারিত্চিন্ আরো দুজন নিমন্ত্রিত অতিথি। তারা রাসপুটিনের অশ্লীল কথাবার্তা মোটেই সহ্য করতে পারছিল না। এই কারালি মেয়েটি হচ্ছে আবার দিমিত্রির রক্ষিতা। সেইসময় সবে দুমা থেকে ফিরে এসেছে পুরিস্কেভিচ, দুমার প্রধান। সেও সেসব শুনল। তাদের প্রত্যেকের কাছেই এ সমস্ত বিষয়টা বেশ অপমানজনক বলে মনে হল। রাসপুটিনকে দেখতে দেখতে ফেলিক্সের শুধু মনে হচ্ছিল কিভাবে 'রাসপুটিন' নামক দুরাত্মাটিকে ধরাধাম থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। শুধু সে নয় উপস্থিত প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তার যে-কোন ভাবেই হোক মৃত্যু কামনা করছিল। কারণ রাসপুটিন যতদিন রোমানভ সাম্রাজ্য অধিকার করে থাকবে ততদিন তাদের মত প্রভাবশালী অভিজাতদের কিছুই করার থাকবে না। বিশেষতঃ চাষী বলে তারা রাসপুটিনকে যেমন ঘৃণা করে, রাসপুটিনও 'অভিজাত' বলে শ্রেণীটিকে তেমনি ঘৃণা করে। তাদের অপদস্থ করাই যেন তার কাজ।

রাসপুটিনের আচরণে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ দিমিত্রি ফেলিক্সকে নীচুস্বরে বলতে থাকল, 'আমি ঐ রাসপুটিনকে গিয়ে একবার জিজ্ঞেস করব কি যে সে সবাইকেই তার অঙ্কশায়িনী জারিনা ভেবেছে কিনা?' দাঁতে দাঁত ঘষল সে।

রাসপুটিন যাতে শুনতে না পায় ফেলিক্সও সেভাবে তার পানীয়র গ্লাসে মৃদু

চুমুক দিতে দিতে বলল, 'তুমি খুব বোকা দিমিত্রি! এত সহজে তোমাকে রাগিয়ে দেওয়া যায় যে আমার ভাবলেও হাসি পায়। কারালি এখানকার ভাড়াটে নর্তকী ও বারবণিতা। সে অপর পুরুষের সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করবে আর সেটাই তার জীবিকার পক্ষে বাঞ্ছনীয়। তবে তুমি অত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?'

দিমিত্রির রাগ কিছুতেই পড়ে না। সে রাগতঃভাবেই বলে, 'উত্তেজিত হব না? আমি তাকে প্রচুর পয়সা দিই, সে আমার রক্ষিতা। সে তার জীবিকার প্রয়োজনে যা ইচ্ছে তাই করতে পারে না। হ্যাঁ, তবু বলছি, অন্য পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে দেখলে হয়ত আমি ততটা রাগ করতাম না, কিন্তু সেই দুরাত্মা রাসপুটিন! যে সারাজীবন মেয়েছেলে ও মদ ছাড়া কিছুই বোঝে না! যে কত নারীর রক্ষণশীলতা ভেঙ্গে তছনছ করে দিয়েছে! তার সঙ্গে কারালির মুহূর্তের সান্নিধ্যও আমার অসহ্য!'

এবারে হাসতে থাকে ফেলিক্স্ সঙ্গে পুরিস্‌কেভিচ্ ও অন্যান্যরা। পুরিস্‌কেভিচ্ বলে, 'সত্যি সত্যিই দিমিত্রি যা বলছে তার কথায় আমারও সায় আছে।'

ফেলিক্স্ যেন তার কৌতুকের হাসিটা ভাঁজ করে পকেটে পুরে রাখল। চোখ দুটো সরু করে সবার দিকে তাকাল। তারপর পাশে ফিরে আড়চোখে তাকাল রাস-পুটিনের দিকে। তারপর শীতল কণ্ঠে কাটা কাটা ভাবে বলতে থাকল, 'তোমরা সবাই-ই বোকা! ফেলিক্সের 'বোকা' সম্বোধনে কেউ-ই বিশেষ বিচলিত হ'ল না। সে বলল, 'তোমরা কি ছিপ দিয়ে কখনো মাছ ধরনি, না ধরতে চেষ্টা করনি? বড় কোন রুই-কাতলা ধরতে হ'লে হুইল থেকে ক্রমাগতঃ সুতো ছাড়তে হয়, যাতে সেই বিশাল মাছটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে ছুটতে ছুটতে, যাতে মাছটার মনেও দৃঢ় বিশ্বাস জন্মায় যে সে বোধহয় পালাতে সক্ষম হয়েছে। আর তার পরই শুরু হয় মৎস্য শিকারীর খেলা। কারণ সে তার সুতো ধীরে ধীরে গুটোতে শুরু করে। কি, বুঝলে এবার?'

সবাই কৌতূহলী ও উজ্জ্বল দৃষ্টিতে ফেলিক্স্‌কে লক্ষ্য করে। তাদের মনে হয় তারা যেন রূপকথার ভোম্‌রাটাকে মারবার গল্প শুনছে, কিন্তু কিভাবে সেটা মারা পড়বে তা তারা বুঝতে পারছে না। মদের নেশায় তারা বুঁদ হয়ে ফেলিক্সের কথার মর্ম উদ্ধার করবার চেষ্টা করছিল।

ফেলিক্সের তর সইছিল না। সে বলল, 'এই সহজ কথাটা বুঝতে তোমাদের এত সময় লাগল? রাসপুটিন নারী-সঙ্গ আর মদ পছন্দ করে, বেশ তাই দিয়েই তাকে ভুলিয়ে রাখো। সে বুঝতেও পারবে না যে সে ক্রমশঃ ধ্বংসের দিকে এগোচ্ছে! আর আমরা আমাদের কাজ সিদ্ধ করব। সু-ত-রা-ং কারালি হচ্ছে আমাদের কাঁটা তোলবার একটা প্রধান যন্ত্র। সে যতটা পারুক রাসপুটিনকে ভুলিয়ে রাখুক। যাতে রাসপুটিন অন্য কিছু ভাববার সময় না পায়।'

এবারে ফেলিক্স্ দিমিত্রির দিকে ঘুরে তাকাল, 'যাও, তোমার কারালিকে সেরকমই নির্দেশ দিয়ে এসো। আর পরে কারালি তো তোমার থাকছেই।'

রাসপুটিন অন্যমনস্ক হয়ে স্টেজের দিকে চেয়েছিল। কারালি কখন গ্রীণরুমে তার ঝল্‌মলে উগ্র পোশাক পরিবর্তন করতে চলে গেছে সে তা খেয়াল করেনি। আর দিমিত্রিও রাসপুটিনের অন্যমনস্কতার সুযোগে কারালির কাছে গিয়ে তাকে যথোপযুক্ত নির্দেশ দিয়েছে।

কিছুক্ষণপর কারালি রাসপুটিনের সম্মুখে এসে হাজির হল। এ মুহূর্তে তাকে একটি তন্বী সান্ধ্য ভ্রমণের উপযুক্ত যুবতী বলে মনে হচ্ছিল। সে বলল, 'চল ডিয়ার, আর বসে বসে কত কারণসুধা পান করবে? তোমার প্রয়োজন কেউ মেটাতে পারবে না!'

রাসপুটিন যেন ধাতস্থ হ'ল, বলল, 'ঠিকই বলেছ, মদ আমার কিছুই করতে পারে না। তবে তোমাকে পেয়ে যদি আমার কিছুটা সান্ত্বনা এখন ফিরে আসে। তোমার সৌন্দর্য আর মাধুর্য আমার খুব ভাল লাগে কারালি!'

'এসব আজেবাজে বকে কি তুমি এই সুন্দর সন্ধ্যেটা মাটি ক'রে দেবে আজ?' কপট অনুযোগে ঠোঁট ফোলায় কারালি।

'না, না, আমি যাব তোমার সঙ্গে।' ব'লে কোনরকমে টল্‌তে টল্‌তে উঠে দাঁড়ায় রাসপুটিন। জড়িয়ে ধরে কারালিকে। বলে, 'চল।'

কারালি গাড়িতে করে তাকে ফ্ল্যাটে নিয়ে আসে। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সম্পূর্ণ নিরাবারণ হয়ে যায়।

রাসপুটিন যতই তাকে কাছে টেনে আনতে চায় কারালি ছলাকলা করে রাসপুটিনকে গ্লাসে মদ ঢেলে আরো মাতাল ক'রে তুলতে থাকে।

পরিশেষে যেন রাসপুটিন তার সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে যায়, বলে, 'তুমি আমার সঙ্গে খেলা করছ কারালি? আমিও বেশ বড় জাতের খেলোয়ার, বুঝলে!' বলেই কারালির জ্বলন্ত যৌবনের দিকে ছুটে যায় সে। তাকি জড়িয়ে ধরে। কামড়ে ধ'রে তার পুরুষ্টু ঠোঁট দু'টি। এবং টানতে টানতে তাকে বিছানার দিকে নিয়ে যায়।

॥ বার ॥

এদিকে চক্রান্তের জাল নিখুঁতভাবে বিস্তার করে শেষ পর্যায়ে গুটিয়ে তুলবার জন্য রাসপুটিনের হত্যাকারীরা পরিকল্পনা যতটা পারে নিশ্ছিদ্র ক'রে তৈরী করছিল। রুদ্ধদ্বার কক্ষে আধো আলো-আধো অন্ধকারে কয়েকটি অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি গভীরভাবে আলোচনারত। তাদের কালো কালো ছায়াগুলি দেয়ালে কিম্ভূতকিমাকার দৈত্যের আকার নিয়ে মোমবাতির আলোয় দুলে দুলে কাঁপছিল। রাসপুটিনকে এই পৃথিবী থেকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্য তারা একত্রিত হয়েছে। এই দলের হোতা হচ্ছে ফেলিক্‌স্‌ ফেলিক্‌সোভিচ্‌ ইয়ুসুপোভ্‌। তার আত্মীয় রদ্‌ঝিআন্‌কো তাকে বুঝিয়েছে এ লোকটাকে গুপ্ত হত্যা করা ছাড়া সরিয়ে দেবার আর অন্য কোন পথ নেই। আর না সরালেই ক্ষতি। জারিনার বোন গ্র্যান্ড ডাচেস্‌ এলিজাবেথা ফিওদরভ্‌না, ফেলিক্‌সের মা ও এ লোকটাকে ঘৃণা করে, আর তার নিজস্ব ঘৃণা তো আছেই।

দলের দ্বিতীয় ব্যক্তি হচ্ছে গ্র্যান্ড ডিউক দিমিত্রি পাভ্‌লোভিচ্‌। তার নিজস্ব বক্তব্য বলে কিছু নেই। ফেলিক্‌স্‌ যা বলবে তাই তার কাছে সত্য।

তাদের দলের তৃতীয় ব্যক্তি হচ্ছে ক্যাপ্টেন ইভান সুখোতিন। অশ্বারোহী সৈন্যদলের

অফিসার। ফেলিকসের বন্ধু ও তাদের পরিবারের সঙ্গে আলাপ আছে। লোকটা শুধুমাত্র লড়াই ভালবাসে। আর এ বিষয়ে তার যথেষ্ট আকর্ষণ আছে।

ভি, এম্, পুরিস্কেভিচ হচ্ছে চতুর্থ ব্যক্তি।

রদ্‌ঝিআন্‌কো সুচতুরভাবে প্রেসিডেণ্ট পথ থেকে সরে দাঁড়িয়েছে সমস্ত সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকবার জন্য। সে সোজাসুজি কোন ঝামেলায় জড়াতে চায় না। আড়ালে সে হয়েছে মন্ত্রণা-দাতা। তার শূন্যস্থানে তাদেরই দলের লোক পুরিস্কেভিচ্ হয়েছে দুমার বর্তমান প্রেসিডেণ্ট।

রদ্‌ঝিআন্‌কো পুরিসকেভিচ্‌কে বলেছিল, 'রাসপুটিন অসম্ভব ক্ষমতা রাখে সন্দেহ নেই, কিন্তু আমি আশা রাখি আমাদের সম্মিলিত শক্তি অনেক বেশী হবে। বিশেষতঃ, তোমার চিন্তাধারার ওপর আমার শ্রদ্ধা আছে।'

পুরিস্কেভিচ্ তার কথার প্রতিধ্বনি করেছিল, 'আমি আপনার এই শ্রদ্ধা বজায় রাখবার অবশ্যই চেষ্টা করব।'

'সে চেষ্টা তুমি একা করতে পারবে না কখনো,' ভুল ধরিয়ে দিয়েছিল রদ্‌ঝিআন্‌কো, 'আমি মনে করি আমাদের সবাইকেই পুরোপুরি নির্ভর করতে হবে ফেলিক্‌সের ওপর। সে যা পরিকল্পনা করে, তা আমাদের শেষ পর্যন্ত সফল করবার চেষ্টা করতে হবে। তোমার কাজ হবে ফেলিক্‌স্‌কে যথাযথ মদত দেওয়া। আমি এইটুকুও জানি যে ফেলিক্‌সের সাহায্যকারীরা যদি তার মনের মত হয়, তবে সে পারবে না এমন কোন কাজ নেই। সবচেয়ে বড় কথা সে কখনো অর্থব্যয় করতে কার্পণ্য করে না। ভবিষ্যতে জার বা রাসপুটিনের অবর্তমানে সে যে আমাদের একজন বড় পৃষ্ঠপোষক রূপে গণ্য হবে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নেই।' একটু থেমে বলল রদ্‌ঝিআন্‌কো, 'তোমার নিজস্ব কোন অসুবিধে থাকলে তাকে সবসময়েই খুলে বলতে পারো। আমি ফেলিক্‌স্‌কে বিশ্বাস করি।'

পুরিস্কেভিচ্ বলল, 'আমার বর্তমানে সেরকম কোন অসুবিধে নেই।' ইঙ্গিতটা অস্পষ্ট হ'লেও সে ধরতে পারে, 'আমাদের এখন একমাত্র প্রচেষ্টা হবে রাসপুটিনকে সরিয়ে দেওয়া। এছাড়া আমি আর কিছুই ভাবতে পারছি না।'

সত্যি বলতে তার প্রথম থেকেই উদ্দেশ্য ছিল জারকে রাজ্যচ্যুত ও গদিচ্যুত করা। তার ধারণা ছিল রাসপুটিন জারিনার সহায়তায় রাশিয়াকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাচ্ছে।

পঞ্চম ব্যক্তি হচ্ছে ডঃ স্ট্যানিস্‌লাস্ লাঝোর্ভার্ট্, যে রাসপুটিনের জন্য সেই মারাত্মক বিষ প্রস্তুত করেছিল। পটাশিয়াম সায়ানাইড যে বিষের নাম।

ষষ্ঠ জন হচ্ছে নর্তকী কারালি, যে তাদের সঙ্গে সর্বক্ষণই সঙ্গ দিয়ে গেছে।

এভাবেই রাসপুটিনের মৃত্যু দূতরা তার জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলল।

সমস্ত পরিকল্পনা নিখুঁতভাবে সাজানো সত্ত্বেও তাদের ধারণা ছিল তারা রাসপুটিন নামক শয়তানের সাক্ষাৎ অনুচরকে সহজে মেরে ফেলতে পারবে না, কারণ তার সম্মোহনী শক্তি, যা দিয়ে সে সবাইকে বশ করে। কিংবা যে কোন মৃত্যুকে উপেক্ষা করবার মত তার অলৌকিক ক্ষমতা আছে। সুতরাং তাকে মারতে হলে অস্ত্রশস্ত্র মারাত্মক হলেই

ভাল। আর ভবিষ্যৎ ঘটনা লোকটা যেন কিভাবে টের পেয়ে যায়। যদি তাদের পরিকল্পনা সে ধরে ফেলে। যে ভাবেই হোক তাও প্রতিরোধ করতে হবে।

ফেলিক্স্ বলল, 'কিন্তু ডাক্তার, তোমার পটাশিয়াম সায়ানাইড ঠিক ঠিক কাজ করবে তো?'

'ডাক্তার আমি না তুমি? আমার কখনও ওষুধের ব্যাপারে ভুল হয় না।'

পুরিস্কেভিচ্ বলল, 'তবুও আমাদের আলাদা আলাদাভাবে তৈরি থাকতে হবে। ফেলিক্স তোমার রিভলবারটাকে তৈরি রেখো।'

ক্যাপ্টেন সুখোতিনের উত্তর, 'সে ভার আমার ওপরে ছেড়ে দিন।'

'আর তুমি দিমিত্রি' ফেলিক্স্ বলল, 'খেয়াল রাখবে যেন শয়তানটা কোন প্রকারেই পালাতে না পারে। আমি ইরিনাকে ক্রিমিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছি। বাড়ীতে আর কেউ নেই। আমরা রাতে জেগে যেন পার্টি করছি, এইভাবে হৈ-হুল্লোড় করব। কিছুতেই বুঝতে দেব না যে আমাদের কোন কু-অভিসন্ধি আছে। মেয়েছেলের গন্ধ পেলেই শয়তানটা যে কোন কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে। যদিও আমার সঙ্গে তার সম্পর্ক খারাপ, কিন্তু আমি জানি আমার কথা সে ফেলতে পারবে না। স্ত্রীর অসুখ বলে তাকে আমি এখানে নিয়ে আসতে চেষ্টা করব।'

'যদি সে এই ভাঁওতায় না ভোলে? কারণ লোকটার বিপদের গন্ধ শুঁকবার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। দুমার যে কোন পরিকল্পনাকে অনেকবার সে ভেঙে নস্যাৎ করে দিয়েছে।' পুরিস্কেভিচ্ বলল।

চক্রান্তকারীদের নেতা ফেলিকস্ পুরিস্কেভিচের দিকে নির্বিকার তাকাল। বলল, 'হ্যাঁ, এ ব্যাপারটা আমি ভেবেছি। যদি সে এ টোপ না খায়, তবে আমি একটা বাড়তি দিনও ভাববার সুযোগ নেব না। কেননা লোকটা ভয়ংকর। তার পরের দিনই তার বাড়ীতে তাকে খুন করে আসবার বন্দোবস্ত করব।'

এদিকে সকাল থেকে রাসপুটিনের মন মেজাজ ভাল নেই। সারারাত তার ঘুম হয়নি। ঘুম তার এমনিতে কোনদিনই হতে চায়না। তারপর কাল আধো ঘুম আধো জাগরণে বিচিত্র বিচিত্র সব স্বপ্ন দেখেছে সে। দেখেছে অগণিত মৃত্যু আর নেভা নদীতে জল নেই, শুধু লাল রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছে সেখানে। যতবারই সে চোখ বুজেছে তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে মৃত্যু আর মৃত্যু।

তার মেয়ে মারিয়াকে সে একটা চিঠি লিখল।

প্রিয় মারিয়া,

'আমার দৃষ্টির সম্মুখে আমি শুধু ক্রন্দন আর মৃত্যু দেখতে পাচ্ছি। সে ভয়ংকর দিন রাশিয়াতে আসছে, যাতে সারা পৃথিবীও কেঁপে উঠবে। আমি বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে। এখন ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর। যা আমার হাতের মধ্যে নেই, তাকে আমি রোধ করতে পারলাম না। এখন সবকিছুই ঈশ্বরের হাতে।'

মারিয়াকে চিঠিটা দিয়ে রাসপুটিন বলল, 'আমার মৃত্যুর পর এটা খুলে পড়।'

এ কথা শুনে মারিয়ার চোখে-মুখে শঙ্কা বিপদ ও যন্ত্রণার ছায়া ঘনিয়ে আসে।

বাবা তাকে ভালবাসেন, তিনি নিশ্চয়ই কিছু টের পেয়েছেন, তা না হলে এভাবে তিনি তাকে চিঠি দিতেন না।

সন্ধ্যে বেলায় ফেলিক্‌স্‌ রাসপুটিনকে ফোন করল। বলল, 'ফাদার, সেদিনের পর আমি অনুতপ্ত। আপনাকে, আপনার অলৌকিক ক্ষমতাকে আমি ভুলে যেতে পারছি না। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। আপনাকে আমার চিরদিনই দরকার।'

রাসপুটিন ফোণের মধ্যে অপর প্রান্তে মৃদু হাসল। মনে পড়ল সেই-মেয়েদের মত সুন্দর মুখাবয়রের অধিকারী যুবকটির কথা। সে ভাবল, আমিও তাকে তাড়িয়ে দিয়ে একই রকম অন্যায় করেছি। তাই সে বলল, 'তোমাকেও আমার দরকার ফেলিক্‌স্‌। সেদিন অন্যায় আমিও করেছি। আমার কাছে ইচ্ছে হলেই চলে এস। আমি তোমার অপেক্ষাতে থাকব।' এই মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন ছেলেটিকে কেন জানিনা রাসপুটিনের ভাল লাগে।

ফোন হাতে নিয়ে ফেলিক্‌স্‌ও হাসল। বুঝল রাসপুটিনকে যতটা ধুরন্ধর সে ভেবেছিল সে তা নয়। কত সহজেই না তাকে বধ্যভূমিতে নিয়ে আসা যায়!

ফেলিক্‌স বলল, 'আপনার কাছেই যেতাম আমি। ইরিনার আজকে শরীরটা খুব একটা ভাল নেই। বারবার আপনার কথা বলে আপনাকে দেখতে চাইছে। আমার ওর অবস্থা দেখে কেমন জানি ভয় ভয় করছে। ও বলছে ওর নাকি মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা।'

'ঠিক আছে, আমি যাব।'

'আমি আপনাকে এসে নিয়ে যাব ফাদার, আপনি তৈরি থাকবেন।'

রাসপুটিনের ইরিনার কথা মনে হয়। মেয়েটির মুখ-চোখ অতীব সুন্দর। আর মুখে একটা কেমন জানি লক্ষ্মীশ্রী আছে, যা সে অন্যান্য মেয়েদের মুখে দেখতে পায় না। কিন্তু ইয়ুসুপোভের কথার মাঝে কোথায় যেন একটা ফাঁক আছে। চিন্তিত হয়ে পড়ল রাসপুটিন। কোথায় যেন একটা রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। ইয়ুসুপোভ যেন তাকে ধাঁধায় ফেলে দিয়েছে। তারপরই তার মনে হল, এই সুন্দর ছেলেটা তার কতটুকুই বা আর ক্ষতি করতে পারবে? কেন, তার মাথায় হঠাৎ ক্ষতির চিন্তা এল কেন? গতরাতের স্বপ্নের কথা মনে পড়ল তার। অনেক দূর ভবিষ্যতের ঘটনা সে চোখের সামনে দেখতে পায়। অপরে যা পারে না, সে শক্তি তার আছে। ক্ষতির চিন্তা তার মাথায় যখন এসেছে, তখন একটা কিছু হবেই।

দাড়িতে বাম হাতটা বোলাতে লাগল সে। মাথার চুলে বিলি কাটল। ইরিনার অসুখের কথা যে মিথ্যে, এবার তা সহজেই অনুধাবন করল সে। তবে কী সে ফেলিক্‌সের আহ্বান উপেক্ষা করবে? এড়িয়ে যাবে মৃত্যুর হাতছানি! তার অমঙ্গলের আশংকা মানেই তা সত্য হতে বাধ্য। বিশেষতঃ ফেলিক্‌স্‌ তাকে এতদিন পর বিনা কারণে নিশ্চয়ই ফোন করেনি।

হঠাৎ নিজেকে অতিমাত্রায় পরিশ্রান্ত মনে হল রাসপুটিনের। এ দেহে তার টি'কে থাকতেও আর ইচ্ছে করছে না। ঈশ্বর যদি মনে করেন তার বেঁচে থাকবার দরকার

নেই, তবে সে তাঁর ভৃত্য। মিছিমিছি প্রতিরোধ করে লাভ কী। তার প্রয়োজন তো ফুরিয়েছে।

সন্ধ্যের কিছুপর এল অ্যানা ভিরুবোভা। সে এখন প্রায়ই দিনই রাসপুটিনের সঙ্গে গল্প করতে আসে। দু'জনে মিলে পুরনো দিনের অনেক গল্প করতে শুরু করল।

ভিরুবোভা বলল, 'আপনার অসুস্থ দেহ দেখলে আমার খুবই খারাপ লাগে। মনে পড়ে যায় পুরনো দিনের কথা। প্রথম যখন দেখি আপনাকে, আমার মনে হয়েছিল আপনি স্বর্গ থেকে নেমে আসা কোন দেবতা। আপনার চোখদুটো ছিল উজ্জ্বল হীরের মত। মুখমণ্ডল থেকে জ্যোতিঃ নির্গত হচ্ছিল। মনে হয়েছিল আপনার পাশে যদি আমি চিরদিন থাকতে পারতাম!'

রাসপুটিন ভিরুবোভার দিকে তাকাল, বলল, 'এখন আমার চেহারায় কিসের পরিবর্তন দেখছ তুমি?' রাসপুটিন ভিরুবোভাকে চিরদিন বন্ধুর মতই ভেবে এসেছে।

ভিরুবোভা বলল, 'আপনি নিজের ওপর খুব অত্যাচার শুরু করেছেন, আপনার চেহারা ভেঙ্গে পড়েছে। দেহের সে কান্তি আর নেই।'

খুব ম্লান হাসল রাসপুটিন, 'আচ্ছা চিরদিন কি কারো সমান চলে! আমার এখন যাবার সময় হয়েছে, তা কি তুমি মোটেই বুঝতে পারছ না?'

'ছিঃ। অমন কথা মুখে আনবেন না। কিছুদিন ভালমত বিশ্রাম করুন আবার সব আগের মত ঠিক হয়ে যাবে।'

'ভাঙ্গা জিনিস কি আগের মত কখনো জোড়া লাগে? তাছাড়া আমাকে কত যায়গায় যেতে হয়। যেমন ধর আজকেই আমাকে আর একটু পরে বেরোতে হবে।'

'কেন, কোথায় যাবেন এই দুর্যোগের রাতে?'

'ফেলিক্সের স্ত্রী ইরিনাকে দেখতে যেতে হবে।'

ভিরুবোভা হঠাৎ রেগে উঠল, 'আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে! এই শরীর নিয়ে এত ঠাণ্ডায় আপনি বাইরে বেরোবার কথা ভাবছেন কী করে?'

'আমাকে বেরোতে হবেই ভিরুবোভা, আমি কথা দিয়েছি।'

নিরুত্তর নিশ্চুপ হয়ে রইল ভিরুবোভা। তার আর বলবার কিছু নেই। তবু সে একবার চেষ্টা করল, 'না, আপনি আজকে কিছুতেই বাইরে যেতে পারবেন না, আমার দিব্যি রইল।'

কিছুপরে অ্যানা ভিরুবোভা চলে গেল, কিন্তু গুম্ মেরে বেশ কিছুক্ষণ বসে রইল রাসপুটিন।

বাড়ীর পরিচারিকা কাতিয়া বলল, 'আপনার শরীর তো খুব খারাপ, আপনার আজকে অন্ততঃ বাইরে বেরুনো উচিত নয়।'

আরো পরে এ-ডি প্রোতোপোপভ্ তার সঙ্গে দেখা করতে এল। সে দুমার ইন্‌টিরিয়র মিনিস্টার।

প্রোতোপপভ্ বলল, 'আপনার কিন্তু কয়েকদিন বাড়ীর বাইরে বেরুনো উচিত নয়, কারণ আমি বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়েছি আপনাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। দুমাতে

ঠিক করা হয়েছে ·নিকোলাই নিকোলায়েভিচ্ জারেভিচ্‌কে সিংহাসনে বসিয়ে রাজত্ব করবেন। জার ও জারিনাকে কিডন্যাপ্ করা হবে। আপনাকে হয় সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে পাঠানো হবে নতুবা হত্যা করা হবে।'

রাসপুটিন বলল, 'খবর তো খুব ভয়ঙ্কর! আপনি রাজপ্রাসাদে পাহারা আরো জোরদার করুন।'

'কিন্তু আপনাকে তো ঠিক থাকতে হবে, আপনি না থাকলে প্রত্যেকেই দিশেহারা হয়ে পড়বো।'

'আমাকে নিয়ে ভাবতে হবে না, আমি ঠিকই আছি।'

'কিন্তু যারা আপনাকে মারতে চাইছে তাদের প্রত্যেককে আমি চিনি। এক্ষুনি তাদের নাম আমি আপনাকে বলতে চাইছি না। আপনি শুধু আমার একটা কথা রাখুন। সাবধানে থাকুন আর কয়েকটা দিন ঘরেই থাকুন।'

প্রোতোপোপভ্ চলে গেলে জারিনা রাসপুটিনকে ফোন করলেন। ভিরুবোভা জারিনাকে গিয়ে সব বলেছে। জারিনা শুনে আশ্চর্য, কারণ তিনি জানেন ইরিনা এখানে নেই, সে ক্রিমিয়ায় গেছে। তাই তিনি রাসপুটিনকে ফোনে বললেন, 'ইরিনা এখানে নেই। আমার মনে হয় তোমার জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছে। তুমি আজকে বাইরে বেরিয়ো না।'

ম্লান হেসে ফোন নামিয়ে রাখল রাসপুটিন।

রোজকার মত রাতের খাওয়া সারল সে। রুটি মাছ আর মধু দিয়ে, তার প্রিয় খাদ্য। ঘড়িতে সাড়ে দশটা বাজল। ফেলিক্স তো এখনও এলোনা। আর রাসপুটিনও কথা দেওয়া আছে বলেই তার কথার খেলাপ করবে না। সে ঝড়-ঝঞ্ঝা বাদল যাই হোক না কেন। জানালা দিয়ে সে বাইরে তাকাল, বরফ পড়ছে।

তার মেয়ে মারিয়া সমস্ত ঘটনা শুনেছে। সে বলল, 'তুমি কারো কথা শুনছ না কেন বাবা? সবাই তোমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করছেন। শত্রুরা তোমার জন্য ওঁৎ পেতে আছে।'

'বোকা মেয়ে! এটা বোঝো না কেন যে আমার মৃত্যু নির্ধারিত। ভগবান যে মুহূর্তে আমার মৃত্যু নির্দিষ্ট করেছেন, তার কোন ব্যতিক্রম হবে না। আমি সেই সময়ের এক সেকেণ্ড আগে বা পরে ইচ্ছা করলেও আর বেঁচে থাকতে পারব না।'

মারিয়া দুঃখ পেল। বলল, 'তুমি এমন এমন কথা বল না বাবা যে মনটা একেবারে ভেঙে যায়। আমাদের দুঃখ-কষ্ট দিতে তোমার এত ভাল লাগে?'

রাসপুটিন বলল, 'তাই কি কেউ ইচ্ছা করে দেয়রে পাগ্‌লী?'

ঘুমোতে যাবার আগে বাইবেল থেকে রাসপুটিন সবাইকে পড়ে শোনালো ঈশ্বর বা পরমপদ কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

রাত হয়েছে। তাই এক সময়ে প্রত্যেকেই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ফেলিক্সের জন্য অপেক্ষা করছিল রাসপুটিন। ফেলিক্স অবশেষে এল। যেমন নিঃশব্দে এসেছিল তেমনি নিঃশব্দে রাসপুটিনকে নিয়ে রওনা হল তার রাজপ্রাসাদের দিকে।

সারা রাস্তা রাসপুটিন অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

রাজপ্রাসাদের সম্মুখে গাড়ী এসে থামলে দু'জন রক্ষী প্রাসাদের বিরাট সিংদরোজা খুলে ধরল। এত ঠাণ্ডা যে তাদের নিঃশ্বাস বাইরে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে বরফের কুচিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছিল।

বাড়ীর ওপর তলা থেকে গ্রামোফোন রেকর্ডে সঙ্গীত ভেসে আসছিল 'ইয়াঙ্কি ডুডুল্ ওয়েণ্ট টু টাউন'। কিছু লোকের হৈ চৈ শোনা যাচ্ছিল। ফেলিক্স রাসপুটিনকে আশ্বস্ত করল, 'আপনি আরাম করে বসুন, আমি ইরিনাকে ডেকে নিয়ে আসছি।' বলে ফেলিক্স্ ও ডঃ লাঝোভার্ট উপর তলায় চলে গেল। এবং পরমুহূর্তেই ফেলিক্স্ নেমে এল। বলল, 'এক্ষুনি পার্টি শেষ হয়ে যাবে, তারপরেই ও আসছে। একেই বলে ভদ্রতা, বুঝলেন ফাদার! নিজের যন্ত্রণায় সে পাগল, অথচ কারো সামনে তা সে বলতেও পারছে না। এ কী আপনি চুপ করে বসে আছেন কেন? নিন্ এই ভদকাটুকু খেয়ে দেহটাকে গরম করুন।' রাসপুটিন মদের গ্লাসে চুমুক দিল। আর অত্যন্ত উৎসাহ ভরে ফেলিক্স তার পান করা দেখতে লাগল। এই মদেই ছিল সেই বিষ।

যে ঘরে রাসপুটিন প্রবেশ করেছিল সে ঘর দেখলে মনে হয় এ ঘর অনেকদিন ধরে ব্যবহার করা হচ্ছে। আসলে এ ঘরটাকে নানাভাবে সাজানো-গোছানো হয়েছিল যাতে রাসপুটিন কিছু সন্দেহ না করে। সুন্দর সুন্দর দামী আসবাবে সাজানো ঘরটাকে দেখলে ঈর্ষা করতে হয়। বড়লোকদের ব্যাপার, রাসপুটিন ভাবছিল। একটা টেবিলের ওপর অর্দ্ধেক খেলা অবস্থায় একটা দাবার বোর্ড পড়েছিল।

ফেলিক্স তাকে আবার মদ খেতে অনুরোধ করলে রাসপুটিন বলল, 'আরো ভাল দামী মদ নিয়ে এস।'

'ঠিক আছে, আমি নিয়ে আসছি। তার আগে আপনি ঐ কেকগুলো খেয়ে নিন।' ফেলিক্স তারপর মদ আনতে বেরিয়ে গেল।

ফেলিক্স চলে গেলে চেয়ার থেকে উঠে গিয়ে ফায়ার প্লেসের সামনে হাত দুটোকে সেঁকে গরম করতে থাকল রাসপুটিন। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় হাত পা যেন জমে যেতে চাইছিল। ফেলিক্স উপরে গেছে ভাল দামী মদ আনতে। কিন্তু তার আগে হাতের কাছে যা আছে তা দিয়েই দেহ গরম করার কথা ভাবল সে।

গ্লাসে মদ ঢেলে নিয়ে চেয়ারে বসল সে। কিন্তু মদে চুমুক দেবার আগে সারাদিনের সেই মনের অশান্তি আর চঞ্চলতা যেন মুহূর্তের জন্য ফিরে এল। ঠোঁটে তার ম্লান হাসি ফুটে উঠল। না, বাধা সে আর দেবে না। যেখানে অশুভ শক্তি তার বিরুদ্ধে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে প্রবলভাবে, সেখানে তার একার পক্ষে বেশীদিন যুঝবার ক্ষমতা ছিল না। বিশেষতঃ তার যে আর কোন প্রয়োজন নেই, তা যেন সে অনুভব করল। কালো ডানা মেলে যে ভয়ংকর তার দিকে ধেয়ে আসছে তাকে আর সে রোধ করবার ইচ্ছা করল না। সে শুধু দেখতে চায় কিভাবে সেই শেষ মুহূর্তের আগমন হয়।

এক চুমুকে সে পান করল মদ। এই মদের মধ্যেই ছিল তার মৃত্যুদূত। মদে মিশ্রিত ছিল পটাশিয়াম সায়নাইড। ডঃ লাঝোভার্ট-এর পরিচ্ছন্ন কাজ। আবার সে গলাধঃকরণ করল বিষাক্ত মদ। যেন সে অমৃত পান করছে। শরীর তার গরম

হল। কিন্তু যে পটাশিয়াম সায়ানাইড জিভে স্পর্শ করবামাত্র মানুষের মৃত্যু হয়, অতিমানুষ রাসপুটিন যেন তা হজম করে ফেলল। তার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন দ্রুততর হতে থাকল। তবু প্রাণ তার দেহেই আবদ্ধ থাকতে চাইল। রাসপুটিনের ইচ্ছায় যেন সব হয়। সে যদি ইচ্ছা না করে তবে বুঝি প্রাণও তার দেহের বাইরে যাবে না। মানুষের জঘন্য নীচতার শেষ যেন সে দেখতে চাইছিল। থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছিল তার শরীর।

পেটের মধ্যে কেমন যেন করছিল তার। বুঝতে পারল না ঠিক কী হয়েছে। ট্রের উপর কেক রাখা ছিল। এবং প্রত্যেকটা কেকের ওপর পুরু করে মাখানো ছিল পটাশিয়াম সায়ানাইড। বিষের পরিমান এত ছিল যে তা দিয়ে একটা হাতির পালকে নিঃশব্দে মেরে ফেলা যায়। রাসপুটিন অতীতে কখনো কেক খায়নি, কারণ সে কেক ভালবাসে না। এখন দেহের অস্বস্তির দরুণ সে এক টুক্‌রো কেক নিয়ে মুখে পুরে দিল। সে খেয়েই বুঝল বিস্বাদ কেকের টুক্‌রোটা বিচিত্র বিজাতীয় এক গন্ধে পরিপূর্ণ। তবু সে অবলীলাক্রমে বিষ মাখানো কেকগুলো একটার পর একটা খেয়ে যেতে লাগল। কোন্‌ শক্তিতে সে শক্তিমান ভগবান জানেন! সমস্ত বিষ সে হজম করে ফেলছিল।

এদিকে ফেলিক্‌স্‌ আসছে না দেখে সে চঞ্চল হয়ে উঠল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে টল্‌তে টল্‌তে। পায়ে পায়ে দরজার কাছে চলে এল। সবকিছু তার চোখের সামনে ঝাপ্‌সা ঠেক্‌ছে। দরজার বাইরে দোতলায় উঠবার সিঁড়ি। রাসপুটিন ভেবে পেল না সে কী করবে। দেহের অভ্যন্তরে যান্ত্রিক গোলমাল দেখা দিচ্ছে ক্রমশঃ। তার ফলে বাইরের জগতের সঙ্গে তার চিন্তার যোগাযোগে ফাটল ধরতে থাকল। সে বুঝতে পারল না সে কোথায়। স্খলিত পদক্ষেপে সে সিঁড়িতে পা রাখল। কিন্তু দোতলা থেকে সে মুহূর্তে নেমে আসছিল ফেলিকস। রাসপুটিন ফেলিক্‌সকে একটা ঝাপ্‌সা মূর্তির মত দেখতে পেল। শুধু তার মনের মধ্যে একটা কথাই ঘুরে ফিরে আসছিল যে সে ভুল জায়গায় এসে পড়েছে। তার অসংলগ্ন চিন্তাধরায় শুধু কতকগুলো ঘাতকের ছবি ফুটে উঠছিল।

রাসপুটিনকে উঠতে দেখে ফেলিক্‌স আঁতকে উঠল। সে ভাবল, এটা নিশ্চয়ই রাসপুটিনের প্রেতাত্মা! কারণ পটাশিয়াম সায়ানাইড ভক্ষণ করে কোন মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। এবং সে ভালভাবেই জানে ঘরে রাখা বোতলের সম্পূর্ণ মদটুকুই রাসপুটিন পান করেছে। কারণ রাসপুটিনের মত লোভী মদ্যপ সারা রাশিয়া খুঁজলে বোধ হয় একটাও পাওয়া যাবে না। কিন্তু এতটা বিষ ভক্ষণ করা সত্ত্বেও লোকটা মারা যায় নি! আশ্চর্য! এ কখনও মানুষ হতে পারে না, এ হচ্ছে স্বয়ং শয়তান! ফেলিক্‌স্‌ এক ছুটে ঘরে ঢুকে তার দুষ্কর্মের সহযোগীদের ডেকে আনল, যারা এতক্ষণ ভাবছিল যে রাসপুটিনের ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে। রাসপুটিনকে দেখে ইতিমধ্যেই ফেলিক্‌সের মেরুদণ্ড বেয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যাচ্ছিল। এই ভয়ংকর ঠাণ্ডার রাতেও তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছিল।

ফেলিক্‌স্‌ ইয়ুসুপোভ ডঃ লাঝোর্ভার্টের দিকে তাকাল।

ডঃ লাঝোভার্ট অদ্ভুতভাবে কাঁধ নাচাল, বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছিলে ফেলিক্স, এ লোকটা মানুষ হতে পারে না। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছি না যে আমি যা দেখছি তা স্বপ্ন না সত্যি!'

সিঁড়ি দিয়ে সবাই মিলে দুড়দাড় করে নেমে এল। ফেলিক্স্ রাসপুটিনের হাত ধরল, বলল, 'ঘরে চলুন ফাদার গ্রীগরি, আপনার জন্য ভাল মদ নিয়ে এসেছি। তাছাড়া ইঁরিনা এখুনি চলে আসবে।' প্রায় ঠেলে নিয়ে সে রাসপুটিনকে চেয়ারে বসিয়ে দিল।

কিন্তু রাসপুটিন বসতে চাইছিল না। সে বলল, 'আমি যেন মনে হোল কারালিকে দেখলাম তোমাদের দোতলায়?'

ফেলিক্স্ একটু ঘাবড়ে গেল। বলল, 'না, না আপনি ভুল দেখেছেন! কারালি এখানে কোথা থেকে আসবে? রাসপুটিন যেন ফেলিক্সের কথা শুনতেই পেল না। বলল, 'এখন আবার কারালির কথা কেন মনে পড়ল আমার বলতো? মেয়েটি বেশ সুন্দর! তার দাঁতগুলো একেবারে মুক্তোর মত ঝক্‌ঝকে। তবে আমি কি দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলেছি।'

দাঁত চিবোতে চিবোতে ফেলিক্স্ স্বগতঃভাবে 'শয়তান!' উচ্চারণ করল। তারপর বলল, 'আমার মনে হয় তাই। আপনার বোধহয় দৃষ্টি শক্তির বিভ্রম উপস্থিত হয়েছে।'

রাসপুটিন বলল, 'কিন্তু আমি হঠাৎ এত ক্লান্তি অনুভব করছি কেন বলতে পারো ফেলিক্স্?'

'কিসের ক্লান্তি?' একটু ফুর্তি করুন, সব ঠিক হয়ে যাবে।' ক্ষুধার্ত নেকড়ের মত চোখদু'টো চক্‌চক্‌ করে উঠল ফেলিক্সের।

এই সময়ে আর এক বিপত্তি হল। ফেলিক্স্‌কে কে ডাকতেএসেছে। সে দৌড়ে বাইরে এল। রিভলবার হাতে পুরিস্‌কেভিচ, আর দিমিত্রি ও সুখোতিন রাসপুটিনের পাহারায় দাঁড়িয়ে রইল।

ফেলিক্স্ বাইরে এসে দেখল একটা স্থূলকায় লোক ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে আছে। সে পরিচয় জিজ্ঞেস করে জানল লোকটা হচ্ছে জেনারেল বাল্ক্, পেত্রোগ্রাদের গভরনর। প্রাতোপোপভ্ তাকে পাঠিয়েছে কারণ তার ধারণা রাসপুটিন এখানে এসে থাকতে পারে।

ফেলিক্স্ বলল, 'আপনি ভুল করছেন, যদিও বাড়ীতে পার্টি হচ্ছে, কিন্তু রাসপুটিন আসেননি।'

জেনারেল বাল্ককে বিদায় দিয়ে সে তীব্র বেগে বাড়ীর মধ্যে ফিরে এল। রাসপুটিনকে পুনরায় সে গ্লাসে মদ ঢেলে দিতে থাকল। সে বলছিল, 'পান করুন গ্রীগরি, শেষ বারের মত পান করে নিন।' বলে সে মৃদু মৃদু হাসছিল।

রাসপুটিন যদিও এক নিঃশ্বাসে গ্লাসের পর গ্লাস শেষ করছিল, এবারে সে ঘোলাটে দৃষ্টিতে ফেলিক্স ও ভিড় করে থাকা ছায়াগুলিকে দেখল। তার মৃদু জাগরিত ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তাকে বলে দিচ্ছিল, তার মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে। সে আর কোন প্রকারেই এই

মৃত্যুপুরী ছেড়ে বেরোতে পারবে না। সে ধারণা করতে পারেনি এতটা দুর্বল সে হয়ে পড়বে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। ঘরের প্রত্যেকেই তখন ভয়ে আতঙ্কে ঘেমে নেয়ে উঠছিল, কারণ তারা বুঝতে পারছিল না লোক্‌টা কিসের শক্তিতে এখনও বেঁচে আছে আর মরছে নাই বা কেন। দেয়ালে ঝোলানো একটা আইকোনার দিকে তাকিয়ে রাসপুটিন বুকে ক্রুশ আঁকল। ফেলিক্‌স আবার বলল, 'হ্যাঁ, ভাল করে ঈশ্বরকে স্মরণ করে নিন।'

রাসপুটিন সোজা ফেলিক্‌সের দিকে ঘুরে তাকাল। জিজ্ঞেস করল, 'তোমার স্ত্রী ইরিনা কোথায়?'

'সে আর কখনও আসবে না।' দাঁত বের করল ফেলিক্‌স।

'এই লোকগুলো কারা?'

'এই ভদ্রলোকেরা আমার বন্ধু ও সুহৃদ।'

'তুমি আমাকে ঠকিয়েছ ফেলিক্‌স! তুমি আমাকে ধাপ্পা দিয়েছ! তোমার স্ত্রীর নাম করে আমাকে এখানে নিয়ে এসেছো খুন করবে বলে।' এ কথা বলে ফেলিক্‌সকে ঠেলে দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল রাসপুটিন। সেই দানবিক শক্তিকে রোধ করবার ক্ষমতা ফেলিক্‌সের ছিল না। কিন্তু পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা দিমিত্রি মুহূর্তে রিভলবার দিয়ে রাসপুটিনকে গুলি করল। রাতের নৈঃশব্দ খান্‌ খান্‌ করে গুলির শব্দ হ'ল। হুমড়ি খেয়ে চৌকাঠে পড়ে গেল রাসপুটিন। তারপর আরো চারবার গুলি করে ঝাঝ্‌রা করে দিল ফেলিক্‌স। দরদর করে রক্ত ধারায় মেঝের কার্পেটটা ভিজে উঠল।

পুরিসকেভিচ্‌ বলল, 'এবারে শয়তানটা আর বেঁচে নেই নিশ্চয়ই।'

সুখোতিন বলল, 'আমার বিশ্বাস হয়না যে এই ভয়ঙ্কর শয়তানটা মারা গেছে।'

বস্তুতঃ এ কথা কারোই বিশ্বাস হচ্ছিল না। তাদের মনের মধ্যে অদ্ভুত এক আতঙ্ক দানা বেঁধে ছিল। এমনকি ঘরের আবহাওয়াটাও তাদের কাছে ভীতিকর ঠেকছিল। তাদের ধারণা হয়েছে রাসপুটিন কোন মানুষ নয়, সে হচ্ছে একটা অপদেবতা।

সুখোতিন বলল, 'সাবধানের মার নেই। আমি কাজে কোন খুঁত রাখতে চাই না। বলে সে একটা ধারাল ছুরি নিয়ে রাসপুটিনের উপুর হয়ে পড়ে থাকা দেহটার ওপর আক্রোশ নিয়ে লাফিয়ে পড়ল। তারপর উন্মত্তের মত বারবার ছুরির ঘায়ে রক্তাক্ত দেহটিকে এফোঁড়-ওফোঁড় করতে থাকল। তাতেও শান্তি হল না তার। সে রাসপুটিনের পুরুষাঙ্গ ধারাল ছুরির আঘাতে কেটে দু'টুক্‌রো করল।

আর বাদবাকী সবাই দেহটাকে একটা জঞ্জালের স্তূপের মত ব্যবহার করতে থাকল। কেউ থুতু ফেলল, আর কেউ লাথি-চড়-কিল-ঘুঁষি মেরে মনের ক্ষোভ মেটাতে থাকল যেন রাসপুটিনের দেহটাকে চূড়ান্তরূপে বিকৃত করতে পারলে তারা প্রত্যেকেই পুরস্কৃত হবে।

চিৎ হয়ে পড়ে আছে নিস্পন্দ নিথর 'মৃত' রাসপুটিন। শেষবারের মত তারা তাকে দেখছিল।

ফেলিক্‌স্‌ বলছিল, 'আমি যদি জানতাম রাসপুটিন একটা দানব এবং গল্পের

দৈত্যদের মতই শক্তিশালী আর অমর, তাহলে আমি কোনদিনই তাকে মারবার চেষ্টা করতাম না। আমি ভাবছি যদি ও না মরত তবে আমরা কী করতাম! ও নিশ্চয়ই আমাদের কাউকেই জীবিত ছেড়ে দিত না?'

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক ও অভিজ্ঞ পুরিস্কেভিচও এসব দেখার পর তার নিজস্ব মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে বসেছিল। সে তখন বলতে গেলে পালাবার পথ খুঁজছিল।

ডঃ লাঝোভার্ট নাড়ী পরীক্ষা করে অবশেষে রায় দিল যে রাসপুটিন মৃত।

ফেলিক্স ইয়ুসুপোভ্ স্থির হয়ে রাসপুটিনের দিকে তাকিয়ে আরামের নিঃশ্বাস ফেলছিল। কিন্তু হঠাৎ সে চম্কে উঠল। তার চোখমুখ থেকে রক্ত সরে যাচ্ছিল দ্রুত গতিতে। সে দেখল 'মৃত' রাসপুটিনের চোখের পাতা থিরথির কাঁপতে শুরু করেছে। তারপর আস্তে আস্তে তার একটা চোখের পাতা ঈষৎ উন্মীলিত হল। এবং অপর চোখের পাতাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই খুলে গেল। দৃষ্টি নিবদ্ধ হল সম্মুখে দাঁড়িয়ে থাকা ফেলিক্সের ওপরে। প্রত্যেকেই এ ব্যাপারটা লক্ষ্য করেছে।

ফেলিক্স্ মুহূর্তে অনুভব করল যে শুয়ে থাকা এ লোকটা রাসপুটিন হতে পারে না, কারণ সে অনেক আগেই মারা গেছে। কোন রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এতকিছুর পর বেঁচে থাকা অসম্ভব। প্রথমে পটাশিয়াম সায়ানাইড নামক ভয়ংকর বিষ, যার এক বিন্দু জিভে স্পর্শ করলে যে কোন প্রাণী মারা যেতে পারে, কিন্তু রাসপুটিন কেকে মাখনের মত আর মদে সরবতের চিনির মত অনায়াসে তা হজম করেছে। যেন সে কোন মানুষ নয়, কোন দূর গ্রহের শক্তিমান, যাকে কোনকিছুতেই বধ করতে পারে না। তারপর তাকে রিভলবারের গুলিতে ঝাঝ্রা করা হয়েছে আর ছুরি দিয়ে করা হয়েছে ক্ষত-বিক্ষত। সুতরাং স্বয়ং ভগবানের মূর্তি ধরে থাকলেও রাসপুটিন এতক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে না। ফেলিক্স রাসপুটিনের চোখের দিকে তাকাল। জবা ফুলের মত টক্টকে লাল চোখ, প্রতিহিংসা ও জিঘাংসার আগুনে তা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ভয়ে এমনি সিঁটকে গেছে ফেলিক্স্ যে তার নড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত বিলুপ্ত হয়েছে। সে ভাবছে এই পড়ে থাকা মৃতদেহটায় এখন রাসপুটিনের প্রেতাত্মা প্রবেশ করেছে। রক্তহিম করা সে চাহনি দেখলে অতিবড় দুঃসাহসীও বোধহয় জমে পাথর হয়ে যেত।

চোখদুটোয় যে প্রাণের স্পন্দন ফিরে এসেছে তা হচ্ছে ভৌতিক। ভয়ে আধমরা ফেলিক্স রাসপুটিনের জীবিত অবস্থায় কখনো সম্মোহিত হয়নি, কিন্তু এখন সে প্রচণ্ডভাবে সম্মোহিত অবস্থায় স্থির হয়ে রইল। হঠাৎ একলাফে উঠে দাঁড়াল রাসপুটিনের শুয়ে থাকা দেহটি। দু'হাত বাড়িয়ে টলতে টলতে ফেলিক্সকে ধরবার জন্য এগিয়ে গেল সে।

ভীত ফেলিক্সের হৃদ্পিণ্ড প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেল। রাসপুটিন খাম্চে ধরল তার কাঁধ। গায়ের জোরেও সে হাত সরাতে পারছিল না সে। অন্যরা প্রস্তরবৎ দাঁড়িয়ে আছে। পুরিস্কেভিচ্ যেন সংজ্ঞা ফিরে পেল এবং তৎক্ষণাৎ রাসপুটিনের মাথায় আঘাত করল। ধপ্ করে পড়ে গেল সে। ঘরের প্রত্যেকেই তখন বিমূঢ়। এরকম

বিস্ময়ের আঘাতে প্রত্যেকেই জড়সড়। ঘরের মধ্যে একটা ঠান্ডা স্রোতের আতঙ্ক বিরাজ করছিল।

কিন্তু একমাত্র পুরিসকেভিচই বোধহয় কিছুটা ধাতস্থ হল। সে বুঝতে পারছিল এ আঘাতে ফেলিকস্ হয়ত মানসিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাবে। যাইহোক, সে একটা বস্তা আর দড়ি জোগাড় করে আনল। তারা বুঝতে পারছিল রাসপুটিন শয়তান বা ভগবান যাইহোক না কেন সে 'অমর'।

দড়ি দিয়ে খুব শক্ত করে রাসপুটিনের দুটো হাত ও পা বাঁধা হল। বস্তার মধ্যে তার ভারী দেহটা কোনরকমে পুরে ফেলল তারা। আর বস্তার মুখটাও খুব ভাল করে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলা হল। তারা তখনও ভয় পাচ্ছে এই ভেবে যে হয়ত শয়তানটা আবার জেগে উঠবে।

বস্তাটা টানতে টানতে তারা বাইরে নিয়ে যাবার জন্য তৈরি হল। লিমুসিন গাড়ীটা বাড়ীর বাইরে দাঁড় করানো ছিল। যদিও এই হাড় কাঁপানো শীতের গভীর রাতে বাইরে কারো থাকার কথা নয়, ইয়ুসুপোভ খোঁজ নিতে গেল বাইরে কেউ আছে কিনা।

হ্যাঁ, গাড়ীর সামনে একটা পুলিশ দাঁড়িয়েছিল!

পুলিশটা জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপারটা কি? এত রাতে গুলির আওয়াজ পেলাম বলে মনে হোল। আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করব ভাবছিলাম।'

ফেলিকস কি বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। এই সময়ে পুলিশ দেখে বাকী সবাই এসে ফেলিকসের পাশে দাঁড়াল। ফেলিকস্ তাদের দেখিয়ে বলল, 'এই অতিথিরা এসেছেন। এঁদেরই জিজ্ঞেস করুন। আমার মনে হয় আপনি ভুল শুনেছেন। দেখ হে, পুলিশ মহাশয় বলছেন তিনি নাকি গুলির শব্দ শুনেছেন?' পুলিশটা বলল, ভুল শুনেছি? হতেও পারে। শব্দটা কিন্তু ঐ জাতীয়ই।' তাঁর কণ্ঠে ব্যঙ্গ। তবু এই কথা বলে সে চলে গেল।

কিন্তু অপরাধীরা একটু বিপাকে পড়ল। সুখোতিন বলল, 'কথাটা আমরা ভেবে দেখিনি। আশেপাশের প্রত্যেকেরই সন্দেহ হতে পারে যে এত রাতে আমরা গুলি চালিয়েছি কেন!'

সুতরাং সন্দেহের হাত থেকে বাঁচবার জন্য তারা রাস্তার একটা নিরীহ কুকুরকে গুলি করে মারল। সকালে কারো মনে আর সন্দেহ থাকবে না যে রাতে গুলি চলেছিল কেন। কোন মাতালের কাণ্ড আর কি!

এবার তাদের নৃশংস আচরণের প্রমান রাসপুটিনের মৃতদেহ লোপাট করার ব্যাপারে তারা ফিসফিস্ করে আলোচনা করল।

পুরিসকেভিচ্ ফেলিকস্‌কে বলল, 'তুমি বিশ্রাম কর, যা করবার আমরা করছি।' কারণ ফেলিকসের ওপর যা ধকল গেছে এখন তার বিশ্রাম দরকার।

বাকী সবাই বস্তাবন্দী রাসপুটিনের দেহ এনে গাড়ীর পেছনে তুলল। ভাল করে বেঁধে নিল যাতে দেহটা রাস্তায় না পড়ে যায়।

ঘন কুয়াশার মধ্যে তারা যতটা দ্রুত গতিতে সম্ভব গাড়ী চালিয়ে এল। চালকের

আসনে ডঃ লাঝোভার্ট। পেত্রোভ্‌স্‌কি দ্বীপের কাছে এসে তারা ব্রিজের ওপরে উঠে এল। সঙ্গে মৃতদেহটা বহন করে নিয়ে এল। সেখানে নদীতে ঘন বরফের আস্তরণ। নদীতে দেহটা ছুঁড়ে ফেললে তা ফিনল্যাণ্ড উপসাগরে ভেসে যাবে। বস্তাভর্তি সেই দেহ তারা ছুঁড়ে ফেলল ব্রিজের ওপর থেকে। জলের ওপর বরফের চাদর ভেঙ্গে সেটা টুপ করে ডুবে গেল। নদী আবার নিস্তরঙ্গ হল মুহূর্তেই। দুষ্কৃতকারীরা বস্তাটা ডুবতে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে গাড়ীতে এল।

কিন্তু তখনও নাটক কিছুটা বাকী ছিল।

তারপরের দিন রাসপুটিনের দেহ সমুদ্রে ভেসে যাবার বদলে নদীর তীরে ভেসে এল। আশ্চর্য হবার মত কাণ্ডটা হল রাসপুটিনের হাত ও পায়ের বাঁধন সম্পূর্ণরূপে খোলা; সে মুক্ত। তার ডান হাত ক্রুশচিহ্নের ভঙ্গীতে রাখা এবংসে মৃত।

রাসপুটিন; যে বিষ, বুলেট বা ছুরিতে মারা যায় নি। এমনকি নদীতে ডুববার পরেও সে বেঁচেছিল। তবে তার মৃত্যু হল কিভাবে? নদীর ঠাণ্ডা জলের স্পর্শে তো সে চেতনা ফিরে পেয়েছিল? এবং তার দেহের দড়ির বাঁধন থেকেও সে মুক্ত হতে পেরেছিল? তবে? তবে, সে কি স্ব-ইচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছিল? কিংবা হয়ত তার কখনই মৃত্যু হত না? না, মানুষ মাত্রেই তো মৃত্যু হবে, কারণ সে মরণশীল। তবু যেন মন সহজে এই সত্যটা মেনে নিতে চায় না। মনের মধ্যে অনেক 'কেন'র জিজ্ঞাসা দানা বেঁধে ওঠে। আর এ সব প্রশ্নের উত্তর একমাত্র সেই রাসপুটিনই দিতে পারত। কিন্তু সে আজ সমস্ত প্রশ্নের নাগালের বাইরে।

তাই সব প্রশ্নই আজো রহস্যের অবগুণ্ঠনে ঢাকা আছে। আর ইতিহাসের পাতায় লেখা হয়ে গেল এক দুর্ধর্ষ অবিশ্বাস্য শক্তিধর পুরুষের কথা যার কাছে মৃত্যু লজ্জায় অবনত হয়। স্বইচ্ছায় সে ত্যাগ করে যায় নিজের অত্যাচারিত দেহ, কারণ সেই বিধ্বস্ত দেহে তার ফিরে এসে আর কোন লাভ নেই।

রাসপুটিন বেঁচে থাকা পর্যন্ত সে যেন একাই এক বিশাল শক্তির আধার ও বেড়া হয়ে রোমানভ সাম্রাজ্যের পতন এবং রুশ-দেশের বিপ্লবকে স্থগিত ক'রে রেখেছিল। কারণ সে মারা যাবার কিছু দিনের মধ্যেই সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। আগামী কয়েকমাসের দ্রুত ঘটনাগুলি তাই প্রমাণ করে। তার ভবিষ্যদ্‌বাণীকে সত্য ক'রে সহসা যেন ধেয়ে এল একটার পর একটা ঘূর্ণি ঝড়।

রাসপুটিন মারা গেছে এ খবর মারিয়া বা ভাবিয়া তখন পর্যন্ত কেউই জানতে পারেনি। তাদের সঙ্গে আছে পরিচারিকা কাতিয়া; দুনিয়া কিছুদিনের জন্য পোক্‌রোভ্‌স্‌কোয়ে-তেই আছে।

একটু বেলা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে মারিয়া অস্থির হয়ে উঠল। প্রথমে মুনিয়া গোলোভিনাকে ফোন ক'রে জানতে চাইল, রাসপুটিন কোথায় গেছে সে জানে কিনা। মুনিয়া বলল, সে জানে না।

কিন্তু মারিয়া অধীর কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু বাবা গতকাল অনেক রাতে ফেলিক্স্ ইয়ুস্পোভের সঙ্গে বেরিয়ে ছিলেন, এতক্ষণ তো তার ফেরা উচিত ছিল!'

এ কথা শোনার পর মুনিয়ার মনের মধ্যে একটা কালো ছায়া ঘনিয়ে এল। সে বলল, 'ঠিক আছে, তুমি কিছু চিন্তা কোর না; আমি ফেলিক্সের কাছে এক্ষুনি খোঁজ নিচ্ছি।'

ফেলিক্সের রাজপ্রাসাদে গিয়ে সে মুহূর্তে হাজির হ'ল। ফেলিক্স্ তখনও ঘুমোচ্ছিল। সারারাত সে বিনিদ্র রজনী যাপন করেছে।

ফেলিক্সের দু'চোখের কোলে গাঢ় কালির ছোপ। ভয়ংকর সেই শীতের রাতে সে শোবার ঘরে সর্বক্ষণ ফায়ারপ্লেস জ্বালিয়ে রেখেও ঠক্‌ঠক্ ক'রে কেঁপেছে। ঘরে আলো জ্বালিয়ে রেখেছে। দু'চোখের পাতা মুহূর্তের জন্যও এক করতে পারেনি। তার শুধু মনে হয়েছে রাসপুটিনের প্রেতাত্মা সেই বাড়ী ছেড়ে যায়নি। মৃত এবং পরক্ষণেই শয়তান ভর করা রাসপুটিনের পাথরের মত বীভৎস জিঘাংসায় রক্তাক্ত চোখদুটি যেন তার দিকে তখনও অপলক চেয়ে আছে। বালিশে মাথা দিয়ে পাশ ফিরে শুতেই তার মনে হয়েছে অন্যপাশে সে নিঃশ্বাসের শব্দ পেয়েছে; আতঙ্কে লাফ দিয়ে সে বিছানায় উঠে বসেছে। তার ভয় হয়েছে যে সত্যিই রাসপুটিন যদি প্রতিশোধ নেবার জন্য আবার ফিরে আসে।

এই সকালে মুনিয়াকে দেখেই তার আতংক চতুর্গুণ হয়ে বেড়ে উঠেছে।

মুনিয়া কোনরকম ভনিতা না করেই বলেছে, 'গ্রেগরী রাসপুটিন কোথায় গেছে?'

'কি যা তা বলছ? তা আমি কী ক'রে জানব?' ফেলিক্স্ অযথাই রেগে ওঠে।

মুনিয়া ফেলিক্সের চোখে চোখ মেলায়, 'এ কথায় এত চটে যাবার কি আছে? গ্রেগরী রাসপুটিনের বড় মেয়ে আমায় ফোন করেছিল তিনি নাকি তোমার সঙ্গে রাতে বেরিয়েছিলেন?'

ফেলিক্স্ চোখে চোখ মেলাতে পারে না মুনিয়ার। আম্‌তা আম্‌তা করে, 'না, মানে হ্যাঁ তিনি কিছুক্ষণ ছিলেন আমার সঙ্গে, তারপর···'

'তারপর কী?' তবে তুমি আমায় মিথ্যে কথা বললে কেন?' কী এক অজানা আশংকায় মুনিয়ার শিরদাঁড়া বেয়ে ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়।

ইতিমধ্যে রাসপুটিনের অদৃশ্য হবার গল্প সবারই কর্ণগোচর হয়েছে। জারিনা, ভিরুবোভা বা প্রোতোপোপোভ্ কারোর আর জানতে বাকী নেই।

পরের দিন জার ফ্রন্ট থেকে ফিরে এলেন। তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হলেন সমস্ত শুনে। বেলার দিকে রাসপুটিনের মৃতদেহ পেত্রোভ্‌স্কী ব্রীজের কাছে ভেসে উঠল। সে মৃতদেহের দিকে তাকানো যায় না, তা এক বীভৎস রূপ ধারণ করেছে। মারিয়া ও ভারিয়া কান্নায় ভেঙে পড়ল তাদের সদাসর্বদার জন্য স্নেহপ্রবণ পিতার মৃতদেহ দেখে।

জার এই খুনের ব্যাপারে পরিপূর্ণ অনুসন্ধানের আদেশ দিলেন। কিন্তু জারের তখন অনেককিছুই জানতে বাকী ছিল। রাসপুটিনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার কিছু অদল-বদল হয়ে গেছে। দুমায় একটি ছোটখাট আনন্দোৎসব পালিত হয়েছে

রাসপুটিনের মৃত্যু উপলক্ষে। সবাই খুশী হয়েছে, তাদের অনেকদিনের শত্রু নিপাত গেছে বলে।

উপর উপর সবাই দেখালো যে সবাই যেন জারের আদেশ পালন করছে। কিন্তু তারা ইতিমধ্যেই জারকে পুতুল-রাজা ছাড়া আর কিছু ভাবছে না। মৃত্যুর ব্যাপারটা থিতিয়ে নিয়ে, বিষয়টা পর্যালোচনা ক'রে তারা কিছুদিনপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। আপাততঃ সব গুছিয়ে নেওয়া যাক।

জারিনার দিমিত্রি পাভ্‌লোভিচ্‌ ও ফেলিক্‌স্‌ ইয়ুসুপোভের ওপর প্রথম থেকেই যথেষ্ট ঘৃণাবোধ ছিল। এখন যেন তা পরিপূর্ণ মাত্রায় ফেটে পড়ল। জারকে উদ্দেশ্য ক'রে তিনি বললেন, 'বল কী নিয়ে আমরা এখন বাঁচব? কে আমাদের সর্বক্ষণের সঙ্গী থাকবে? ফেলিক্‌স্‌ আর দিমিত্রি এই দু'জনকেই তুমি গুলি করে মারবার আদেশ দাও। আলেক্‌সেই, তাকেই বা আমি এখন কিভাবে বাঁচিয়ে রাখব?'

কান্নায় রুদ্ধবাক হয়ে যায় জারিনা। এ মুহূর্তে তার মনে হয়, এ জীবন বৃথা, বৃথাই তার বেঁচে থাকা।

জারিনার মত জারও সমান মর্মাহত। তবু তিনি হচ্ছেন জার। বললেন, 'অত অধীর হচ্ছ কেন? একটু শান্ত হও। ফেলিক্‌স্‌ আর দিমিত্রি যে ফাদারকে খুন করেছে এ কথা তুমি জানলে কী করে?'

জারিনা বললেন, 'মারিয়াকে জিজ্ঞেস কর। ফেলিক্‌সের বাড়ীতে কিসের এক অনুষ্ঠানে নাকি ফাদার সেই রাতে গিয়েছিলেন। আর আমি ভিরুবোভা আর প্রোতোপোপোভের কাছে আগেই সব জানতে পেরেছিলাম। প্রোতোপোপোভ্‌ নিজে চক্রান্তের আভাষ পেয়ে আগেই ফাদারকে সাবধান করেছিলেন। তাছাড়া প্রোতোপোপোভ্‌ সেই জঘন্য রাতে জেনারেল বাল্‌ককে ইয়ুসুপোভের প্রাসাদে তিনি আছেন কিনা খোঁজ নিতে পাঠিয়েছিলেন। ফেলিকস্‌ অস্বীকার করেছিল, বলেছিল তিনি নাকি সেখানে যান নি। আর ভিরুবোভা বলেছে, তিনি নাকি ইরিনাকে সুস্থ করবার জন্য ইয়ুসুপোভ্‌দের মইকার প্রাসাদে সেদিন যাবেনই জেদ ধরেছিলেন, কেননা তিনি নাকি কথা দিয়েছিলেন ফেলিক্‌স্‌কে। অথচ ইরিনা তখন ক্রিমিয়ায় ছিল।'

'তাই নাকি?' জার বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ, 'মনে হচ্ছে একটা বিরাট ষড়যন্ত্র। তা তুমি তাকে আগে থেকে সাবধান ক'রে দাওনি কেন?'

ফোঁপাতে থাকেন জারিনা, 'আমার কথা শোনেননি তিনি। কিছুতেই তিনি আমার কথায় কান দেননি।'

জার ও জারিনার কন্যারা তখন শোকে স্তব্ধ হয়ে আছে। তারা কিছুতেই পুরনো দিনের কথাগুলো ভুলতে পারছে না। সবচেয়ে বেশী কাঁদছে ওল্‌গা আর আনাস্‌-তাসিয়া। তাদের হৈ-হুল্লোড় করা সুখের দিনগুলি কত তাড়াতাড়িই না বিগত হ'ল।

জারেভিচ্‌ আলেক্‌সেই-এর বয়স এখন চোদ্দ। তার জীবনের প্রত্যেকটা বছর রাসপুটিন তার সঙ্গে কাটিয়েছে। তাকে আগ্‌লে রেখেছে সারাক্ষণ। অনেকসময়ই তার অসুস্থতাজনিত বিষণ্ণতা কাটাবার জন্য তিনি তার সঙ্গে 'চোর চোর' 'ঘোড়া ঘোড়া' কত খেলা খেলেছেন। খেলতে খেলতে হাঁপিয়ে উঠেছে আলেক্‌সেই। তবু আনন্দ

যদি ফুরিয়ে যায় এই ভয়ে হয়ত সে খেলা ছাড়তে চাইছে না, ফাদার তখন তাকে বলেছেন,- 'এবার লক্ষ্মীটি শুতে যাও! আমি তো আছি, কাল আবার না হয় খেলব?' আলেক্সেই-এর মনে হোত ফাদার বুঝি তার সমবয়সী বন্ধু। এখন সেই বন্ধু ছাড়া থাকতে হবে ভেবে নিজেকে তার কি অসহায়ই না লাগে!

পুলিশ লোক দেখানো অনুসন্ধান শুরু করল। তারা রক্তমাখা একপাটি জুতো খুঁজে পেল পেত্রোভ্স্কি ব্রীজের কাছে।

ফেলিক্স্ ইয়ুসুপোভ্কে তারপর পুলিশ প্রধান, জেনারেল গ্রিগোরেয়েভ নানাকথা জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকল।

ফেলিক্সের প্রত্যেকটা কথাই নেতিবাচক। তাকে কিছুতেই কাত্ করা গেল না।

গ্রিগোরেয়েভ বলল, 'রাসপুটিন তাহ'লে আপনার প্রাসাদে এসেছিলেন? তিনি কতক্ষণ সেখানে ছিলেন?'

'হ্যাঁ, তিনি এসেছিলেন বটে, তবে বেশী বেশীক্ষণ ছিলেন না। আসলে আমার স্ত্রীকে দেখতে এসেছিলেন উনি। কিন্তু ইরিনা, মানে আমার স্ত্রী, সে তো ক্রিমিয়ায়। ফাদার গ্রেগরী তা জানতেন না। তাই তিনি খোঁজ নিয়েই চলে গেলেন।' ফেলিক্সের উত্তর।

'তারপর তিনি কোথায় যাবেন বলেছিলেন কি?'

'না, খুব সম্ভবতঃ তার বাসাতেই ফিরবেন এরকম কিছু একটা যেন বলছিলেন।'

গ্রিগোরেয়েভ বলল, 'সে রাত্রে আপনার এখান থেকে গুলির আওয়াজ পাওয়া গেছে।

'ওঃ হ্যাঁ, তা হতে পারে। আমি তো বাড়ীর সামনে গুলি খেয়ে একটা কুকুরকে মরে পড়ে থাকতে দেখলাম। কিন্তু গুলির কোন আওয়াজ আমি শুনিনি। কে গুলি ক'রে থাকতে পারে ব'লে আপনার মনে হয়?'

সুতরাং ফেলিক্স্কে শতবার জিজ্ঞেস করেও আসল কথা কখনো জানা যাবে না।

হয়ত ফেলিক্স্ এবং তার দলবলকে অনায়াসেই ধরে ফেলা যেত, কেননা কয়েকদিনপর সে ও দিমিত্রি প্রকাশ্যেই তাদের বীরত্বের কথা ব'লে বেড়াতে লাগল। তারা শুধু হাসতে হাসতে বলত, 'আমরা জানি ঠিক কি হয়েছে।' জনসাধারণের সামনে হিরো সাজবার ইচ্ছে তাদের যথেষ্টই ছিল। কিন্তু তারা নাগালের বাইরে ছিল, কারণ দুমার মন্ত্রীসভার হাতেই তখন সব। পুলিশ বা মিলিটারি সবই তাদের।

আমলারা খুব ভালভাবে জানত, যার জন্য তাদের ক্ষমতা প্রায় বিলুপ্ত হ'তে ব'সেছিল, সে আর এখন তার অদৃশ্য শক্তি দিয়ে তাদের আক্রমণ করবে না। বলতে গেলে রাজত্ব এখন তাদের হাতের মুঠোয়। ফেলিকস্কে মনে মনে তারা শিরোপা দিয়ে দিল।

রাসপুটিনের হত্যাকারীদের দুমাতে ডেকে এনে তাদের সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করা হ'ল।

রদ্‌ঝিআন্‌কো এবং অন্যান্যরা বলল, 'দেখ, রাসপুটিনের দেশজুড়ে বেশ কিছু অনুগামী ভক্ত আছে। তারা যে কোন মুহূর্তে ক্ষেপে যেতে পারে। সুতরাং

আমাদের উচিত হবে, সমস্ত দিক বুঝে পা ফেলা। তোমরা কিছুদিনের জন্য আত্মগোপন কর।'

পুরিস্কেভিস্, ফেলিক্স্ বা দিমিত্রি ওদের লোক দেখানো শাস্তি দেওয়া হ'ল।

ফেলিক্স্ তার ক্রিমিয়ার রাজপ্রাসাদে চলে গেল। যেন একটা বিরাট দায়িত্ব পালন করবার পর তাকে কিছুদিনের জন্য ছুটি দেওয়া হ'ল। পুরিস্কেভিচ্ আর দিমিত্রি ফ্রণ্টে চলে গেল। কিছু জনসাধারণ বুঝল তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। জার ও জারিনা বুঝলেন তাদের শেষদিন ঘনিয়ে এসেছে, কেননা তাদের কোন হুকুমকেই কোন মূল্য দেওয়া হ'ল না। রাসপুটিন বেঁচে থাকতে আমলারা বা উচ্চাভিলাষীগণ যে ভাবে দিনের পর দিন তাদের উদ্দেশ্য সাধনে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে, তারা আজ প্রতিশোধ নেবার জন্য ছুরি শানাতে লাগল।

রাসপুটিন মারা যাবার দু'এক মাসের মধ্যেই বিশৃঙ্খলা চরমে উঠল। পথে পথে হাঙ্গামা, বিদ্রোহ প্রায় নিত্যকার ঘটনা হয়ে দাঁড়াল। দুমার ভেতরেও চরম ওলোট-পালট শুরু হয়ে গেছে ক্ষমতালিপ্সুদের মধ্যে। স্পষ্টতঃ জার, জারিনা এবং তাদের সন্তানরা নজরবন্দী হল। জার হলেন সিংহাসনচ্যুত।

এদিকে সেনাবাহিনীতে সৈন্যরা বিদ্রোহ ক'রে বসল। তারা তাদের অফিসারদের অধীনে থাকতে চাইল না। অনেক সামরিক অফিসার গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গেল। এই বিদ্রোহ শুরু হ'ল তখনই যখন ভলিন্স্কি রেজিমেণ্ট তাদের একজন অফিসারকে গুলি বিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। ছ'জন সৈন্য সোজা রাজপ্রাসাদে প্রবেশ ক'রে জারকে বন্দী করল।

এই বিদ্রোহ শুরু হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যের অপ্রতুলতা। বিশেষ করে রুটি না পাওয়ার দরুণ ৮ই মার্চ হঠাৎ বিপ্লব দানা বেঁধে উঠল।

১৯১৭ সালের ১৪ই মার্চ দুমা ঘোষণা করল যে তারা একটি অস্থায়ী সরকার গঠন করলে হয়ত তারা বিপ্লবীদের কঠোর হস্তে দমন করতে পারবে। আর দুমার হাতে শাসনভার থাকার অর্থ জনসাধারণ যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকবে। স্বৈরাচারী জারের পতন হোল ঠিক কথা, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে একনায়কতন্ত্রের শাসনই বজায় থাকল।

কেরেন্স্কীর অস্থায়ী মন্ত্রীসভার উদ্দেশ্য ছিল সেই একই। তারা কখনোই শ্রমিক বা কৃষকশ্রেণীর স্বার্থ না দেখে, ধনি বা জমিদারদের স্বার্থ রক্ষা করার প্রচেষ্টাই করতে থাকল।

জার সরকার উচ্ছেদ হওয়ার পরেই দেশে কিছুদিনের জন্য একটা মুক্তির হাওয়া বয়ে গিয়েছিল। আত্মগোপনকারী বলশেভিক পার্টি প্রকাশ্যে বেরিয়ে আসে। বিপ্লবী দলগুলি আবার আগের মত সভাসমিতি করা, পত্রিকা প্রকাশ করা, বক্তৃতা করা শুরু করে।

ইতিমধ্যে ১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল রাত্রে লেনিন পেত্রোগ্রাদে বিদেশ থেকে ফিরে এলেন। বিপ্লবী রাশিয়া ফিনল্যাণ্ড স্টেশনে তাদের মহান নেতাকে অভ্যর্থনা জানাল।

লেনিনের চিন্তাধারা এরপর প্রত্যেকদিনই প্রাভদায় প্রকাশিত হতে থাকে। তার লেখাগুলিতে তিনি অস্থায়ী সরকারের স্বরূপ আর মেনশেভিক ও অন্যান্য সোশ্যালিস্ট

পার্টিগুলির কেরেন্‌স্কির অস্থায়ী মন্ত্রীসভার সঙ্গে আপোষমূলক নীতির স্বরূপ প্রকাশ করে দিতেন।

ইতিমধ্যে অস্থায়ী সরকারও চুপ ক'রে বসে নেই। তারা খুঁজে খুঁজে বলশেভিক বিপ্লবীদের বার করতে থাকে। বলশেভিক শ্রমিক ও পার্টি সংগঠনগুলির ওপর বর্বরোচিত আক্রমণ হতে থাকে। 'প্রাভদার' সম্পাদকীয় কার্যালয়ের ওপরেও হামলা হয়।

এবং অচিরেই লেনিনকে সমাজবিরোধী আখ্যা দেওয়া হয় ও বলশেভিক দলকে নেতৃত্বহীন করার চেষ্টা ক'রা হয়। লেনিনের নামে ওয়ারেণ্ট বের হয় ও তাঁকে হত্যার চেষ্টা হতে থাকে। বুর্জোয়া সংবাদপত্রগুলিও চুপ করে বসে ছিল না, তারাও বিষোদ্গার করতে থাকে।

লেনিন আত্মগোপন করে থাকেন শ্রমিকের ছদ্মবেশে। আত্মগোপন থাকা অবস্থাতেও তিনি শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম পূর্বের মতই পরিচালনা করতে থাকেন।

এই সময়ে সমস্ত রাশিয়ায় পরিস্থিতি একেবারে চরম অবস্থায় পৌঁছে যায়। জীবন-যাত্রার ব্যয় বেড়ে যায়। সবকিছু গরিবদের নাগালের বাইরে চলে যায়। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন রুটি, মাংস, চিনি, কেরোসিনের অভাব ঘটে এবং দুর্ভিক্ষ আসন্ন হয়ে ওঠে। সত্যি কথা বলতে এ পরিস্থিতির জন্য বুর্জোয়ারাই দায়ী। তারা খাবার-দাবার লুকিয়ে ফেলে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করছিল, যাতে প্রচুর দাম দিয়ে তা কিনতে হয়। তারা আশংকা করছিল বিপ্লবকে প্রশ্রয় দিলে তাদের অধিক উপার্জন বন্ধ হয়ে যাবে, তারা নিঃস্ব হয়ে যাবে। তাই তারা মনে করছিল কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে হয়ত বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে।

কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয় না। অস্থায়ী সরকার মারফত যেমন বুর্জোয়ারা শক্তি বৃদ্ধি করে, তেমনি সোভিয়েতগুলির সাহায্যে শ্রমিক-কৃষক তাদের শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে। 'সোভিয়েত' কথার অর্থ পরিষদ বা পার্লামেণ্ট। যাতে দেশের প্রতিটি শহর, নগর বা গ্রাম ও জেলাগুলি থেকে শ্রমিক, কৃষক ও সৈনিকদের প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হত।

মার্চের বিপ্লবের পর দেশের সমস্ত সোভিয়েতগুলি এক জোট হয়ে যায়।

কেরেন্‌স্কি মন্ত্রীসভা এক রক্ষী বাহিনী তৈরী করে, যাদের বলা হয় শ্বেতরক্ষী বাহিনী। এরা বুর্জোয়াদের স্বার্থরক্ষা বা ব্যক্তিমালিকানা রক্ষার উদ্দেশ্যে বলশেভিক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে একজোট হয়।

আর লেনিনের নেতৃত্বে তৈরী হয় লালরক্ষী বাহিনী। এরা হচ্ছে রাশিয়ার সশস্ত্র কারখানার শ্রমিক। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময়ই এদের জন্ম হয়, তারপর ১৯১৭ সালে হঠাৎ আবার তাদের উদয় হয় মেহনতী জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে।

অস্থায়ী সরকার আবার হঠাৎ ধুয়ো তোলে যে বলশেভিকরা হচ্ছে জার্মানদের দালাল এবং দেশের লোক তাই বিশ্বাস করতে শুরু করে। এই সরকার জার্মান ষড়যন্ত্রের প্রমাণ হিসেবে যেসব দলিল হাজির করে তা জাল বলে প্রমাণ হতে থাকে।

সামরিক সরকার অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় একে একে বলশেভিক বিপ্লবীরা জেল থেকে ছাড়া পেতে থাকল।

এবং পুনরায় লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা স্লোগান তুললেন, 'অস্থায়ী সরকারের প্রতি সমর্থন নেই।' 'সোভিয়েতগুলির হাতে সব ক্ষমতা চাই।'

কিন্তু নরমপন্থী পার্টিগুলি, বুর্জোয়া জমিদাররা বা প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক কর্তাব্যক্তিরা অন্য কথা ভাবছিল। ২৫শে আগস্ট জেনারেল কর্নিলভ্ বিপ্লবকে চূর্ণ করবার জন্য পেত্রোগ্রাদে সৈন্য পরিচালনা করলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল একনায়কত্ব কায়েম করা। কিন্তু বিপ্লবী জনগণ তা ব্যর্থ করে দেয়। তার ফলস্বরূপ জনগণ বলশেভিকদের দিকে ঝুঁকে পড়ে। সমস্ত সোভিয়েতগুলিতে বলশেভিক প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হতে থাকে। দেশ নতুন উদ্দীপনায় প্রস্তুত হতে থাকে।

২৪শে অক্টোবর লেনিনের প্রস্তাব অনুযায়ী দেশের সমস্ত স্থানেই অভ্যুত্থান হল।

২৫শে অক্টোবর টেলিফোন স্টেশন, রেডিয়ো স্টেশন, রেল স্টেশন সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিই বিপ্লবীরা দখল করে নিল। অবশেষে অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ হল। এবং রাশিয়ায় প্রথম জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। বিপ্লব শেষে জার, জারিনা ও তাদের সন্তানদের সাইবেরিয়ায় গুলি করে হত্যা করা হল।

এভাবেই শেষ হ'ল রোমানভ্ সাম্রাজ্যের সাড়ে তিনশ বছরের একচ্ছত্র রাশিয়া শাসন। সফল হল মহান অক্টোবর বিপ্লব এবং পূর্ব দিকে উদিত হল জনগণের স্বাধীনতা ও মুক্তির নতুন প্রভাত।